~*MASUD RANA SERIES*~

Double Agent Part I & II By Kazi Anwar Hossain

For more free Books,Songs,Software,
PC games,Movies,Natok,
Mobile ringtones,games and themes etc.
please visit
www.murchona.com/forum

Scanned By:

Abu Naser Mohammad Hossain (Sumon)

Email:

anmsumon@yahoo.com,anmsumon@gmail.com

মাসুদ রানা

ডাবল এজেন্ট

[দুইখণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

অন্ধকার রাতে ইসরায়েলি উপকূলে পানির ওপর মাথাচাড়া দিল মিশরীয় নৌ-বাহিনীর এক সাবমেরিন। দু'জন সঙ্গীকে নিয়ে ফরওয়ার্ড হ্যাচ থেকে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা, নির্জন সৈকত থেকে দু'জন তরুণীকে উদ্ধার করে আনল সে।

পরে জানা গেল, শুধু ওই দু'জনকেই নয়, উদ্ধার করে আনা হয়েছে ডাবল এজেন্টদের গোটা একটা দলকে। তাদের মধ্যে দু'জন খুন হলো। দু'জনেরই জিভ কেটে নেয়া হয়েছে। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে শুরু হলো রানার নতুন অ্যাসাইনমেন্ট। দলটার মধ্যে একজন বেঈমান আছে, ও কি তাকে ধরতে পারবে?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ডাবল এজেন্ট কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানা

ডাবল এজেন্ট

দুইখণ্ড একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন

alimsumon@yahoo.com
http://www.murchona.com

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় *ভারতনাট্যম *স্বর্ণমৃগ *দুঃসাহসিক *মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা *দুর্গম দুর্গ *শত্রু ভয়ঙ্কর *সাগরসঙ্গম *রানা! সাবধান!! *বিস্মরণ *রত্নদ্বীপ *নীল আতঙ্ক*কায়রো *মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র *মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র *রাত্রি অন্ধকার *জাল *অটল সিংহাসন *মৃত্যুর ঠিকানা *ক্ষ্যাপা নর্তক *শয়তানের দূত* এখনও ষড়যন্ত্র *প্রমাণ কই? *বিপদজনক *রক্তের রঙ *অদৃশ্য শত্রু *পিশাচ দ্বীপ *বিদেশী গুপ্তচর *ব্ল্যাক স্পাইডার *গুপ্তহত্যা *তিন শত্রু *অকস্মাৎ সীমান্ত *সতর্ক শয়তান *নীলছবি *প্রবেশ নিষেধ *পাগল বৈজ্ঞানিক *এসপিওনাজ *লাল পাহাড় *হৃৎকম্পন *প্রতিহিংসা *হংকং সম্রাট *কুউউ!*বিদায় রানা *প্রতিদ্বন্দ্বী *আক্রমণ *গ্রাস *স্বর্ণতরী *পপি *জিপসী *আমিই রানা *সেই উ সেন *হ্যালো, সোহানা *হাইজ্যাক *আই লাভ ইউ, ম্যান *সাগর কন্যা *পালাবে কোথায় *টার্গেট নাইন *বিষ নিঃশ্বাস *প্রেতাত্মা *বন্দী গগল *জিম্মি *তুষার যাত্রা *স্বর্ণ সংকট *সন্ন্যাসিনী *পাশের কামরা *নিরাপদ কারাগার *স্বর্গরাজ্য *উদ্ধার *হামলা *প্রতিশোধ *মেজর রাহাত *লেনিনগ্রাদ *অ্যামবুশ *আরেক বারমুডা *বেনামী বন্দর *নকল রানা *রিপোর্টার *মরুযাত্রা *বন্ধু *সংকেত *স্পর্ধা *চ্যালেঞ্জ *শত্রুপক্ষ *চারিদিকে শত্রু *অগ্নিপুরুষ *অন্ধকারে চিতা *মরণ কামড় *মরণ খেলা *অপহরণ *আবার সেই দুঃস্বপ্ন *বিপর্যয় *শান্তিদূত *শ্বেত সন্ত্রাস *ছদ্মবেশী *কালপ্রিট *মৃত্যু আলিঙ্গন *সময়সীমা মধ্যরাত *আবার উ সেন *বুমেরাং *কে কেন কিভাবে *মুক্ত বিহঙ্গ *কুচক্র *চাই সাম্রাজ্য *অনুপ্রবেশ *যাত্রা অশুভ *জুয়াড়ী *কালো টাকা *কোকেন সম্রাট *বিষকন্যা *সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার *অপারেশন চিতা *আক্রমণ '৮৯ *অশান্ত সাগর *শ্বাপদ সংকুল *দংশন *প্রলয় সংকেত *ব্ল্যাক ম্যাজিক *তিক্ত অবকাশ *ডাবল এজেন্ট *আমি সোহানা *অগ্নিশপথ *জাপানী ফ্যানাটিক *সাক্ষাৎ শয়তান *গুপ্তঘাতক *নরপিশাচ *শত্রুবিভীষণ *অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর *কৃষ্ণপক্ষ *কালো ছায়া *নকল বিজ্ঞানী *বড় ক্ষুধা *স্বর্ণদ্বীপ *রক্তপিপাসা *অপচ্ছায়া *ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন *সাউদিয়া ১০৩ *কালপুরুষ *নীল বজ্র *মৃত্যুর প্রতিনিধি *কালকূট *অমানিশা *সবাই চলে গেছে * অনন্ত যাত্রা *রক্তচোষা *কালো ফাইল *মাফিয়া *হীরকসম্রাট *সাত বাজার ধন *শেষ চাল*বিশ্বাস*অপারেশন কলম্বিয়া।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

ডাবল এজেন্ট-১

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ১৯৯৩

এক

মিশরীয় নৌ-বাহিনীর সাবমেরিন থেকে ইসরায়েলি উপকূল রেখা এখন আর খুব বেশি দূরে নয়। সাবমেরিনের কন্ট্রোল রুমে শুধু লাল আলোর আভা ছড়িয়ে রয়েছে। নেভিগেশন অফিসার, আমির আব্বাস, সামনের দিকে ঝুঁকে ক্যাপটেনের হাত ছুঁল। 'পৌঁছে গেছি, স্যার।'

লেফটেন্যান্ট কমান্ডার নাজিম মোসাদ্দেক মাথা ঝাঁকালেন। 'উপ অল। প্লেইনস মিডশিপস।'

ওয়াচকীপার সাড়া দিল, 'অল উপর।'

'প্লেইনস মিডশিপস,' দু'জন প্লেইনম্যানের মধ্যে সিনিয়র লোকটা জবাব দিল। তার সামনে ছোট্ট একটা প্যানেল রয়েছে, ওটার সাহায্যে হাইড্রোপ্লেইন অপারেট করা হয়। হাইড্রোপ্লেইনের কাজ হল সাবমেরিনের গভীরতা নিয়ন্ত্রণ।

'সোনার?' শান্তস্বরে জানতে চাইলেন ক্যাপটেন।

'হাইফা বন্দরে স্বাভাবিক তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দুটো ছোট পেট্রল বোট, তবে পঞ্চাশ মাইল দূরে। বেয়ারিং জিরো-টু-জিরো। চারপাশে কোন সাবমেরিন নেই।'

লেফটেন্যান্ট কমান্ডার নাজিম মোসাদ্দেক ভুরু কোঁচকালেন। তাঁর মনে শান্তি নেই। একটা কারণ, মিশরীয় নৌ-বাহিনীর এই অমূল্য সম্পদটিকে নিষিদ্ধ ও বিপজ্জনক জলসীমায় নিয়ে আসার কোন ইচ্ছে তাঁর ছিল না। আরেকটা কারণ, টিকটিকিদের পছন্দ করেন না তিনি।

তিনি জানেন, টিকটিকি বলা হয় গোয়েন্দাদের। তবে তাঁর কাছে গোয়েন্দা বা স্পাই, দুটোই সমান। যা-ই বলা হোক, ওদেরকে তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ায় খুশি হতে পারেননি তিনি, যদিও তাঁকে জানানো হয়েছে ওদের লিডার নাকি কাল্পনিক চরিত্র জেমস বণ্ডের তুলনায় কোন দিক থেকে কম নয়। তাঁকে আরও জানানো হয়েছে, স্পাইদের এই দলটাকে মিশরের ঘনিষ্ঠ এক বন্ধুরাষ্ট্র থেকে পাঠানো হয়েছে। যুদ্ধের সময়ে নাজিম মোসাদ্দেক ইসরায়েলি উপকূলে গোপনে হামলা চালিয়েছেন, প্রয়োজনে অসম্ভব সব ঝুঁকিও নিয়েছেন, কিন্তু শান্তির সময়ে এ-ধরনের ঝুঁকি নেয়ার ঘোর বিরোধী তিনি।

টিকটিকিরা যখন সাবমেরিনে এল, তিনি ভেবেছিলেন লিডার লোকটাকে মেজর বলা হলেও ওটা হয়ত তার কাভার। কিন্তু কয়েক ঘন্টার মধ্যে

সবিস্ময়ে উপলব্ধি করলেন তিনি, বিদেশী মেজর সাগর ও সাবমেরিন সম্পর্কে যা কিছু জানার প্রায় সবই জানে। তার দুই সঙ্গী সম্পর্কেও কথাটা সত্যি। অবাক কাণ্ড, সাগর সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ অথচ তাকে মেজর বলা হচ্ছে! এতে করে তার মানসিক শান্তি কমল বৈ বাড়ল না। লিডারের নাম মেজর, কাভটার [illegible]।

নৌ-বাহিনীর সদর দফতর থেকে পরিষ্কার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাঁকে, প্রতিটি শব্দ এখনও স্মরণ করতে পারেন তিনি।

'মেজর এবং তার দলকে সব রকম সাহায্য করবেন আপনি। পানির নিচ দিয়ে, নিঃশব্দে, সম্ভাব্য দ্রুতগতিতে রঁদেভোয় পৌঁছুবেন।'

নির্দেশের সাথে একটা চার্টও দেয়া হয়েছে। সেটা দেখে রীতিমত আঁতকে ওঠেন লে. ক. নাজিম মোসাদ্দেক। বৈরুত আর তেল আবিবের মাঝখানে, হাইফা উপকূলের পাঁচ মাইলের মধ্যে পৌঁছুতে হবে তাঁকে।

'রঁদেভোয় পৌঁছে পানির নিচে অপেক্ষা করবেন আপনি। সরাসরি মেজরের নির্দেশ মেনে চলতে হবে আপনাকে। কোন অবস্থাতেই অন্য কোন জলযানকে নিজেদের উপস্থিতি জানতে দেবেন না, বিশেষ করে হাইফা বন্দরে টহলরত ইসরায়েলি ন্যাভাল ইউনিটগুলোকে। রঁদেভোয় পৌঁছুবার পর, সম্ভাবনা আছে সঙ্গীদের নিয়ে বোট ছেড়ে নামতে চাইবেন মেজর। ওঁদের সাথে ইনফ্লেটেবল আছে। ওঁরা নেমে যাবার পর পেরিস্কোপ গভীরতায় ডুবে থাকবেন আপনারা, ওঁদের ফেরার অপেক্ষায়। তিন ঘণ্টা পরও ওঁরা যদি না ফেরেন, আপনার আর অপেক্ষা করার দরকার নেই। পানির তলা দিয়ে নিঃশব্দে চলে আসুন, রিপোর্ট করুন বেসে। আর যদি মেজরের মিশন সফল হয়, তিনি সম্ভবত আরও দু'জন মানুষকে নিয়ে ফিরে আসবেন। তাঁদের জন্যে সব রকম আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করবেন আপনি। তাঁরা বোটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বেসে ফেরার জন্যে রওনা হবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এই অপারেশন পরিচালিত হবে অফিশিয়াল সিক্রেট অ্যাক্ট অনুসারে। আপনার ক্রুদের সবাইকে জানিয়ে দেবেন, এই অপারেশন সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে বা অন্য কারও সঙ্গে আলাপ করা যাবে না। আপনি বেসে ফিরলে, ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে, একটা অ্যাডমিরাল্টি টিম ডিব্রিফ করবে।'

'জাহান্নামে যাক মেজর!' মনে মনে অভিশাপ দিলেন নাজিম মোসাদ্দেক। পানির তলায় লুকিয়ে থাকলেও, নিজেদের নিরাপদ জলসীমায় ঘোরাফেরা করাও একটা সাবমেরিনের জন্যে বিপজ্জনক। আধুনিক সোনার ও টর্পেডো এতই উন্নত যে কখন আঘাত লাগবে বলা কঠিন। হোক শান্তির সময়, পরম শত্রুর জলসীমায় ঢুকে তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করা আত্মহত্যার সামিল। কিন্তু কে কার কথা শোনে! তাঁকে এমনকি প্রতিবাদ করারও সুযোগ দেয়া হয়নি।

'পেরিস্কোপ ডেপথ,' বিড়বিড় করে অর্ডার দিলেন নাজিম মোসাদ্দেক, লক্ষ করলেন নিঃশব্দে পরিচালিত বোটের ভেতর থমথম করছে পরিবেশ। জানা কথা, তাঁর ক্রুরাও ব্যাপারটাকে সহজভাবে নিতে পারেনি।

ধীরে ধীরে সাবমেরিনকে ওপর দিকে তুলল প্লেইনম্যানরা। সারফেস থেকে দুশো পঞ্চাশ ফুট নিচে এখন তারা। থামল সাবমেরিন। 'পেরিস্কোপ ডেপথ, স্যার।'

'আপ পেরিস্কোপ।'

নিরেট ধাতব টিউব ওপর দিকে উঠে গেল, টান দিয়ে হ্যাণ্ডেলটা নিচে নামালেন নাজিম মোসাদ্দেক। নাইট ভিশন-এর সুইচ অন করে চারদিকটা একবার দেখে নিলেন তিনি। দূরে শুধু উপকূল রেখা দেখা গেল, সমতল ও ফাঁকা, দেখার মত কিছুই নেই—না কোন জাহাজ, না কোন আলো। এমনকি একটা মাছ ধরার বোটও চোখে পড়ল না।

'ডাউন পেরিস্কোপ।'

হাতলটা ঠেলে ওপরে তুলে দিলেন তিনি, দু'পা এগিয়ে রেডিও ব্যাঙ্ক-এর সামনে চলে এলেন, হাত বাড়িয়ে তুলে নিলেন ইন্টারনাল ব্রডকাস্ট মাইক্রোফোনটা। বোতাম টিপে নিচু গলায় বললেন, 'মেজর টু কন্ট্রোল রুম, প্লীজ।'

মেজর আর তার দলকে ওপরতলায় যেখানে ঠাঁই দেয়া হয়েছে সেটার নাম ফোর-এণ্ডস। খালি জায়গা একমাত্র এটাই পাওয়া গেছে। ওদের চারদিকে লাল চিহ্ন দেয়া সেফটি ইকুইপমেন্ট, পিছনে এক সেট টর্পেডো টিউব। ওদের জন্যে বিশেষভাবে তৈরি তিনটে বাঙ্ক-এর ওপর শুয়ে আছে তিনজন, ডেক থেকে চার ফুট ওপরে। শুয়ে থাকলেও, অভিযানের জন্যে আগেই তৈরি হয়ে নিয়েছে ওরা। প্রত্যেকে কালো রাবারের ডাইভিং সুট পরেছে, সাথে ওয়াটারপ্রুফ হোলস্টার, বেল্টের সঙ্গে আটকানো। ভাঁজ খুলে ইনফ্লেটেবলটাও নাগালের মধ্যে রাখা হয়েছে।

ক্যাপটেন ডাকছেন শুনে ধাতব ডেকের ওপর দাঁড়াল মেজর, শান্তভাবে এগোল কন্ট্রোল রুমের দিকে। আন্তর্জাতিক এসপিওনাজ জগতে দীর্ঘদিন বিচরণ করছে, 'ইনার সার্কেল'-এ পড়ে, এমন লোকের সংখ্যা খুব বেশি নয়, একমাত্র তারাই মেজরকে বিসিআই এজেন্ট মাসুদ রানা বলে চিনতে পারবে। ওর সঙ্গীরা বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর ন্যাভাল স্পেশাল বোট স্কোয়াড্রন-এর সদস্য। বিসিআই, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স, নৌ-বাহিনী থেকে ওদের দু'জনকে ধার করেছে। এর আগেও মেজর মাসুদ রানার সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে ওদের।

রানা কন্ট্রোল রুমে ঢুকতে মুখ তুলে তাকালেন নাজিম মোসাদ্দেক। 'আমরা আপনাদের ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিয়েছি।' তাঁর হাবভাবে আনন্দ বা বিদ্বেষ কোনটাই নেই, স্রেফ আনুষ্ঠানিকতা পালন করছেন।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'গুড। আসলে এক ঘণ্টা আগে পৌঁচেছি আমরা। ভালই হল, অনুকূল বাতাস পাওয়া যাবে।' বাঁ কব্জিতে বাঁধা স্টেনলেস স্টীল

রোলেক্সের ওপর চোখ বুলাল একবার। 'বিশ মিনিটের মধ্যে রওনা হতে চাই আমরা। সম্ভব?'

'অবশ্যই। কতক্ষণ সময় নেবেন আপনারা?'

'ধরে নিচ্ছি বোটটাকে আপনি আংশিক পানির ওপর তুলবেন। ইনফ্লেটেবলকে বাতাস ভরব আমরা, বৈঠা চালিয়ে বোটের গা থেকে খানিকটা দূরে সরে যাব—কতক্ষণ লাগবে, দশ কি পনেরো মিনিট।'

'আর শুধু নির্দেশ মত রেডিও সিগন্যাল ব্যবহার করব?'

'বিপদ দেখা দিলে আপনার তরফ থেকে তিনবার ব্রাভো সঙ্কেত। আমাদের তরফ থেকে দু'বার ডেলটা সঙ্কেত, আমরা যখন চাইব, আবার পানির ওপর উঠে আমাদেরকে আপনারা গ্রহণ করুন। যেমন আয়োজন করা হয়েছে, সেইল-এর ফরওয়ার্ড এগজিট হ্যাচ ব্যবহার করব আমরা—ওখানে কোন সমস্যা নেই, আশা করি?'

'কেসিং-এর ওপরটা পিচ্ছিল থাকবে, বিশেষ করে আপনাদের ফেরার সময়। সাহায্য করার জন্যে দু'জন রেটিংকে পাঠাব আমি।'

'এক প্রস্থ রশিও। ভাল হয় মই হলে। আমার যতটুকু জানা আছে, অতিথি হয়ে যাঁরা আসছেন তাঁদের সাবমেরিনে চড়ার কোনও পূর্ব-অভিজ্ঞতা নেই, রাতের অন্ধকারে তো নয়ই।'

'আপনারা তাহলে তৈরি হয়ে নিন।' শুধু অতিথি নয়, অতিথিদের অতিথি আছে, তাদেরকেও চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তাঁর ঘাড়ে; ভাবতে গিয়ে মন আরও খানিকটা বেজার হল ক্যাপটেন নাজিম মোসাদ্দেকের।

'রাইট, শিপশেপ হতে যতক্ষণ লাগে।' স্পেশাল বোট স্কোয়াড্রন অফিসারদের কাছে ফিরে এল রানা। প্রথমজন ক্যাপটেন কাজল রহমান, বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী। দ্বিতীয়জন নুরুল হক, বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী। শেষ মুহূর্তে নিজেদের মধ্যে একটা মহড়া দিয়ে নিল ওরা। যদি কোন জটিলতা বা বিপদ দেখা দেয় তাহলে কে কি করবে, কার কি ভূমিকা হবে। মহড়া শেষ হতে ইনফ্লেটেবল, বৈঠা ও ছোট্ট লাইটওয়েট এঞ্জিনটা ধাতব মইয়ের কাছে বয়ে নিয়ে এল ওরা। এই মই উঠে গেছে ফরওয়ার্ড হ্যাচে, সেখান থেকে কেসিং-এ। কেসিং-এর পর আর কিছু নেই, আছে শুধু ভূমধ্যসাগরের ঢেউ আর ঠাণ্ডা পানি। মইয়ের গোড়ায় অয়েলস্কিন পরা দু'জন রেটিং অপেক্ষা করছিল ওদের জন্যে, নির্দেশ পেলেই মই বেয়ে উঠে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে আছে একজন।

কন্ট্রোল রূমে কেউ কোন কথা বলছে না। আরেকবার পেরিস্কোপে চোখ রেখে চারদিকটা ভাল করে দেখে নিলেন নাজিম মোসাদ্দেক। তারপর সাবমেরিনকে কেসিং পর্যন্ত পানির ওপরে তোলার নির্দেশ দিলেন। সেই সঙ্গে আরেকটা নির্দেশ দিলেন তিনি, 'ব্ল্যাক লাইট।'

তাঁর দ্বিতীয় নির্দেশটা পালিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সাবমেরিনের ভেতরটা পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে গেল। সামান্য আলোর আভা দেখা গেল শুধু কন্ট্রোল রূমে, ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেল থেকে ছড়াচ্ছে। অবশ্য মাঝে মধ্যে শেড পরানো

লাল টর্চ জ্বালা হল। এই রকম একটা টর্চ রয়েছে মইয়ের গোড়ায় দাঁড়ানো রেটিংদের একজনের হাতে। স্পীকার থেকে ভেসে এল, 'কেসিং সারফেসড!' সঙ্গে সঙ্গে মই বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল সে।

হুইল ঘুরিয়ে ফরওয়ার্ড হ্যাচের তালা খুলল রেটিং। মাথার ওপর সদা [illegible] থেকে ঠাণ্ডা ও টাটকা বাতাস ঢুকল ভেতরে। [illegible] মই বেয়ে ওপরে উঠল নুরুল হক, রেটিঙের টর্চ ম্লান লাল আলো ফেলল মইয়ের ধাপে। মই বেয়ে উঠতে শুরু করেছে কাজল রহমানও, মাঝপথে থামল সে, রানার কাছ থেকে ইনফ্লেটেবলটা নিয়ে একটা প্রান্ত ধরিয়ে দিল নুরুল হকের হাতে, দু'জন ধরাধরি করে ভারি জিনিসটা তুলে ফেলল কেসিং-এর ওপর। ওদের পিছু নিল রানা, দ্বিতীয় রেটিং ওর হাতে তুলে দিল বৈঠা ও লাইটওয়েট এঞ্জিন। এঞ্জিনটা বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর সম্পদ। ব্যবহার করা অত্যন্ত সহজ। প্রপেলার ব্লেডগুলো আকারে ছোট, দ্রুত ও প্রায় নিঃশব্দে ছুটতে পারে। ফুয়েল ট্যাংকটা ইনফ্লেটেবলের পিছনে।

সবশেষে নুরুল হকের হাতে এয়ার টিউবটা ধরিয়ে দিল রানা। পিচ্ছিল মেটাল কেসিং-এ উঠে এসে দেখল ইনফ্লেটেবল নিজের আকৃতি ফিরে পেয়েছে—সরু ও লম্বা, সিটগুলো বালতি আকৃতির, ধরার জন্যে প্রতিটি সিটের সঙ্গে হাতলও আছে।

ওয়েট সুটে আটকানো দু'মুখি রেডিওটা চেক করল রানা। তাল সামলে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করছে ও, ওর সঙ্গীরা ইনফ্লেটেবলটাকে পানিতে ভাসাল। নিচু, গোলাকার বো-তে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন রেটিং, টেনে ধরে থাকল একটা রশি, যতক্ষণ না বৈঠা ও এঞ্জিন ইনফ্লেটেবলে নামানো হল। এরপর কেসিং থেকে হড়কে নেমে গেল রানা, নিজের জায়গা স্টার্নে বসল। রশিটা ছেড়ে দিল রেটিং, ঝাঁকি খেয়ে সাবমেরিনের গা থেকে দূরে সরে এল ওদের যান্ত্রিক ভেলা।

ছোট্ট জলযানটাকে স্রোতের টানে সাবমেরিনের কাছ থেকে সরে আসতে দিল ওরা, গলার সঙ্গে বাঁধা আলোকিত কম্পাস চোখের সামনে তুলে দ্রুত একটা রিডিং নিল রানা। রিডিংটা নৌ-অফিসারদের পড়ে শোনাল ও, তারপর ওর সামনের প্লাস্টিকের গর্তে কম্পাসটা রেখে নিজের বৈঠা তুলে নিয়ে সেটাকে হাল হিসেবে ব্যবহার করল, রওনা হবার নির্দেশ দিল সঙ্গীদের। সাগরের পানি কালো, চকচক করছে।

দ্রুত বৈঠা চালিয়ে এগোল ওরা। দু'মিনিট পর কোর্স চেক করল রানা, আর ঠিক তখনই পানির ফোঁস ফোঁস আওয়াজ শুনতে পেল, বুঝল সাবমেরিনটা ডুব দিল পানির নিচে। ওদের চারদিকে রাতের অন্ধকার ও সাগর মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে, কোনটাকেই আলাদা ভাবে চেনার উপায় নেই। এক নাগাড়ে আধ ঘন্টা বৈঠা চালাল ওরা, দু'একমিনিট পরপর কম্পাসে চোখ রেখে দিক সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিল রানা। এতক্ষণে ইসরায়েলি উপকূল রেখা দেখতে পেল ওরা। তীরে পৌঁছুতে এখনও অনেক দেরি আছে। যত জোরেই বৈঠা চালানো হোক, তিনজন লোককে নিয়ে

ভেলাটার গতি মোটেও বেশি নয়। সব যদি ঠিকঠাক মত ঘটে, দ্রুত সাবমেরিনে ফেরার জন্যে লাইটওয়েট এঞ্জিনটা ব্যবহার করতে পারবে ওরা।

আরও প্রায় এক ঘণ্টা পর তীরের কাছাকাছি চলে এল ওরা, নিরাপদ একটা খাঁড়িতে ঢোকার জন্যে সঠিক কোর্স ধরে এগোচ্ছে। খানিক পরই গাঢ় অন্ধকারের ভেতর খাঁড়ির একদিকের বালি চিকচিক করতে দেখল ওরা। এখন আর কেউ বৈঠা চালাচ্ছে না। স্রোতের টানে নিজেই ভেসে চলেছে যান্ত্রিক ভেলা। সবাই প্রস্তুত এবং সতর্ক। কারণ বিপদ হওয়ার সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা এখনই। ভেলার পিছন দিকে দাঁড়িয়ে পড়ল কাজল রহমান, শেডহীন টর্চটা সৈকতের দিকে তাক করে দু'বার আলো জ্বালল সে। সৈকত থেকে সাথে সাথে সাড়া পাওয়া গেল। দু'বার আলো জ্বেলে মোর্স কোডের জবাব দেয়া হল।

'ওরা এসেছে,' বিড়বিড় করল রানা।

'ওরা একা হলেই হয়,' ফিসফিস করল নুরুল হক।

ভেলাটা সৈকতে পৌঁছুবার আগেই লাফ দিয়ে পানিতে নামল কাজল রহমান, বো-র রশি ধরে ভেলাটাকে সামলাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। বালির ওপর দিয়ে ছুটে আসতে দেখা গেল কালো দুটো মূর্তিকে।

'মাই পীস ইজ গন,' আবৃত্তি করল রানা। রাত দুপুরে নির্জন ইসরায়েলি সৈকতে মহাকবি গ্যেটের কবিতা আবৃত্তি করা, উদ্ভট ও হাস্যকর লাগল ওর।

পানির কিনারায় দাঁড়ানো মূর্তি দুটোর একটা জবাব দিল, 'মাই হার্ট ইজ হেভি।'

দ্রুত ভেলায় তোলা হল ওদেরকে, তিনজনই বাড়িয়ে দিল সাহায্যের হাত। আগন্তুকদের জায়গা করে দেয়া হল ভেলার মাঝখানে। সামনের রশিতে টান দিয়ে ভেলাটাকে ঘোরাল কাজল রহমান, কম্পাস দেখে নিয়ে ফেরার কোর্স নির্ধারণ করল রানা। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে বৈঠা চালিয়ে সৈকত থেকে দূরে সরে এল ওরা। ত্রিশ মিনিট পর এঞ্জিন চালু করবে, সেই সঙ্গে প্রথম বার সঙ্কেত পাঠাবে অপেক্ষারত সাবমেরিনকে।

ওদের ভেলায় একটা শর্ট-ডিসট্যান্স সিগন্যালিং ডিভাইস রয়েছে, কাজেই সাবমেরিনের সোনার অপারেটর ওদের ফিরতি অভিযানটা মনিটরিং করতে পারল। শুধু ভেলা নয়, ভেলার চারদিকেও কড়া নজর রাখছে সে। একই কাজ করছে তার সহকারীও, তবে তার নজর রাখার ক্ষেত্রটি আরও অনেক বড়।

'মনে হচ্ছে, স্যার, ওঁরা বোধহয় ফিরে আসছেন,' সিনিয়র সোনার অপারেটর জানাল।

'এঞ্জিন চালু করলে আমাকে জানাবে।' ক্যাপটেন নাজিম মোসাদ্দেক উত্তেজনায় আড়ষ্ট হয়ে আছেন। গোটা ব্যাপারটা কি নিয়ে, তাঁর জানা নেই; জানতে তিনি চানও না। তিনি শুধু আশা করতে পারেন তাঁর আরোহীরা নিরাপদে ফিরে আসবেন, এবং যাদেরই তাঁরা সাথে করে নিয়ে আসুন, সবাইকে বহাল তবিয়তে পৌঁছে দেবেন ঘাঁটিতে।

'ইয়েস, স্যার। আমার ধারণা…হায় আল্লাহ্…!' হেডফোনে জোরালো সঙ্কেত শুনে আঁতকে উঠল সোনার অপারেটর, স্ক্রীনে ফুটে ওঠা ব্লিপগুলোর দিকে চোখ বড় করে তাকাল। 'ওঁদেরকে ধাওয়া করা হচ্ছে, স্যার!' রুদ্ধশ্বাসে বলল সে। 'বেয়ারিং জিরো-সেভেন-ফোর। ছোট্ট একটা বোট, স্যার। ওঁদের স্টারবোর্ড সাইডে, হেডল্যাণ্ডের পিছন থেকে আসছে। অত্যন্ত হালকা বোট, স্যার। হালকা, দ্রুতগামী। আমার ধারণা ওটা একটা চেলা, স্যার।'

দাঁতে দাঁত ঘষলেন নাজিম মোসাদ্দেক, ক্রুদের সামনে সচরাচর যা করেন না তিনি। চেলা হল রাশিয়ার তৈরি পেট্রল হাইড্রোফয়েল। এ জিনিস ইসরায়েলিদের হাতে থাকার কথা নয়, সম্ভবত তৃতীয় কোন দেশের মাধ্যমে জোগাড় করা হয়েছে। নতুন নয়, ইতিমধ্যে পুরানো হয়ে গেছে চেলা। ওটায় দু'জোড়া ১৩ এম এম মেশিনগান আছে, আর আছে পট ড্রাম সার্চ রাডার। গতি অত্যন্ত দ্রুত, অগভীর পানি হোক বা উত্তাল সাগর, সবখানে তীব্রবেগে চলাচল করতে পারে।

'চেলাই, স্যার, কোন সন্দেহ নেই—সরাসরি ওদের দিকে ছুটছে, মাঝখানের দূরত্ব কমে আসছে দ্রুত,' এক নিঃশ্বাসে বলল সোনার অপারেটর।

ভেলায় ওরা পেট্রল বোট এঞ্জিনের ভারি শব্দ শুনতে পেল, সৈকত থেকে রওনা হবার একটু পরই।

'আমরা কি এঞ্জিন ব্যবহার করব? চেষ্টা করব পালাতে?' চাপা কণ্ঠে রানাকে জিজ্ঞেস করল কাজল রহমান।

'পালানো সম্ভব নয়।' কি করতে হবে জানে রানা, কিন্তু কাজটার পরিণতি সম্পর্কে মাথা ঘামাতে মন চাইছে না।

সিদ্ধান্ত নেয়ার কঠিন দায়িত্ব থেকে ওকে রেহাই দিল কাজল রহমান, পিছন দিকে ঝুঁকে রানার উদ্দেশে বলল সে, 'ওটাকে কাছে আসতে দাও, বিস্ফোরণের জন্যে তৈরি থাকো। আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো না। লিমপেট আমাকে ঘায়েল না করলে সৈকত ধরে কেটে পড়ার চেষ্টা করব আমি। উদ্বাস্তু ফিলিস্তিনীদের শিবির সৈকত থেকে খুব বেশি দূরে নয়।' কথা শেষ করেই ভেলা থেকে ঝুপ করে পানিতে পড়ল সে, চোখের নিমেষে সাগর গ্রাস করল তাকে।

রানা জানে, কাজল রহমানের কাছে এক জোড়া ছোট লিমপেট মাইন আছে। ঠিকমত বসাতে পারলে হাইড্রোফয়েলের ফুয়েল ট্যাংকে দুটো ফুটো তৈরি হবে। আরও জানে, মাইন বিস্ফোরণে সম্ভবত কাজল রহমান নিজেও মারা যাবে।

ঠিক সেই মুহূর্তে ওদের ওপর সার্চলাইটের চোখ ধাঁধানো আলো পড়ল। পেট্রল বোটের গতি কমে গেল, থামছে ওটা। ভেলা ও পেট্রল বোটের মাঝখানে এখন দূরত্ব খুব বেশি নয়। লাউডহেইলার থেকে হিব্রু ও ইংরেজি ভাষায় নির্দেশ ভেসে এল, 'হল্ট! হল্ট! দিস ইজ আ মিলিটারি অর্ডার! পরিচয় আর উদ্দেশ্য জানার জন্যে তোমাদেরকে আমরা বোটে তুলব। তোমরা না থামলে গুলি করতে বাধ্য হব আমরা। হল্ট! হল্ট!'

'মাথার ওপর হাত তোল,' নুরুল হককে বলল রানা। 'ওদেরকে দেখাও তুমি নিরস্ত্র। যা বলে শোন। একটা বিস্ফোরণ ঘটবে। আওয়াজ পেলেই দুই হাঁটুর মাঝখানে মাথাটা গুঁজে দেবে।'

'তারপর চোখ খুলে দেখব বেহেশতে বসে শরাবান তহুরার গ্লাসে চুমুক দিচ্ছি...' বিড়বিড় করল নুরুল হক।

...খুলিটা ঢেকে রাখবে দু'হাতে।

মৃদু ভটভট শব্দ করছে পেট্রল বোটের এঞ্জিন, স্রোতের টানে ভেসে আসছে ওদের দিকে। সার্চলাইট স্থির হয়ে আছে। দূরত্ব যখন পঞ্চাশ গজের মত, চোখ ধাঁধানো সাদা শিখায় ঢাকা পড়ে গেল সেটার বো। প্রতি মুহূর্তে রঙ বদলাল সাদা শিখা, গোলাপি হয়ে উঠল। প্রথমে আলো দেখল ওরা, এক সেকেণ্ড পর বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনতে পেল। দ্বিতীয় বিস্ফোরণটা ঘটল আরও এক সেকেণ্ড পর।

মাথা তুলে তাকাল রানা, দেখল মাইনগুলো ঠিক জায়গাতেই বসিয়েছে কাজল রহমান। ভাবল, এ-ধরনের কাজে ভুল তার না হওয়ারই কথা। বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর স্পেশাল বোট স্কোয়াড্রনের অফিসার সে, বিশেষ করে পেট্রল বোটের ঠিক কোথায় মাইন বসালে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হবে জানা আছে তার। বোটের পুরোটা দৈর্ঘ্য জুড়ে আগুন জ্বলছে, ফয়েল সহ বো-টা পানি ছেড়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। ডুবে যেতে কয়েক মিনিটও লাগবে না।

বিস্ফোরণের ধাক্কায় একদিকে ছিটকে পড়েছে ওদের যান্ত্রিক ভেলা, নিয়ন্ত্রণ না থাকায় পানির ওপর ঘুরপাক খাচ্ছে। হাত বাড়িয়ে লাইটওয়েট এঞ্জিনটা তুলল রানা। ভেলার পিছন দিকের পানিতে ডোবাল সেটাকে, জায়গামত বসিয়ে চাপ দিল ইগনিশন বোতামে।

চালু হল এঞ্জিন। প্রপেলার ব্লেডগুলো সবেগে ঘুরছে। হাতলটা শক্ত করে ধরল রানা। এটার সাহায্যে ভেলার গতি ও দিক, দুটোই নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে ও।

নিজেদের নিরাপত্তার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল রানা। বিধ্বস্ত পেট্রল বোটের আগুন গোটা এলাকা অনেক দূর পর্যন্ত আলোকিত করে রেখেছে। অনেকগুলো প্রশ্ন ভিড় করে এল ওর মনে। উপকূল জুড়ে কড়া প্রহরা দিচ্ছে ইসরায়েলি নৌ-বাহিনী, পেট্রল বোটটা কি আগেই ওদের উপস্থিতি সম্পর্কে অন্যান্য বোটকে সতর্ক করেছিল? ভূমির কোন ঘাঁটি বা দ্রুতগামী কোন জলযানের রাডারে ওদের ভেলা কি ধরা পড়ে গেছে? লিমপেটগুলো বসাবার পর কাজল রহমান কি নিরাপদ দূরত্বে সরে আসতে পেরেছে? মনে হয় না। বিস্ফোরণের পর মিশরীয় সাবমেরিন কি করবে, আক্রান্ত হবার ভয়ে চুপিসারে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করবে না তো? পালিয়ে যাবার সম্ভাবনাই বেশি, কারণ নাজিম মোসাদ্দেকের বিবেচনায় সাবমেরিনটা তাদের একটা অমূল্য সম্পদ, তার তুলনায় অপারেশন মেজর কিছুই না।

কাজল রহমান। যদিও অপেক্ষা করতে নিষেধ করেছে সে, তবু কিছুক্ষণ অন্তত দেখবে রানা। দেশের স্বার্থে যে-লোক বিনা দ্বিধায় প্রাণ বিসর্জন দিতে

গেছে, তার জন্যে অপেক্ষা না করাটা হবে বিশ্বাসঘাতকতা।

কিন্তু কতক্ষণ?

পাঁচ মিনিট পর রানা উপলব্ধি করল, বেঁচে থাকলে ইতিমধ্যে কাজল রহমানকে দেখতে পেত ওরা। বিস্ফোরণের পর অপেক্ষা করাটাই মারাত্মক ঝুঁকি, আরও অপেক্ষা করতে চাওয়াটা হবে বোকার মত মৃত্যুকে ডেকে আনার সামিল।

নুরুল হক নেভিগেশনের দায়িত্ব নিল, সে তার নিজের কম্পাস ব্যবহার করছে। 'স্টারবোর্ড টু পয়েন্টস। পোর্ট আ পয়েন্ট। নো পোর্ট। কীপ টার্নিং পোর্ট। মিডশিপস। হোল্ড ইট দেয়ার...'

এঞ্জিনের হাতলটা মুঠোর ভেতর ধরে রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে রানা, মনে হল ছিটকে বেরিয়ে যাবে। সঠিক কোর্সে ভেলাটাকে ধরে রাখতে শরীরের সবটুকু শক্তি ব্যয় করতে হল ওকে। প্রতি মুহূর্তে কোর্স বদলে কখনও স্টারবোর্ডের দিকে, কখনও পোর্টের দিকে সরে যেতে বলছে নুরুল হক। ইতিমধ্যে জোরালো বাতাস বইতে শুরু করেছে, ঢেউগুলো আসছে ঘন ঘন, বড় আকারে।

রানার মুখে বাতাস ও পানির ছিটা লাগছে। পেট্রল বোটে এখনও আগুন জ্বলছে, তবে ডুবতে আর বেশি দেরি নেই। শেষ কয়েক সেকেণ্ডের আলোয় অতিথি দু'জনকে জবুথবু হয়ে বসে থাকতে দেখল ও। কালো আলখেল্লা পরে আছে তারা, মাথায়ও কালো পাগড়ি। ওদের কাঁধ যেভাবে ঢালু হয়ে আছে, বুঝতে অসুবিধে হয় না দু'জনেই ভীষণ আতঙ্কিত। তারপর, হঠাৎ যেমন কালো পানিকে আলোকিত করে তুলেছিল হাইড্রোফয়েল, তেমনি হঠাৎই আবার অন্ধকার করে দিল সব।

'হাফ আ মাইল। কাট দ্য এঞ্জিন!' বো থেকে নির্দেশ দিল নুরুল হক।

এবার ওরা জানতে পারবে। এখন থেকে যে-কোন মুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে যাবে মাদার শিপ ওদেরকে ফেলে চলে গেছে, না অপেক্ষা করছে।

লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার নাজিম মোসাদ্দেক রাডারে লক্ষ করেছেন হাইড্রোফয়েলের পরিণতি। তাঁর মনে প্রশ্ন দেখা দিল, বিস্ফোরণে কি মেজর ও তার সঙ্গীরাও মারা পড়ল? সিদ্ধান্ত নিলেন, ওঁদেরকে তিনি চার মিনিট সময় দেবেন। এই চার মিনিটে যদি সোনার ওদেরকে দেখতে না পায়, সাবমেরিন নিয়ে সাগরের গভীর তলদেশে নেমে যাবেন তিনি, প্রস্তুতি নেবেন নিষিদ্ধ জলসীমা থেকে চুপিসারে বেরিয়ে যাবার।

তিন মিনিট বিশ সেকেণ্ড পর সোনার অপারেটর জানাল, 'ওঁদেরকে আমরা পেয়েছি, স্যার। ওঁরা ফিরে আসছেন। গতি খুব দ্রুত। এঞ্জিন ব্যবহার করছেন।'

'পানির ওপর ওঠার জন্যে তৈরি হও। রিসিভিং পার্টি, ফরওয়ার্ড হ্যাচে চলে যাও।'

সাড়া দিয়ে জানানো হল, নির্দেশ পালন করা হচ্ছে। এরপর সোনার

অপারেটর রিপোর্ট করল, 'আর আধ মাইল দূরে, স্যার।'

নিজের দ্বিধার কথা ভাবলেন নাজিম মোসাদ্দেক। তাঁর মন বলছে, শত্রুদের চোখে ধরা পড়ার আগেই সাবমেরিন নিয়ে কেটে পড়া উচিত। ড্যাম মেজর, ভাবলেন তিনি। কোথাকার কে একজন স্পাই, দুনিয়া উদ্ধার করতে [illegible] কেউ আমাকে বাধা দিচ্ছে না বা দেবে না, তারপরও আমি অপেক্ষা করছি কেন? কেন কেটে পড়ছি না? লোকটার সুন্দর চেহারা আমাকে মুগ্ধ করেছে? নাকি তার ব্যক্তিত্বের প্রভাব এড়াতে পারছি না? আপনমনে কাঁধ ঝাঁকিয়ে এ-সব চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেললেন নাজিম মোসাদ্দেক।

রেডিও অপারেটর তার হেডফোনে পরিষ্কার দুটো মোর্স কোড ডেল্টা শুনতে পেল। 'টু ডেল্টাস, স্যার,' রিপোর্ট করল সে।

'টু ডেল্টাস,' পুনরাবৃত্তি করলেন নাজিম মোসাদ্দেক, একটু যেন উৎসাহী হলেন তিনি। 'সারফেস টু কেসিং। ব্ল্যাক লাইট। রিকভারি পার্টি ক্লিয়ার ফরওয়ার্ড হ্যাচ।'

মেজরের দলটাকে টেনে তোলা হল সাবমেরিনে। মই বেয়ে নামল ওরা। সবার শেষে নামল নুরুল হক, যান্ত্রিক ভেলাটাকে ডুবিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করতে খানিকটা সময় লেগেছে তার। পানির তলায় ছোট্ট একটা বিস্ফোরণ ঘটবে, ফলে বিধ্বস্ত হবে ওটা, কোন চিহ্নই থাকবে না।

দেরি না করে তলিয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন নাজিম মোসাদ্দেক। সাগরের গভীরে নেমে এসে দিক বদল করল সাবমেরিন, নিষিদ্ধ জলসীমা ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ওরা। এতক্ষণে অবসর পেয়ে ফোর-এণ্ডে এলেন অপারেশন মেজর সদস্যদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে। সংখ্যায় ওরা একজন কম দেখে রানার দিকে ফিরে একটা ভুরু উঁচু করলেন তিনি।

প্রশ্ন করার দরকার হল না, নিজেই উত্তর দিল রানা, 'সে আর ফিরবে না।'

মেজর টিমের দু'জন নতুন সদস্যের দিকে তাকালেন নাজিম মোসাদ্দেক। মহিলা, ভাবলেন তিনি। মহিলা! বোটে মহিলা থাকা অশুভ! একটাও কথা না বলে ওদের দিকে পিছন ফিরলেন ভদ্রলোক। তবে মনে মনে স্বীকার করলেন, মেয়ে দুটি ভারি সুন্দরী।

দুই

বসন্ত, বছরের শ্রেষ্ঠ সময়; রঙ আর রূপ মেলে ধরে মনোলোভা হয়ে উঠেছে লণ্ডন শহর। পার্কের প্রতিটি স্লোপ লাল-নীল-সোনালি-সবুজ ফুলে ঢাকা পড়ে আছে, যেন বসন্তদেবীর ফুলশয্যার আয়োজন। মেয়েরা তাদের শীতের ভারি কাপড়চোপড় খুলে ফেলেছে; বিদায় নিয়েছে জড়তা, হাঁটাচলায় ফিরে এসেছে

তারুণ্যের প্রাণচাঞ্চল্য।

শাওয়ার ইত্যাদি সেরেছে, পরনে তোয়ালের কাপড় দিয়ে তৈরি আলখেল্লা, আয়েশ করে কফির দ্বিতীয় কাপে চুমুক দিচ্ছে মাসুদ রানা—চিত্তে অকারণ সুখ, মন ভরে আছে বসন্তের অমূল্য উপহার—পুলকে। সকালের [illegible] নাড়াচাড়ার শব্দকে ছাপিয়ে ভেসে আসছে শারমিনের গলা, আপনমনে গুণ গুণ করে গান গাইছে সে।

রানা এজেন্সির লণ্ডন শাখায় কাল রাত তিনটে পর্যন্ত ফাইল ওঅর্ক করতে হয়েছে রানাকে, তাই আজ নিজেকে ছুটি দিয়েছে ও, সারাটা দিন নিজের খুশি মত উপভোগ করবে। তাসত্ত্বেও, ডিউটিতে থাকুক বা না থাকুক, দিনের শুরুতে প্রথম কাজ প্রধান প্রধান দৈনিকগুলোয় চোখ বুলানো। শারমিনের সঙ্গে বসে ব্রেকফাস্ট খাওয়ার সময়ই তিনটে খবরে টিক চিহ্ন দিয়ে রেখেছে ও, আজ সকালের মেইল, এক্সপ্রেস ও দ্য টাইমস-এ বেরিয়েছে ওগুলো। প্রথম খবরটা হল, মাদ্রিদে একজন বাংলাদেশী ব্যবসায়ী খুন হয়েছেন। দ্বিতীয় খবরটা ভূমধ্যসাগরে একটা নৌ-দুর্ঘটনার ওপর, ছেপেছে টাইমস, আর এক্সপ্রেসে বেরিয়েছে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের দুরবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত প্রতিবেদন।

'আপনার কফি খাওয়া শেষ হল, মাসুদ ভাই?' জানতে চাইল শারমিন, ঝড়ের বেগে ডাইনিং রুমে ঢুকল সে। অল্প ক'দিনের জন্যে লণ্ডনে এসেছে রানা, তাই রাঙার মাকে ঢাকা থেকে আনেনি। দুপুরে আর রাতে বাইরে খায় ও, শুধু সকালের নাস্তাটা নিজেকে তৈরি করে নিতে হয়। এ-কথা জানার পর রানা এজেন্সির টাইপিস্ট ও রিসেপশনিস্ট শারমিন কায়সারের মেয়েলি কর্তব্যবোধ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। প্রস্তাব দেয়, রানা যে-ক'দিন লণ্ডনে থাকবে সকালের নাস্তাটা সে-ই তৈরি করে খাইয়ে যাবে। রানা আপত্তি তুলেছে, কিন্তু ওর আপত্তি গ্রাহ্য করেনি শারমিন—সে যুক্তি দেখিয়েছে, রানার অ্যাপার্টমেন্টটা তার অফিসে যাবার পথেই পড়ে, বাড়ি থেকে আধ ঘণ্টা আগে বেরিয়ে নাস্তাটা তৈরি করে দেয়া তার জন্যে কোন সমস্যা নয়। শারমিন হার মানবে না বুঝতে পেরে রানা শর্ত দিয়েছে, সেক্ষেত্রে তাকেও নাস্তাটা ওর এখানে সারতে হবে।

হাসল রানা, জানে কোন কাজ অসমাপ্ত রাখতে পছন্দ করে না শারমিন। 'এই একটা কাপই তো, শারমিন, নিজেই ধুয়ে নিতে পারব। কাপটা এখনও অর্ধেক খালি হয়নি, সময় নিয়ে খাচ্ছি কিনা।' হাতঘড়ি দেখল। 'অফিসের সময় হয়ে এল, এবার তুমি যেতে পার।'

টেবিলের ওপর পড়ে থাকা কাগজগুলোর ওপর চোখ পড়ল শারমিনের। 'কি যে অবস্থা, খবরের কাগজ আর পড়তেই ইচ্ছে করে না আমার।'

'কেন, কি অবস্থা?'

'পাতা খুললেই তো খুন-খারাবি আর সন্ত্রাসের খবর শুধু,' হাত বাড়িয়ে একটা পত্রিকা দেখাল শারমিন। 'আজকাল নতুন একটা ব্যাপার শুরু হয়েছে,

লক্ষ করেছেন, মাসুদ ভাই? প্রবাসী মুসলমান মেয়েরা খুন হয়ে যাচ্ছে।'

'প্রবাসী মুসলমান মেয়েরা…কোথায়?'

'কেন, আজকের টেলিগ্রাম পড়েননি? ইস্, বেচারি! ফ্রন্ট পেজেই তো ছেপেছে, মাসুদ ভাই। আজ সকালে টিভিতে পুলিস চীফের একটা সাক্ষাৎকারও প্রচার করা হয়েছে। দেখেশুনে মনে হচ্ছে, আরেকজন জ্যাক দ্য রিপার।'

'ও, আচ্ছা, ওই খবরটা! হ্যাঁ।' টেলিগ্রাফের সামনের পাতাটায় বিশেষ করে জঘন্য হত্যাকাণ্ডের রিপোর্টই বেশি থাকে, তাই শুধু চোখ বুলিয়ে গেছে রানা, একটা খবরও পুরোটা পড়েনি।

'আমি তাহলে গেলাম, মাসুদ ভাই।'

একটা সিগারেট ধরিয়ে টেলিগ্রাফটা টেনে নিল রানা, অন্যমনস্ক-ভাবে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল। হেডলাইনগুলো আবার পড়ল ও।

কাঠের গুদামঘরে জিভ ছেঁড়া লাশ
পাষণ্ড খুনীর দ্বিতীয় শিকারও একটি তরুণী
আরও খুন করার আগে ধরুন তাকে।

খবরটা মনোযোগ দিয়ে পড়তে শুরু করল রানা।

কাল বিকেলে সাতাশ বছর বয়স্কা মিস নাসরিন ইউসুফের লাশ পাওয়া গেছে। নরউইচ-এ, তার বাড়ির কাছাকাছি, একটা অব্যবহৃত কাঠের গুদামে একজন মালি লাশটা আবিষ্কার করে। মিস নাসরিন চব্বিশ ঘণ্টা নিখোঁজ ছিলেন। পুলিস জানিয়েছে, এটা যে একটা খুন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তার গলা কেটে ফেলা হয়। পুলিস আরও জানিয়েছে, গত হপ্তায় কেমব্রিজে নিহত পঁচিশ বছর বয়স্কা মিস ফিরোজা বানুর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে দ্বিতীয় ঘটনাটার অনেক মিল আছে। মিস ফিরোজার ক্ষতবিক্ষত লাশ কিংস কলেজের পিছনে পাওয়া গিয়েছিল। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় তার জিভ কেটে নেয়া হয়েছিল।

পুলিস বিভাগের একজন মুখপাত্র মন্তব্য করেছেন, প্রায় নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া যায় যে এ-সব একজন লোকেরই কাজ। শহরে সম্ভবত উন্মাদ একটা খুনী ঘুরে বেড়াচ্ছে।

একটা খুনী? তিক্ত হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে, হাতের কাগজটা ছুঁড়ে দিল একদিকে। আজকাল নৃশংস হত্যাকাণ্ড দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতা হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ রানাকে চমকে দিয়ে ঝন ঝন শব্দে টেলিফোনটা বেজে উঠল। অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হল ওর—ঘাড়ের পিছনটা শিরশির করে উঠল, ভরপেট নাস্তা করা সত্ত্বেও অসম্ভব খালি লাগল তলপেট—যেন ওর মন বুঝে ফেলেছে সাঙ্ঘাতিক কিছু একটা চাপানো হবে ওর কাঁধে।

রিসিভারটা তোলার আগে এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। কে ফোন করতে পারে? খুব কম লোকই ওর এই ফোন নম্বর জানে। তাছাড়া, এজেন্সির অফিস

স্টাফ ছাড়া কারও জানার কথা নয় আজ বাড়ি আছে ও। তাহলে?

রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল রানা। 'হ্যালো?'

'হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল থেকে, আমি ইলোরা।' পরিষ্কার বাংলায় ভেসে এল নারীকণ্ঠ।

বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার। ইলোরা নয়, মানসপটে কাঁচা-পাকা ভুরু বিশিষ্ট বিসিআই চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান, ওর বসকে দেখতে পেল ও। ইলোরা, বসের প্রাইভেট সেক্রেটারি, লণ্ডনে! তারমানে বস্ও কি তাহলে লণ্ডনে! 'তুমি?' রানা অনুভব করল ওর হাতের তালু ঘামতে শুরু করেছে, গলা দিয়ে আর কোন শব্দ বেরুল না।

'আজ উনি তোমাকে নিয়ে লাঞ্চ খাবেন,' বলল ইলোরা। টেলিফোনে কথা বলছে, কাজেই শব্দ নির্বাচনে অত্যন্ত সতর্ক।

উনি যে কে তা আর বুঝতে বাকি থাকল না রানার। 'কোথায়?' সংক্ষেপে জানতে চাইল ও।

'অবশ্যই। ওঁনার ক্লাবে। বারোটা পঁয়তাল্লিশ। জরুরী।'

'ঠিক আছে' রানা কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই অপরপ্রান্তে রিসিভার রেখে দিল ইলোরা।

বস্ লণ্ডনে! মাথার চুলে ব্যস্তভাবে আঙুল চালাতে চালাতে ভাবল রানা। লণ্ডন ক্লাবে লাঞ্চ খেতে ডেকেছেন ওকে! ভাবা যায়? সাঙ্ঘাতিক কিছু একটা নিশ্চয়ই ঘটেছে, তা না হলে…

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর দুর্ধর্ষ স্পাইদের একজন মাসুদ রানা। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কোথাও কোন ষড়যন্ত্র হলে বা কোথাও মানুষের জন্যে ক্ষতিকর কোন অশুভ তৎপরতা শুরু হলে অসম সাহসের সঙ্গে সেটা ঠেকাবার জন্যে ছুটে যেতে হয় ওকে। বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে ভালবাসে রানা। প্রিয় বলেই এই রোমাঞ্চকর জীবন ও পেশা বেছে নিয়েছে।

'রানা এজেন্সি' আসলে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এরই একটা কাভার, চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের নির্দেশে গড়ে তুলেছে রানা বেশ কয়েক বছর আগে। বিসিআই আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান, তাই আন্তর্জাতিক ব্যাপারে নাক গলাতে অসুবিধে হয়, সে-কথা ভেবেই মাসুদ রানাকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর করে এজেন্সিটাকে দাঁড় করানো হয়েছে। শুরু থেকেই ভাল কাজ করে আসছে রানা এজেন্সি, পৃথিবীর প্রায় সব বড় শহরে খোলা হয়েছে শাখা অফিস। বিসিআই-এর কাজ করার ফাঁকে সুযোগ পেলেই এজেন্সির শাখা অফিসগুলো ভিজিট করে রানা, এবার যেমন লণ্ডন শাখায় এসেছে।

বসের সময় জ্ঞান টনটনে, সে-কথা মনে রেখে ঠিক বারোটা চল্লিশ মিনিটে পার্ক লেনে ট্যাক্সি থেকে নামল রানা। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে পার্ক স্ট্রীট ধরে শান্তভাবে এগোল, সতর্ক নজর রাখছে চারদিকে। শুধু লণ্ডন ক্লাব নয়, লণ্ডনের এদিকটায় নামকরা ও অভিজাত আরও অনেক ক্লাব রয়েছে। রানার

মনে পড়ল, বসের সঙ্গে দেখা করার জন্যে আগেও বেশ ক'বার লণ্ডন ক্লাবে আসতে হয়েছে একে, তবে লাঞ্চ খাবার দুর্লভ আমন্ত্রণ এবারই প্রথম পেল ও। সেই ষাটের দশক থেকে লণ্ডন ক্লাবের সদস্য রাহাত খান, লণ্ডনে এলে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে এই ক্লাবেই দেখা-সাক্ষাৎ করেন তিনি, অবসর সময় কাটান। [illegible] ও অনন্ত বিশ্বের সেরা ও সফল ব্যক্তিরাও এই ক্লাবের সদস্য, তাঁদের মধ্যে জাপানী, আরব ও আমেরিকান ব্যবসায়ীদের সংখ্যাও কম নয়। প্রতি সন্ধ্যায় তাস খেলা হয় এখানে উঁচু স্টেকে।

সুইং ডোর ঠেলে পোর্টার'স লজে উঠে এল রানা। শিখ ডোরম্যান, বুড়ো রঘুবীর সিং, দেখেই চিনতে পারল রানাকে—জানে, ক্লাবের বিশিষ্ট সদস্য জেনারেল রাহাত খানের সঙ্গে দেখা করার জন্যে মাঝে-মধ্যে আসে ও। স্মিত হেসে বলল সে, 'জেনারেল ডাইনিং রূমে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন, স্যার।' এক তরুণ পেজ বয়কে চোখ-ইশারায় নির্দেশ দিল, রানাকে পথ দেখাল সে।

চওড়া সিঁড়ির ধাপ টপকে তিন তলায় উঠল রানা, লাউঞ্জ হয়ে সাদা ও সোনালি রঙে মোড়া রিজেন্সি ডাইনিং রূমে ঢুকল। বাঁ দিকে, কোনার একটা টেবিলে একা বসে আছেন রাহাত খান, জানালা-দরজা থেকে যথেষ্ট দূরে, পিছনে দেয়াল—রুমে কেউ ঢুকলে বা রুম থেকে কেউ বেরিয়ে গেলে দেখতে পাবেন।

টেবিলের কাছে পৌঁছুল রানা, বুকটা দুরু দুরু করছে। ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালেন রাহাত খান, হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলালেন। 'ঠিক সময়েই পৌঁছেছ। ভাল। কি খাবে? অর্ডার দেয়ার আগে মনে রেখো, হাতে সময় কম।'

রানা অর্ডার দিল ইউরোপিয়ান গ্রিলড শোল আর স্যালাড। স্যালাডের উপকরণ ও মশলা আলাদাভাবে টেবিলে চাইল ও, যাতে পছন্দমত নিজেই বানিয়ে নিতে পারে। নিঃশব্দে, ছোট্ট করে, আবার মাথা ঝাঁকালেন রাহাত খান। তাঁর বিশ্বস্ত ও প্রিয় এজেন্ট কি পছন্দ করে বা করে না, সবই জানেন তিনি—পরিবেশিত স্যালাড পুরোপুরি মনের মত হবে না, রানার এই ধারণার সঙ্গে তিনি একমত।

টেবিলে খাবার দেয়া হল। নিঃশব্দে রানার কাজ দেখছেন রাহাত খান। স্যালাডের উপকরণ দেয়া হয়েছে বড় একটা প্লেটে, সাথে চীনামাটির খালি একটা পেয়ালা। পেয়ালায় আধ চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো ফেলল রানা, লবণ ও চিনিও ওই আধ চামচ করে। এরপর মাপা আড়াই চামচ সরষের পাউডার ঢেলে একটা ফর্ক দিয়ে সবগুলো মশলা ভাল করে নাড়ল। নাড়ার পর এবার ঢালল তিন চামচ তেল, এক চামচ ওয়াইন ভিনিগার, সামান্য কয়েক ফোঁটা পানি। শেষ আরেকবার ফর্ক দিয়ে নাড়ার পর পুরোটা উপুড় করে ধরল স্যালাডের ওপর।

রাহাত খান খেতে শুরু করেছেন। রানাও তার মাছের ওপর আক্রমণ

শুরু করল। 'স্যার?' কৌতূহল চেপে রাখতে পারল না, তবে প্রশ্নটা করল নিচু গলায়, শুধু যাতে রাহাত খান শুনতে পান।

'মেজর, রানা। তোমার মনে আছে?' মাছ চিবাচ্ছেন রাহাত খান, তিনিও শোল নিয়েছেন, তবে সঙ্গে আছে নতুন আলু।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'অপারেশন মেজর', পরিষ্কার মনে আছে ওর, যদিও পাঁচ বছর আগের ঘটনা। [illegible] মিশরীয় সাবমেরিনের ছোট্ট খুপরিতে গাদাগাদি অবস্থায় কয়েক ঘণ্টা থাকতে হয়েছিল ওদেরকে। মেয়ে দুটোকে শান্ত করতে হিমশিম খেয়ে গিয়েছিল ও।

'অপারেশন মেজর সম্পর্কে সব কথা তোমার জানা দরকার,' বললেন রাহাত খান।

'আপনি যদি প্রয়োজন মনে করেন, স্যার।'

বিসিআই-এর কাজের পদ্ধতি হল, যাকে যতটুকু জানানো একান্ত প্রয়োজন তাকে শুধু ততটুকুই জানতে দেয়া হয়। সেজন্যেই অপারেশন মেজর সম্পর্কে রানাকে শুধু বলা হয়েছিল, দু'জন এজেন্টকে ইসরায়েল থেকে বের করে আনতে হবে। ওর মনে আছে, সোহেল আহমেদ—বিসিআই-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর (প্রশাসন), রানার পরম বন্ধুও বটে—বলেছিল, অকস্মাৎ প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে মেয়ে দুটো ইসরায়েল থেকে বেরিয়ে আসছে।

প্রায় আপন মনে বিড়বিড় করল রানা, 'ওদের বয়স খুবই কম ছিল।'

'কি?' রানার দিকে কটমট করে তাকালেন রাহাত খান।

'বলছিলাম, ওদের বয়স খুব কম ছিল। যে মেয়ে দুটোকে বের করে আনি আমরা।'

'শুধু ওদেরকেই নয়।' রাহাত খান অন্যদিকে তাকালেন। 'সাত দিনের মধ্যে পুরো দলটাকে বের করে আনি আমরা। চারটে মেয়ে, একটা ছেলে, আর ওদের বাপ-মা। ঘটনা হল, রানা, মেয়েদের মধ্যে দু'জন খুন হয়ে গেছে। তুমি সম্ভবত আজকের কাগজে খবরটা পড়েছ। ওদেরকে নতুন পরিচয় বানিয়ে দেয়া হয়, তৈরি করে দেয়া হয় নতুন ব্যাকগ্রাউণ্ড। চিনে ফেলার বা খুঁজে বের করতে পারার কথা নয়। কিন্তু যেভাবেই হোক, কারা যেন ওদের অন্তত দু'জনকে ধরে ফেলেছে। নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে, রানা—জিভ কেটে নেয়া হয়েছে। পুলিস বলছে, শহরে একজন উন্মাদ ঘুরে বেড়াচ্ছে—পড়নি?'

'জ্বী, স্যার,' বলল রানা। 'তারমানে...'

'তারমানে, হ্যাঁ; সবাই ওরা বিসিআই-এর এজেন্ট ছিল। নিজেদের প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিয়ে সার্ভিস দিয়েছে ওরা, প্রতিদান হিসেবে আমরা ওদেরকে পুনর্বাসন করি ইংল্যাণ্ডে। এখনও তিনজন রয়েছে, যে-কোন দিন তাদের জিভ কেটে নেয়া হতে পারে। প্রথম মেয়েটা খুন হয়েছে বলেই ঢাকা থেকে চলে এসেছি আমি...'

'তারমানে মোসাডের একটা হিট স্কোয়াড আমাদেরকে মেসেজ দিচ্ছে?'

'প্রতিটি খুনের সাথে, হ্যাঁ। ওরা ফ্রুট কেক কাটছে, রানা। আমি চাই

ওদেরকে ঠেকানো হোক। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

'ফ্রুট কেক, স্যার?'

'লাঞ্চ শেষ করো, তারপর আমরা কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করব পার্কে। তোমাকে যা বলতে চাই, এমনকি এই দেয়ালগুলোরও তা শোনা উচিত নয়। ফ্রুট কেক অত্যন্ত সফল একটা অপারেশন ছিল আমাদের। বোধহয় সেজন্যেই মাশুল দিতে হচ্ছে। প্রতিশোধ, বলা হয়, এমন একটা উপাদেয় খাবার যে ঠাণ্ডা খেলেই স্বাদ পাওয়া যায় বেশি। ঠাণ্ডা হবার জন্যে পাঁচটা বছর তো আর কম সময় নয়।'

অলস পায়ে হাঁটার সময় রানার দিকে একবারও তাকালেন না রাহাত খান। কেউ দেখলে মনে করবে অনিচ্ছাসত্ত্বেও অফিসে ফিরে যাচ্ছে দু'জন ব্যবসায়ী, রিজেন্ট পার্কের ভেতর দিয়ে।

'কেউ ইঁট মারলে, আমরা পাটকেলটি মারি,' বললেন রাহাত খান। 'বলতে পার, ফ্রুট কেক ছিল আমাদের পাটকেল। তুমি জানো, লায়লা বলতে কি বোঝায়?'

'জানি, স্যার। কোডটা সেকেলে হয়ে গেছে।' কোড হিসেবে লায়লা শব্দটা অনেক বছর হল শোনেনি রানা। এই কোড মিশরীয় ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করত, মোসাড ও ইসরায়েলি মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স-এর বিশেষ 'শিকার'-দের চিহ্নিত করার জন্যে। লায়লাদের বেশিরভাগ পাওয়া যেত মিশর, ইরাক, সিরিয়া ও লিবিয়ার রাজধানীতে। দেখতে ভাল নয়, বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে জীবন কাটায়, জানে তাদের কপালে বিয়ে বা প্রেম নেই। সারাদিন কাজ করতে হয়, অল্প যে-টুকু সময় বাঁচে তা সাধারণত অসুস্থ মা অথবা বাবার সেবা শুশ্রূষা করতেই ব্যয় হয়ে যায়। তবে লায়লাদের মধ্যে আরও একটি ব্যাপারে মিল আছে। রাজধানী শহরের কোন সরকারী ডিপার্টমেন্টে চাকরি করে তারা, সাধারণত প্রতিরক্ষা বা ইন্টেলিজেন্স দফতরের সেক্রেটারি হিসেবে।

কয়েক বছর ধরে লায়লা ক্যাটাগরির অনেক মেয়েকে ফাঁদে ফেলেছে মোসাড ও ইসরায়েলি মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স। হঠাৎ করে কোন এক লায়লার জীবনে একজন সুদর্শন পুরুষের আবির্ভাব ঘটল, রাতারাতি একঘেয়েমি কাটিয়ে হাসি-খুশি-উজ্জ্বল ও আশাবাদী হয়ে উঠল মেয়েটা। দামী উপহার পেল সে, নামকরা রেস্তোরাঁয় ডিনার খাওয়ানো হল, কিনে দেয়া হল লেটেস্ট ফ্যাশনের কাপড়চোপড়। নিজেকে আকর্ষণীয় ভাবতে শুরু করল লায়লা, উপলব্ধি করল, একজন হলেও তার প্রেমে উন্মাদ হবার মত লোক দুনিয়ার বুকে আছে। তারপর ঘটল অবিশ্বাস্য ঘটনাটি—লোকটার সঙ্গে বিছানায় গেল সে। প্রেমে পড়লে যা হয়, বাকি সব কিছু গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। প্রেমিকের ছোটখাট কিছু কাজ করে দিতে অসুবিধে কি? একটা ফাইল থেকে গুরুত্বহীন কিছু তথ্য টুকে এনে দিতে হবে—বেশ তো। অফিস থেকে একদিনের জন্যে ক'টা ফাইল আনা দরকার—বেশ তো। ভাল করে কিছু বুঝতে পারার আগেই

লায়লা এমনভাবে জড়িয়ে পড়ে যে খারাপ কিছু ঘটার আশঙ্কা দেখা দিলে প্রেমিকের সঙ্গে দেশ ছেড়ে গোপনে পালিয়ে না গিয়ে কোন উপায় থাকে না তার। খারাপ কিছু, অর্থাৎ ধরা পড়ার অবস্থা এক সময় দেখা দেয়ই, এবং তখন পালিয়েও যেতে হয়। লায়লারা সাধারণত প্রেমিকের হাত ধরে ইসরায়েলগামী প্লেনে, কিন্তু কিছুদিন পর দেখা যেত তার জীবন থেকে প্রেমিকপ্রবরটি অদৃশ্য হয়ে গেছে।

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। লায়লা কোডটা সেকেলে হতে পারে, কিন্তু তাদের অস্তিত্ব আজও আছে। কারণ সম্প্রতি এই শ্রেণীর একাধিক মেয়ে কয়েকটি মুসলিমপ্রধান দেশের রাজধানী থেকে পালিয়ে গেছে। আর, লায়লা বলতে শুধু যে মেয়েদের বোঝায়, তা-ও নয়।

'নিজেদের স্বার্থে তো বটেই, কয়েকটা বন্ধুরাষ্ট্রের অনুরোধও ছিল,' বললেন রাহাত খান, 'পাল্টা ব্যবস্থা নেয়ার সিদ্ধান্ত নিই আমরা। লায়লা পদ্ধতিটা ওদের আবিষ্কার, ঠিক হয় আমরাও একই পদ্ধতি ব্যবহার করব। আমাদের টার্গেট ছিল গভীর জলের কয়েকটা মাছ, ইসরায়েলি মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স-এর কুখ্যাত কিছু এজেন্ট।'

গভীর আগ্রহ নিয়ে শুনছে রানা।

'টার্গেটগুলো মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স-এর সিনিয়র অফিসার হলেও, মোসাড-এর সাথেও লিয়াজোঁ ছিল তাদের। সবাই পুরুষ, মেয়ে মাত্র একটা। ইসরায়েলে বিসিআই-এর স্লীপার এজেন্ট কয়েকজনই ছিল, তাদেরকে আমরা কখনও ব্যবহার করিনি। সবাই তারা বিবাহিত ফিলিস্তিনি দম্পতি, উদ্বাস্তু শিবির থেকে পালিয়ে রাজধানীতে আস্তানা গাড়ে, আইডেনটিটি ও ব্যাক-গ্রাউণ্ড পাল্টে ইহুদি বনে যায়। কিন্তু তাদের বয়স বেড়ে যাওয়ায় কাজে লাগানো সম্ভব ছিল না। তাই ঠিক হল, আমরা তাদের ছেলেমেয়েদের ব্যবহার করব। পাঁচটা পরিবারকে বেছে নিলাম আমরা, যাদের বাচ্চারা বড় হয়েছে।

'সবাই তারা দেখতে ভাল, কারও বয়সই বিশ-বাইশের বেশি নয়। প্রথমে তাদেরকে পরীক্ষা করা হল। ফলাফল দেখে সন্তুষ্ট হলাম আমরা। হাতে-কলমে কিছু ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হয়। ওদের মধ্যে থেকে দু'জনকে কিছুদিনের জন্যে এমন কি ইউরোপেও আনা হয়।' স্কুল ড্রেস পরা একদল বাচ্চা ও কয়েকজন অভিভাবককে আসতে দেখে চুপ করে গেলেন রাহাত খান। ভিড়টা দূরে সরে যাবার পর আবার শুরু করলেন।

'ফ্রুট কেক সেট করতে এক বছর সময় লেগে যায়। তবে দারুণ সফল হই আমরা। অন্যান্যদের সাহায্যও পেয়েছিলাম খানিকটা। আমরা মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের সিভিলিয়ান স্টাফদের প্রধানকে টোপ গেলাই। মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের দু'জন সিনিয়র অফিসারকেও বৈরুতে পালিয়ে আসতে বাধ্য করি। কিন্তু খুবই গভীর জলের একটা মাছকে কোনমতেই টোপ খাওয়ানো যাচ্ছিল না। লোকটা বিসিআই-এর জন্যে একটা হুমকি—এখনও। তারপর, একেবারে হঠাৎ, গোটা ব্যাপারটা কেঁচে গেল।' পার্কে ঢোকার পর এই প্রথম রানার দিকে তাকালেন রাহাত খান। 'বাকিটা তুমি জানো। ওদেরকে আমরা

ইংল্যাণ্ডে সরিয়ে আনি, পিঠ চাপড়ে দিই, বাড়ি দিই, ট্রেনিং দিই এবং ক্যারিয়ার গড়ে তোলায় সাহায্য করি। অপারেশন ফ্রুট কেক অনেক কিছু দিয়েছে আমাদেরকে, রানা। ওদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। সব ঠিকই ছিল, হঠাৎ গত হপ্তায় মেয়েদের একজন খুন হয়ে গেল।'

'[illegible]'

'না। প্রথম খুনটা হবার পর আমরা হকচকিয়ে যাই। কি করা উচিত বুঝতে পারিনি। খুনটা মোসাড বা ইসরায়েলি মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের প্রতিশোধ কিনা, কে বলবে! পুলিসের কাছে যাওয়া সম্ভব নয়। যা করবার নিজেদেরকে করতে হবে। সেজন্যে আমি নিজে আসার সিদ্ধান্ত নিই। তারপর দ্বিতীয় মেয়েটা খুন হয়ে গেল, নরউইচের নাসরিন।' থামলেন রাহাত খান, বড় করে একটা শ্বাস টানলেন। রানা লক্ষ করল, বসের ডান কপালের পাশে তড়াক তড়াক করে একটা শিরা দু'বার লাফাল। 'জিভ কেটে নিয়ে ওরা আসলে নিজেদের পরিচয় জানাচ্ছে, রানা। হতে পারে মোসাড, হতে পারে ওদের মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স—কিংবা প্রফেশনাল কিলারদেরও ভাড়া করে থাকতে পারে।

'আমি খুব চিন্তায় আছি, রানা। এখনও দুটো মেয়ে আর একটা ছেলে বাইরে। ওদেরকে ঘরে আনতে হবে, রানা।' বসের চেহারায় এরকম উৎকণ্ঠা আগে কখনও দেখেছে বলে মনে করতে পারল না রানা। আরও অবাক হল, কথার মধ্যে নির্দেশের কোন সুর নেই, তিনি যেন আবেদন জানাচ্ছেন। 'ঘর বলতে আমি কোন সেফ হাউসের কথা বোঝাতে চাইছি, রানা। যতক্ষণ না আমরা হিট টিমটাকে নিশ্চিহ্ন করতে পারি ততক্ষণ ওখানে ওদেরকে নিরাপদে লুকিয়ে রাখতে হবে।'

'ওদেরকে ঘরের ভেতর কে আনবে, স্যার? আমি?' সরাসরি প্রশ্ন করল রানা, তাকিয়ে আছে বসের দিকে।

রাহাত খান রানার দিকে ফিরলেন না। ইংরেজিতে বললেন, 'ইন আ ম্যানার অভ স্পিকিং, ইয়েস।'

পরিচিত সেই ভরাট ও গম্ভীর কণ্ঠস্বর, কিন্তু ধমক বা কড়া আদেশের সুরটা গেল কোথায়? এক সেকেণ্ড ইতস্তত করে রানা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি, স্যার, কিছু ভাবছেন? কিছু হয়েছে...'

প্রশ্নগুলো রানাকে শেষ করতে দিলেন না রাহাত খান। বললেন, 'না। অপারেশনটা কিন্তু খুব সহজ হবে না।'

'অপারেশন আসলে কোনটাই সহজ হয় না, স্যার।' রানা উপলব্ধি করল, নিজেকে সাহস যোগাবার চেষ্টা করছে ও। বসকে উদ্বিগ্ন হতে দেখে নিজের আত্মবিশ্বাস সামান্য হলেও টলে গেছে ওর।

'বিশেষ করে এটা খুব কঠিন একটা অপারেশন হতে যাচ্ছে, রানা। ওদের মধ্যে দু'জনের ঠিকানা আমরা জানি...যে-দু'জনকে তুমি বের করে এনেছিলে। কিন্তু ছোকরাটা অত্যন্ত ছটফটে, আজ এখানে তো কাল ওখানে। শেষ খবর জানি আমরা, ক্যানারি আইল্যাণ্ডে ছিল।' হতাশ ভঙ্গিতে একটা

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন রাহাত খান। 'ভাল কথা, মেয়েদের মধ্যে একজন আছে ভাবলিনে।'

'আমি তাহলে মেয়েগুলোকেই তাড়াতাড়ি...'

'সেটা তোমার ওপর নির্ভর করে, রানা।' সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব রানার ওপর চাপিয়ে দিতে চাইছেন রাহাত খান। বিস্ময়ের মাত্রা আরও খানিকটা বাড়ল রানার। বস্ তাঁর কথার মধ্যে আবেদনের সুর আনার জন্যে বাক্যের শেষে বারবার ওর নাম উচ্চারণ করছেন। 'ওদের প্রাণ রক্ষার অপারেশন অনুমোদন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়,' আবার বললেন রাহাত খান। 'আমি তোমাকে নির্দেশ দিতে পারি না, রানা।'

'জ্বী!' হাঁ হয়ে গেল রানা।

'তুমি যদি বিপদে জড়িয়ে পড়ো, আমরা কোন সাহায্য করতে পারব না। তোমাকে নিজেদের লোক বলে স্বীকার করাও সম্ভব হবে না, রানা। বিসিআই, রানা এজেন্সি, বাংলাদেশ সরকার, কেউ তোমাকে চিনবে না। ফ্রুট কেক কেঁচে যাবার পর ফরেন অফিস কঠিন সব নির্দেশ দিয়েছিল, মিশরীয় নৌ-বাহিনীর সাহায্য নিয়ে অংশগ্রহণকারীদের উদ্ধার করো, নতুন পরিচয়পত্র দাও, তারপর ওদের কথা চিরকালের জন্যে ভুলে যাও। আমরা আর কখনও কোনরকম যোগাযোগ করতে পারব না। এখন আমি যদি ফরেন অফিসের কাছে ওদেরকে উদ্ধার করার অনুমতি চাই, যদি বলি হিট টিমটাকে ধরার জন্যে ওদের একজনকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করলে কাজ হবে, ফরেন অফিস উত্তর দেবে...'

'কেউ যদি খেতে চায় তো ফ্রুট-কেক খেয়ে ফেলুক, আমাদের নাক গলানো চলবে না।'

'ঠিক তাই। কেউ যদি মরে মরুক, পলিসি বদলানো যাবে না। কোনও আপস না। কোন যোগাযোগ না।'

'তাহলে আপনি কি চান, স্যার?'

'এতক্ষণ যা বললাম। নাম ও ঠিকানাগুলো পেতে পার তুমি। আমি তোমাকে ফাইলগুলো দেখতে দিতে পারি। ইচ্ছে করলে মার্ডার রিপোর্টেও চোখ বুলাতে পার—যেভাবেই হোক, ওগুলো আমরা জোগাড় করেছি। বিকেলটা এই কাজে ব্যয় হয়ে যাবে তোমার। তোমাকে আমি হপ্তা দুয়েকের ছুটি দিতে পারি। তবে অফিশিয়াল কাজগুলো ঠিক মত করে যেতে হবে তোমাকে। কি বলছি বুঝতে পারছ তো?'

'জ্বী, স্যার,' অস্ফুটে বলল রানা। 'আপনি আমাকে ছুটি দিন। ওদেরকে আমি...'

'অফিশিয়াল নয়, কেমন? আমি এমন কি তোমাকে আমাদের কোন সেফ হাউজও ব্যবহার করতে দিতে পারব না।'

'দরকার হবে না, স্যার। আপনি শুধু আমাকে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো দিন। ওদেরকে আমি রক্ষা করব, হিট টিমেরও ব্যবস্থা করব। আমি দেখব, কি ঘটছে তা যেন শুধু হিট টিমের কর্তারা বুঝতে পারে।'

পরবর্তী নিস্তব্ধতা যেন অনন্তকাল স্থায়ী হতে চলেছে। তারপর বড় করে নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন রাহাত খান। 'ইলোরা তোমাকে ফাইলগুলো দেখতে দেবে। তারপর দু'হপ্তার ছুটি পাবে তুমি। গুড লাক, মাই বয়।'

রানা জানে, শুধু শুভেচ্ছায় ভুলাবে না।

তিন

হোটেল কন্টিনেন্টালের নয়তলায় চার কামরার একটা স্যুইট। নক করতেই খুলে গেল দরজা, ভেতরে রানাকে ঢোকার সুযোগ করে দিয়ে দ্রুত একপাশে সরে গেল ইলোরা। জিনসের প্যান্ট ও শার্ট পরে আছে সে, কন্টিনেন্টালের আধুনিক ফার্নিচারের সঙ্গে তার পোশাক ও দুধে-আলতা গাত্রবর্ণ দারুণ মানিয়ে গেছে। রানার মনে একটা আশা ডালপালা ছড়াতে শুরু করল, সময় ও সুযোগ পেলে ইলোরাকে নিয়ে কোথাও একদিন বেড়াতে যাওয়া যেতে পারে। আশাটাকে ভাষা দেয়ার জন্যে মুখ খুলতে যাবে ও, ইঙ্গিতে ডান পাশের একটা কামরা দেখিয়ে ইলোরা মৃদুকণ্ঠে বলল, 'ওখানে তোমার ফাইল পাবে। দুটোই এনভেলাপে ভরে ফিরিয়ে দিতে হবে বসকে, দেখার পর।' দরজা বন্ধ করে বাম পাশের অন্য একটা কামরার দিকে এগোল সে। আপাতত তার গুরুনিতম্বের ঢেউ দেখেই সন্তুষ্ট থাক, নিজেকে প্রবোধ দিল রানা। বিসিআই-এর প্রাচীন বুড়োটা নিশ্চয়ই স্যুইটের কোথাও আছে, ইলোরাকে প্রস্তাব দেয়ার ঝুঁকিটা নেয়া উচিত হবে না। ডান পাশের কামরাটার দিকে এগোল ও।

ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল রানা। দেখেই বোঝা যায়, এটা একটা বেডরুম। ছোট একটা ড্রেসিং টেবিলও রয়েছে, টেবিলের ওপর রাজ্যের কসমেটিক্স দেখে বুঝতে অসুবিধে হল না কার বেডরুম। বিছানার ওপর ফাইল দুটো পেল ও। দুটো ফাইলই সীল করা এনভেলাপে ভরা। তারমানে ইলোরাও বোধহয় জানে না ভেতরে কি আছে। সীল ভেঙে ফাইল দুটো এনভেলাপ থেকে বের করল ও। প্রথমে খুলল প্লাস্টিকের ফাইলটা। লাল হরফে লেখা রয়েছে—ক্লাসিফায়েড (টপ সিক্রেট) এ+। নিচে সতর্কবাণী—'এই ফাইল কোন অবস্থাতেই অফিসের বাইরে নিয়ে যাওয়া চলবে না।' অফিস মানে বিসিআই হেডকোয়ার্টার। তারমানে, ভাবল রানা, ঋষিতুল্য প্রবাদপুরুষ মেজর জেনারেল রাহাত খান ফাইলটা ঢাকা অফিস থেকে চুরি করে ইংল্যাণ্ডে নিয়ে এসেছেন! রানা জানে, এই ফাইল অফিস থেকে বের করলে চাকরি তো যাবেই, জেলও খাটতে হতে পারে। তবে প্রাচীন বুড়োর জন্যে সাত খুন মাফ। তাই কি? মনে হয় না। ভাব-সাব দেখে মনে হচ্ছে কঠিন প্যাঁচের মধ্যে পড়েছে বুড়ো। প্যাঁচটা কি, কতটা কঠিন, প্রশ্ন করে এসব জানার সাহস হয়নি ওর। তবে আশা, সময়ে সব জানা যাবে।

ততদিন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। আপাতত অন্ধকারে থাকো, এবং বুড়োকে সাহায্য করো—কিছুটা হলেও ঋণ শোধ করার সুযোগ কাজে লাগাও।

ফাইলটা খুলল রানা। সব মিলিয়ে এক ঘণ্টা লাগল ওর, সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য টুকে নিল মাথায়। আরও এক ঘণ্টা ব্যয় করল তথ্যগুলো নির্ভুলভাবে মনে গেঁথে নিতে পেরেছে কিনা পরীক্ষা করার জন্যে। তার পর বেডরুম থেকে সিটিং রুমে বেরিয়ে এল।

বেরিয়েই দেখতে পেল ইলোরাকে, একটা সোফায় বসে ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছে।

'বস্ বোধহয় আমাকে ডাকবেন,' বলল রানা।

'আবার ছুটি চাও, তাই না?' জিজ্ঞেস করল ইলোরা, নির্লিপ্ত চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই কি ভাবছে সে। 'বস্ বলছিলেন, তোমার ভাবগতিক দেখে তাই মনে হচ্ছে।'

'অপ্রত্যাশিত পারিবারিক ঝামেলার কারণে,' ইলোরার চোখে সরাসরি তাকাল রানা, রাতকে দিন করার সময় এভাবেই তাকাতে হয়।

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ইলোরা। 'পারিবারিক ঝামেলা না ছাই! এরকম অজুহাত আর কত দেখাবে! এই, রানা, ছুটি তো নিচ্ছই, আমাকে একদিন বেড়াতে নিয়ে চলো না, প্লীজ! লণ্ডনে এসেছি যা, হোটেল ছেড়ে বেরুতে পারছি না, জানো?'

খুশিতে নেচে উঠল রানার মন। ডানাকাটা পরীকে নিয়ে লণ্ডন শহরে ঘুরে বেড়ানো, এর চেয়ে আনন্দের আর কি হতে পারে। বিধাতা ওর মনের আশা পূরণ করতে চাইছেন, কিন্তু বাদ সাধল ইন্টারকম।

স্পীকার থেকে স্পষ্ট ভেসে এল ভরাট কণ্ঠস্বর, 'ও যদি এমআর নাইন হয়, ইলোরা, এখুনি সরাসরি আমার কামরায় পাঠিয়ে দাও ওকে—আর বন্ধ করো তোমাদের খোশগল্প! দেখা হলেই তোমরা এমন আলাপ জুড়ে দাও, যেন এখনও পুতুল খেলার বয়স পার হয়নি!'

চোখে-মুখে কৃত্রিম আতঙ্কের ভাব ফুটিয়ে তুলে স্বর্গের দিকে চোখ তুলল ইলোরা। বসের তিরস্কার শুনে রানা শুধু মুচকি একটু হাসল। 'পরে কথা হবে,' ফিসফিস করে বলল ও, ঘুরে এগোল বন্ধ একটা দরজার দিকে।

ভেতর থেকে সাড়া এল, 'কাম ইন।'

কবাট ঠেলে ভেতরে ঢুকল রানা। 'ফাইল দুটো ফিরিয়ে দিতে এলাম, স্যার।' ওগুলো রাহাত খানের সামনে, ডেস্কের ওপর রাখল ও। দ্বিতীয় ফাইলটায় দুটো হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের রিপোর্ট আছে, রোমহর্ষক ফটোগ্রাফসহ। নৃশংসভাবে খুন হওয়া মানুষের লাশ চাক্ষুষ করা সহজ, ক্যামেরায় চিরতরে ধরে রাখা ছবিগুলোর দিকে তাকানো যায় না। দুটো মেয়েরই খুলি পিছন থেকে আঘাত করে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে। দু'জনেরই জিভ কেটে নেয়া হয়েছে, যেন ওরা মারা যাবার পর একজন শল্য চিকিৎসককে দক্ষতা দেখানোর সুযোগ করে দেয়া হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট

তদন্তকারী অফিসার মন্তব্য করেছেন, হিউম্যান বডি সম্পর্কে ভাল ধারণা আছে খুনীর। রিপোর্টে বলা হয়েছে, এ-ব্যাপারে প্রায় কোনই সন্দেহ নেই যে একই লোক বা একই লোকের একটা গ্রুপ দুটো খুনের জন্যে দায়ী।

কথা না বলে ফাইল দুটো নিজের দিকে টেনে নিলেন রাহাত খান। দেরাজে ভরে তালা দিলেন। [illegible]

চেয়ে একটা আবেদন জমা দেবে বলে ভাবছ। সত্যি, না মিথ্যে?'

'সত্যি, স্যার,' বলল রানা। ভাবল, ইচ্ছেটা কি, অক্কারের জন্যে মনোনয়ন পাওয়া?

'গুড। তাহলে এখুনি বেরিয়ে পড়তে পার তুমি। আশা করি পরিস্থিতি তোমার অনুকূলে থাকবে।'

'ধন্যবাদ, স্যার। আমাকে একবার আমাদের গ্যারেজে যেতে হবে। তবে মেফেয়ারে আমি পৌঁছুতে চাই ঠিক ছ'টার সময়, স্যার।'

মাথা ঝাঁকালেন রাহাত খান, কাঁচা-পাকা ভুরুর ভেতর সাদা-কালো চোখ দুটোয় এক সেকেণ্ডের জন্যে সন্তুষ্টির ভাব ফুটে উঠল। গোপন সমঝোতার অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হল দু'জনের মধ্যে। অবশিষ্ট তিনজন সম্ভাব্য ভিক্টিমদের মধ্যে একজন, শাকিলা মমতাজ, মেফেয়ার হোটেলের কাছাকাছি একটা বিউটি পারলার চালায়। ব্যাপারটা কাকতালীয় হলেও আনন্দদায়ক, কারণ হোটেলটার লা শ্যাতো রেস্টুরেন্টে মাঝে মধ্যেই ডিনার খেতে যায় রানা। শুধু ভাল খাবারের লোভে নয়, নিরাপত্তার কথা ভেবে। ওখানে বারোটা প্রাইভেট কেবিন আছে, অন্যান্য খদ্দেরদের কান ও চোখ থেকে যথেষ্ট দূরে। মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে হাত নেড়ে রানাকে বিদায় করে দিলেন রাহাত খান। সিটিংরূমে ফিরে এসে ইলোরার সাথে ফিসফিস করে কথা বলল ও। 'গ্যারেজে যাচ্ছি। পৌঁছুতে পনেরো মিনিট লাগবে।'

ঠিক পনেরো মিনিটের মাথায় ইন্টারকন হোটেলের আণ্ডারগ্রাউণ্ড গ্যারেজে চলে এল রানা। কেউ কোথাও নেই। অফিস রূমে আলো জ্বলছে দেখে নক না করেই দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল ভেতরে। ওর আগেই পৌঁছেছে ইলোরা, ডেস্কের পেছনে বসে আছে, রানাকে দেখে মুখ তুলে হাসল।

'সব রেডি?' জানতে চাইল রানা।

'তোমার কি লাগবে আমার জানা নেই,' বলল ইলোরা। 'তবে ব্রিফকেসে ছোটখাট কিছু জিনিস আগেই ভরে রেখেছি। তোমার গাড়িতে পাবে এএসপি, ব্যাটন আর বেল্টটা।'

ডেস্কের ওপর থেকে ব্রিফকেসটা নিয়ে খুলল রানা। ছোটখাট জিনিসগুলো পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হল ও। বিশ মিনিট পর দু'জন একসাথে বেরিয়ে এল অফিস কামরা থেকে। নিজের ব্যক্তিগত গাড়ি বেন্টলি মুলসন টার্বোতে উঠল রানা, গোপন কমপার্টমেন্ট থেকে বের করল এএসপি নাইন এমএম অটোমেটিক, স্পেয়ার ক্লিপ, অপারেশন ব্যাটন ও বেল্ট। ব্রিফকেসটা আগেই গাড়ির বুটে ঠাঁই পেয়েছে। 'বিদায়,' বলল রানা, জানালা দিয়ে ইলোরার দিকে তাকিয়ে আছে। 'আর কিছু লাগবে না আমার।'

'পরে যদি লাগে, স্রেফ একটা ফোন করলেই হবে, আমি নিজে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসব।'

ইলোরার মুখের দিকে তাকিয়ে রানার মনে হল, ওর ধারণাই ঠিক—ইলোরাকে বিশেষ কিছু নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন বস্।

'ঠিক আছে,' বলে [illegible] রানা, গ্যারেজ থেকে লণ্ডনের [illegible] রাস্তায় বেরিয়ে এল।

মেফেয়ার হোটেলে পৌঁছুতে বিশ মিনিট লাগল। প্রাক্তন সৈনিক নীল ইউনিফর্ম পরা ডোরম্যানকে নিয়মিত বকশিশ দেয় রানা, গাড়িটা তার হাতে তুলে দিল ও, জানে ওর অনুপস্থিতিতে সারাক্ষণ নজর রাখবে ওটার ওপর। মেফেয়ার হোটেল থেকে তাজমহল বিউটি পারলার মাত্র তিন মিনিটের পথ। তাজমহল? ফুটপাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে ভাবল রানা। সম্রাট শাহজাহান অবশ্য পত্নী মমতাজের স্মৃতি রক্ষার্থেই ওটা বানিয়েছিলেন। তবে বিংশ শতাব্দীর মমতাজ এখনও বেঁচে আছে, এবং ওর ওপর দায়িত্ব চেপেছে তার আয়ু যাতে অকস্মাৎ ফুরিয়ে না যায় সেদিকটা দেখার। আচ্ছা, সম্রাজ্ঞীর পুরো নামটা যেন কি ছিল? স্মরণ করতে না পেরে নিজের ওপর ভারি অসন্তুষ্ট হল রানা। ইতিহাস ভুলে গেলে চলবে কি করে! পুরো নামটা স্মরণ করতে না পারলেও, একটা ব্যাপারে প্রায় নিশ্চিত ও, নামটা শাকিলা মমতাজ ছিল না। সুযোগ পেলে বিসিআই-এর রিসেটলমেন্ট অফিসারকে জিজ্ঞেস করতে হবে, মমতাজই যখন রাখা হল, সম্রাজ্ঞীর পুরো নামটা কেন ব্যবহার করা হল না।

বিউটি পারলারের প্রতিটি জানালায় কালো কাঁচ। বিল্ডিংটা খুবই ছোট, তবে এখানে ব্যবসা করছে একটাই প্রতিষ্ঠান। বিল্ডিঙের গায়ে অনেকগুলো সাইনবোর্ড, সবই তাজমহলের। প্রতিটি সাইনবোর্ডের গায়ে মেয়েদের ছবি আঁকা হয়েছে, মাথায় বিভিন্ন স্টাইলের চুল, চোখে আমন্ত্রণ, কারও কারও ঠোঁটে সিগারেট। কার্পেট মোড়া ছোট্ট একটা ঘরে ঢুকল রানা, দেয়ালে সাঁটা রয়েছে অসংখ্য খুলির ছবি, সবগুলো মেয়েদের, কোনটাই ন্যাড়া নয়। ঘরের ভেতর কোন ফার্নিচার নেই। একপাশে এলিভেটরের দরজা, হাতলটা চকচক করছে।

বোতামে চাপ দিল রানা, আয়না ফিট করা খাঁচায় ঢুকল। এখানেও কার্পেট, নিঃশব্দে উঠে যাচ্ছে খাঁচা। খানিক পরই সামান্য ঝাঁকি খেয়ে থামল, আরেকটা ছোট্ট কামরায় বেরিয়ে এল রানা। সেই লাল কার্পেট। বাঁ দিকে একটা কাঁচ লাগানো দরজা, ওপাশে করিডর, করিডরের দু'পাশে অনেকগুলো কামরা, প্রতিটি কামরার দরজায় লেখা রয়েছে—ম্যাসেজ, হেয়ারড্রেস, হিট ইত্যাদি।

ঘরের ভেতর স্বর্ণকেশী এক তরুণী, বসে আছে 'প্রাইভেট' লেখা দ্বিতীয় দরজার পাশে, পরনে কালো সুট, ঝলমলে সাদা সিল্ক শার্ট, সামনে কিডনি আকৃতির ছোট্ট ডেক। মেয়েটার চেহারায় অদ্ভুত সুন্দর পরিচ্ছন্ন একটা ভাব, যেন সমস্ত দাগ ও প্রতিটি ধুলোর কণা সযত্নে তার চেহারা থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে, মাথার প্রতিটি চুল যেন জায়গামত বসিয়ে সিমেন্ট করে দেয়া

হয়েছে। ক্ষীণ উৎসাহ নিয়ে, হাসির ছলে সামান্য ফাঁক হল তার ঠোঁট, কিন্তু তার চোখে প্রশ্ন, মেয়েদের জন্যে সংরক্ষিত বিউটি পারলারে একজন পুরুষ এসেছে কি করতে! অস্বস্তিবোধটা কাটিয়ে ওঠা রানার জন্যে সহজ হল না।

'আপনার কোন সাহায্যে আসতে পারি, স্যার?' গলার স্বরে কৃত্রিম আন্তরিকতা ফোটানোর চেষ্টা, রানার কানে ধরা পড়ল।

'বোধহয়। মিস শাকিলা মমতাজের সঙ্গে দেখা করতে চাই আমি। তুমি একটু দেখবে?' মৃদু হাসল ও।

রিসেপশনিস্টের মুখের ভাব স্থির হয়ে গেল। 'অত্যন্ত দুঃখিত, স্যার। আজ বিকেলে উনি বাইরে আছেন।' উত্তরটায় তেমন জোর নেই, বলার সুরে আন্তরিকতারও দারুণ অভাব। কথা শেষ করেই আড়চোখে 'প্রাইভেট' লেখা দরজার দিকে একবার তাকাল সে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা, পকেট থেকে সাদা একটা কার্ড বের করে কিছু লিখল তাতে। কার্ডটা মেয়েটার দিকে ঠেলে দিল, বলল, 'লক্ষ্মী মেয়ে, যাও, এটা দাও তাকে। তোমার হয়ে পাহারা দিচ্ছি আমি। ব্যাপারটা খুবই জরুরী।'

'কিন্তু...'

'এই,' মিষ্টি করে হাসল রানা, 'তোমাকে আমি লক্ষ্মী মেয়ে বলিনি?'

তারপরও ইতস্তত করছে মেয়েটা। ইঙ্গিতে তাকে দরজার মাথায় বসানো ক্যামেরাটা দেখাল রানা, বলল, 'অন্তত মিস শাকিলা মমতাজকে মনিটরে আমার চেহারাটা দেখতে বল। আমাকে দেখার পর যদি না ডাকে, চলে যাব আমি।'

বরফ গলছে না দেখে পকেট থেকে আইডি বের করল রানা। পুরোপুরি ল্যামিনেটেড, হরফগুলো রঙিন, আসল জিনিসের চেয়ে অনেক বেশি চকচকে। ছুটিতে রয়েছে রানা, অ্যাসাইনমেন্টটাও অফিশিয়াল নয়, কাজেই বিসিআই বা রানা এজেন্সির আইডি ব্যবহার করার অধিকার রাখে না ও। কাজেই জাল পরিচয়-পত্র ব্যবহার না করে উপায় কি।

'আপনি যদি এক মিনিট অপেক্ষা করেন, দেখতে পারি উনি ফিরেছেন কিনা। দুপুরের পর সত্যি উনি বেরিয়েছিলেন একবার।' প্রাইভেট দরজা ঠেলে ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল মেয়েটা।

ক্যামেরার দিকে মুখ করে দাঁড়াল রানা। সাদা কার্ডের ওপর ও লিখেছে, 'মাই পীস ইজ গন।' পাঁচ মিনিট সময় লাগল বটে, কিন্তু কাজ হল জাদুর মত। সোনালি মেয়েটা ফিরে এসেই পথ দেখাল ওকে। দরজা পেরিয়ে সরু করিডর, করিডরের শেষ মাথায় কয়েকটা ধাপ টপকে অত্যন্ত মজবুত আরেকটা দরজা। 'উনি আপনাকে সোজা ঢুকে পড়তে বলেছেন।'

তাই করল রানা, সোজা ঢুকে পড়ল। আর ঢুকেই বোকা বনে গেল।

নীলচে ইস্পাতের বিপজ্জনক প্রান্তটা ওর দিকে তাক করা। ভাল করে লক্ষ করল ও। কোল্ট উডসম্যান, ম্যাচ টার্গেট মডেল – চিনতে অসুবিধে হল না। এ-ধরনের অস্ত্র কখনই রানার মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক ঘটাতে ব্যর্থ হয় না, বিশেষ করে সেটা যদি এখনকার মত স্থিরভাবে ধরে রাখা হয়।

'পারকা,' মৃদুকণ্ঠে, সতর্কতার সঙ্গে উচ্চারণ করল রানা। 'পারকা, প্লীজ, তোমার হাতের ওটা সরিয়ে রাখো। আমি তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি।' কথা বলার সময় লক্ষ করল, কামরা থেকে বেরুবার আর কোন দরজা নেই। আরও লক্ষ করল, শাকিলা মমতাজ ওরফে অপারেশন ক্রুট কেক-এর সোপিনা পারকা, নিখুঁতভাবে সঠিক পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পা দুটো সামান্য ফাঁক, পিস্তলের নল দেয়ালের বাম দিকে স্থির, চোখ দুটো সতর্ক ও স্থির।

'তু-তুমি!' পিস্তল না সরিয়ে বলল মেয়েটা।

'সশরীরে,' ঠোঁটে আন্তরিক হাসি ফোটাল রানা। 'যদিও, সত্যি কথা বলতে কি, তোমাকে আমার চিনতে পারার কথা নয়। শেষ ও প্রথমবার তোমাকে আমি দেখেছি, সোয়েটার ও জিনসের একটা পোঁটলা যেন, ছোট্ট খুপরির ভেতর ভয়ে থরথর করে কাঁপছিলে।'

'অনেক দিন পর আবার সেই ভয়টা ফিরে এসেছে,' মুখে হাসি নেই, বিড়বিড় করে ইংরেজিতে বলল মেয়েটা। শাকিলা মমতাজের বাচনভঙ্গিতে মধ্যপ্রাচ্যের কোন সুর অর্থাৎ হিব্রু বা আরবীর ছোঁয়া একেবারেই অনুপস্থিত। সে তার কাভার পুরোপুরি আয়ত্ত করে নিয়েছে। মেয়েগুলো সম্পর্কে ফাইলে কি লেখা আছে মনে পড়ল রানার। ইংল্যাণ্ডে ওদেরকে পুনর্বাসিত করার কাজটায় কোন খুঁত রাখেনি বিসিআই। যে-সব কাগজ-পত্র দেয়া হয়েছে ওদেরকে, সেগুলো পরীক্ষা করলে নিঃসংশয়ে জানা যাবে জন্মগতভাবে ব্রিটিশ নাগরিক ওরা, বাল্যকাল কেটেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ল্যাটিন আমেরিকা অথবা ভারতে, বাবা-মা ইউরোপেরই অন্য কোন দেশে অবসর জীবন কাটাচ্ছে।

রানা লক্ষ করল, শাকিলা মমতাজের অঙ্গভঙ্গির মধ্যে সৌন্দর্য ও মাধুর্য, কোনটারই কমতি নেই। অত্যন্ত আকর্ষণীয় গঠন তার। কালো চুল, লম্বা একহারা কাঠামো, সুগঠিত পা। তার রুচিও অত্যন্ত মার্জিত, পাঁচ বছর ধরে গড়ে তোলা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ওপর একবার চোখ বুলালেই বোঝা যায়। তা সত্ত্বেও, রানা অনুভব করল, মেয়েটার মধ্যে বেপরোয়া একটা ভাব আছে, বেপরোয়া বা জেদি।

'হ্যাঁ, জানি। তোমার ভয় দূর করার জন্যেই আমার আসা,' বলল রানা।

'আমার ধারণা ছিল না ওরা কাউকে পাঠাবে।'

'পাঠায়ওনি। খবর পেয়ে আমি নিজেই এসেছি। আমি একা, তবে সবদিক সামলাবার ট্রেনিং ও অভিজ্ঞতা, দুটোই আমার আছে। এবার, হাতের ওটা সরিয়ে রাখ। তোমাকে আমি নিরাপদ কোথাও সরিয়ে নিয়ে যাব বলে এসেছি। তিনজনকেই, তোমরা যারা এখনও বেঁচে আছ।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল শাকিলা মমতাজ। 'না, মি...'

'রানা। মাসুদ রানা।'

'না, মি. রানা। শয়তানরা ড্রেবা আর হান্নাকে খুন করেছে। এখন আমাকে দেখতে হবে ওরা যাতে আমার অন্যান্য বন্ধুদের নাগাল না পায়।'

নাসরিন ইউসুফের আসল নাম ছিল ড্রেবা মোরদেসাই আর ফিরোজা বান্নার আসল নাম ছিল হান্না এলিজা।

'আমিও তাই বলছি।' এক পা সামনে বাড়ল রানা। 'তোমাকে নিরাপদ একটা জায়গায় রাখা হবে, কেউ যাতে তোমার নাগাল না পায়। তারপর আমি শয়তানগুলোকে একহাত দেখে নেব।'

'সেক্ষেত্রে তুমি যেখানে যাবে আমিও সেখানে যাব, যতদিন না ব্যাপারটার ইতি ঘটে।'

পেশাগত জীবনে অসংখ্য মেয়ের সান্নিধ্য লাভ করেছে রানা, ওর অভিজ্ঞতাই বলে দিল এই জেদের সঙ্গে যুদ্ধ করে কোন লাভ নেই, যুক্তি এখানে পুরোপুরি অচল। এক মুহূর্ত মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকল ও। একহারা কাঠামো, সুন্দরভাবে ফিট করা ধূসর রঙের সুটের ভেতর নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য, গোলাপি ব্লাউজ, গলার সোনার চেইন, সবই অত্যন্ত আকর্ষণীয়, কাছে টানে। সুটটা সম্ভবত প্যারিস থেকে বানানো, আন্দাজ করল ও। 'কিভাবে ব্যাপারটা সামলানো হবে, তোমার কোন ধারণা আছে, মমতাজ? তোমাকে আমি মমতাজ বলে ডাকব, কেমন; পারভা বলে নয়, ঠিক আছে?'

'মমতাজ,' অস্ফুট কণ্ঠে বিড়বিড় করল মেয়েটা। এক মুহূর্ত পর বলল, 'দুঃখিত, আমি ওদের আসল নাম ব্যবহার করেছি। হ্যাঁ, তোমরা আমাকে নতুন পরিচয় দেয়ার পর থেকে নিজেকে আমি মমতাজ বলেই ভেবে এসেছি। কিন্তু পুরানো বন্ধু-বান্ধবদের কথা ভাবার সময় ছদ্মনাম ব্যবহার করা কঠিন। আরও একটা ব্যাপার আমাকে খুব অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দেয়।'

'কি?'

'আমি একজন ফিলিস্তিনী মুসলমানের মেয়ে। মুসলমানের মেয়ে অথচ ইহুদি নাম! বাড়ির ভেতর, গোপনে, নামাজ পড়তাম আমরা। সেই রকম, গোপনে ব্যবহার করার মত আমাদের প্রত্যেকের একটা করে ইসলামিক নামও থাকা উচিত ছিল, নয় কি?'

'ছিলও হয়ত, কিন্তু তোমরা জানো না, শুধু হয়ত তোমাদের মা-বাবারা জানতেন,' বলল রানা। তারপর শাকিলা মমতাজের আগের একটা কথার খেই ধরে প্রশ্ন করল, 'ফ্রুট কেকে কাজ করার সময় পরস্পরকে চিনতে তোমরা? জানতে কে কার টার্গেট?'

ছোট করে মাথা ঝাঁকাল শাকিলা মমতাজ। 'চিনতাম। কার টার্গেট কে, তা-ও জানতাম। সেজন্যেই সৈকত থেকে উদ্ধার করার সময় লায়লা আর আমাকে একসাথে দেখতে পাও তুমি।' ইতস্তত একটা ভাব ফুটল তার চেহারায়, ভুরু কোঁচকাল, মাথা নাড়ল এদিক-ওদিক। 'দুঃখিত, লায়লা কানান নয়, ওর নাম এখন রাবেয়া।'

'হ্যাঁ, রাবেয়া সিরাজ।'

'রাবেয়া আমার পুরানো বান্ধবী। আজ সকালেই ওর সাথে কথা হয়েছে।'

'ডাবলিনে?'

শাকিলা মমতাজ ঠোঁট টিপে হাসল। 'তুমি দেখছি অনেক খবরই রাখ। হ্যাঁ, ডাবলিনে।'

'খোলা লাইনে? তুমি ওর সাথে খোলা লাইনে কথা বলেছ?'

'চিন্তা কোরো না, মি. মাসুদ রানা…'

'রানা, শুধু রানা।'

'ঠিক আছে, রানা। চিন্তা কোরো না, রানা। ফোনে আমি মাত্র তিনটে শব্দ উচ্চারণ করেছি। তাহলে বুঝিয়ে বলি–এই পাহলার চালু করার আগে কিছুটা সময় আমাকে রাবেয়ার সাথে কাটাতে হয়। খোলা লাইনে কথা বলার জন্যে সহজ একটা সাঙ্কেতিক ভাষা তৈরি করি আমরা। কি রকম শুনবে? ধর, বলা হল, "শাবানা অসুস্থ"। উত্তরে বলা হল, "আজ বিকেলে তোমার সাথে আমার দেখা হবে"।'

'অর্থ?'

'তোমার মা কেমন আছে?'

হকচকিয়ে গেল রানা।

হাসল শাকিলা মমতাজ। 'এটা একটা ফ্রুট কেক ওয়ার্নিং, রানা– "তোমার মা কেমন আছে"। আলোচনার মধ্যে বাক্যটা উচ্চারণ করা হয়। "শাবানা অসুস্থ" ও "তোমার মা কেমন আছে" একই জিনিস। মা শব্দটিই ট্রিগার, মানে হল, 'তোমার পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করো।" এবার বুঝতে পারছ?'

'পাঁচ বছর আগে যা ছিল এখনও ঠিক তাই আছে।'

'হ্যাঁ। আবার আমাদেরকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। কিভাবে জানলাম, শোনো। প্যারিসে ছিলাম, রানা। আজ সকালে ফিরেছি। প্লেনে বসে খবরের কাগজে দ্বিতীয় খুনটার রিপোর্ট পড়লাম। প্রথমটার রিপোর্ট আগেই পড়া ছিল। ফিরোজা খুন হবার পর আমরা সতর্ক হয়ে যাই, কিন্তু নাসরিন খুন হবার পর…তারও যেভাবে জিভ কেটে নেয়া হয়েছে…' এই প্রথম শাকিলা মমতাজকে শিউরে উঠতে দেখল রানা। ঢোক গিলল মেয়েটা, নিজেকে সামলে নেয়ার চেষ্টা করল। 'ওই জিভ কেটে নেয়াটাই বলে দেয়। ওরা আমাদের ব্যঙ্গ করছে, তাই না? ভয় দেখাচ্ছে!'

'হ্যাঁ, ব্যঙ্গটা সূক্ষ্ম নয়,অত্যন্ত স্থূল।'

'প্রতিশোধের খুন কখনোই সূক্ষ্ম হয় না। পরিবারের ভেতর ব্যভিচার করলে মাফিয়ারা কি করে জানো তুমি?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'কাজটা নিষ্ঠুর, তবে অর্থবোধক।' এ-ধরনের হত্যাকাণ্ডের শেষ খবরটা মনে পড়ে গেল রানার, লোকটার জননেন্দ্রিয় কেটে ফেলা হয়েছিল।

'জিভ কেটে নেওয়াটাও অর্থবোধক।'

'ঠিক। তাহলে "শাবানা অসুস্থ" কথাটার মানে কি?'

'মানে হল আমাদের পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে। দেখা করো যেখানে আমার সাথে দেখা হওয়ার কথা।'

'কোথায় সেটা?'

'যেখানে আমি যাচ্ছি। হিথ্রো থেকে আমার এয়ার লিংগাস ফ্লাইট ছাড়বে রাত সাড়ে আটটায়।'

'কোথায়, ডাবলিনে?'

ওপর-নিচে মাথা দোলাল শাকিলা মমতাজ। 'হ্যাঁ, ডাবলিনে। ওখানে পৌঁছে আমি একটা গাড়ি ভাড়া করব, রওনা হব রদেভোর উদ্দেশে। আজ বিকেল থেকে ওখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে রাবেয়া।'

'তাহলে তুমি শাপারি বোজাক, মানে শামিম হাসানের সাথেও যোগাযোগ করেছ—যার ডাকনাম মঈন অর্থাৎ বানমাছ?' জানতে চাইল রানা।

এখনও আড়ষ্ট হয়ে আছে শাকিলা মমতাজ, তবু ক্ষীণ একটু হাসল। 'সে একটা জোকার। সব সময় ঝুঁকি নিতে ভালবাসে। তার ডাক নাম কি একটা? তবে ঈলটাই বেশি পছন্দ। না, আমি তাকে কোন মেসেজ পাঠাতে পারিনি, কোথায় আছে জানলে তো!'

'আমি জানি।'

'কোথায়?'

'এখান থেকে অনেক দূরে। এবার বলো, রাবেয়ার সঙ্গে কোথায় দেখা হচ্ছে তোমার।'

চেহারায় ইতস্তত ভাব, কি যেন ভাবছে শাকিলা মমতাজ।

'আরে, চিন্তার কি আছে, বলে ফেলো,' তাগাদা দিল রানা। 'আমি তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি, মনে আছে? তাছাড়া, ডাবলিনে তোমার সঙ্গে আমিও যাচ্ছি, না গিয়ে উপায় নেই। তার সঙ্গে কোথায় দেখা হওয়ার কথা তোমার?'

'না, মানে···অনেকদিন আগেই সিদ্ধান্ত নিই আমরা, লুকোবার জন্যে খোলামেলা জায়গাই আসলে আদর্শ। কাউন্টি মেয়োর অ্যাশফোর্ড ক্যাসল পছন্দ করি আমরা। ওই হোটেলেই প্রেসিডেন্ট রিগ্যান উঠেছিলেন।'

মৃদু হাসল রানা। পেশাদারদের মস্তিষ্কপ্রসূত নিখুঁত বুদ্ধি। অ্যাশফোর্ড ক্যাসল হোটেল যেমন বিলাসবহুল তেমনি খরচবহুল, এমন একটা জায়গা যেখানে খোঁজ করার বা নজর রাখার কথা কোন হিট টিম ভাববেই না। ওর পরবর্তী প্রশ্ন, 'এমন ভাব করা যায়, যাতে দেখে মনে হয় আমরা ব্যবসা সংক্রান্ত আলোচনায় বসেছি? ফোনটা ব্যবহার করলে তুমি কিছু মনে করবে?'

লম্বা ডেস্কের পিছনে বসল শাকিলা মমতাজ, উডসম্যানটা দেরাজে ভরল। ডেস্কের কাগজ-পত্র এলোমেলো করল সে, সবশেষে টেলি-ফোনটা ঠেলে দিল রানার দিকে। হিথ্রো এয়ারপোর্টে ফোন করে এয়ার লিংগাস রিজার্ভেশন ডেস্কের সঙ্গে যোগাযোগ করল ও, মাসুদ কায়সার-এর নামে একটা টিকেট বুক করল, ফ্লাইট ইএল, ওয়ান সেভেন সেভেন, ক্লাব ক্লাস। 'রাস্তার মোড়ে আমার গাড়ি আছে,' রিসিভার নামিয়ে রেখে বলল ও। 'সাতটার দিকে এখান থেকে বেরুব আমরা। ততক্ষণে সঙ্গে হয়ে যাবে, আশা করি তোমার স্টাফরা তার আগেই বিদায় নেবে।'

দামি রোলেক্স রিস্ট ওয়াচের দিকে তাকাল শাকিলা মমতাজ, ভুরু জোড়া সামান্য উঁচু হল। 'ওদের কাজ শেষ হতে আর বেশি দেরি নেই।'

যেন তার কথা সমর্থন করেই টেলিফোনটা বেজে উঠল। রানা ধারণা করল, ফোন করেছে স্বর্ণকেশী মেয়েটা, কারণ শাকিলা মমতাজ রিসিভারে বলল, 'হ্যাঁ, সবাই তোমরা চলে যেতে পার। ভদ্রলোকের সাথে আরও কিছুক্ষণ কথা বলতে হবে আমাকে। হ্যাঁ, আমি নিজেই তালা দেব। ঠিক আছে, কাল সকালে আবার সবার সাথে দেখা হবে।'

দিনের আলো ফুরিয়ে আসছে, পিকাডেলি থেকে ভেসে আসা যানবাহনের গর্জনও স্তিমিত হয়ে এল ধীরে ধীরে। মুখোমুখি বসে গল্প করছে ওরা, সতর্কতার সঙ্গে ফ্রুট কেক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছে রানা। আজ বিকেলে বিসিআই ফাইল থেকে যতটুকু জেনেছে ও, শাকিলা মমতাজের সঙ্গে কথা বলে তারচেয়ে অনেক বেশি জানার সুযোগ হল। ফ্রুট কেকের সব ক'জন সদস্যকে সতর্ক করে দেয়ার কৃতিত্ব দাবি করল শাকিলা মমতাজ—'দুঃখিত, অ্যারন ডিনার বাতিল করে দিয়েছে।' ওদের প্রধান টার্গেট ছিল কর্নেল কুর্ট করবেট, তখনকার ইসরায়েলি মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের একজন প্রভাবশালী কর্মকর্তা। শাকিলা মমতাজ নিজে তাকে টোপ গেলাবার চেষ্টা করছিল।

রানার নরম প্রশ্নের উত্তরে নিজের সম্পর্কে অনেক কথাই বলে গেল মেয়েটা। ফ্রুট কেক-এর সদস্যরা কিভাবে কি করত, জানার সুযোগ হল রানার। দু'একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেল, যা ফাইলে ঢোকা হয়নি বা পরে বাতিল করা হয়েছে।

সাতটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি থাকতে শাকিলাকে রানা জিজ্ঞেস করল, অফিসে তার কোন কোট আছে কিনা। মাথা ঝাঁকিয়ে দেয়াল আলমিরার সামনে গিয়ে দাঁড়াল শাকিলা, ভেতর থেকে বের করে গায়ে চড়াল সাদা একটা ট্রেঞ্চ কোট, দেখেই বোঝা যায় ফ্রান্সে তৈরি। উডসম্যানটা তালা দিয়ে রাখার নির্দেশ দিল রানা। তারপর, দু'জন একসঙ্গে বেরিয়ে এল অফিস থেকে, বেরুবার আগে আলোগুলো এক এক করে নেভাল শাকিলা মমতাজ।

এলিভেটর হিসহিস শব্দে নিচে নামছে। নিচতলায় পৌঁছুল ওরা, এলিভেটরের আলো নিজে থেকেই নিভে গেল। দরজা খুলে যাচ্ছে, সামনে অন্ধকার। রোমহর্ষক, তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে এল শাকিলার গলা চিরে। প্রবল ঝড়ের মত তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আততায়ী।

চার

লাফ দিয়ে এলিভেটরে ঢুকল লোকটা, নিশ্চয়ই ভেবেছে শাকিলা মমতাজের সঙ্গে আর কেউ নেই। পরে রানার মনে হয়েছে, আবছা অন্ধকারে শাকিলা মমতাজের সাদা ট্রেঞ্চকোট ছাড়া আর কিছু তার দেখতে পাবার কথা নয়। সেটাও শুধু দেখতে পেয়েছে, দরজা খুলে যাচ্ছে দেখে মমতাজ এক পা

সামনে বাড়িয়েছিল বলে। অকস্মাৎ ধাক্কা খেয়ে খাঁচার দেয়ালে পিঠ ঠেকল রানার, বিস্ময় কাটিয়ে ওঠার পরও ঠিক বুঝতে পারল না পিস্তল বের করবে, নাকি ব্যাটনটা। কিন্তু ইতস্তত করার সময় এটা নয়। এরইমধ্যে আততায়ী মমতাজের কাঁধ ধরে নিজের দিকে ঘোরাতে শুরু করেছে, অপর হাতটা মাথার ওপর উঁচু করা, ধরে আছে বড় মত কি যেন একটা, সম্ভবত ভারি কোন হাতুড়ি। ভারসাম্য ফিরে পাবার জন্যে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে রানা, ডান পা দিয়ে আততায়ীর হাঁটুর নিচে প্রচণ্ড লাথি মারল একটা। শক্ত হাড়ে লাগল, আহত পশুর মত গুঙিয়ে উঠল শত্রু, মাত্র কয়েক ইঞ্চির জন্যে হাতুড়িটা মমতাজের মাথায় লাগাতে ব্যর্থ হল সে। এলিভেটরের পিছনের আয়নাটা চুরমার হয়ে গেল।

তাল সামলাবার চেষ্টা করছে লোকটা, বাম নিতম্বের হোলস্টার থেকে কলাপসিবল ব্যাটনটা ধরে টান দিল রানা। নিচের দিকে তীব্র একটা ঝাঁকি দিল ও, ক্লিক শব্দে জায়গামত বসে গেল টেলিস্কোপিক স্টীল, তৈরি হয়ে গেল মারাত্মক একটা অস্ত্র। মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে আততায়ীর গলা লক্ষ্য করে ব্যাটন চালাল রানা। টুঁ-শব্দটি না করে পড়ে গেল লোকটা। ব্যাটন আঘাত করায় ভোঁতা একটু শব্দ হল শুধু, তারপরই এলিভেটরের মেঝেতে ছড়িয়ে থাকা কাচের ওপর পড়ে আততায়ীর শক্ত খুলিটা যেন ফেটে গেল।

হঠাৎ নিস্তব্ধতা নামল, মাঝে মধ্যে শুধু মমতাজের ক্ষীণ ফোঁপানোর আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। খাঁচার ভেতরটা হাতড়াতে শুরু করল রানা। ইমার্জেন্সী লাইটের বোতাম আছে কিনা দেখছে। কন্ট্রোল প্যানেলে হাত লাগতেই বন্ধ হতে শুরু করল দরজা। আহত লোকটার দুটো পা-ই এলিভেটরের বাইরে, দরজা বাধা পাওয়ায় সেফটি মেকানিজম চালু হয়ে গেল, আবার খুলতে শুরু করল ওটা। রানা আলোর সুইচ খুঁজে পাবার আগে এরকম তিনবার বন্ধ হতে গিয়ে খুলে গেল দরজা।

উজ্জ্বল আলোয় ভরে উঠল খাঁচা। এক কোণে জড়োসড় হয়ে বসে আছে মমতাজ, নিঃসাড় পড়ে থাকা আততায়ীর কাছ থেকে যথাসম্ভব দূরে। লোকটার পরনে কালো জিনস, কালো রোলনেক ও কালো দস্তানা। তার চুলও কালো। ভাঙা কাঁচের ওপর লাল রক্ত অদ্ভুত একটা দৃশ্য তৈরি করেছে।

ডান পা দিয়ে লোকটাকে চিৎ করল রানা। মারা যায়নি সে। হাঁ হয়ে আছে মুখটা, ধারালো কাঁচ দিয়ে কেটে যাওয়ায় গোটা অবয়বে বিচিত্র নকশা তৈরি হয়েছে। দু'একটা ক্ষত বেশ গভীর, তবে তার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ পরিষ্কারই শুনতে পাওয়া গেল। জ্ঞান ফেরার পর কাটাকুটির চেয়ে রানার ব্যাটনের আঘাতটাই বেশি ব্যথা দেবে তাকে।

'দুটো অ্যাসপিরিন খেলেই সুস্থ হয়ে উঠবে,' বিড়বিড় করল রানা।

'অ্যাভন,' ঘৃণায় হিসহিস করে উঠল মমতাজ।

'তুমি ওকে চেন?'

'জেরুজালেমের মাসলম্যান, ইএমআই-এর লোক!' কথা বলার সময় পিছু হটার ব্যর্থ চেষ্টা করল মমতাজ, আহত ও অজ্ঞান অ্যাভনকেও বিষধর সাপের

মত ভয় পাচ্ছে সে। এখনও, আগের মত, এলিভেটরের দরজা খুলছে ও বন্ধ হচ্ছে, একটা ছন্দবদ্ধ শব্দ শুনতে পাচ্ছে ওরা।

'বড় একরোখা, এলিভেটরের দরজাগুলো,' বলে অ্যাভনের ওপর ঝুঁকল রানা। এখানে সেখানে হাতড়াল ও, অবশেষে শরীরের নিচে চাপা পড়া অস্ত্রটা বের করে আনল—এটা দিয়েই মমতাজের মাথার পিছনে আঘাত করতে এসেছিল লোকটা। অসম্ভব ভারি কাঠের একটা হাতুড়ি, একেবারে নতুন, সাধারণত কাঠমিস্ত্রীরা ব্যবহার করে। রুমাল দিয়ে হাতলটা মুছে মেঝেতে রেখে দিল রানা। আবার ঝুঁকল ও, লোকটাকে সার্চ করে দেখল আর কোন অস্ত্র আছে কিনা।

'আশ্চর্য।' বিস্মিত হল রানা। 'খুচরো পয়সা বা এক প্যাকেট সিগারেট পর্যন্ত নেই পকেটে!' সিধে হল ও। 'মমতাজ, এই বিল্ডিং থেকে বেরুবার অন্য কোন পথ আছে? ফায়ার এস্কেপ বা অন্য কিছু?'

'আছে। লোহার সিঁড়ি, পারলারের পিছন দিকে। কেন জানতে চাইছ?'

'কারণ, সুইট লাকি মমতাজ, বন্ধুবর অ্যাভন একা আসেনি। মানে, যদি কর্নেল কুর্শি করবেটে তোমার দুই বান্ধবীকে মেরে থাকে, এবং যদি ওদের মত একইভাবে তোমাকেও তার মারার ইচ্ছে হয়ে থাকে।'

'কিন্তু কুর্শি কক্ষনই আমাকে···,' শুরু করল সে, তারপর এক মুহূর্ত বিরতির পর জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

'মাথায় বাড়ি মেরে তোমাকে খুন করার জন্যে মাত্র একটাই অস্ত্র নিয়ে এসেছে অ্যাভন। তার কাছে ছুরি নেই, ক্ষুর নেই, জিভ কাটবে কি দিয়ে? জিভ কাটা···কি বলা যায়, ট্রেড মার্ক?'

ছোট্ট করে, সভয়ে মাথা ঝাঁকাল মমতাজ। লাথি মেরে হাতুড়িটা খাঁচার এক কোণে সরিয়ে দিল রানা। অজ্ঞান অ্যাভনের রোলনেক ধরে অনায়াসে তাকে তুলল, তারপর ছুঁড়ে দিল এলিভেটরের বাইরে। বোতামে চাপ দিতেই এলিভেটর ওপরে উঠতে শুরু করল। বিউটি পারলারে ফিরে যাচ্ছে ওরা।

সাহায্যের হাত বাড়াতে হল না, নিজেই সিধে হয়ে দাঁড়াল মমতাজ। নিজের চেহারা সম্পর্কে সচেতন, চুল ও ট্রেঞ্চকোটে হাত চালিয়ে যতটা সম্ভব ঠিক ঠাক করে নিল।

দেয়ালে ফিট করা একটা মেটাল কাবার্ড রয়েছে, ভেতরে সিকিউরিটি অ্যালার্ম। কাবার্ডের সামনে একবার থেমে সুইচ অফ করল মমতাজ। তারপর ডাবলডোর খুলল।

'আলো জ্বেলো না,' সতর্ক করে দিল রানা। 'পথ দেখাও।'

হাত বাড়িয়ে মমতাজের কব্জি, তারপর তালু স্পর্শ করল রানা। এত ঠাণ্ডা, বিশ্বাস করা কঠিন এইমাত্র মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে মেয়েটা। ওর হাতটা শক্ত করে ধরল মমতাজ। ঘরগুলোকে দু'পাশে রেখে করিডর ধরে এগোচ্ছে ওরা। অবশেষে একটা সাদা দরজার সামনে এসে থামল, কবাটে লাল হরফে লেখা রয়েছে ইমার্জেন্সি এগজিট। বার ঠেলে সেটা খুলল মমতাজ। একটা ধাতব প্ল্যাটফর্মে বেরিয়ে আসতেই চোখেমুখে ঠাণ্ডা বাতাস

লাগল। এখান থেকে হাত বাড়ালে পাশের বিল্ডিংটা ছোঁয়া যাবে বলে মনে হল। বাম দিকে পেঁচানো লোহার সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে।

'বিল্ডিং থেকে বেরুব কিভাবে?' জানতে চাইল রানা। 'মানে, নিচে নামার পর?' ঝুঁকে নিচের দিকে তাকিয়ে আছে ও। আকাশ ছোঁয়া বিল্ডিংের মাঝখানে ছোট একটা উঠান ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না।

'সেকেন্ডারি দরজাটা ব্যবহার করতে পারবে, শুধু যার কাছে চাবি আছে,' বলল মমতাজ। 'মোট চার সেট চাবি—তিনটে আছে আমার তিন ম্যানেজারের কাছে, একটা আমার কাছে। দরজাটা খুলে সরু প্যাসেজে ঢুকব আমরা, একটা কার শো-রুমের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেছে, শেষ মাথায় আরও একটা দরজা। একই চাবি দিয়ে দুটো দরজা খোলা যায়। দ্বিতীয় দরজা খুললে বার্কলি স্ট্রীটে পৌঁছে যাবে তুমি।'

'যাও তাহলে, ছোটো!'

লোহার সিঁড়ির দিকে ঘুরল মমতাজ, রেইলটা এক হাতে ধরল। ঠিক সেই মুহূর্তে ইমার্জেন্সিডোর-এর ওপাশ থেকে ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল রানা।

'জলদি!' চাপা গলায় বলল ও। 'তোমাকে আমি পালাতে বলছি! নিচে নামো! দরজা বন্ধ কোরো না। গাঢ় সবুজ একটা বেন্টলি দেখতে পাবে হোটেল মেফেয়ারের উল্টোদিকে। হোটেলের লবিতে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। যদি আমার দুটো হাতই দেখতে পাও, বেরিয়ে এসে গাড়ির দিকে ছুটবে। আর যদি দেখ আমার এক হাত পকেটে, আধ ঘন্টার জন্যে হারিয়ে যাবে। আধ ঘন্টা পর আবার ফিরে এসে অপেক্ষা করবে আমার জন্যে। তখনও ওই একই সঙ্কেত। যাও এবার, যাও!'

এক সেকেণ্ড ইতস্তত করল মমতাজ, তারপর পেঁচানো সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নামতে শুরু করল। সিঁড়িটা এমন দুলতে শুরু করল, মনে হল ভেঙে পড়ে যাবে। চোখ সরিয়ে নিয়ে ইমার্জেন্সী এগজিট-এর দরজার দিকে ঘুরল রানা, হাতে চলে এল এএসপি নাইন এমএম, ধরে আছে কোমরের কাছে।

ছুটন্ত পায়ের শব্দ কাছে চলে আসছে। আওয়াজ শুনে যখন মনে হল দূরত্বটা ঠিক আছে, সবেগে দরজার কবাট দুটো খুলে ফেলল রানা। এ-ধরনের সঙ্কটে সময়ের চুলচেরা হিসাব একান্ত দরকার, ভুল হলে জীবন দিয়ে মাশুল গুনতে হতে পারে। ওর টার্গেট পুলিস নয়, শুধু এটা নিশ্চিতভাবে জানার জন্যে মাপা একটু সময় রাখল রানা হাতে। পুলিস যদি ওকে অপরাধী বা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বলে মনে করে, এভাবে ধাওয়া করা সম্ভব।

তবে লোকগুলোকে পুলিস মনে করার কোন কারণ নেই, কারণ ব্রিটিশ পুলিস কোল্ট -45 ব্যবহার করে না। রানা দরজা খুলতেই সামনের লোকটা দাঁড়িয়ে পড়ল। অদ্ভুত ব্যাপার, ইতিমধ্যে প্যাসেজের আলো জ্বেলেছে তারা, ফলে দু'জনকেই পরিষ্কার দেখতে পেল রানা। অবশ্য, দরজার একপাশে দাঁড়িয়ে থাকলেও, ওকেও তারা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। সামনের লোকটাকে থামতে দেখে, পিছনের লোকটাও দাঁড়িয়ে পড়ল। দু'জনেই শক্তিশালী।

পেশীবহুল। সন্দেহ নেই, হিট টিমের সদস্য।

সামনের লোকটা গুলি করল। রানার ডান দিকে রয়েছে সে। বন্ধ প্যাসেজে বোমা বিস্ফোরণের মত আওয়াজ হল। কবাটের বেশ বড় একটা অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল কাঠের টুকরো। দ্বিতীয় গুলিটা ভেতরে ঢুকল, বেরিয়ে গেল রানার মাথার পাশ দিয়ে। এবার রানাও গুলি করেছে, তবে দুটো টার্গেটের একটার দিকেও সরাসরি নয়। গুলি করল নিচের দিকে, লাগলে যাতে শুধু হাঁটুর নিচে পায়ের কোথাও লাগে। এএসপির সাহায্যে মানুষ খুন করা কোন ব্যাপারই না, কিন্তু রাহাত খানের সুস্পষ্ট নির্দেশ ভোলেনি রানা—বিপদে জড়িয়ে পড়লে বিসিআই ওকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসবে না। খুনের অপরাধে ইংল্যাণ্ডে জেল খাটতে রাজি নয় রানা। পরপর দুটো গুলি করল ও, দুটোই দু'দিকের দেয়াল লক্ষ্য করে। গুলি ও গোঙানির শব্দ প্রায় একসাথে শুনতে পেল। পরমুহূর্তে একটা চিৎকার। কার কোথায় লেগেছে দেখার জন্যে অপেক্ষা করল না, পেঁচানো সিঁড়ি বেয়ে ঝড়ের বেগে নামতে শুরু করল নিচে। নিচে মমতাজকে কোথাও দেখা গেল না।

প্রথম দরজার কাছে পৌঁছেছে, এই সময় যেন আরও একটা চিৎকার ভেসে এল ওপর থেকে। দরজাটা মমতাজ খুলে রেখে গেছে। সেটা টপকে ইয়েল ক্যাচ আটকাল রানা, প্যাসেজ ধরে ছুটল, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে বেরিয়ে এল রাস্তায়। প্রথমে বাম দিকে বাঁক ঘুরল ও, তারপর আবার বাম দিকে, হাত দুটো পকেটে ঢোকায়নি। গাড়ির চাবি নিয়ে উদয় হল হোটেলের ডোরম্যান, বেন্টলির দরজা খুলল। মোটা বকশিশ দিল তাকে রানা, হোটেলের মুখ থেকে মমতাজকে বেরিয়ে আসতে দেখে হাসল মৃদু।

বার্কলি স্ট্রীটের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে বেন্টলি। স্টার্ট দিয়ে বার্কলি স্কয়ারে চলে এল রানা। একবার বাম দিকে, তারপর ডান দিকে মোড় ঘুরে ঢুকে পড়ল গ্রসভেনর স্কোয়্যারে। ওখান থেকে আপার গ্রসভেনর স্ট্রীট, তারপর যানবাহনে ঠাসা পার্ক লেনে।

'একটা চোখ খোলা রাখো,' শাকিলা মমতাজকে পরামর্শ দিল রানা, ওর পাশেই চুপচাপ বসে আছে সে। 'ধরে নিচ্ছি পিছনে লোক লাগলে তুমি টের পাবে। পার্ক হয়ে, এগজিবিশন রোড পেরিয়ে, বাম দিকে বাঁক নিয়ে পড়ব এমফোর-এ। নিয়ম-টিয়ম সবই তোমার জানা আছে, শুধু যদি ভুলে গিয়ে থাক...'

'ভুলিনি,' ঝাঁঝের সাথে বলল মমতাজ। 'আমরা পালাচ্ছি, তাই না?'

'হ্যাঁ, ট্রেনিঙে শেখা নিয়ম ধরে। আধ মিনিটের বেশি সোজা পথে থাকব না। পিছনটা দেখে না নিয়ে সামনে বাড়ব না। প্রতি মুহূর্তে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করব।'

'এমনকি ওদের নজরে থাকা অবস্থায়ও,' যোগ করল মমতাজ, স্পষ্ট উচ্চারণে।

'রাইট।' হাসল রানা, যদিও চেহারায় এখনও নিষ্ঠুর একটা ভাব লেগে রয়েছে। 'তোমার লাগেজের ব্যাপারটা কি হবে, ভেবেছ কিছু, মমতাজ?'

জানতে চাইল ও।

'বাড়িতে একটা সুটকেস গোছানো আছে। কিন্তু সেখানে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না।'

'এয়ারপোর্ট থেকে টুথব্রাশ কিনে নিতে হবে। আয়ারল্যাণ্ডে না পৌঁছুনো পর্যন্ত বাকি সব ভুলে থাকতে হবে। তুমি কি নিজের নামে টিকেট বুক করেছ?'

'হ্যাঁ।'

'টিকেটটা তাহলে বাতিল করতে হবে। আশা করি ওয়েটিং লিস্টটা খুব একটা লম্বা হবে না। সার্ভিস স্টেশন থেকে ফোন করব আমরা, কেমন?'

'রানা...' অস্ফুটে ডাকল মমতাজ, যেন ভীতিকর কিছু একটা মনে পড়ে গেছে।

'বলো।'

'ওরা আমাকে...'

'আপাতত বিপদ কেটে গেছে, মমতাজ। তবে ওই লোক দুটোও কর্নেল কুর্শির প্রতিনিধি, আশা করছিল তোমার খুলি ফাটা লাশ দেখতে পাবে। ওরা এসেছিল লাশের জিভ কাটার জন্যে। চেহারা, হাবভাব দেখে মনে হল, এ-ধরনের কাজ ওদের দ্বারা সম্ভব।'

'তুমি কি...'

'খুন করেছি কিনা? না—তবে অন্তত একজন আহত হয়েছে, দু'জনও হতে পারে। দেখার জন্যে থামিনি। এবার, শূন্যস্থান পূরণ করো। শাকিলা মমতাজ, ওরফে...?'

'হাসিনা।'

'না। ভাল হয় ইসলামী নাম না হলে। তোমার গায়ের ও চোখের যা রঙ, অনায়াসে ইংলিশ ললনা বলে চালিয়ে দেয়া যায়। এমন একটা নাম ঠিক করো, যাতে তোমাকে ইংরেজ বলেও মনে হতে পারে, আবার আরব্য উপন্যাসের নায়িকা হিসেবেও চালানো যায়।'

'লিলি। লিলি সাবিনা।'

'বাহ্! চমৎকার! খাসা নাম! এখনও কি নিঃসঙ্গ আমরা, লিলি?'

'পিছনে একটা জাগুয়ার এক্স-এল ছিল, দেখে বিশেষ সুবিধের মনে হয়নি। তবে মোড় ঘুরে আরেকদিকে চলে গেছে। মনে হচ্ছে কেউ আমাদের পিছু নেয়নি।'

'বেশ। এবার শোন, মমতাজ। এয়ার লিংগাসের টিকেট ক্যানসেল করো তুমি, তারপর লিলি সাবিনার নামে আরেকটা টিকেট কাটো। এয়ারপোর্টে পৌঁছে এটাই তোমার প্রথম কাজ। বাকি সব আমি দেখব। ঠিক আছে?'

'তুমি যা বল।' সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে গেছে মমতাজ, অন্তত তার চেহারা। গলার স্বরে ক্ষীণ একটু উত্তেজনার ভাব যদি বা থাকে, ধরা না পড়ার মত। যোগ-বিয়োগ করে বোঝার উপায় নেই আসলে ঠিক কতটা প্রফেশনাল সে।

এমফোর-এর প্রথম সার্ভিস স্টেশনে থামল ওরা, হিথ্রো এগজিট থেকে

তিন মাইল দূরে। পথ দেখিয়ে খালি একটা টেলিফোন বুদের কাছে মমতাজকে নিয়ে এল রানা, তারপর পিছিয়ে এসে দ্বিতীয় বুদটার সামনে অপেক্ষায় থাকল। দ্বিতীয়টায় এক প্রৌঢ়া মহিলা ফোন করছেন, একের পর এক অনেকগুলো। এক সময় মমতাজের জায়গাটাই দখল করার সুযোগ হল রানার। বুথ থেকে বেরিয়ে আসার সময় ছোট করে মাথা ঝাঁকাল মমতাজ, অর্থাৎ সে তার ফ্লাইট বাতিল করেছে। হিথ্রোর ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ ডেক-এর নম্বর স্মরণ করতে এক সেকেণ্ড সময় নিল রানা, জিজ্ঞেস করল, নিউক্যাসলের উদ্দেশে সোয়া আটটায় যে শাটল টেক-অফ করবে তাতে সিট পাওয়া যাবে কিনা। ইতিবাচক উত্তর পেয়ে মিস শাকিলা মমতাজ ও মাসুদ রানার নামে দুটো সিট বুক করল ও।

পার্কিং এরিয়ায় ফিরে এসে আড়াল পাবার জন্যে গাড়ির বুট তুলল রানা, সিটে বসে এএসপি পিস্তল ও ব্যাটনটা ব্রিফকেসের গোপন কমপার্টমেন্টে লুকিয়ে রাখল। এর আগেও এয়ারপোর্ট স্ক্যানার এগুলোর অস্তিত্ব ধরতে পারেনি, তল্লাশি করলেও দেখতে পাবার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। তবু যদি ধরা পড়ে যায় ও, শেষ উপায় হিসেবে বাধ্য হয়ে রানা এজেন্সির আইডি ব্যবহার করতে হবে ওকে, অস্ত্র দুটোর লাইসেন্সও দেখাতে হবে।

পনেরো মিনিটের মধ্যে এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেল ওরা। কার পার্কে গাড়ি রেখে বাসে চড়ল, টার্মিনাল বিল্ডিঙে আসার পথে ডাবলিন ফ্লাইটে ওঠার প্ল্যানটা মমতাজকে ব্যাখ্যা করল রানা। এ-ধরনের কৌশল আগেও ব্যবহার করেছে ও।

'একই গেট দিয়ে ঢুকব আমরা, শাটল ও আইরিশ ফ্লাইটের প্যাসেঞ্জার হিসেবে।' এয়ার লিংগাস ওয়ান-সেভেন-সেভেন-এর টিকেট না পেলে কি করতে হবে মমতাজকে, তা-ও ব্যাখ্যা করল রানা। প্রথমে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে ওরা, আবার শুধু মিলিত হবে রানা মাসুদ কায়সার হিসেবে ডাবলিন ডেস্কে কাজ শেষ করার পর। আরও পরামর্শ দিল রানা, ছোট্ট একটা ক্যারিঅন ফ্লাইট ব্যাগ ও প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি জিনিসগুলো যেন কিনে নেয় মমতাজ।

টার্মিনাল ওয়ান-এ বাস থেকে নামল ওরা। দ্রুত পা চালাল, আটটা বাজতে বিশ মিনিট মাত্র বাকি। মমতাজ চলে গেল এয়ার লিংগাস ডেস্কের দিকে। বাস থেকে আলাদাভাবে নেমেছে ওরা, নামার পর একবারও রানার দিকে তাকায়নি।

শাটল ডেস্কে পৌঁছুল রানা। নিজেদের আসল নামে বুক করা টিকেট কিনল ও, সাথে ক্রেডিট কার্ড থাকায় দাম মেটাতে অসুবিধে হল না। হাতে ব্রিফকেস, শান্তভাবে হেঁটে এয়ার লিংগাসের ডেস্কে চলে এল ও, মাসুদ কায়সারের নামে বুক করা নিজের টিকেটটা সংগ্রহ করল এখান থেকে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল ওকে। ছোট একটা ওভারনাইট ব্যাগ নিয়ে ফিরে এল মমতাজ।

'টুথপেস্ট, ব্রাশ, আণ্ডারওয়্যার ছাড়াও এক শিশি সেন্ট কিনেছি,' বলল সে।

'ভাল করেছ। চল এবার, নিউক্যাসল শাটলের দিকে যাই।'

গেট পেরিয়ে ওয়াকওয়ে-র দিকে এগোল ওরা, সিকিউরিটি গার্ডকে নিজেদের টিকেট দেখাল। ডিপারচার মনিটরে চোখ রেখে রানা দেখল, ফ্লাইট ইআই ওয়ান-সেভেন-সেভেন এরইমধ্যে চোদ্দ নম্বর গেটে পৌঁছে গেছে। চারদিকে ব্যস্ত মানুষ, শাটলে ওঠার জন্যে লাইনে দাঁড়াতে চাইছে। দু'জনের জন্যে ক্রেডিট কার্ড পাঞ্চ করল রানা, মমতাজকে নিয়ে লাইনেও দাঁড়াল। তারপর শান্তভাবে লাইন থেকে বেরিয়ে আবার ফিরে এল ওয়াকওয়ে-তে। চোদ্দ নম্বর গেটের দিকে হাঁটার সময় মমতাজকে যথেষ্ট এগিয়ে থাকতে দিল রানা। কেউ যদি ওদের খোঁজ করে, জানতে পারবে নিউ ক্যাসল শাটলে উঠেছে ওরা। বিশেষ করে কর্নেল কুর্শি করবেটের লোকজনের কথাই ভাবছে রানা, নিশ্চয়ই তারা এয়ারপোর্টের ওপর নজর রাখছে। যদিও তেমন কারও অস্তিত্ব চোখে পড়ল না। দেখল তো নাই-ই, কিছু অনুভবও করল না।

ইআই ওয়ান-সেভেন-সেভেন ফ্লাইটে আলাদাভাবে চড়ল ওরা। রানার তিন সারি সামনের সিটে বসল মমতাজ। এক ঘন্টা পর ডাবলিনে নামল ওরা, গ্রীন কাউমস চ্যানেল পেরিয়ে এসে মিলিত হল আবার। বাইরে অন্ধকার, ঝিরঝির করে বৃষ্টিও হচ্ছে। কাউন্টি মেয়ো অনেক দূরের পথ, তবে রওনা হবার জন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুত রানা।

মেইন এয়ারপোর্টের দোকান খোলা আছে কিনা দেখতে গেল মমতাজ, তার কিছু কাপড়চোপড় কেনা দরকার। এই ফাঁকে রেন্টাল ডেস্ক থেকে একটা গাড়ি ভাড়া করল রানা। বেন্টলি টার্বো পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, ভাগ্যে জুটল একটা স্যাব। ফর্ম পূরণ করল ও, ব্যবহার করল মাসুদ কায়সারের লাইসেন্স ও ক্রেডিট কার্ড। লাল ইউনিফর্ম পরা এক তরুণী সামনে এসে দাঁড়াল, ওকে খুশি করার জন্যে অকারণে হাসছে। 'চলুন, আপনাকে গাড়ির কাছে পৌঁছে দিয়ে আসি, স্যার।' ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই মমতাজকে দেখতে পেল রানা। ফিরে এসেছে সে, একটা পিলারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হতবিহ্বল চেহারা, মুখে রক্ত নেই। লাল ইউনিফর্মকে এড়িয়ে তার সামনে চলে এল রানা। দেখল, মমতাজের হাতে ডাবলিনের একটা দৈনিক পত্রিকা, ইভনিং প্রেস। 'কি ব্যাপার, মমতাজ, ওন্ড লাভ?' নরম সুরে জানতে চাইল ও।

'রাবেয়া,' ফিসফিস করল মমতাজ। 'দেখো।' হাতের কাগজটা উঁচু করল সে, রানা যাতে হেডলাইনটা দেখতে পায়। ও নিশ্চয়ই রাবেয়া! দ্য বাস্টার্ডস!'

রানা অনুভব করল ওর ঘাড়ের পিছনে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে চুলগুলো। একেকটা হরফ দু'ইঞ্চি লম্বা, হেডলাইনটা যেন চিৎকার করছে–'হোটেল প্রাঙ্গণে নৃশংস হত্যাকাণ্ড। হতভাগ্য তরুণীর খুলি চৌচির! লাশের অঙ্গবিচ্ছেদ।'

খবরটার ওপর চোখ বুলাল রানা। হ্যাঁ, কাউন্টি মেয়োর অ্যাশ-ফোর্ড হোটেলেরই ঘটনা। মেয়েটার পরিচয় এখনও জানা যায়নি। হ্যাঁ, রানা ভাবল, সন্দেহ নেই এটা তিন নম্বর–লায়লা কানান ওরফে রাবেয়া সিরাজ।

তারমানে, খুনগুলো যদি কর্নেল করবেটের কাজ হয়, একাধিক হিট টিমকে মাঠে নামিয়েছে সে। থরথর করে কাঁপছে শাকিলা মমতাজ, তার দিকে তাকাল রানা। উপলব্ধি করল, কোথাও ওরা নিরাপদ নয়।

'এখানেও বিপদ হতে পারে, মমতাজ,' নিচু গলায় বলল রানা। 'চলো, গাড়িতে উঠি।' কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা লাল ইউনিফর্মের দিকে তাকাল ও, জোর করে একটু হাসল, বলল, 'পথ দেখাবে না?'

পাঁচ

ব্যাপারটাকে রীতিমত রহস্যময় লাগল রানার। আয়ারল্যাণ্ডে কি সব সময় বৃষ্টি হয়, নাকি ওর উপস্থিতিই বৃষ্টি ডেকে আনে? এখানে এসেছে অথচ বৃষ্টির মধ্যে পড়েনি, এমন কখনও ঘটেছে বলে মনে পড়ে না ওর। ঝির ঝির করে পড়ছিল, খানিক আগে থেকে শুরু হয়েছে মুষলধারে। উইণ্ডস্ক্রীনে যেন পাহাড়ী ঢল নেমেছে, অন্যান্য গাড়ির টেইল লাইট কোন রকমে দেখতে পাচ্ছে ও। পাশে জড়োসড়ো হয়ে বসে রয়েছে শাকিলা মমতাজ, নিঃশব্দে কাঁদছে। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে গাড়ি চালাচ্ছে রানা।

'আমিই দায়ী···এক এক করে তিনজন মারা গেল···রাবেয়াকেও বাঁচাতে পারলাম না···হঠাৎ এসব কি ঘটছে···আল্লা, রানা···'

'তুমি দায়ী নও। চিন্তাটা বের করে দাও মাথা থেকে,' বলল রানা। মেয়েটার মনের অবস্থা বুঝতে পারছে। মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে তার অফিসে বসে সব ঘটনা শুনেছে ও।

ইভনিং প্রেসে আরেকটা নৃশংস হত্যাকাণ্ডের খবর পড়ার পর সরাসরি অ্যাশফোর্ড ক্যাসলে যাওয়াটা বোকামি হবে, জানে রানা। এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে বাঁক ঘোরার সময় তোবড়ানো একটা হলুদ কর্টিনার সঙ্গে ধাক্কা খেতে যাচ্ছিল ওরা, কার দোষ বলা কঠিন, একেবারে শেষ মুহূর্তে স্যাবের নাক ফুটপাথের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে কোনরকমে দুর্ঘটনাটা এড়ানো গেল।

আরেকটা বাঁক ঘুরে মেইন রোডে উঠে এল রানা। এই রাস্তাটা উত্তর দিক থেকে ডাবলিনে পৌঁচেছে। সামনেই ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট হোটেলের নিওন সাইন আকাশে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা গেল। হোটেলটা ওর পরিচিত। ঢোকার মুখে, একধারে, থামল ওরা। মমতাজের দিকে তাকাল রানা।

'কান্না থামাও।' শান্ত নির্দেশ, বলার সুরে ঝাঁঝ বা নিষ্ঠুরতা নেই, তবু নির্দেশই। 'কান্না থামাও, তারপর শোনো এখন আমরা কি করব।'

এই মুহূর্তে নিজেও জানে না রানা, ঠিক কি করা উচিত। তবে মমতাজের আত্মবিশ্বাস ও সহযোগিতা খুবই দরকার ওর।

ফোঁৎ-ফোঁৎ শব্দে নাক টানল মমতাজ, লাল চোখ ঘুরিয়ে রানার দিকে তাকাল। 'কি করব, রানা?'

'প্রথমে এই হোটেলে উঠব আমরা, শুধু আজ রাতের জন্যে। বিশ্বাস করো, পরিস্থিতির সুযোগ নেয়ার কোন ইচ্ছে আমার নেই, কিন্তু রুম আমাদেরকে একটাই ভাড়া করতে হবে। দরজার কাছে টেনে এনে সোফায় শোব আমি। আমরা মিস্টার ও মিসেস মাসুদ কায়সার। ডাবল রুম ভাড়া নিচ্ছি শুধু তোমার নিরাপত্তার কথা ভেবে। ঠিক আছে?'

'তুমি যা বল।'

'তাহলে মুখটার যত্ন নাও, আমাদের দেখে যাতে মনে হয় সুখী একটা দম্পতি। বাংলাদেশী, পাকিস্তানী ও ভারতীয় প্রচুর লোক ইংল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডে নাগরিকত্ব নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। এমনকি প্যালেস্টাইন থেকেও কম মানুষ এখানে আসেনি। ইচ্ছে করলে নিজেদেরকে আমরা ব্রিটিশ বা আইরিশ বলে অনায়াসে চালিয়ে দিতে পারব। এসো, দেখা যাক, ওদের সাথে কথা বলার সময় কোন্ বাচনভঙ্গি আমার পছন্দ হয়।'

হোটেলে ঢুকে ডাবলিনের উচ্চারণ ভঙ্গি ব্যবহার করল রানা। রুমটা বুক করল, রিসেপশন ডেস্কে বসা সুট পরা মেয়েটার সঙ্গে আবহাওয়া নিয়ে কথা বলল।

কামরাটা বেশ বড়, আরামদায়কও। বিছানার ওপর ধপ করে বসে পড়ল মমতাজ। এখন আর কাঁদছে না সে, তবে ক্লান্ত ও উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে তাকে।

ইতিমধ্যে দ্রুত কয়েকটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে রানা। অ্যাসাইনমেন্টটা ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন রাহাত খান, স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, ওর কোন অফিশিয়াল মর্যাদা নেই। বেশ, ভাল কথা। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে অনেক লোকের সঙ্গে যোগাযোগ আছে রানার, তাদের সাহায্য নিতে কে ওকে বাধা দেয়।

'একটু পরেই খাবার আনাব,' বলল রানা। 'তার আগে বাথরুমে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে নিলে পার। ইতিমধ্যে দু'একটা ফোন করি আমি।'

ধরে নেয়া যাক কর্নেল কুশিই ওদের পিছনে লেগেছে, তাকে সাহায্য করছে মোসাড ও ইসরায়েলি মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স, তবু সম্ভব বলে মনে হয় না যে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট হোটেলের ফোনে আড়িপাতা যন্ত্র বসিয়েছে তারা। স্মৃতি খুঁড়ে স্থানীয় একটা নম্বর বের করল রানা, ডায়াল করার পর তিনবার রিঙ হল, অপরপ্রান্তে রিসিভার তুলল একটা মেয়ে। নম্বরটা রানাকে দিয়েছিল একজন পুরুষ।

'ইন্সপেক্টর শেডি আছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা, এখনও ডাবলিনের বাচনভঙ্গি ব্যবহার করছে।

'কে তাঁর খোঁজ করছেন?'

'তাঁর এক বন্ধু। কথা বললে চিনতে পারবেন।'

মেয়েটা কোন মন্তব্য করল না। কয়েক সেকেণ্ড পর আয়ারল্যাণ্ড স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের ইন্সপেক্টর ম্যাকগ্রাম শেডির গলা পেল রানা।

'শেডি, কেমন আছ, দোস্ত?'

'কে? হিরো নাকি? আমাদের জে-বি? কোত্থেকে বলছ দোস্ত?' জেমস

বন্ড-এর সংক্ষেপ হল জে-বি, রানাকে এভাবেই সম্বোধন করে সে। শুধু শেডি নয়, আয়ারল্যাণ্ডের অনেকেই।

'আড্রিনা থেকে, শেডি।'

'ঈশ্বর তোমার ভাল করুন, তুমি এখানে কি করছ, দোস্ত? নিশ্চয়ই কোন ঝামেলা পাকাতে আসনি? তুমি এখানে, অথচ আরও আগে কেন জানতে পারিনি আমি?'

'কারণ আমি বিজ্ঞাপন করি না। না, কোন ঝামেলা বাধাবার ইচ্ছে নেই, শেডি। বেগম সাহেবা কেমন আছে?'

'ব্যস্ত। সারাদিন শপিং করছে, সারারাত স্কোয়াশ খেলছে। আমাদের কথা হবে জানলে শুভেচ্ছা জানাতে বলত সে।'

'তাকে কিছু না জানানই ভাল।'

'তারমানে তুমি ঝামেলা পাকাবে। অফিশিয়াল ঝামেলা?'

'এমন কিছু নয় যে তোমার নজরে পড়বে, যদি বুঝে থাক কি বলতে চাইছি।'

'বুঝব না কেন!' সামান্য হলেও গম্ভীর হল ম্যাকগ্রাম শেডির গলা।

'দু'একটা উপকার এখনও বোধহয় আমার পাওনা আছে, শেডি।'

'মনে আছে, জে-বি। কি করে ভুলি! বেশ, বলো দেখি কি করতে পারি তোমার জন্যে।' দু'সেকেণ্ড বিরতি নিয়ে আবার বলল শেডি, 'আন-অফিশিয়ালি, অফকোর্স।'

'শুরুতে,' বলল রানা, 'অ্যাশফোর্ড ক্যাসল হোটেল।'

'ওহ্ জেসাস! কিন্তু ওটা কি আমাদের ব্যাপার?'

'হতে পারে। হলেও, আন-অফিশিয়ালিই হবে। মেয়েটাকে ইতিমধ্যে সনাক্ত করা গেছে?'

'খোঁজ নিলে জানতে পারব। ফোন করব তোমাকে?'

'ফোন আমি তোমাকে করব, শেডি। ঘন্টাখানেক আছ তো ওখানে?'

'আছি। মাঝরাতের পর বাড়ি ফিরব। দশ কি পনেরো মিনিট পর ফোন কোরো।'

'ধন্যবাদ।' তাড়াতাড়ি রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা, মনে মনে প্রার্থনা করল শেডি যেন লণ্ডনে ফোন-টোন না করে।

আরেকটা নম্বরে ডায়াল করল রানা। এবার সাড়া দিল কর্কশ পুরুষকণ্ঠ।

'অলড্রিজ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'অলড্রিজ তো আয়ারল্যাণ্ডে কতই আছে, কোন্ অলড্রিজকে দরকার আপনার?'

'অলড্রিজ হোঁদলকুতকুত,' নামকরণে অতিরঞ্জনের আশ্রয় নেয়নি রানা। মিক অলড্রিজ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, বিশাল ভুঁড়ির অধিকারী। 'বলো, জে-বি কথা বলতে চায়।'

'এবারের মত মাফ করে দিন, ইওর অনার, আপনার গলা আমি চিনতে পারিনি। এই শ্লা, মারকুটে, কোথায় তুমি? দাঁড়াও, কল্পনা করি—কোন

হোয়াইট স্টার হোটেল, হাঁটুর ওপর সুন্দরী একটা মেয়েকে বসিয়ে রেখেছ, এক হাতে মদের বোতল আরেক হাতে চিংড়ির মত নাকাচ্ছে পিস্তল...' নিজেকে যেভাবে সব সময় দেখে অভ্যস্ত, তারই ছবি আঁকছে মিক অলড্রিজ।

'ঠিক আমার হাঁটুতে নয়, অলড্রিজ। তবে মেয়ে একটা আছে বটে।' মমতাজকে বাথরুম থেকে বেরুতে দেখে মুখ তুলে তাকাল রানা। 'খুবই সুন্দরী মেয়ে, এইটুকু যোগ করল মমতাজকে শোনাবার জন্যে। মমতাজ হাসল না, হ্যাণ্ড ব্যাগটা তুলে নিয়ে আবার ঢুকল বাথরুমে।

'জানতাম, আমি জানতাম!' অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল অলড্রিজ, তারপরই হঠাৎ যেন তার দম আটকে গেল। এক সেকেণ্ড বিরতি। এরপর গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'তোমার সঙ্গে মেয়ে মানেই বিপদ, জে-বি—তা না হলে তোমাকে আমি চিনিই না।'

'হতে পারে, অলড্রিজ। হলেও হতে পারে।'

'তোমার জন্যে আমি কি করতে পারি, জে-বি?'

'তুমি কি খুব ব্যস্ত?'

'ব্যস্ত আমি সব সময়। তোমার কি দরকার তাই বলো।'

মিক অলড্রিজকে পনেরো বছর ধরে চেনে রানা। আণ্ডারগ্রাউণ্ডে শ্রদ্ধার পাত্র সে, ক্রিমিনালরা তাকে সমীহ করে চলে। আইনের ওপর যাদের বিশেষ আস্থা নেই, এমন সব বিপদগ্রস্ত লোকদের সাহায্য করার জন্যে তার একটা ইনভেস্টিগেশন ফার্ম আছে। এককালে মিক অলড্রিজ আণ্ডারগ্রাউণ্ডের লিডার ছিল, হেন কুকর্ম নেই যা তার দ্বারা সংঘটিত হয়নি। তবে তাকে বা তার লোকজনকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে রানা, বিশ্বাস করার অন্তত এক ডজন কারণও আছে। রানার উৎসাহ, অনুপ্রেরণা এবং সহযোগিতা পেয়েই অসৎ জীবন ত্যাগ করে জনহিতকর কাজে আত্মনিবেদন করেছে সে। ইনভেস্টিগেশন ফার্ম চালাবার কলাকৌশলও তাকে রানাই শিখিয়েছে। 'কয়েকটা চাকা লাগবে আমার, অলড্রিজ। পরিষ্কার হওয়া চাই।' রানা জানে, গাড়ি না থাকলেও জোগাড় করে দিতে পারবে সে।

'লাগলে দেয়া যাবে।'

'আমার হয়ত সব মিলিয়ে ছ'জোড়া চাকা লাগবে। প্রতি দু'জোড়ায় দু'জন করে আরোহী।'

এক সেকেণ্ড চুপ করে থাকল অলড্রিজ, তারপর বলল, 'তিনটে গাড়ি, ছ'জন আরোহী? ক'দিনের জন্যে?'

'দু'দিন। তোমার যা রেট তাই পাবে।'

'ক্যাশ?'

'ক্যাশ।'

'ডেঞ্জার মানি?'

'যদি বিপদ কিছু ঘটে।'

'জে-বি, তুমি যেখানে আছ সেখানে বিপদ না ঘটে পারে? কাজটা কি?'

'জলবৎ তরলং। আমি হয়ত চাইব আমাদের ওপর নজর রাখো

তোমরা—আমার আর মেয়েটার ওপর, দূর থেকে।'

'কখন থেকে?'

'কাল সকাল থেকে। দু'দিন, খুব বেশি হলে তিন দিন।'

'মাঝরাতের দিকে আবার ফোন কোরো, জে-বি। মক্কেল যখন তুমি, বিশেষ ধরনের গাড়ি হওয়া চাই।'

'ধন্যবাদ, অলড্রিজ।'

'ভাল কথা, জে-বি, তুমি তো জানো, বিনা নোটিসে আমরা বন্দুকযুদ্ধে জড়াই না।'

'আরে না, তুমি শুধু শুধু ভয় পাচ্ছ।'

'তুমি আরও জানো, রাজনীতি থেকে দূরে থাকি আমরা।'

'আমার ওপর বিশ্বাস রাখো, অলড্রিজ।'

'রাখলাম।'

'মাঝরাতে ফোন করব।' রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা, সেই মুহূর্তে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল মমতাজ। ধোয়ার পর আবার তাজা ফুলের মত লাগছে মুখটা। চুল আঁচড়ে সামান্য মেকআপও ব্যবহার করেছে সে। মিষ্টি হাসি ফুটল তার ঠোঁটে। 'তোমাকে অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে, সত্যিই দুঃখজনক একটা ব্যাপার।'

'মানে? কি বলতে চাও?'

'আমার খুব ইচ্ছে তোমাকে নিয়ে বাইরে কোথাও ডিনার খেতে যাই। ডাবলিনে দারুণ সব রেস্তোরাঁ আছে। কিন্তু...'

'কিন্তু বাইরে আমাদের মুখ দেখানো ঠিক হবে না।'

'না। স্যাণ্ডউইচ আর কফি, এই কামরায়। তোমার বিশেষ কোনও পছন্দ আছে?'

'কফির বদলে এক বোতল ওয়াইন হলে মন্দ হয় না।'

'ওয়াইন?' চোখ বড় করল রানা।

'ভুলে গেছ, আমরা আইরিস দম্পতি? অন্তত শত্রুদের ধোঁকা দেয়ার জন্যে হলেও এক বোতল ওয়াইনের অর্ডার দেয়া উচিত।'

'তুমি যা বল।'

ফোনে রুম সার্ভিসের সঙ্গে যোগাযোগ করল রানা। তারপর ব্রিফকেস থেকে এএসপি ও ব্যাটনটা বের করল। পুরানো কৌশলের শিকার হতে চায় না—ওয়েটারের বদলে কামরায় শত্রু ঢুকে পড়লে অপ্রস্তুত হতে রাজি নয়।

ওয়েটার আসার আগেই আবার ইন্সপেক্টর ম্যাকগ্রাম শেডিকে ফোন করল ও। নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল, ফোনে বেশিক্ষণ কথা বলা চলবে না। কোন নম্বর থেকে ফোন করছে ও, এটা ট্রেস করতে কতক্ষণ সময় লাগবে শেডির, জানে রানা। ফোন নম্বর পেলে হোটেলের নাম জানা কোন ব্যাপার নয়। এসপিওনাজ জগতে কাউকেই পুরোপুরি বিশ্বাস করতে নেই।

'শেডি? জে-বি। কিছু জানতে পারলে?'

'সকালের কাগজে সব থাকবে, জে-বি। তবে অন্য একটা ব্যাপারে

তোমার সাথে কথা বলতে চাই আমি।'

'আমাকে শুধু রানাও সকালের কাগজে কি থাকবে।'

'স্থানীয় মেয়ে, জে-বি। পার্টটাইম চেম্বারমেইড। নাম—সুসানি সুলেভান।'

'আচ্ছা। কেন, ওরা কোন কারণ বলতে পারছে?'

'সবাই অন্ধকারে। মেয়েটা ভাল। বয়স বাইশ। ইরানী। কোন ব্যাপারে ছিল না। পরিবারের সাথে বিচ্ছিন্ন।'

'আর অঙ্গবিচ্ছেদের ব্যাপারটা?'

'আমার ধারণা তুমি জানো, জে-বি। যেখান থেকে এসেছ, ওখানে এ-ধরনের আরও দুটো ঘটনা ঘটেছে। সুসানির খুলি কেটে মগজ বেরিয়ে এসেছে। মুখের ভেতর জিভ বলে কিছু নেই। মারা যাবার পর কেটে নেয়া হয়েছে। ওরা বলছে, খুবই পাকা হাতের কাজ।'

'আর কিছু?'

'কাপড়চোপড়। রেইনকোট আর মাথায় জড়ানো স্কার্ফ।'

'বলে যাও।'

'ওগুলো তার নয়। কি বলছি বুঝতে পারছ, দোস্ত? ওগুলো হোটেলের এক গেস্টের সম্পত্তি। গল্পটা হল—দিনটা ছিল রোদ ঝলমলে। কাজ করতে এল মেয়েটা। বৃষ্টি শুরু হল দুপুরে। অথচ অনেকটা পথ হেঁটে বাড়ি ফিরতে হবে তাকে। একজন গেস্ট তার ওপর সদয় হলেন...'

'নাম?'

'মিস লিজা জেরিনা, জে-বি। এ-ব্যাপারে তোমার কিছু জানা আছে?'

'না,' সত্যি কথাই বলল রানা। 'তবে কাল হয়ত জানতে পারব। সেক্ষেত্রে ফোন করব তোমাকে।'

'ঠিক আছে। শোনো...'

রানার চোখ সারাক্ষণ হাতঘড়ির ওপর স্থির হয়ে আছে। ওর নম্বর ট্রেস করতে হলে আরও ত্রিশ সেকেণ্ড সময় দরকার শেডির। 'না, শেডি, আজ আর শোনার মত সময় নেই। তোমার কথা পরে শুনব। কাগজে কি গেস্টের নামও থাকবে?'

'না। জিভের খবরও থাকবে না।'

'গুড। মনে আছে তো, শেডি, পুরো ব্যাপারটাই আনঅফিশিয়াল? পরে যোগাযোগ করব, কেমন?'

'জে-বি...!' চিৎকার করল ম্যাকগ্রাম শেডি, কিন্তু সময় না দিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। পুরো এক মিনিট রিসিভারের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে থাকল ও। চিন্তায় বাধা পড়ল দরজায় নক হতে।

ওয়েটার বিদায় নেয়ার পর খেতে বসল ওরা। খাওয়ার ফাঁকে রানা জিজ্ঞেস করল, 'মমতাজ, রাবেয়ার সাথে কি প্রায়ই তোমার দেখা হত? প্রশ্নটা বোধহয় আগেও তোমাকে করেছি, আসলে আরও বিশদভাবে সবকিছু জানা দরকার আমার।'

আরও ওয়াইনের জন্যে হাতের গ্লাসটা রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল মমতাজ। 'বছরে দুই কি তিন বার দেখা করেছি আমরা।'

'সতর্ক ছিলে? না জানেই?'

'কেউ আমরা ফিল্ড রুলস অমান্য করিনি। খুবই সতর্ক ছিলাম। যেমন ধরো, হোটেলে উঠতাম অন্য নামে।'

'কি নামে?'

'রাবেয়া সব সময় লিজা জেরিনা নামটা পছন্দ করত। আমি হতাম মেরিনা মাহফুজা বা ফুজা মেরিনা। সাধারণত এমন নাম রাখা হত যেগুলো মুসলমান ও খ্রিস্টান, দুই ধর্মের মেয়েরাই ব্যবহার করতে পারে।'

'আচ্ছা। নামের কোন তালিকা রাখতে তোমরা?'

'না। যখনই দেখা হত, পরের বারের জন্যে নাম ঠিক করে নিতাম, আলোচনা করে।' হেসে উঠল মমতাজ, আনন্দমুখর ছোট্ট খুকির হাসি। 'রাবেয়া আর আমি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ছিলাম। সে-ই ছিল আমার সেরা বান্ধবী। মিস তানি, মিস জিন্নাত, মিস ইলা বা এলি, এগুলো পছন্দ করতাম আমি। মাঝেমধ্যে বানানে সামান্য পরিবর্তন আনতাম। যেমন ধর তানি লিখতাম দুটো ই দিয়ে।'

'এবার তুমি কি নামে রাবেয়ার সাথে দেখা করতে যাচ্ছিলে?'

'তুমি আমাকে লিলি সাবিনা বানিয়েছ, কিন্তু আমাকে হোটেলে পরিচয় দিতে হত মিস ফুজা মেরিনা বলে।'

'আর রাবেয়া?'

হঠাৎ চোখ দুটো পানিতে ভরে উঠল শাকিলা মমতাজের। মনে হল ভেঙে পড়বে, কাজেই নরম সুরে শান্ত হওয়ার পরামর্শ দিল রানা। মাথা ঝাঁকাল মমতাজ, ঢোক গিলল। অনেক কষ্টে কথা বলার চেষ্টা করল সে, অস্ফুট শোনাল গলাটা। 'মিস টিপরা, মিস ডালিয়া, মিস রোজি, এ-ধরনের নাম পছন্দ করত রাবেয়া।'

'কিন্তু এবার?'

'মিস লিজা জেরিনা।'

'আচ্ছা।' আচ্ছা, ভাবল রানা, তাহলে লিজা জেরিনা, যে অ্যাশফোর্ড ক্যাসল হোটেলে নিরাপদে অবস্থান করছে, সে-ই আমাদের রাবেয়া সিরাজ। এখন প্রশ্ন হল, সে কি সত্যি সত্যি সহানুভূতি দেখাবার জন্যে বেচারি চেম্বারমেইডকে রেইনকোট আর স্কার্ফ ধার দিয়েছিল, নাকি সন্দেহজনক কাউকে দেখে নিজেকে আড়াল করার ইচ্ছে ছিল তার? আরেকটা প্রশ্ন, যা ঘটে গেছে তারপর কি বেশিক্ষণ হোটেলে থাকবে রাবেয়া?

'কি ভাবছ?' ম্লানকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল মমতাজ।

'বিকল্প কিছুর আয়োজন করা আছে?' জানতে চাইল রানা। 'ধরো, কোন বিপদ দেখা দিল...।'

মাথা ঝাঁকাল মমতাজ। 'বিকল্প ব্যবস্থা সব সময় থাকে। কিন্তু এবারের ব্যাপারটা ছিল ইমার্জেন্সী। এ-ধরনের পরিস্থিতির জন্যে প্ল্যান তৈরি করি

আমরা পুনর্বাসিত হওয়ার পর প্রথম সাক্ষাতে। যদি কোন গোলমাল দেখা দেয় বা আমি যদি হাজির হতে ব্যর্থ হই, তাহলে রসনার হারবারের কাছাকাছি একটা হোটেল, হোটেল স্যাভয়ে চলে যাবে রাবেয়া। ব্যবস্থাটা করা হয় [illegible] বুঝতে পারছ তো, যদি পালাবার দরকার হয়। কিন্তু এখন...' গলা বুজে এল তার, পানিতে আবার ভরে উঠল চোখ।

হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল রানা। এগারোটা বেজে গেছে। মুহূর্তের জন্যে দ্বিধায় ভুগল ও, ইচ্ছে হল দুঃখ ও শোক থেকে উদ্ধার করে মমতাজকে, বলে দেয় রাবেয়া জীবিত ও সুস্থ আছে। কিন্তু অভিজ্ঞতাই ওকে নিষেধ করল, তথ্যটা অতি যত্নে বুকের ভেতর লুকিয়ে রাখাই আপাতত সবদিক থেকে ভাল।

'শোন, মমতাজ, কাল সারাদিন আমাদের ওপর দিয়ে সাংঘাতিক ধকল যাবে। কাজেই বিশ্রাম নেয়া দরকার। কয়েক মিনিটের জন্যে নিচে যাচ্ছি আমি। অন্য কেউ এলে দরজা খুলবে না। ফিরে এসে সঙ্কেত দেব আমি—ঠক-ঠক-ঠক, ঠকাস; দু'বার। দরজায় অন্যরকম আওয়াজ হলে বা কেউ ডাকলে, চুপ করে থাকবে। ফোন এলেও রিসিভার তুলবে না। বিছানায় ওঠার জন্যে তৈরি হও এবার। তুমি দরজা খুললে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকব আমি।'

'কি আশ্চর্য, আল্লা, রানা, আমাকে তুমি ছোট্ট খুকি ভাবছ নাকি! ফিল্ডে ছিলাম, মনে নেই?' শব্দ করে হেসে উঠল মমতাজ।

তার এই হাসি রানার মনে ক্ষীণ একটু সন্দেহের সৃষ্টি করল। এখানে একজন ট্রেনিং পাওয়া ফিল্ড এজেন্টকে দেখতে পাচ্ছে ও, যাকে বিশ্বাস করে ফ্রুট কেক অপারেশনের সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টার্গেটের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল, অথচ এই মুহূর্তে তাকে দেখে মনে হচ্ছে আধ বোতলেরও কম ওয়াইন খেয়ে খানিকটা হলেও নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। ব্যাপারটার মধ্যে সত্যতার ভারি অভাব রয়েছে। তাকে যেন মনে হচ্ছে অতি উৎসাহী অ্যামেচার, প্রফেশনাল হিসেবে স্বীকৃতি পাবার জন্যে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে।

গায়ে জ্যাকেট চড়াল রানা। 'কি বললাম, মনে আছে তো, মমতাজ? আমি নক না করলে দরজা খোলা চলবে না। রিঙ হলে রিসিভার তুলবে না। তাড়াতাড়ি ফিরে আসব আমি।'

'ভেবো না একা থাকতে ভয় পাব আমি,' রানাকে আশ্বস্ত করল মমতাজ। 'তবে তোমার সান্নিধ্য থেকে বেশিক্ষণ আমাকে বঞ্চিত রেখো না, প্লীজ। রাবেয়ার কথা মনে পড়লেই আমার কান্না পাচ্ছে। ওকে আমি সত্যিই ভালবাসতাম।'

কোন মন্তব্য না করে রানা শুধু মাথা ঝাঁকাল।

নিচে নেমে সরাসরি বার-এ চলে এল ও, ভোদকা ও টনিকের অর্ডার দিল। বিল দিল ইংলিশ দশ পাউণ্ডের নোট বের করে। অবশিষ্ট পাওনা ফেরত

পাওয়া গেল আইরিশ টাকায়। টাকা ভাঙানো কোন সমস্যা নয়, বুঝতে পেরে বারম্যানের কাছে আরও তিন পাউণ্ডের ভাঙতি চাইল ও, অন্তত বিশটা দশ পেন্স হতে হবে।

ভাঙতি পয়সা পাওয়ায় এখন আর পাবলিক বুদ থেকে ফোন করতে অসুবিধে হবে না। বার, কফিশপ, লাউঞ্জ ও লবি, সবগুলো ভাল করে পরীক্ষা করল রানা। সন্দেহ করার মত দেখল না কাউকে। পুরোপুরি নিশ্চিত হবার পর ফোন করার জন্যে একটা বুদে ঢুকল ও। ডাইরেক্টরি ঘেঁটে অ্যাশফোর্ড ক্যাসল হোটেলের নম্বর বের করল। ডায়াল করার পর সুইচবোর্ড অপারেটরকে বলল, 'তোমাদের একজন গেস্টের সাথে কথা বলতে চাই আমি। মিস লিজা জেরিনা।'

'এক মিনিট, প্লীজ।' ক্লিক করে শব্দ হল লাইনে। কয়েক সেকেণ্ডের বিরতি। তারপর লাইনে ফিরে এল মেয়েটা। 'দুঃখিত, স্যার। মিস জেরিনা হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন।'

'কখন? আমি আসলে তার এক বান্ধবীর পক্ষ থেকে ফোন করছি, মিস মেরিনার পক্ষ থেকে। কথা ছিল, মিস মেরিনা মিস জেরিনার সাথে হোটেলে দেখা করবেন। মিস জেরিনা কোন মেসেজ রেখে গেছেন কি?'

'সেক্ষেত্রে আপনি বরং রিসেপশনের সাথে কথা বলুন।'

খানিক বিরতি, তারপর অন্য একটা গলা পেল রানা। 'রিসেপশন।'

প্রশ্নটা আবার করল রানা। হ্যাঁ, মিস জেরিনা একটা মেসেজ রেখে গেছেন। মেসেজে বলা হয়েছে, তিনি তাঁর নির্ধারিত জায়গায় থাকবেন।

'কোথায়, জানেন না?'

'ঠিকানাটা ডাবলিনের।' রিসেপশনিস্ট মেয়েটা ইতস্তত করছে, ভাবছে ঠিকানাটা দেবে কিনা। তারপর ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে রাবেয়া সিরাজের ঠিকানা আওড়ে গেল। জায়গাটা ফিটউইলিয়াম স্কোয়্যারের কাছে।

ধন্যবাদ দিয়ে যোগাযোগ কেটে দিল রানা, তারপর ডাবলিন ক্যাসল-এর নম্বরে ফোন করল, আয়ারল্যাণ্ডের স্পেশাল ব্রাঞ্চে। 'আবার জে-বি, শেডি,' লাইনে ম্যাকগ্রাম শেডি আসতে বলল ও।

'আর একটু দেরি করলে আমাকে পেতে না। একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে হচ্ছে। এক মিনিট অপেক্ষা করো।' এক মিনিটের জায়গায় এক মিনিট বারো সেকেণ্ড পেরিয়ে গেল। নম্বর ট্রেস করার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে শেডি।

'হ্যাঁ, বলো। তোমার সাথে আমারও কিছু কথা আছে।'

'হবে, শেডি, সম্ভবত কাল। আমার প্রশ্নটা শোনো—তোমার কি মনে হয়, মেয়োর অফিসাররা মিস জেরিনার ব্যাপারে মাথা ঘামাবে? কার কথা বলছি বুঝতে পারছ তো? যিনি তাঁর রেইনকোট ধার দিয়েছিলেন।'

অপর প্রান্তে চুপ করে থাকল ম্যাকগ্রাম শেডি। এক, দুই, তিন। শেডি চুপ করে থেকে এঞ্জিনিয়ারকে আসলে সময় পাইয়ে দিতে চেষ্টা করছে, সন্দেহ করল রানা।

'কি হল, শেডি?' ধমক দিল ও।

'সম্ভবত, জোয়, যদি ওরা তার ফরওয়ার্ডিং অ্যাড্রেস পেয়ে থাকে কেসের দায়িত্বে আছে একজন সুপার, তার সাথে কথা হয়েছে আমার। মেয়েটাকে সন্দেহ করা হচ্ছে না। খুবই সরল একটা মেয়ে, সুপার বলল। সরল মেয়ে, অথচ, কি বলব, হাহ্ হাহ্ হাহ্ হাহ—'

আর হাসি থামার আগেই, 'ধন্যবাদ,' বলে তাড়াতাড়ি রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। ম্যাকগ্রাম্ শেডি ওর দুটো পরিচয়ই জানে—বিসিআই এজেন্ট, রানা এজেন্সির ম্যানেজিং ডিরেক্টর। ওর আসল, পুরো নামটাও তার অজানা নয়। দুটো অ্যাসাইনমেন্টে তার সঙ্গে কাজ করতে হয়েছিল রানাকে, দু'বারই আয়ারল্যাণ্ড স্পেশাল ব্রাঞ্চের সাহায্যের আবেদনে সাড়া দিয়ে, তখনই সম্পর্কটা বন্ধুত্বের পর্যায়ে উঠে আসে। সম্পর্কটার মধ্যে ব্যঙ্গাত্মক একটু ভাব আছে। রানাকে সামান্য ঈর্ষা করে শেডি, আর রানা তাকে সামান্য সন্দেহ করে। তিন তিন বার কথা হয়েছে ফোনে, তারপরও রানার ঠিকানা জানতে না পারায় স্বভাবতই নিজের ওপর অসন্তুষ্ট হবে শেডি। সে হয়ত রানা এজেন্সির লণ্ডন শাখায় বা দূতাবাসে যোগাযোগ করে জানতে চেষ্টা করবে ঠিক কি কাজে আয়ারল্যাণ্ডে এসেছে ও। ও যে অফিশিয়াল কোন কাজে আসেনি, এটা জানা তার পক্ষে কঠিন হবে না। জানার পর সে কি ভাববে বা করবে বলা মুশকিল। এসপিওনাজ জগৎটা এমনই যে এখানে বন্ধুকে বিপদে ফেলার সুযোগ পেলে সেটা হাতছাড়া করা দুর্লভ ঘটনা।

বারোটা বাজতে এখনও দেরি আছে, তবে মিক অলড্রিজ কখনোই ফোনের কাছ থেকে খুব একটা দূরে থাকে না। স্লটেয় খুচরো পয়সা ঢুকিয়ে ডায়াল করল রানা। রিসিভার তুলল অলড্রিজই।

'গাড়ি ও লোক জোগাড় হয়েছে, জে-বি। এবার বিস্তারিত বলো।'

নিজের ভাড়া করা গাড়িটার নম্বর দিল রানা, তারপর বলল, 'কাল দশটা বা সাড়ে দশটায় গ্রীন-এর কাছে আমাদের পিছু নাও তোমরা। আমাদের গাড়ি পার্ক করা থাকবে, গ্রাফটন স্ট্রীট থেকে ওটার দিকে হেঁটে যাব আমরা। তোমার গাড়িগুলোর বর্ণনা দাও, অলড্রিজ।'

'মেরুন ভলভো, গাঢ় নীল অডি, পুরানো একটা মেটে কর্টিনা। এবার বলো, কোথায় যাব আমরা, কিভাবেই বা যাব।'

'সরাসরি রসলার হারবারের দিকে। আমি চাই তোমার অন্তত একটা গাড়ি, কর্টিনাটা, আগেই পৌঁছে যাক। বাকি দুটো, ভলভো আর অডি, আমাদের কাছাকাছি থাকবে। ইচ্ছে করলে বস্ত্রের ভেতর রাখতে পার আমাদের, অলড্রিজ। তবে বেশি আঁটসাঁট যেন না হয়, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া হবে সেটা। অনাহূত আগন্তুকের আবির্ভাব ঘটলে একবার সঙ্কেত দেবে। হেডলাইট ব্যবহার করবে। যদি এমন কোন লোককে দেখ যার রঙ উজ্জ্বল শ্যামলা, চোকো মুখ, চুল খুলি কামড়ে আছে, গটগট করে হাঁটে, তাহলে দু'বার সঙ্কেত দেবে।'

'গাড়িতে থাকা অবস্থায় গটগট করে হাঁটা তার জন্যে সমস্যাই হবে,'

অলড্রিজের কণ্ঠে সন্দেহ।

'লোকটা যোদ্ধা, অলড্রিজ—মিলিটারি। এরচেয়ে ভাল বর্ণনা আমার পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়।' রানা উপলব্ধি করল, অন্তত টেলিফোনে কর্নেল কুর্ট করবেটের চেহারা ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা প্রায় অসম্ভব। লোকটাকে জীবনে মাত্র একবারই দেখেছে ও, তিন বছর আগে প্যারিসে। তবে একবার চাক্ষুষ করলেও, [illegible] সাতটা ফটো আছে ফাইলটায়, যদিও সেগুলো তেমন কোন সাহায্যে আসে না। মনের আয়নায় আবার মিক অলড্রিজকে ফিরিয়ে আনল ও, বলল, 'কাল দেখা হবে, অলড্রিজ। ধন্যবাদ। সচরাচর যেখান থেকে টাকা পাও সেখান থেকেই পাবে, ঠিক আছে?'

'তুমি নিতান্তই ভদ্রলোক, জে-বি। তাহলে কাল।'

ক্রেডলে রিসিভার নামিয়ে রেখে নিজেদের কামরায় ফেরার কথা ভাবল রানা, হঠাৎ আরেকটা কাজের কথা মনে পড়ে গেল। ওর আচরণে হয়ত অতি সতর্কতা প্রকাশ পাচ্ছে, কিন্তু অস্বস্তিবোধটা অগ্রাহ্য করা যায় না। এলিভেটরের দিকে এগোবার পথে ইন্টারন্যাশনাল সেন্ট টেলিফোনের সামনে থামল ও। নিজেদের রুমের নম্বরে ডায়াল করল। ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল ওর। লাইন এনগেজড। তারমানে ওর নির্দেশ অমান্য করেছে মমতাজ। অস্বস্তিবোধটা উদ্বেগে পরিণত হল।

কামরার সামনে দাঁড়িয়ে নক করল রানা। ঠক-ঠক-ঠক, ঠকাস। ঠক-ঠক-ঠক, ঠকাস।

দরজা খুলে গেল, সাদা ও গোলাপি স্বচ্ছ কাপড়ে মোড়া একটা নারীদেহ এক ছুটে বিছানায় উঠে পড়ল। দরজাটা বন্ধ করল রানা, চেইন লাগাল, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকাল মেয়েটার দিকে। শাকিলা মমতাজ শুয়ে আছে, হাসি হাসি মুখ। বেডসাইড টেবিলের ওপর চোখ পড়ল রানার। ক্রেডল থেকে নামিয়ে রাখা হয়েছে টেলিফোনের রিসিভার। ভুরু নাচিয়ে নিঃশব্দে প্রশ্ন করল ও।

'ওহ্।' মমতাজের মুখে আরও বিস্তৃত হল হাসিটা, চাদরের তলায় তার শরীর নড়ে ওঠায় একদিকের প্রান্ত খসে পড়ল, বেরিয়ে এল একটা নগ্ন বাহু ও স্তনের অংশবিশেষ। 'টেলিফোনের ব্যাপারে আমি সাংঘাতিক স্পর্শকাতর, রানা। রিঙ হলে রিসিভার না তুলে থাকতে পারি না, কাজেই ক্রেডল থেকে নামিয়ে রেখেছি ওটা।' রিসিভারটা টেবিল থেকে তুলে ক্রেডলে রেখে দিল সে, এবারের নড়াচড়ায় তার প্রায় পুরোটা বুকই অনাবৃত হয়ে পড়ল, মুখে হাসি নিয়ে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। 'তুমি যদি এখানেই ঘুমাতে চাও, রানা, আমি কোন অভিযোগ করব না।'

মমতাজকে এমন মোহনীয় ও লোভনীয় লাগল যে প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করার জন্যে ইচ্ছাশক্তির সবটুকু ব্যবহার করতে হল রানাকে। 'তুমি খুব মিষ্টি মেয়ে, মমতাজ। নিজেকে আমার সত্যি ভাগ্যবান মনে হচ্ছে। ভাগ্যবান, কিন্তু ক্লান্ত। কাল দিনটা খুব কঠিন যাবে আমাদের।'

'আমার অনুভূতিটা হল···একা, নিঃসঙ্গ, রিক্ত ও বিষণ্ণ···' রানার চোখে কি দেখল সে-ই বলতে পারবে, পাশ ফিরে শুলো সে, মাথাটা গুঁজে দিল বালিশের ভেতর, হাত দিয়ে চাদরটা টেনে নিল গায়ের ওপর।

বিছানা থেকে অতিরিক্ত বালিশটা আলতোভাবে তুলে নিল রানা। তারপর জ্যাকেট ও ট্রাউজার খুলল। ছোট সিন্ধ আলখাল্লা পরে ওয়ার্ডরোব থেকে একটা চাদর বের করল। আক্ষরিক অর্থেই দরজার সামনে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল ও, একটা হাত হালকাভাবে লেগে থাকল অটোমেটিক পিস্তলের বাঁটে। তারপর একসময় ঘুমিয়ে পড়ল ও।

অকস্মাৎ চমকে উঠে ঘুম থেকে জাগল রানা। ভোর পাঁচটা। কে যেন দরজার হাতল ঘোরাচ্ছে।

ছয়

চাদরের তলা থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল রানা, হাতে পিস্তল। দরজার হাতল ধীরে ধীরে ঘুরল, তারপর স্থির হয়ে গেল। ইতিমধ্যে মমতাজের কাছে পৌঁছে গেছে রানা, পিস্তল ধরা হাত দিয়ে তার নগ্ন কাঁধে ঝাঁকি দিল। ওর অপর হাতটা আলতোভাবে চেপে ধরেছে তার মুখ। হুম-হাম-হুম, চাপা আওয়াজ বেরিয়ে এল মমতাজের গলা থেকে, তার কানের কাছে ঠোঁট নামিয়ে ফিসফিস করে বলল রানা, ঘরে চোর ঢুকতে যাচ্ছে, কোন রকম আওয়াজ করা উচিত হবে না, নিঃশব্দে নেমে পড়তে হবে মেঝেতে, তাকে যেন দেখা না যায়। মাথা ঝাঁকাল মমতাজ, হাতটা সরিয়ে নিল রানা। দরজার কাছে ফিরে এল ও, দাঁড়াল একপাশে। দরজা ভেদ করা বুলেট মানুষের কি ক্ষতি করতে পারে জানা আছে ওর। ধীরে ধীরে, নিঃশব্দে, চেইনটা সরাল ও। তারপর, যথেষ্ট পিছনে সরে এসে, হ্যাঁচকা টান দিয়ে খুলে ফেলল দরজা।

'জে-বি? হ্যাল্লো, দোস্ত!'

করিডরের ম্লান আলোতেও ইন্সপেক্টর ম্যাকগ্রাম শেডির দীর্ঘ কাঠামোটা চিনতে পারল রানা। বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসছে সে, লম্বা করা গলাটা ঢুকিয়ে দিতে চাইছে কামরার ভেতর। 'হচ্ছেটা কি?'

কামরার ভেতর ঢুকে পড়ল শেডি। স্যাৎ করে তার পিছনে চলে এল রানা, দরজা বন্ধ করেই এক ঝটকায় আলো জ্বালল, সামান্য একটু ধাক্কা দিল স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের অফিসারকে যাতে শুধু ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। হোঁচট খেয়ে সামনে বাড়ল শেডি, বিছানা ধরে তাল সামলাবার জন্যে হাত দুটো লম্বা করল। তার ঘাড়ের পিছনটাকে টার্গেট করল রানা, শেডির ডান কানের ঠিক নিচে এএসপি-র মাজল দিয়ে বাড়ি মারল, তবে খুব জোরে নয়।

'তোমার খেলাটা কি, শেডি? এভাবে চোরের মত ঢুকতে চেষ্টা করলে খুন হয়ে যাবে না? নাকি গোটা হোটেল তোমার সশস্ত্র লোকজন ঘিরে

রেখেছে?'

ব্যথায় নীল হয়ে গেছে শেডির চেহারা। 'ঠাণ্ডা হও, দোস্ত! দোহাই লাগে, আর মেরো না! জে-বি, প্লীজ! আমি একা এসেছি, ভাই, একা এবং আনঅফিশিয়ালি। আমি শান্তিদূত, বিলিভ মি!'

বিছানার আরেক পাশ থেকে ধীরে ধীরে মাথা তুলল মমতাজ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সরাসরি ইন্সপেক্টর শেডির দিকে তাকাল।

'বাহ্!' কানের নিচেটা, রানা যেখানে মেরেছে, এক হাতে ডলছে শেডি। তাকিয়ে আছে মমতাজের দিকে, মুগ্ধদৃষ্টিতে। মাথা নত করে সম্মান দেখাল সে। মিষ্টি করে হাসার চেষ্টা করল। এতক্ষণে তার শিরদাঁড়ায় ঠেকে থাকা পিস্তলের মাজলটা সামান্য সরাল রানা। 'বাহ্! ইনিই তাহলে মিস লিলি সাবিনা, কি বল, মি. মাসুদ কায়সার? নাকি তোমাকে আমি জে-বি বা মাসুদ রানা বলে ডাকব?'

পিস্তলটা শেডির মাথার কাছাকাছি ধরে রেখে খালি হাতটা দিয়ে তাকে সার্চ করল রানা। অফিস থেকে ইস্যু করা ওয়ালথার পিপিটা পাওয়া গেল হিপ হোলস্টারে। অস্ত্রটা বের করে মেঝেতে, নাগালের বাইরে ছুঁড়ে দিল ও। 'আমাদের শান্তির দূত দেখছি যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে।'

'আরে ভাই, বোঝার চেষ্টা করো! যা দিনকাল পড়েছে, কামান ছাড়া কোথাও যাওয়া-আসা করা যায়? তুমিই বল? তাছাড়া, দুই বন্ধুর মাঝখানে অস্ত্রের কোন ভূমিকা থাকে বলে শুনেছ কখনও?'

'অস্ত্রের জন্মগত ভূমিকা একটাই, আর তা হল মৃত্যু ডেকে আনা,' কঠিন সুরে বলল রানা। 'আমি যে এখানে আছি তুমি তাহলে শুরু থেকেই তা জানতে, কেমন?'

'অবশ্যই, দোস্ত। কিন্তু জানলেও কাউকে বলিনি। আসলে কি ঘটেছে, শোনো। তোমার চাঁদ বদন এয়ারপোর্টে দেখা দিতেই রেড অ্যালার্ট ঘোষণা করা হয়। ফ্যাক্স থেকে যখন ঘোষণাটা বেরুল, ভাগ্যিস তখন আমি ক্যাসলে ডিউটিতে ছিলাম। প্রথমে আমি ফোন করলাম ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের স্থানীয় চীফকে, কারণ জানি মাঝে-মধ্যে ওরা তোমাকে ভাড়া করে। বিএসএস থেকে আমাকে জানানো হল, এই মুহূর্তে তোমার কোন সাহায্য ওরা নিচ্ছে না। তারপর, স্বভাবতই, আমাকে টেলিফোন করতে হল তোমার এজেন্সির লণ্ডন শাখায়। ওরা বলল, তুমি কোথায় আছ জানে না। ফোন আরও কয়েক জায়গায় করি আমি। দেখা গেল, কেউ জানে না তুমি কোথায় বা কি করছ। তারপর তুমি আমাকে ফোন করলে, ফলে আমার আগ্রহ আরও বেড়ে গেল।' শাকিলা মমতাজের দিকে ফিরল সে, তার চোখে কি যেন একটা ঝিক করে উঠল। 'আপনি নিশ্চয়ই মিস লিজা জেরিনার বান্ধবী নন, মিস ফুজা মেরিনা?'

'হোয়াট!' হাঁ হয়ে গেল মমতাজ।

'যদি হন, তাহলে বলতেই হবে ব্যাড সিকিউরিটির এটা একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ফুজা লিজা, জেরিনা মেরিনা—স্রেফ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হোটেল

কর্তৃপক্ষ এ-সব ব্যাপার নিয়ে মাথা না-ও ঘামাতে পারে, কিন্তু পুলিস বা স্পেশাল ব্রাঞ্চ অবশ্যই মাথা ঘামাবে, কারণ আমরা বোকা নই।

পিছিয়ে এল রানা। 'লক্ষ্য করো, ডিয়ার, নিজেকে বোকা বলতে রাজি নয় সে,' বলল ও শেডির গলার স্বর অনুকরণ করে, ডাবলিন উচ্চারণ ভঙ্গির সঙ্গে যার খুব একটা মিল নেই। রানার মনে পড়ল, নিজের সম্পর্কে একটা কথা প্রায়ই বলে শেডি, 'জন্মেছি উত্তরে, লেখাপড়া করেছি দক্ষিণে, ছুটি কাটাই স্কটল্যাণ্ড ও স্পেনে, কাজ করছি রিপাবলিকে। নিজের ঠাঁই বলতে যা বোঝায়, তা আমার কোথাও নেই।'

'ভাব দেখে মনে হচ্ছে, তুমি আমাকে এ-ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ করতে চাও?'

'শেষ রাতে আমার দরজা খোলার চেষ্টা করছিলে, এটা কোন বুদ্ধিমান লোকের কাজ হল?'

'রাতে যদি না করি, তো কখন করব? দিনের বেলা, যখন প্রতিটি তৎপরতার ব্যাখ্যা দিতে হবে আমাকে?'

'তুমি নক করতে পারতে।'

'নকই করতাম, জে-বি। আর ত্রিশ সেকেণ্ড দেখার পর অবশ্যই নক করতাম আমি। ঠক-ঠক, ঠকাস।'

দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে থাকল, কেউই কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

'এখানে আমি মজা করতে আসিনি।' ইন্সপেক্টর ম্যাকগ্রাম শেডি চেহারায় আকর্ষণীয় হাসি ফুটিয়ে তুলল। 'এসেছি, কারণ আমার কাছে তোমার বিরাট একটা উপকার পাওনা আছে। জে-বি, তুমি জান, ঋণী থাকা আমার স্বভাব নয়।'

কথাটা মিথ্যে নয়। চার বছর আগে, রিপাবলিক সীমান্তের এপারে, ক্রসম্যাগলেন থেকে খুব বেশি দূরে নয়, ম্যাকগ্রাম শেডির প্রাণরক্ষা করেছিল রানা। তবে সে-কাহিনী বিসিআই হেডকোয়ার্টারের গোপন আর্কাইভে চিরকাল গোপনই থাকবে।

বিছানা থেকে কাপড়চোপড় নিয়ে শরীরে জড়াল মমতাজ, সেই সঙ্গে হাত চালিয়ে মাথার চুল ঠিকঠাক করে নিল। তার এই নড়াচড়ার বৈশিষ্ট্য বিপুল আগ্রহ নিয়ে চাক্ষুষ করল ওরা দু'জন, কারণ একের পর এক বহু কিছু উন্মোচিত হলো বা হতে যাচ্ছিল।

মমতাজ শালীনতা ফিরে পাবার পর বিছানার কিনারায় বসল ম্যাকগ্রাম শেডি। একই সঙ্গে মমতাজ ও রানার ওপর লক্ষ্য রাখার এটা তার একটা ব্যর্থ চেষ্টা। 'শুনুন, ডিয়ার লেডি, জে-বির কাছ থেকে আপনি জেনে নিতে পারেন যে আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায়।'

'বিশ্বাস করার ব্যাপারটা আপনি এমনকি বিবেচনার মধ্যেও আনবেন না, মিস সাবিনা।' এখনও গম্ভীর, থমথম করছে রানার চেহারা।

সশব্দে দীর্ঘশ্বাস ফেলল শেডি। 'ঠিক আছে। তাহলে আমি শুধু ফ্যাক্টগুলো বলে বিদায় নিই। এক কাপ কোকো খেয়ে ঘুম দিইগে।'

কয়েক মুহূর্ত কেউ কথা বলল না। যেন শুধু দৃষ্টি দিয়ে পরস্পরকে যাচাই করতে চাইছে।

অবশেষে শেডিই নিস্তব্ধতা ভাঙল। 'তোমার মিস লিজা জেরিনা, মানে...চেম্বারমেইডকে যে রেইনকোট আর কার্ফ ধার দিয়েছিল...'

'কী...?' শুরু করল মমতাজ, আমার হাঁ হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে সঙ্কেত দিল রানা, কোন রকম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে নিষেধ করল।

'যা বলছিলাম, তোমার মিস লিজা জেরিনা উবে গেছে, যেমন কর্পূর সম্পর্কে বলা হয় আর কি।'

'আপনি বলতে চাইছেন সে...' আবার শুরু করল মমতাজ।

'শাট আপ!' ধমক দিল রানা।

'মাই গড, জে-বি, অবলা নারীদের ওপর চোটপাট না দেখালেই কি নয়?' চোখে কৌতুকের ঝিলিক, হাসছে শেডি। দম নিল সে, তারপর আবার শুরু করল, 'ডাবলিনের একটা ঠিকানা আছে বটে।' চারদিকে তাকাল সে, প্রথমে মমতাজের দিকে, তারপর রানার দিকে, চেহারায় নিরীহ ভালমানুষের ছাপ। 'ফিটউইলিয়াম স্কোয়্যারের কাছাকাছি একটা অ্যাপার্টমেন্ট।' অপেক্ষা করল সে, কিন্তু কেউ কোন মন্তব্য করছে না দেখে কাঁধ ঝাঁকিয়ে আবার বলল, 'পুলিসের আগেই কেউ সেখানে ঢুঁ মেরে এসেছে।'

'তুমি বলতে চাইছ ডাবলিনের এই ঠিকানাটা জেরিনা নামের কারও কাছ থেকে পাওয়া গেছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তার নাম জেরিনা নয়, আমার সন্দেহ। জেরিনা নয়, সিরাজ। রাবেয়া সিরাজ।'

'এই মেয়েটা, জেরিনা বা রাবেয়া...'

'আহ, দোস্ত, আমাকে ছাগল ভেবো না তো। তুমি শালা ভাল করেই জানো...মাফ করবেন, মিস সেরিনা...।'

'সাবিনা,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল মমতাজ। মনে হল অবশেষে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়েছে সে।

'হ্যাঁ, আপনি যদি বলেন।' নামটার একটা অক্ষরও বিশ্বাস করে না শেডি। 'যা বলছিলাম, মিস জেরিনার দেয়া ঠিকানাটা হল এক মিস রাবেয়ার। দু'জনেই নিখোঁজ। ফিটউইলিয়াম স্কোয়্যারের অ্যাপার্টমেন্ট তছনছ করা হয়েছে।'

'শুধুই তছনছ করা হয়েছে, নাকি কিছু চুরিও গেছে?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইল রানা।

'সম্ভবত দুটোই। একটা জিনিসও নিজের জায়গায় নেই, সব এলোমেলো করে রেখে গেছে। আমার ধারণা, কাজটা প্রফেশনালদের, তবে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে যেন অ্যামেচাররা দায়ী। মজার ব্যাপার হল, অ্যাপার্টমেন্টের কোথাও কোন চিঠি বা কাগজ-পত্র পাওয়া যায়নি। এ-ব্যাপারে তোমার কি ধারণা, জে-বি?'

'ভোর রাতে শুধু এই কথা বলার জন্যে এসেছ?'

'অ্যাশফোর্ড ক্যাসল হোটেলের ব্যাপারটা সম্পর্কে তুমি আগ্রহ দেখালে, তাই ভাবলাম কথাটা তোমাকে জানানো দরকার। তাছাড়া, তোমার কাজের লাইন সম্পর্কে জানি আমি, জানি কি ধরনের তথ্য তোমার দরকার হতে পারে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কথা বলে যাবার অনুমতি দিল রানা।

'কুর্শি নামে কোন লোকের কথা শুনেছ কখনও, দোস্ত?' জিজ্ঞেস করল শেডি, চেহারায় উৎসাহের ছিটেফোঁটাও নেই। 'কর্নেল কুর্শি করবেট। বিসিআই-এর কথা জানি না, তবে মিশর ও সিরিয়ার ইন্টেলিজেন্স তার নাম রেখেছে কোবরা।'

'হুম,' গম্ভীর আওয়াজ করল রানা।

'বিষধর এই সাপটার জীবনকাহিনী জানতে চাও তুমি, নাকি ইতিমধ্যে জেনেছ?'

মৃদু হাসল রানা। 'ঠিক আছে, শেড...'

'দেখ, ফের যদি ভুলেও কখনও শেড বলে ডাক আমাকে, রাষ্ট্রীয় গোপন দলিল চুরি করার মিথ্যে অভিযোগে তোমাকে আমি গ্রেফতার করব, সরকারী উকিলকে বলব মামলাটা যেন কমপক্ষে দু'বছর ধরে চলে।'

'ঠিক আছে, শেডি। কর্নেল কুর্শি করবেট। উনিশ শো ছাপান্ন সালে জন্ম। বাবা মার্কিন ইহুদি, সামরিক বাহিনীর একজন জেনারেল ছিলেন। মা খ্রিস্টান, নিগ্রো। বাপ-মার বিয়ে হবার আগেই জন্ম হয় কুর্শি করবেটের। সত্তর সালে একবার আত্মহত্যার ব্যর্থ চেষ্টা করেন মেজর জেনারেল ময়নিহান করবেট। কারণ হিসেবে বলা হয়, দাম্পত্য কলহ। কুর্শি করবেটের মা, শ্যালি-অ্যানি কুর্শি, উনসত্তর সালে খ্রিস্টান ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। শ্যালি-অ্যানি কুর্শি নাম পাল্টে উম্মে কুলসুম হয়েছিলেন। কিশোর করবেট তার মায়ের খ্রিস্টান নামের অংশবিশেষ ও বাপের নামের অংশবিশেষ গ্রহণ করে—কুর্শি করবেট। বাহাত্তর সালে স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটান মেজর জেনারেল ময়নিহান করবেট। একই বছর ছেলেকে নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্যে চলে যান ইসরায়েলে। তিয়াত্তর সালে কুর্শি করবেটের মা ওয়াশিংটনে মারা যান। কুর্শি করবেট যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ইসরায়েলে লেখাপড়া করেছে। সতেরো বছর বয়সে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীতে যোগ দেয় সে। তার বিশ বছর বয়সে তেল আবিবে জেনারেল ময়নিহান মারা যান। তুমি কি এই কুর্শি করবেটের কথা বলছ, শেডি?'

'বলে যাও।'

'সে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীতে ঢোকে আমেরিকান ইহুদিদের দ্বারা পরিচালিত একটা মিলিটারি স্কুলের মাধ্যমে। স্কুলটার নাম আমার মনে নেই। অল্প বয়সে কমিশন পায় সে। তারপর তাকে হাইফা ট্রেনিং সেন্টারে পাঠানো হয়, পাস করে এলিট শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবার জন্যে। ইসরায়েলে এলিট শ্রেণীর সামরিক অফিসাররা প্রত্যেকে এককেকটা পাষণ্ড হিসেবে পরিচিত, তুমি

জানো। মানুষ খুন করতে ওদের জুড়ি নেই। এলিট শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবার পর কুর্শি করবেটকে ইএমআই অর্থাৎ ইসরায়েলি মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সে নাম লেখাবার আমন্ত্রণ জানানো হয়। ইএমআই-তে ঢোকার এটাই একমাত্র উপায়। তোমার নিশ্চয়ই জানা আছে যে মোসাদে ঢোকার নিয়ম সম্পূর্ণ অন্যরকম। ভাল মনে করা হলে রাষ্ট্রের একজন অফিসারকেও মোসাদে নেয়া হয়। ইএমআই-তে একের পর এক অনেকগুলো পদোন্নতি পায় কুর্শি করবেট, দায়িত্ব পালন করে বিভিন্ন দেশে। বর্তমানে, এমআই-এর অত্যন্ত উঁচু একটা পদে আছে সে। আছে তেল আবিব বা জেরুজালেমে।

'এমআই-এর লোক হলেও, মোসাডের সাথেও তার লিয়াজোঁ রক্ষা করতে হয়। শোনা যায়, মোসাড কর্মকর্তাদের ওপর গোপনে নজর রাখার অপ্রীতিকর দায়িত্বটাও পালন করতে হয় তাকে। কিছুদিন নাকি মোসাডের হেডকোয়ার্টারেও তাকে বসতে দেখা গেছে। তবে আসলে সে মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সেরই লোক।'

'তুমি প্রায় সবটুকুই জানো দেখছি।' চোখ মটকে হাসল শেডি। 'ইএমআই সম্পর্কে বলা হয়, ওখানে ঢুকতে লাগে এক পাউণ্ড, কিন্তু বেরুতে লাগে দু'পাউণ্ড। ইসরায়েলি মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের অফিসার হওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। কিন্তু লাফ দিয়ে বেড়া টপকানো আরও কঠিন, কারণ লম্বা কফিনে না শোয়া পর্যন্ত বেরুনো যাচ্ছে না। কুর্শি করবেটের ব্যাপারটা অবশ্য সম্পূর্ণ আলাদা। সে ইসরায়েলি নয়, এমনকি হাফ ইসরায়েলিও নয়। স্বেচ্ছায় যে-লোক ইসরায়েলকে নিজের দেশ বলে গ্রহণ করেছে, তার পালিয়ে যাবার আশঙ্কা নেই বললেই চলে। কাজেই তার হাতে প্রচুর ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এই ক্ষমতাবান লোকটিকে মোসাডের লোকরাও ভয় করে।'

'তার সম্পর্কে নতুন কিছু বলার আছে তোমার, শেডি?'

'কি জান, জে-বি, দুনিয়ার সবাই মনে করে বিভক্ত এই দ্বীপটায় আমাদের সমস্যা মাত্র একটাই—উত্তর ও দক্ষিণ। কিন্তু না! নতুন নতুন সমস্যার মধ্যে প্রতিদিনই পড়তে হচ্ছে আমাদের। আমার ধারণা, এ-ধরনের একটা সমস্যা সম্পর্কে তুমি সচেতন। তোমার সেই কোবরা দু'দিন আগে আমাদের এই দ্বীপে পদধূলি ফেলেছেন। তারপর, জে-বি, আমি যখন অ্যাশফোর্ড ক্যাসলের রোমহর্ষক ঘটনাটা শুনলাম, সাথে সাথে আমার মনে পড়ে গেল ইংল্যাণ্ডেও এ-ধরনের দুটো ঘটনা ঘটেছে। তারপরই ছোট্ট একটা কোটেশন স্মরণ করলাম আমি।'

'কোটেশন?'

'এসপিওনাজ জগতে আছ অথচ আভসালোম বিকাবেন-এর নাম শোননি, এ আমি বিশ্বাস করতে রাজি নই। মোসাডের এজেন্ট, দল ত্যাগ করে বেরুতে পালিয়ে আসে, নাগরিকত্ব গ্রহণ করে বাস করছে মিশরে। ইংল্যাণ্ডের সাপ্তাহিকীগুলোয় প্রায়ই ফিচার লেখে সে। একবার লিখল, "ইসরায়েলি মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স-এর বৈশিষ্ট্য হল, শত্রুর জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলা"। ইন্টারেস্টিং, তাই না, জে-বি?'

বিষণ্ণ ও গম্ভীর দেখাচ্ছে রানাকে, ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল। এসপিওনাজ জগতের প্রাক্তন রাঘব-বোয়ালদের অনেকেই অবসর জীবনে বই লিখছেন। তাদের কেউ কেউ বলছেন, ইসরায়েলি মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সকে মোসাড প্রায় গ্রাসই করে ফেলেছে। একজন তো স্পষ্টভাবেই বলেছেন, ইএমআই-এর শক্তির [illegible]। কথাটা সত্যি বলে বিশ্বাস করে না রানা। মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স ও মোসাডের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব আছে বটে, কিন্তু সেটা কোন এক পক্ষের অস্তিত্বের জন্যে হুমকি বলে মনে হয় না ওর।

'পেনি ফর দেম, জে-বি?' বিছানার ওপর নড়েচড়ে, আরাম করে বসল শেডি।

'না, ভাবছিলাম, মোসাডের চেয়ে মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের অফিসাররা অনেক বেশি হিংস্র। কুর্শি করবেটের মত অফিসাররা অনেক উন্নতমানের ট্রেনিং পেয়েছে, তাদের নীতি বা বিবেক বলে কিছু নেই বলেই ধারণা করা হয়।'

'এবং দুঃসংবাদটি হল, স্বয়ং কুর্শি করবেট হাজির হয়েছে আমাদের এখানে, জে-বি।' মুখের হাসি ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে গেল, বিষণ্ণ ও কাতর দেখাল শেডিকে। 'আরও বড় দুঃসংবাদ কি জান? বেজন্মাটাকে হারিয়ে ফেলেছি আমরা—আমাকে আবার ক্ষমা করতে হবে, মিস মমতাজ।'

'সাবিনা,' বিড়বিড় করল মমতাজ, গলায় প্রতিবাদের সুর প্রায় ফুটলই না। রানা লক্ষ করল, তাকে নার্ভাস ও ম্লান লাগছে।

একটা হাত তুলে আঙুলের গিট গুনতে শুরু করল ম্যাকগ্রাম শেডি। 'মমতাজ, সাবিনা, ক্লজা মেরিনা…ধোৎ, কে অত মনে রাখতে যায়!' মুখের সামনে হাত তুলে বিরাট একটা হাই তুলল সে, তারপর আড়মোড়া ভাঙল। 'যাই, একটু ঘুমাবার চেষ্টা করি।'

'হারিয়ে ফেলেছ?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে জানতে চাইল রানা।

'ভোজবাজির আশ্রয় নিয়েছে, জে-বি। গায়েব হওয়ার ব্যাপারে চিরকালই পটু সে। গায়েব হওয়ার প্রসঙ্গ যখন উঠলই, তোমাকে তাহলে আরও একটা খবর দিই। গায়েব হতে সমর্থ হয়েছে একা শুধু তোমার কুর্শি করবেটই নয়।'

'আমাকে যেন শুনতে না হয় আইএসবি-র ডিরেক্টর স্বয়ং অদৃশ্য হয়ে গেছেন।'

'এটা ঠাট্টা করার সময় নয়, জে-বি। ব্যাপারটা যদিও স্রেফ গুজব, তবে এ-ধরনের গুজবকে গুরুত্ব দিয়ে অতীতে কখনও আমাদেরকে ঠকতে হয়নি। প্রকাণ্ড কোন ব্যাপার নয় অবশ্য। বাতাসে একটা খড়ের মত উড়ে বেড়াচ্ছে।'

'খপ করে ধরার মত একটা খড়?'

'এ খড় সে খড় নয়, জে-বি। একে ধরা তোমার সাধ্যের বাইরে।'

'আচ্ছা!' রানা অপেক্ষা করছে।

'গুজবটা হল, কর্নেল কুর্শি করবেটের চেয়েও বড় একজন কর্মকর্তা আয়ারল্যাণ্ডে ঢুকে পড়েছেন। নিশ্চিতভাবে এখনও আমি কিছু জানি না,

কাজেই আমাকে কোন প্রশ্ন কোরো না। আপাতত তোমাদের দু'জনকেই সুপ্রভাত জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি। সুখস্বপ্নে বিভোর হও, এই কামনা করি।' বিছানা ছেড়ে দাঁড়াল শেডি, কামরার কোণ পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে ঝুঁকল, মেঝে থেকে তুলে নিল ওয়ালথারটা।

'ধন্যবাদ, শেডি,' বলল রানা, শেডির সঙ্গে দরজা পর্যন্ত হেঁটে এল। 'তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'অনুমতি চেয়ে আমাকে বিব্রত কোরো না।'

'কুর্শি করবেটকে তোমরা হারিয়ে ফেলেছ…'

'হ্যাঁ। দ্বিতীয় লোকটাকেও কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না—আদৌ যদি এখানে এসে থাকে সে।'

'ওদের তোমরা এখনও তাহলে খুঁজছ?'

'এক অর্থে, হ্যাঁ। আমাদের আসল সমস্যা লোকবলের অভাব।'

'ওদের কাউকে যদি কোণঠাসা করতে পার, তাকে নিয়ে কি করবে তোমরা?'

'প্লেনে তুলে ইসরায়েলে ফেরত পাঠিয়ে দেব। তবে কোণঠাসা হবার আগে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাবে সে, আমি জানি। নিরাপদ আশ্রয়টা কোথায়, তুমিও তা জান। ওখানে তাকে আমরা ছুঁতে পারব না।'

'অরওয়েল স্ট্রীটে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ, ওদের দূতাবাসে। ওখানেই গা ঢাকা দেবে সে।'

'তারমানে এই মুহূর্তে ওখানে নেই সে?'

'তা আমি কি করে জানব!'

গ্রাফটন স্ট্রীট থেকে সেন্ট স্টিফেন'স গ্রীন-এ বেরিয়ে এল ওরা, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে সদ্য কেনা টুকিটাকি জিনিসের প্যাকেটগুলো সামলাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে শাকিলা মমতাজ। দু'গজ পিছনে, খানিকটা বাম দিকে রয়েছে রানা। ওর হাতে মাত্র একটা প্যাকেট, ডান হাতটা বোতাম খোলা জ্যাকেটের সামনে ঝুলে আছে। ম্যাকগ্রাম শেডি ওদের হোটেল কামরা ছেড়ে চলে যাবার পর অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছে ও, অপ্রত্যাশিত ঘটনা প্রবাহ পরিস্থিতিকে যেভাবে বদলে দিচ্ছে, রীতিমত শঙ্কিত হয়ে পড়ছে। রাবেয়া বেঁচে আছে, এ-কথা না বলায় ওর ওপর সাংঘাতিক খেপে গেছে মমতাজ।

'কিন্তু আমাকে না বলার কারণ কি? আমাকে তুমি কাঁদতে দেখেছ! তুমি জান ওর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে কি রকম কষ্ট পাচ্ছিলাম আমি! জানতে বেঁচে আছে সে, অথচ আমাকে বলনি…'

'আমি জানতাম সম্ভবত বেঁচে আছে সে।'

'ঠিক আছে, বেশ, কিন্তু সে-কথাই বা আমাকে জানাওনি কেন?'

'একটা কারণ, পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারিনি। আরেকটা কারণ, তোমাদের গর্ব ফ্রুট কেককে আমার প্রথম থেকেই মনে হয়েছে নিতান্তই কাঁচা একটা অপারেশন। এখনও আমার সব কিছু এলোমেলো লাগছে।'

আরও কিছু বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল রানা। অ্যাসাইনমেন্টটা পাবার আগে চিত্তে অকারণ সুখ ছিল ওর, এরইমধ্যে সেই সুখের কিনারাগুলো পুড়ে বিবর্ণ হতে শুরু করেছে। আইডিয়া হিসেবে ফ্রুট কেক অবশ্যই ভাল একটা অপারেশন ছিল, কিন্তু টিমের সদস্য হিসেবে অল্প বয়েসী যে পাঁচজনকে বেছে নেয়া হয়েছিল তাদের বাকি চারজনও যদি শাকিলা মমতাজের মতই হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই ধরে নিতে হবে অপারেশন-এর প্ল্যানাররা মস্ত একটা ভুল করেছেন। পরিষ্কার বোঝা যায়, ওদেরকে ভালভাবে ট্রেনিং দেয়ার মত যথেষ্ট সময় তাঁরা পাননি। ওদের মা-বাবা জায়গামত আছে, শুধু এটাকে যথেষ্ট বলে ধরে নেয়া হয়।

ভাঙা গ্রামোফোন রেকর্ডে পিন আটকে গেলে যেমন একই কথা বারবার বাজতে থাকে, ওদের নামগুলোও রানার মনে বারবার ফিরে আসছে। জেবা মোরদেসাই ও হান্না এলিজা, দু'জনেই খুন হয়েছে, খুলি ফাটিয়ে কেটে নেয়া হয়েছে জিভ; শাগারি বোজাফ, যে নিজেকে ঈল বলে পরিচয় দিতে পছন্দ করে; সোপিনা পারকা; সবশেষে লায়লা কানান, যার স্যাভয় হোটেলে থাকার কথা। নিজেকে প্রশ্ন করল রানা, শাগারি বোজাফ, ঈল নামটা পছন্দ করে কেন? কিন্তু না, ভাবল ও, ওর বোধহয় উচিত ওদের নতুন নাম ধরে চিন্তা করা। তারপর ভাবল, তাতেই বা কি লাভ! তবু, নামগুলো আরেকবার সাজানো যাক।

জেবা মোরদেসাই ওরফে নাসরিন ইউসুফ। হান্না এলিজা ওরফে ফিরোজা বান্না। এরা দু'জন মারা গেছে। সোপিনা পারকা ওরফে শাকিলা মমতাজ। লায়লা কানান ওরফে রাবেয়া সিরাজ। এরা দু'জন বেঁচে আছে। এবং শাগারি বোজাফ ওরফে শামিম হাসান, সম্ভবত এখনও বেঁচে আছে।

এদের পাঁচজনের কথা ভাবছে বটে রানা, তবে আরও একটা বিপজ্জনক চরিত্র সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন ও। কর্নেল কুর্শি করবেট। তার অনেকগুলো ফটো দেখেছে ও। ফাইবার-অপটিক্স লেন্সের সাহায্যে তোলা, সবই ঝাপসা। চর্মচক্ষে একবারই তাকে দেখার সুযোগ হয়েছে ওর, প্যারিসে। চ্যাম্পস এলিসি-র একটা রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে আসছিল। রাস্তার উল্টোদিকের পেভমেন্ট কাফেতে বসে কফি খাচ্ছে রানা, ওর সাথে একজন অফিসার। রাস্তাটা চওড়া, যানবাহনের বিরতিহীন মিছিলের ফাঁক দিয়ে মাত্র দু'সেকেণ্ডের জন্যে কর্নেল কুর্শিকে দেখার সুযোগ হল ওর, শক্ত-সমর্থ সামরিক কাঠামো রীতিমত একটা ছাপ ফেলল ওর মনে। তার হাঁটার ভঙ্গি, নিষ্পলক সদা চঞ্চল দৃষ্টি, শরীরের পাশে ঝুলে থাকা মুঠো করা হাত, পেশাদার সৈনিকের শক্তি-মত্তার কথাই মনে করিয়ে দেয়। লোকটার প্রতিটি নড়াচড়ায় ক্ষমতার অহংকার ও দম্ভ প্রকাশ পাচ্ছে।

অদ্ভুত একটা নাটকে জড়িয়ে পড়েছে ও, ভাবল রানা। নাটকটা নেপথ্যে থেকে পরিচালনা করছেন রাহাত খান। নাটকটায় ওর বিশাল একটা ভূমিকা আছে, কিন্তু কুশীলবদের তালিকায় ওর নাম রাখা হয়নি। নাটকের সপ্তম চরিত্র, ম্যাকগ্রাম শেভির ভাষায়, 'কুর্শি করবেটের চেয়েও বড় একজন

কর্মকর্তা', গোটা পরিস্থিতির ওপর কালো একটা ছায়া ফেলেছে।

চিন্তার জগৎ থেকে বর্তমানে ফিরে এল রানা। বৃষ্টি থেমে গেছে, তবে বাতাস থেকে ঠাণ্ডা ভাবটুকু দূর হয়নি এখনও। আকাশে প্রচুর মেঘ, দ্রুতবেগে ছুটে যাচ্ছে। ট্রাফিক লাইট সবুজ হবার অপেক্ষায় থামতে হল ওদেরকে। মেরুন ভলভোয় নিক অলড্রিজকে বসে থাকতে দেখল রানা। মুখ ভর্তি কালো দাড়ি আর, ঝাঁকড়া চুল এলোমেলো হয়ে আছে মাথায়। ভুলেও ওদের দিকে তাকাল না অলড্রিজ, তবে রানা জানে পার্ক করা গাড়ি ও ওদের দু'জনকে আগেই দেখেছে সে। ট্রাফিক লাইট সবুজ হল, রাস্তা পেরোল ওরা। বিড়বিড় করে মমতাজকে বলল রানা, 'তাড়াহুড়ো কোরো না, স্বাভাবিকভাবে হাঁটো। মনে নেই, একটা এক্সপ্লোসিভ চার্জের ফিউজে আগুন ধরাবার পর কি করতে হয়? শান্তভাবে হেঁটে যাও। ভুলেও দৌড়াবে না, কারণ, যদি হোঁচট খাও!'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল মমতাজ। ট্রেনিঙের সময় অবশ্যই ওকে বিস্ফোরক সম্পর্কে বলা হয়েছে, ধারণা করল রানা। স্যাভয় হোটেলে যাওয়ার পথে রুটিন ও নিয়ম সম্পর্কে আরও কিছু প্রশ্ন ও পরীক্ষা চালাবার সিদ্ধান্ত নিল ও, দেখতে চায় কতটুকু কি মনে রেখেছে মমতাজ।

রাস্তা পেরিয়ে সরাসরি গ্রীন-এর দিকে গেল না ওরা। উত্তর থেকে দক্ষিণে এগোল, যেখানে ওদের গাড়িটা পার্ক করা আছে। সামনে দেখা গেল হিলটন হোটেল।

হিলটনের পাশে চলে এসেছে ওরা, প্রায় স্থির হয়ে যাচ্ছিল রানা। হোটেলের দিকে তাকাতেই রক্ত-মাংসের কর্নেল কুর্শি করবেটকে দ্বিতীয়বার দেখতে পেল ও, তার দু'পাশে বিশাল-দেহী দু'জন লোক রয়েছে। ধাপ বেয়ে নিচের রাস্তায় নেমে আসছে তারা, এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, সম্ভবত গাড়ির খোঁজে।

'হিলটনের দিকে তাকিয়ো না,' নিঃশ্বাসের সঙ্গে ফিসফিস করল রানা। 'না, মমতাজ, তাকিয়ো না,' দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করল ও। হাঁটার গতি সামান্য বাড়িয়ে দেয়ার সময় লক্ষ করল মমতাজের ঘাড় আড়ষ্ট হয়ে গেছে। 'হাঁটতে থাকো। তোমার প্রাক্তন প্রেমিক এই মাত্র পাতাল থেকে উঠে এসেছে।'

সাত

পালাবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। মমতাজকে আপাদমস্তক নগ্ন ও ঢাকা, দু'ভাবেই চেনে কুর্শি করবেট; রানা ধারণা করল, ওকেও দেখামাত্র চিনতে পারবে সে। দুনিয়ায় সম্ভবত এমন কোন ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি নেই যাদের ফাইলে ওর ফটো পাওয়া যাবে না। খুব বেশি হলে আশা করা যায়, দুই

ফুটপাতের মাঝখানে গাড়ির মিছিল থাকায়, সেই সঙ্গে নিজের বাহন সম্পর্কে উদ্বিগ্ন বোধ করায়, সে হয়ত ওদেরকে দেখতে পাবে না। তবে সেটা দুরাশার নামান্তর, কারণ লক্ষ মানুষের ভিড়ের ভেতর থেকে নিতান্ত বৈশিষ্ট্যহীন একটা মুখকেও সনাক্ত করতে পারার ট্রেনিং ও অভিজ্ঞতা তার আছে।

শান্ত ভঙ্গিতে মমতাজের বাহু ধরল রানা, তাকে নিয়ে মোড় ঘুরতে শুরু করল। নিজে সে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকালই না, খেয়াল রাখল মমতাজও যেন না তাকায়। হাঁটার গতি সামান্য বাড়াল ও, তবে কারও চোখে পড়ার মত অকস্মাৎ নয়। গাড়ির দিকে হাঁটছে।

মোড় ঘোরা শেষ হলেও হিলটনের সামনে থেকে ওদেরকে আরও খানিক দূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাবে। রানার ঘাড়ের পিছনে অপ্রীতিকর একটা অনুভূতি, ওখানে যেন আট-দশটা বিষধর মাকড়সা ছেড়ে দেয়া হয়েছে। শতকরা একশো ভাগ নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই, তবে ধরে নিল রানা, ওদের পিঠের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে কর্নেল কুর্শি করবেট। কাকতালীয় ঘটনাটা চাক্ষুষ করে মনে মনে সম্ভবত হাসছে সে। ডাবলিনের মাঝখানে তার প্রাক্তন প্রেমিকা, যেন ঝুপ করে আকাশ থেকে পড়ল! কিন্তু, ভাবল রানা, ব্যাপারটা কি সত্যি কাকতালীয়? এসপিওনাজ জগতে কোইন্সিডেন্স সাধারণত বাতিল বা নোংরা একটি শব্দ হিসেবে গণ্য। ওর বস্ রাহাত খান প্রায়ই বলেন, কোইন্সিডেন্স বলে কিছু নেই। ঠিক যেমন ফ্রয়েড একবার বলেছিলেন, 'ইন কন্ডিশনস অভ স্ট্রেস অ্যাণ্ড কনফিউশন, দেয়ার ইজ নো সাচ থিং অ্যাজ অ্যান অ্যাকসিডেন্ট।'

গাড়িতে উঠে ইগনিশনে চাবি ঘোরাল রানা, সিট বেল্ট আটকাল, আয়নার ওপর চোখ। রাস্তায় দ্রুতগতি যানবাহনের কমতি নেই, তবু মেটে একটা কর্টিনাকে ওদের পিছনে পলকের জন্যে দেখতে পেল ও, ওটার ঠিক পিছনে লেগে রয়েছে গাঢ় নীল একটা অডি। মেরুন ভলভোয় আগেই মিক অলড্রিজকে দেখেছে রানা। তারমানে সবগুলো গাড়ি গ্রীন-কে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে। এই আয়োজনের একটাই উদ্দেশ্য রানার, সংশ্লিষ্ট সকল মহলের চোখে ধুলো দিয়ে ডাবলিন ত্যাগ করা। যতটা সম্ভব কম সময়ের মধ্যে সরাসরি রসলার হারবারে পৌঁছুতে চায় ও। সোজা পথে গেলে সামনে পড়বে ব্রে ও আর্কলো, গোরি ও ওয়েক্সফোর্ড, তারপর রসলার।

সংশ্লিষ্ট মহল বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে, মিক অলড্রিজের সাহায্য চাওয়ার পিছনে সেটাও একটা কারণ। রওনা হবার আগে গাড়িগুলোকে একটা সাজানো পজিশনে আসতে হবে, তা আসতে হলে গ্রীনকে ঘিরে কয়েকবার চক্কর দিতে হতে পারে ওদেরকে, সেক্ষেত্রে আবার একবার পাশ কাটাতে হবে হিলটনকে।

রানার স্যাব ধীরে ধীরে পার্কিং স্পেস থেকে পিছু হটতে শুরু করল, যানবাহনের মিছিলে একটা ফাঁক তৈরি হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। সুযোগ পাওয়ামাত্র দ্রুত কার্স্ট গিয়ার দিল রানা, রওনা হল সবেগে। কয়েক সেকেণ্ডের

মধ্যে অডির পিছনে চলে এল স্যাব।

গ্রীনকে ঘিরে একবার চক্কর দিল ওরা। হিলটনের সামনে কর্নেল কুর্শি বা তার সঙ্গীদের কাউকে দেখা গেল না। ওই মোড়েই ওদের ত্যাগ করল কর্টিনা, সরাসরি মেরিয়ন রো ও ব্যাগট স্ট্রীটের দিকে চলে গেল। ওই একই জায়গায় দ্বিতীয়বার যখন ফিরে এল ওরা, ওদের পিছনে মিক অলড্রিজকে দেখা গেল। অর্থাৎ স্যাব এখন বক্সের ভেতর রয়েছে। কর্টিনা রয়েছে অনেক সামনে, দৃষ্টি পথের বাইরে। আয়নায় চোখ পড়তে মিক অলড্রিজের সাদা দাঁত দেখতে পেল রানা, নিখুঁতভাবে পজিশন নিতে পারায় হাসছে সে। পিছনের সিটে মমতাজের প্যাকেটগুলো গড়াগড়ি খাচ্ছে, দু'একটা সিট থেকে পড়েও গেল ছিটকে। রানার হাতের ভেতর বন বন করে ঘুরছে স্টিয়ারিং হুইল, ঘন ঘন বাঁক নিয়ে এক রাস্তা থেকে আরেক রাস্তায় ঢুকছে ওদের গাড়ি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাবলিন ত্যাগ করতে চায় রানা।

'নিজেকে সে ঈল নামে পরিচয় দিতে পছন্দ করে কেন?' হঠাৎ জানতে চাইল রানা।

ডাবলিন ছেড়ে অনেক দূর চলে এসেছে ওরা। রাস্তায় অসংখ্য যানবাহন, সবগুলো একই গতিতে ছুটছে। সামনেই দেখা যাচ্ছে ব্রে। ছোট্ট শহর, বিশাল একটা চার্চ আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ডাবলিন থেকে রওনা হবার পর কোন কথাই বলেনি মমতাজ, রানাকে ওর কাজে ব্যস্ত থাকতে দিয়েছে। অবশ্য কথা বলার মত মনের অবস্থা তার নেইও বোধহয়। গাড়ি চালাতে ব্যস্ত থাকলেও রানা লক্ষ করেছে, মন খারাপ করে সারাক্ষণ কি যেন ভাবছে মমতাজ।

প্রশ্নটা শুনে প্রায় চমকে উঠল সে। সিটের ওপর নড়েচড়ে বসে জানতে চাইল, 'কার কথা বলছ? শাগারি বোজাফ—মানে, শামিম হাসানের কথা?'

'আমি একটা বানমাছ সম্পর্কে জানতে চাইছি, ওল্ড লাভ।' সামনের রাস্তার ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রয়েছে রানার, ত্রিশ সেকেণ্ড পরপর রিয়ার-ভিউ-মিরর ও ইন্সট্রুমেন্টের ওপর নজর বুলাচ্ছে। শত ব্যস্ত হলেও, দ্বিতীয় কাজটার কথা ভোলেনি ও। মমতাজকে ইন্টারোগেট না করাটা হবে বোকামি।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল মমতাজ, যেন উত্তর দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তারপর বলল, 'ব্যাপারটা অদ্ভুত। তুমি ওর ফটো দেখেছ?'

কথা না বলে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'বেশ, তাহলে তো জানই কি সুন্দর দেখতে সে। ঠিক যেন গ্রীক দেবতা। কালো কুচকুচে চুল, পরিপাটি করে আঁচড়ানো। স্বচ্ছ কালো চোখ। কি সুন্দর রঙ গায়ের। একহারা, ফিটফাট।'

'বানমাছ তো দেখতে সুন্দর নয়, আমার তো বরং দেখলেই গা ঘিন ঘিন করে—এরকম একটা নাম কেন তার পছন্দ হল?' রানার গলায় সামান্য বিরক্তি।

'ও খুব অহংকারী।'

'বানমাছের সঙ্গে অহংকারের কি সম্পর্ক?' সামনের ট্রাফিক লাইট লাল

দেখে গাড়ির স্পীড কমাল রানা। ওডির পিছনেই রয়েছে ওদের স্যাব। তবে কর্টিনা ও স্যাবের মাঝখানে দুটো ট্রাক রয়েছে।

'নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে গর্বের কোন শেষ নেই তার। মুখে শুধু বড় বড় বুলি লেগে আছে। বলে কিনা, যে-কোন লোকের চোখে ধুলো দিতে পারে সে। সে না চাইলে কেউ নাকি তাকে কোনদিনও দেখতে পাবে না। তার তাছাড়া, বানমাছের মত পিচ্ছিল সে। সাগর তোলপাড় করে ফেলো, কোথাও ওকে তুমি দেখতে পাবে না, কারণ গর্তের ভেতর ঢুকে বসে আছে। আমার যতদূর মনে পড়ে, প্রস্তাবটা সম্ভবত লায়লার কাছ...মানে রাবেয়ার কাছ থেকে এসেছিল—আমরা তাকে ঈল বলে ডাকি। শুনে খুব খুশি হয় বোজাক...মানে, হাসান।'

'বুঝলাম, এভাবেই শামিম হাসান ঈল হল। তাকে খুঁজে বের করতে হলে অন্ধকার গর্তের ভেতর উঁকি মারতে হবে?'

'অনেকটা সেইরকম। খড়ের গাদার ভেতর সুই খোঁজা আর কি।'

মনে মনে আরও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল রানা। 'তুমি বলছ রাবেয়া তার ডাকনাম রাখে। তারমানে কি তোমরা পাঁচজন নিয়মিত দেখা করতে?' এ-ও কি সম্ভব?—ভাবল রানা। এ যদি সত্যি হয়, ধরে নিতে হবে নিরাপত্তার ব্যাপারটা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনা হয়নি। ব্যাড সিকিউরিটি আর বলে কাকে! ফ্রুট কেক অপারেশনে এ-ধরনের ব্যাড সিকিউরিটির দৃষ্টান্ত আরও অনেক রয়েছে।

'নিয়মিত নয়, না। তবে মীটিং তো হতই।'

'মীটিং হত...কে মীটিং ডাকত, তোমাদের কন্ট্রোলার?' জানতে চাইল রানা।

'না। জাকরান, মানে জহির আব্বাস আমাদের প্রত্যেকের সাথে আলাদাভাবে বসত। আমরা নিয়মিত মীটিং করতাম সেফ হাউসে—কখনও পার্কে, কখনও কোন দোকানে। তোমাকে অবশ্য বুঝতে হবে, রানা, আমরা সেই ছোটবেলা থেকেই পরস্পরকে চিনি।'

রানার মনে পড়ল, বিচ্ছিরি প্ল্যানটা যখন তৈরি করা হয় তখন ওরা একদল কিশোর-কিশোরী মাত্র। ওদের দু'জন এরইমধ্যে খুন হয়ে গেছে, বাকিগুলোর মাথা ও জিভের জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। ওদের দম চিরতরে বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম নেবে না কর্নেল কুর্শি। আচ্ছা, জহির আব্বাসের ব্যাপারটা কি, ওদের কন্ট্রোলার? রাহাত খানের সরবরাহ করা ফাইলে জহির আব্বাস সম্পর্কে অনেক কথাই লেখা আছে। রাব্বা জাকরান বা জহির আব্বাস, দুটোই তার ছদ্মনাম, তার আসল নাম সযত্নে গোপন রাখা হয়েছে, এমনকি অফিশিয়াল ডকুমেন্টেও নেই। তবে ওই নামের পিছনের লোকটাকে চেনে রানা। বিসিআই এজেন্টদের মধ্যে একটা কিংবদন্তী হিসেবে পরিচিত সে, এসপিওনাজ জগতের একটি দুর্লভ রত্ন। ব্যাপক অভিজ্ঞতা রয়েছে তার, অত্যন্ত সতর্ক ও বুদ্ধিমান হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছে। বলা হয়, বিদ্যুৎগতিতে কাজ করা তার একটা দুর্লভ বৈশিষ্ট্য। দৃঢ় আত্মবিশ্বাস

তার অপর একটি গুণ। ভুল করার লোক সে নয়। অথচ ফ্রুট কেক যেভাবে কেঁচে গেছে বলে মমতাজের ধারণা, তা যদি সত্যি হয়, তাহলে এক্ষেত্রে অন্তত বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছে জহির আব্বাস।

রাস্তার দু'পাশে খেত ও পতিত জমি চোখে পড়ল। ঢালের ওপর এখানে-সেখানে দু'একটা বাড়ি। গোটা এলাকা কেমন যেন অগোছাল, ঠিক যেন ফ্রুট কেকের মত। গোটা ব্যাপারটা আরেকবার স্মরণ করল রানা।

ওদের পাঁচজনের মা-বাবাই ছিলেন স্লীপার। সুযোগ-সুবিধে মত দু'একটা ইনফরমেশন পাচার করতেন। তবে সবাই তাঁরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় পজিশন নিয়ে ছিলেন। নাসরিনের বাবা ছিলেন উকিল, তাঁর মক্কেলদের মধ্যে কর্মকর্তা পর্যায়ের অনেক অফিসার ছিল। ফিরোজার বাবা ও মা দু'জনেই ছিলেন ডাক্তার, অনেক ইন্টেলিজেন্স এজেন্টের চিকিৎসা করতেন। রাবেয়ার বাবা সামরিক বাহিনীর তালিকাভুক্ত ঠিকাদার ছিলেন। শামিম হাসানের বাবা ছিলেন একটি নামকরা সংবাদপত্রের প্রধান সম্পাদক, চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পরও পত্রিকা সম্পাদনার আংশিক দায়িত্ব পালন করে গেছেন। আর মমতাজের বাবা তো পুলিস বিভাগেই ছিলেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তাকে বড়শিতে আটকানর দায়িত্ব চাপে নাসরিনের ওপর। ফিরোজার টার্গেট ছিল উপদেষ্টা পরিষদের একজন সদস্য। রাবেয়া টোপ গেলাবার চেষ্টা করছিল মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের একজন মেজরকে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টার্গেট নির্বাচন করা হয় মমতাজ ও শামিম হাসানের জন্যে।

অপরূপ সুন্দরী এলা কাডেশ ছিল শামিম হাসানের টার্গেট। ইএমআই-এর সিভিলিয়ান ডিপার্টমেন্টের এগজিকিউটিভ স্টাফ প্রধান ছিল এলা কাডেশ। নিজের বয়স বত্রিশ হলেও, বিশ-বাইশ বছরের ছোকরাদের ওপর ছিল তার ভারি দুর্বলতা।

আর মমতাজের ভাগে পড়ে কর্নেল কুর্শি করবেট।

মমতাজ তাকে ভালভাবেই গাঁথে। তার প্রেমে প্রায় অন্ধ হয়ে যায় কর্নেল কুর্শি করবেট। অন্তত রেকর্ডে তাই বলছে। মমতাজের জন্যে একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করে সে। মিলিট্যারি ইন্টেলিজেন্স হেডকোয়ার্টার থেকে গাড়িতে মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ। ডিউটি বাদে বাকি সময়টা মমতাজের সঙ্গেই কাটাত কর্নেল। অফিসের কাজে প্রায়ই বিদেশে যেতে হত তাকে, ফেরার সময় দামি দামি উপহার কিনে আনত মমতাজের জন্যে। প্যারিস থেকে সেন্ট, জাপান থেকে হাইফাই ইকুইপমেন্ট। কি কি উপহার পেয়েছে মমতাজ, তার একটা তালিকা আছে ফাইলে—ধন্যবাদ দিতে হয় জহির আব্বাসকে। যত্নের সঙ্গে তৈরি করা হয়েছে তালিকাটা—একদিকে জিনিসপত্রের নাম, অপর দিকে কবে কতটা সময় মমতাজের সঙ্গে অ্যাপার্টমেন্টে ছিল কর্নেল তার বিবরণ। কর্নেলের আচরণ ও গতিবিধি সম্পর্কেও বিশদভাবে লেখা হয়েছে।

এলা কাডেশও প্রচুর উপহার দিয়েছে শামিম হাসানকে, কিন্তু সেগুলোর

ব্যাপারে এ-ধরনের বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করতে পারেনি জহির আব্বাস। বাকি তিনজন সম্পর্কে বা তাদের টার্গেট সম্পর্কে খুব কম তথ্যই জোগাড় করেছে সে। ওরা ঠিকমত সহযোগিতা করেনি, নাকি তারই আগ্রহ কম ছিল, ঠিক বোঝা যায় না। শুরু থেকেই রানার সন্দেহ হয়েছে, ফ্রুট কেক অপারেশন কি ওদের পাঁচজন টার্গেটকে নিয়ে, নাকি মাত্র দু'জনকে, এলা কাডেশ ও কর্নেল কুর্শি করবেটকে নিয়ে? এলা কাডেশ ও কর্নেল কুর্শিই ছিল মূল টার্গেট, বাকি তিনজন ফাও—টোপ গিললে ভাল, না গিললেও কিছু আসে যায় না।

ফ্রুট কেক অপারেশন কন্ট্রোল করতে ব্যর্থ হয়েছে জহির আব্বাস। কেন সে ব্যর্থ হল, কোথায় তার ব্যর্থতা, বোঝার জন্যে সমস্ত তথ্য নিয়ে মাথা ঘামানো দরকার রানার। তথ্যের ভেতর আরও তথ্য আছে কিনা জানতে হবে ওকে।

একটা গ্রামের ভেতর দিয়ে ছুটছে গাড়ি। রাস্তায় লোকজন কম। সামনে একটা ক্যাথেড্রাল দেখা যাচ্ছে। রাস্তার আরেক পাশে কয়েকটা বার। 'পুরো ব্যাপারটা আরেকবার আমাকে শোনাও মমতাজ,' বলল রানা।

'সবই তো বলেছি তোমাকে,' ম্লান স্বরে জবাব দিল মমতাজ, যেন ফ্রুট কেক সম্পর্কে আলোচনা করার কোন ইচ্ছেই আর নেই তার।

'আর শুধু একবার। প্রস্তাবটা পেয়ে কি অনুভূতি হল তোমার?'

'আমার অনুভূতি ব্যাখ্যা করার আগে স্থান-কাল-পাত্র সম্পর্কে বলা দরকার। আমাদের কারও তখন জন্ম হয়নি, আমাদের মা-বাবারা ছিল উদ্বাস্তু শিবিরে। ইহুদিরা তাদের দেশ দখল করে নিয়েছে, ঘর-বাড়িতে আগুন ধরিয়ে তাদেরকে জড়ো করেছে খোলা আকাশের নিচে। বছরের পর বছর মানবেতর জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে তারা। কিছু তরুণ একজোট হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলে, বেশিরভাগই ইসরায়েলি সৈনিকদের হাতে মারা যায়। কিছু সীমান্ত পেরিয়ে লেবাননে পালায়। আর কিছু লোক ইহুদিদের দালালি শুরু করে, নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে। উদ্বাস্তু শিবিরে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে লোক আসত, তাদের অনেকেই ছিল স্পাই বা ইন্টেলিজেন্স-এর এজেন্ট। তাদের মধ্যে ইসরায়েলের মিত্র সিআইএ ও ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের প্রতিনিধি যেমন ছিল, তেমনি ছিল মিশর, সিরিয়া, লিবিয়া ও বাংলাদেশের চর।

'আমি যতদূর জানি, বাংলাদেশের দু'জন প্রতিনিধি উদ্বাস্তু শিবিরের অসংখ্য শিক্ষিত তরুণ-তরুণীর মধ্যে থেকে দশজনকে বাছাই করে। মাতৃভূমিকে রাহুমুক্ত করার উদ্দেশ্যে, ইহুদিদের বিরুদ্ধে গোপনে কাজ করার প্রস্তাব দেয়া হয় তাদেরকে। প্রস্তাবে বলা হয় শিবির থেকে পালাবে তারা, কিন্তু ইসরায়েল ত্যাগ করবে না। পাঁচটা ছেলে পাঁচটা মেয়েকে বিয়ে করবে, জন্মগতভাবে ইহুদি হিসেবে বসবাস করবে রাজধানীতে, ভুলে যাবে তারা মুসলমান। ওরা সবাই রাজি হয়।

'আমাদের জন্ম হয় আরও অনেক পরে। আমার তেরো বছর বয়েসে

আমি প্রথম জানতে পারি, আমি আসলে ইহুদি নই, মুসলমান। রহস্যটা কাউকে বলতে নিষেধ করা হয় আমাকে। ফিলিস্তিনী মুসলমানদের ওপর নির্যাতনের কথা, তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা শোনানো হয় আমাকে। আমি বুঝতে শিখি, ইহুদিরা আমাদের শত্রু। আমার ভেতর দেশপ্রেম মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। শুধু একা আমার নয়, আমাদের পাঁচজনের বেলাতেই এই একই ঘটনা ঘটেছে, একটু বয়স উনিশ-বিশ হতে পারে।

'আমাকে যখন কাজ করার প্রস্তাব দেয়া হল, তখন আমি মাত্র উনিশে পা দিয়েছি। আমি বোধহয় বয়সের তুলনায় সব ব্যাপারেই একটু এগিয়ে ছিলাম। তবু, প্রথমে ব্যাপারটাকে আমি তেমন গুরুত্বের সঙ্গে নিইনি। মজার একটা ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল। পরে আমি বুঝতে পারি কী বিপজ্জনক একটা কাজেই না জড়িয়ে পড়েছি।'

'প্রস্তাবটা পেয়ে উত্তেজিত হওনি?'

'হইনি মানে! গোটা ব্যাপারটাই তো ছিল অ্যাডভেঞ্চার। ধরো, তোমার বয়স মাত্র উনিশ। তোমার চেয়ে বয়েসে বড়, তবে অসুন্দর নয়, এমন একটা মেয়েকে যদি পটাবার কাজ দেয়া হয় তোমাকে, তুমি উত্তেজিত হবে না?'

জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল রানা, 'সে-সময় তোমার রাজনৈতিক আদর্শ কি ছিল? এ-কথা তো মানো যে মানুষ তার নিরাপত্তার কথাটা আগে ভাবে, সে সাধারণত এমন একটা রাজনৈতিক আদর্শ বেছে নেয় যেটা তার মনে নিরাপত্তাবোধ এনে দিতে পারে।'

'প্রশ্নটা করে ঠিক কি তুমি বোঝাতে চাইছ?' মমতাজের ছিন্নভিন্ন স্নায়ু এবার উন্মোচিত হয়ে পড়ছে।

'উত্তেজনাকর এই অ্যাডভেঞ্চারের প্রস্তাব যখন দেয়া হল, তখন কি তোমার ভেতর যথেষ্ট পরিমাণে রাজনৈতিক সচেতনতা ছিল? তেরো বছর বয়স পর্যন্ত নিজেকে তুমি ইহুদি বলে জেনেছ, জেনেছ ইসরায়েল তোমার দেশ। শুধু তাই নয়, ফিলিস্তিনী মুসলমান, এমনকি দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানকে পরম শত্রু বলে জেনেছ। হঠাৎ বলা হল, তুমি ইহুদি নও; মুসলমানরা নয়, বরং ইহুদিরাই তোমার পরম শত্রু। ব্যাপারটা কি সহজে মেনে নিতে পেরেছিলে?'

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলল মমতাজ। 'একান্তই যদি জানতে চাও। আসলে রাজনীতি সম্পর্কে কোনকালেই আমার কোন উৎসাহ ছিল না। আমার মনে হত, সবাই প্রলাপ বকছে—ডানপন্থী, বামপন্থী, মধ্যপন্থী, সব্বাই। কমিউনিজম বা ক্যাপিটালিজম, কোনটাই আমার মনে কোন প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি। আমেরিকা বা রাশিয়া, দুটোকেই আমার সমান অশুভ বলে মনে হত। আমি মুসলমান, এটা জানার পর ইহুদিদের ঘৃণা করতে শিখলাম, কথাটা এভাবে বলা ঠিক হবে না। তেমনি, ব্যাপারটা জানার আগে মুসলমানদের আমি ঘৃণা করতাম, এ-কথা বললেও ভুল হবে। কুর্শি কি বলত জানো, বলত—ধর্ম ও রাজনীতির ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা নেই।'

'তাই?' কর্নেল কুর্শি করবেটের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বিস্মিত করল

রানাকে। 'কথাটা বলে আসলে সে ঠিক কি বোঝাতে চাইত?'

'সে বলতে চাইত নিজের চেষ্টায় বেঁচে থাকবে তুমি, নিজের পরিশ্রমে খাবে, কাজেই বেছে নেয়ার অধিকারটাও তোমার। কেউ ইহুদি হয়ে জন্মালেই যে তাকে চিরকাল ইহুদিদের স্বার্থে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, এমন কোন কথা নেই। মানুষ বেঁচে থাকে নিজের সুখের জন্যে। তবে, কুর্শি আরও বলত, বেছে নেয়ার পর তুমি বাধা পড়ে গেলে। তার দৃষ্টিতে কমিউনিজম ও ধর্ম, এ-দুটোর মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। দুটোতেই এমন সব আইন ও নিয়ম আছে যা তুমি লঙ্ঘন করতে পারবে না। ভিন্ন পথ অবলম্বনের কোন অবকাশ নেই।'

'কিন্তু তুমি তো তাকে ভিন্ন পথে আনারই চেষ্টা করছিলে, তাই না? তোমার ওপর দায়িত্ব ছিল ফাঁদে ফেলে তাকে দলত্যাগ করতে বাধ্য করা।'

'এক অর্থে তাই।'

'হুম,' গম্ভীর আওয়াজ করল রানা। 'আচ্ছা, আগেও তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?'

আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল মমতাজ। 'তোমাকে তো বলেছি। আমাদের বাড়িতে নিয়মিত আসত সে।'

'তার মানে আগে থেকেই তোমার প্রতি আগ্রহ ছিল তার?'

'যাকে বলে বিশেষ আগ্রহ, তা ছিল না।' এক মুহূর্ত ইতস্তত করল মমতাজ, তারপর নাতিদীর্ঘ একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেলল। কর্নেল কুর্শি করবেট রাজপুত্রের মত দেখতে না হলেও, মেয়েদের আকৃষ্ট করার সমস্ত গুণই তার মধ্যে ছিল। এমনকি বয়সের ব্যবধান অনেক হওয়া সত্ত্বেও, তাকে প্রেমিক হিসেবে কল্পনা করতে উনিশ বছরের সোপিনা পারকার খারাপ লাগেনি। না, প্রথমদর্শনেই তার প্রতি শারীরিক অর্থে আকৃষ্ট হবার মত কিছু ছিল না, তবে এমন একটা কিছু ছিল যে তার সঙ্গ ও সান্নিধ্য ভালই লাগত। তারপর প্রস্তাবটা যখন পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা হল, কুর্শি করবেটকে আগের চেয়ে আকর্ষণীয় বলে মনে হল তার। প্রথমে তার বাবা তাকে বললেন, মা, যারা তোমার মাতৃভূমি দখল করে নিয়েছে, সেই ইসরায়েলি সরকারের বিরুদ্ধে কাজ করতে হবে তোমাকে। তারপর এক লোক এল, নাম বলা হল রাব্বা জাফরান ওরফে জহির আব্বাস। বলা হল, সে-ই তার কন্ট্রোলার। জহির আব্বাস কর্নেল কুর্শি করবেটের চরিত্র সম্পূর্ণ অন্য এক ভাষায় ব্যাখ্যা করল।

'কন্ট্রোলার ব্রিফ করার সময় বলল, "কুর্শি একটা বেজন্মা। প্রয়োজনে এই লোক নিজের মাকেও পিয়ানোর তার গলায় পেঁচিয়ে খুন করতে দ্বিধা করবে না। স্পাই ধরা, স্পাইকে খুন করাই তার পেশা। মাঝে মধ্যে ভুল করে ভালমানুষদেরও মেরে ফেলে সে, কিন্তু সেজন্যে তার কোন অনুশোচনা নেই। আমরা তোমাকে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার প্রস্তাব দিচ্ছি। একটা পুরুষের সঙ্গে একটা প্রাপ্তবয়স্কা নারী যেভাবে ঘনিষ্ঠ হয়। তাকে এমন জাদু করো, সে যেন তোমার ওপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। তার চিন্তা-ভাবনা, তার ভয়, তার গোপন বিষয়, সবকিছু শেয়ার করো।" কিন্তু, রানা...'

'হ্যাঁ, বলো। কিন্তু?'

'আব্বাস যেভাবে কুর্শির চরিত্র ব্যাখ্যা করল, আসলে অতটা খারাপ লোক সে নয়।'

আগেই আভাস পেয়েছে রানা, করবেটের প্রেমের সম্পর্কটা অনেক আগেই শেষ হয়ে গেলেও, এমনকি প্রেমটা মেকি হওয়া সত্ত্বেও,' সে-সব দিনের কথা ভুলতে পারেনি মমতাজ। নাকি সম্পর্কটা মেকি ছিল না? মমতাজ কি সত্যি সত্যি কর্নেল করবেটের প্রেমে পড়ে যায়? কিন্তু মমতাজ যাই বলুক, কর্নেল করবেটের মত কুখ্যাত একটা লোক সম্পর্কে সেন্টিমেন্টাল হওয়ার সময় বা ইচ্ছে, কোনটাই নেই রানার। ও বলল, 'লোকটা আসলেও বেজন্মা, মমতাজ। বলো, তোমার দৃষ্টিতে অতটা খারাপ লাগেনি।'

'না!' প্রায় চিৎকার করে উঠল মমতাজ। 'আমার রিপোর্ট পড়ো! ওতে সব লেখা আছে। কুর্শি অদ্ভুত টাইপের একজন মানুষ, কিন্তু তার সম্পর্কে যে-সব গল্প শোনা যায় তার বেশিরভাগই সত্যি নয়।'

'অতটা খারাপ লোক নয় বলেই কি তোমার আর তোমার বন্ধুদের জিভ কাটার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে?' রানার গলায় ব্যঙ্গ। 'কি, জবাব দাও!'

চুপ করে থাকল মমতাজ, সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। চট করে তার দিকে একবার তাকাল রানা। কসম খেয়ে বলতে পারে ও, তার চোখে পানি দেখতে পেয়েছে।

'তারপর কি হল বলো,' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তারপর মানে?' বিড়বিড় করল মমতাজ।

'সরাসরি গেঁথে ফেললে তাকে? ছলাকলার আশ্রয় নিয়ে নিজের দিকে টানলে, নেচে-গেয়ে মুগ্ধ করলে, তারপর তাকে নিয়ে বিছানায় উঠলে। বালিশে মাথা রেখে যে-সব আলাপ হল, সব বলে দিলে জহির আব্বাসকে।'

'তোমাকে একবার বলেছি, রানা!' আবার প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মমতাজ। 'আর কতবার! হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আমি তাকে গাঁথি। আমি এমনকি তাকে ভালবাসতেও শুরু করি। কি করব, তার সঙ্গ আমার ভাল লাগত যে! বললে কেউ বিশ্বাস করবে না, তার মত বিবেচক, ভদ্র-নরম মানুষ জীবনে আমি কমই দেখেছি। তার আদর আমি ভুলতে পারি না! আমাকে সে অসম্ভব ভালবাসত!'

'তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ো তুমি...কিন্তু তা হবার তো কথা ছিল না। তুমি জানতে সে তোমার শত্রু, তাই না?'

'কিন্তু শত্রু বন্ধু হয়ে উঠতে পারে, যদি তার সঙ্গে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি দিন ঘনিষ্ঠভাবে থাকতে হয়।'

'তারমানে, সে যে ফেঁসে গেছে, তার যে ইসরায়েল ত্যাগ করে তোমার সঙ্গে অন্য কোথাও চলে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই, এ-কথা তাকে বলতে বেশি সময় নিয়ে ফেল তুমি?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। কিন্তু এক কথা কতবার তোমাকে বলতে হবে?

আব্বাসকে আমি বারবার জানাই, কুর্শিকে এবার জালে আটকে ডাঙায় তোলার সময় হয়েছে। ওহ্, গড!' মমতাজ এবার সত্যি সত্যি কেঁদে ফেলবে বলে মনে হল। 'কিন্তু আব্বাস আমাকে আরও ধৈর্য ধরতে বলে, আরও অপেক্ষা করতে বলে। তারপর আমার জেদে রাজি হয় সে—সব কথা খুলে বলার অনুমতি পাই আমি।'

রাস্তার দিকে মনোযোগ দিল রানা। 'তারপর কি ঘটল? কর্নেল করবেটকে তুমি সব কথা খুলে বললে। তারপর?'

বড় করে শ্বাস টানল মমতাজ, কথা বলার জন্যে মুখ খুলল। ওদের গাড়ি বাঁক ঘুরছে, সামনে লম্বা ফিতের মত বিস্তৃত রাস্তা, দু'পাশে ঘন ঝোপ-ঝাড়। মিক অলড্রিজ, ওদের কাছ থেকে এক শো গজ পিছনে, হেডলাইটের সাহায্যে সঙ্কেত দিল। ড্রাইভিঙ মিররে রানা দেখল, দুটো গাড়ি এত দ্রুত ভলভোর দু'পাশে চলে আসছে যে রাস্তার পুরোটা প্রস্থ জরাট হয়ে গেছে। যদিও এ-রাস্তায় অনেক বছর হল আসেনি রানা, তবু অদ্ভুত একটা অনুভূতি হল ওর, যেন এই মুহূর্তে যা ঘটতে যাচ্ছে তা ওর জীবনে আগেও একবার ঘটে গেছে। মনের পর্দায় একটা দুর্ঘটনার ছবি দেখতে পেল ও। নীল আলো নেড়ে পুলিস ওদেরকে থামার নির্দেশ দিচ্ছে। এমনকি সামনে কি আছে তা দেখার আগেই তলপেটে ভয়ের একটা শিরশিরে অনুভূতি হল, টান পড়ল পেশীতে। পিছনে এরইমধ্যে শুরু হয়ে গেছে সংঘর্ষ। দু'পাশের গাড়ি দুটো আক্ষরিক অর্থেই চড়াও হতে শুরু করেছে ভলভোর ওপর।

তারপর মোড় ঘোরা শেষ করল রানা। সামনে পড়ে আছে সরলরেখার মত রাস্তা। যা আশঙ্কা করেছিল তাই দেখতে পেল, রাস্তার ওপর রাজ্যের আবর্জনা পড়ে আছে, কাঠের পায়ার ওপর নোটিস বোর্ড, নীল আলো। চিৎকার করে মমতাজকে শক্ত হতে বলল রানা। সামনে পুলিসের একটা গাড়ি ও অ্যাম্বুলেন্স ছাড়াও রয়েছে মেটে রঙা একটা সেলুনের ধ্বংসাবশেষ—হতে পারে ওটা একটা কর্টিনা; রাস্তা থেকে দূরে, ঝোপের ভেতর কাত হয়ে রয়েছে গাঢ় নীল অডিটা। আর রাস্তার ঠিক মাঝখানে রয়েছে প্রকাণ্ড এক দৈত্য, ঘাতক ট্রাক।

ঘাতক ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে রাজি নয় রানা। বাঁ পা দিয়ে ব্রেক কষে গাড়িটাকে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে নিতে চেষ্টা করল ও, যদিও জানে বিধ্বস্ত ভলভো ওর পিছনের রাস্তা ইতিমধ্যেই ব্লক করে ফেলেছে—অবশ্য মিক অলড্রিজ যদি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয় তাহলে আলাদা কথা।

আতঙ্কে চিৎকার শুরু করল মমতাজ। একদিকে অসম্ভব কাত হয়ে গেল গাড়ি, সেই সঙ্গে ঘুরে যাচ্ছে, রানা নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করলেও বেড়ে যাচ্ছে স্পীড। ব্যাপারটা অনেক দেরিতে বুঝতে পারল ও—রাস্তা পিচ্ছিল হয়ে আছে, ভেসে যাচ্ছে তেলে।

সংঘর্ষের দৃশ্যটা অবিশ্বাস্য দ্রুতবেগে কাছে সরে আসছে। হুইলের সঙ্গে যেন যুদ্ধ করছে রানা, অনুভব করল গাড়ির পিছনটা বড় তাড়াতাড়ি ঘুরে যাচ্ছে, নিঃসন্দেহে বুঝতে পারল সংঘর্ষ এড়াবার কোন উপায় নেই। তারপর

কিভাবে কি হল বলতে পারবে না ও। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল শরীরটা, কর্কশ ধাতব শব্দে মনে হল কানের পর্দা ছিঁড়ে যাবে। তারপর সব স্থির।

রিফ্লেক্স অ্যাকশন, কিছু না ভেবেই পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল রানা। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। হ্যাঁচকা টানে খোলা হল গাড়ির দরজা। পুলিসের ইউনিফর্ম পরা দু'জন লোক ভেতর থেকে টেনে বের করল রানা ও মমতাজকে। দু'জনের হাতই পিছমোড়া করে ধরা হয়েছে, বাধার চোখে সর্ষে ফুল দেখার অবস্থা। আচ্ছন্নবোধ করছে রানা, ভাবছে ওর পিস্তলটা গেল কোথায়। যদিও সচেতনভাবে নয়, বাধা দেয়ার চেষ্টা করল ও। বুঝতে পারল, ওদেরকে অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হচ্ছে। ভেতরে ঢোকার পর অস্পষ্টভাবে চারজন লোককে দেখল ও। যেন ওদেরকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যেই অপেক্ষা করছিল।

অ্যাম্বুলেন্সের লোক, অথচ ওরা কে কোথায় আঘাত পেয়েছে সে-ব্যাপারে কোন আগ্রহই দেখাল না। মমতাজ ইতিমধ্যে চিৎকারের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়ায় রানার মনে হল, লাশেরও ঘুম ভেঙে যাবে। এক লোক মেয়েটার ঘাড়ের পাশে হাতের কিনারা দিয়ে কোপ মারল, চুপ হয়ে গেল মমতাজ। জ্ঞান হারাল কিনা বোঝা গেল না, তবে তার অসাড় দেহটা নেতিয়ে পড়ল সিটের ওপর। সে-ও পড়ল, অ্যাম্বুলেন্সের দরজাও বন্ধ হল। এক সেকেণ্ড পর চলতে শুরু করল সেটা।

সিট থেকে মমতাজ পড়ে যাচ্ছে দেখে এক লোক ধরে ফেলল তাকে, তুলে শুইয়ে দিল একটা স্ট্রেচার-বেডে।

অ্যাম্বুলেন্সের সামনে থেকে এল পাঁচ নম্বর লোকটা। প্রচুর জায়গা ভেতরে, এত লোক থাকা সত্ত্বেও ভিড় বলে মনে হল না। রানা ধারণা করল, এটা সম্ভবত এক সময় সামরিক যান ছিল, অ্যাম্বুলেন্সে রূপান্তরিত করা হয়েছে। স্পীড বেড়ে গেল, বাইরে ওঁয়া-ওঁয়া শব্দে সাইরেন বাজছে। আওয়াজটাকে ছাপিয়ে শোনা গেল পঞ্চম ব্যক্তির ভারি কণ্ঠস্বর।

'মি. রানা, আই বিলিভ? অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, ছোটখাট একটা দুর্ঘটনা ঘটায় অকুস্থল থেকে তাড়াহুড়ো করে আপনাদের সরিয়ে আনতে বাধ্য হয়েছি আমরা। আপনার যদি কোনও অসুবিধে হয়ে থাকে, সেজন্যে সত্যি আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। কিন্তু সবার নিরাপত্তার জন্যে ব্যাপারটা জরুরি ছিল। আপনি বুঝবেন, আমি নিশ্চিত। দয়া করে শুধু যদি চুপচাপ বসে থাকেন, আপনার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না আমাদের। ধন্যবাদ, মি. রানা।'

মমতাজের কথাই ঠিক। মানুষ হিসেবে কর্নেল কুর্শি করবেট সত্যি অতটা খারাপ নয়। এমন কি হুমকি দেয়ার সময়ও ভদ্রতা দেখাতে কার্পণ্য করে না।

আট

দ্রুত হল অ্যাম্বুলেন্স, ঝাঁকি খেল, কমে এল গতি, আবার দ্রুত হল, তারপর তীর বেগে ছুটল। রানা ধারণা করল, মেইন রোড ছেড়ে এসেছে ওরা, ফিরে যাচ্ছে ডাবলিনের দিকে। কিন্তু নিশ্চিতভাবে কিছু বলা মুশকিল। অ্যাম্বুলেন্সের জানালায় রঙিন কাঁচ, দৃষ্টি চলে না। ড্রাইভিং সিটের ঠিক পিছনে একটা স্ক্রীন রয়েছে, ড্রাইভার বা তার সামনের উইণ্ডশিল্ড থেকে আলাদা করে রেখেছে ওদেরকে। এমন হতে পারে পাহাড়ী পথ বেয়ে উইকলো-র দিকে যাচ্ছে ওরা। তা না হলে গাড়ি খানিক পর পর এরকম ঝাঁকি খাবে কেন?

মমতাজের দিকে তাকাল রানা। ট্রেচারে শুয়ে আছে সে। নড়ছে না। আশা করল মাথা লাগেনি, শুধু জ্ঞান হারিয়েছে। কে জানে কতটা জোরে আঘাত করা হয়েছে তার ঘাড়ে, সিরিয়াস কোন ক্ষতি না হলেই হয়।

'ওর জন্যে উদ্বিগ্ন হবেন না, মি. রানা। আপনার বান্ধবী ভাল আছে। আমার লোকদের খুন করতে নিষেধ করা আছে, শুধু অজ্ঞান করার অনুমতি দিয়েছি আমি।'

কাছ থেকে কর্নেল করবেটকে আরও বেশি জাঁদরেল অফিসার বলে মনে হয়। রাশভারি চেহারা, শক্ত-সমর্থ সামরিক কাঠামো মনে দারুণ ছাপ ফেলে। রানার উদ্বিগ্ন দৃষ্টি লক্ষ করে যেভাবে দ্রুত সাড়া দিল, বুঝতে অসুবিধে হয় না যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী সে, সচেতন সতর্কতা তার একটা বৈশিষ্ট্য।

'আপনি বলতে চাইছেন, ওদের ট্রেনিং এতই ভাল যে নিশ্চিতভাবে জানে কত জোরে মারলে মারা যাবে বা শুধু অজ্ঞান হবে, তাই কি?' কথার শেষে আরেকটু হলে কর্নেলের নামটাও উচ্চারণ করতে যাচ্ছিল রানা, শেষ মুহূর্তে সামলে নিল নিজেকে।

'অবশ্যই, মি. রানা। ওদের ট্রেনিঙে কোন খুঁত নেই।'

কর্নেল করবেটের ইংরেজি ত্রুটিহীন, তবে সজাগ কানে ধরা পড়ে যাবে বাচনভঙ্গিটা বড় বেশি নিখুঁত। তার আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও কেতাদুরস্ত আচরণ বিস্মিত করল রানাকে, তবু এ-সব তার বিপুল ক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাসের ভাবটুকু আড়াল করতে পারেনি। কর্নেল করবেট এমন একজন মানুষ, যে ধরেই নিয়েছে তার নির্দেশ মেনে নেয়া হবে, পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ থাকবে সব সময় তার নিজের হাতে। আগে দু'বার দেখে যতটুকু মনে হয়েছিল তারচেয়ে সামান্য একটু বেশি লম্বা সে। বাদামী সুটে ঢাকা পড়ে থাকলেও, বুঝতে অসুবিধে হয় না শরীরটা তার পেশীবহুল। স্বাভাবিক নড়াচড়ার মধ্যেও অস্বাভাবিক একটা ক্ষিপ্রতা রানার দৃষ্টি এড়াল না।

কঠিন দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল সে, কালো ও গোল চোখে ক্ষীণ কৌতুকের একটু ভাব যেন ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। তারপর, ধীরে ধীরে

ঠোঁটের কোণে হাসির সামান্য রেখা ফুটল। রানা বিস্মিত হয়ে লক্ষ করল, হাসিটার মধ্যে ব্যঙ্গ বা শ্লেষ নয়, রয়েছে আমোদের একটা ভাব।

'জিজ্ঞেস করতে পারি, গোটা ব্যাপারটা কি নিয়ে?' অ্যাম্বুলেন্স সশব্দে ঝাঁকি খাচ্ছে, তার সঙ্গে যোগ হয়েছে এঞ্জিনের আওয়াজ, কথা বলার সময় গলা চড়াতে হল রানাকে। হয় ড্রাইভার এ-ধরনের গাড়ি চালাতে অভ্যস্ত নয়, নয়ত আঁকাবাঁকা কোন পাহাড়ী পথ ধরে ছুটছে ওরা।

ঠোঁটের কোণ সামান্য একটু প্রসারিত হল কর্নেল করবেটের, গলার ভেতর থেকে ভরাট যে আওয়াজটা বেরিয়ে এল, তা শুধু পরিতৃপ্ত একজন সুখী মানুষের হাসির সঙ্গেই তুলনা করা যেতে পারে। 'আরে ভাই, মাসুদ রানা, কেন শুধু শুধু ভান করছ। কেন, কি, সবই তোমার জানা আছে।'

'তোমার তাই ধারণা?' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'কিন্তু আমি শুধু জানি, আমার এক বান্ধবীকে লিফট দিচ্ছিলাম, তারপর হঠাৎ দেখলাম আমাদেরকে কিডন্যাপ করা হয়েছে।' এক মুহূর্ত বিরতি নিল ও, তারপর চেহারায় কৃত্রিম হতভম্ব ভাব ফুটিয়ে তুলে যোগ করল, 'এবং কী আশ্চর্য, তুমি দেখছি আমার নামও জান! হাউ দ্য হেল ডু ইউ নো মাই নেম, এনিওয়ে?'

এবার পুরোদমে হেসে উঠল কর্নেল করবেট। 'রানা, মাই ডিয়ার গুড ফেলো। প্লীজ, প্লীজ—আমাকে বোকা বানাবার চেষ্টা কোরো না!' মাথা ঝাঁকিয়ে মমতাজকে দেখাল সে। 'তুমি জান তোমার এই বান্ধবীটি কে, কি কাণ্ড করেছে সে? জানি তুমি মাথা নাড়বে। কিন্তু আমার সন্দেহ, ওর পরিচয় ও কীর্তিকলাপ, আমার পরিচয় ও কাণ্ডকারখানা, সবই তুমি জান—অন্তত আংশিক হলেও জান। জানবে না কেন, আমার ফাইল অনেক বিদেশী এজেন্সিতেই আছে। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের হেডকোয়ার্টারে আমার ডোশিয়ে না থেকেই পারে না। তেমনি, আমার অফিসে তোমার ডোশিয়েও না থেকে পারে না। শুধু তাই নয়, অপারেশন ফ্রুট কেক সম্পর্কেও সব কথা জান তুমি। বর্তমানে ফ্রুট কেক অপারেশনে অংশগ্রহণকারীদের যে নির্মম শাস্তি দেয়া হচ্ছে, সে-সম্পর্কেও বিস্তারিত জান।'

'ফ্রুট কেক?' তাজ্জব হবার ভান করল রানা। মনে মনে নিজের পিঠ চাপড়ে দিল, বিস্ময়ে বিহ্বল হবার অভিনয়টা দারুণ হয়েছে।

'অপারেশন ফ্রুট কেক।'

'ফ্রুট কেক অত্যন্ত রিচ ফুড, ও জিনিস আমি অনেক দিন হলো খাই না। কি বললে? অপারেশন ক্রীম কেক? নাকি ফ্রুট কেক?' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'ফ্রুট হোক আর ক্রীম, এ-ধরনের অপারেশনের কথা জীবনে কখনও শুনিনি আমি। কি? অপারেশন? ফ্রুট কেক অপারেশন?' আবার একদিকের কাঁধ উঁচু করল ও, মাথা নাড়ল হতাশ ভঙ্গিতে। 'কোথাও নিশ্চয়ই কোন ভুল হয়েছে।' চেহারায় ও ভাষায় রাগ আনার জন্যে একটু সময় নিচ্ছে ও। 'সত্যি অবাক কাণ্ড! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি শুধু জানি, মমতাজ আমাকে লিফট দিতে বলল...'

কর্নেল করবেটের ঠোঁটে তিরস্কার মাখা হাসি। 'কখন? কাল রাতে, ওর

বিভটি পারলারে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটার পর?'

'অপ্রীতিকর ঘটনা? মানে?' আবার আকাশ থেকে পড়ার ভান করল রানা।

'তুমি বলতে চেষ্টা করছ, কাল রাতে, লণ্ডনে, ভুল নির্দেশ পাওয়া একদল গুণ্ডা যখন ওকে খুন করার চেষ্টা করে, তখন ওর সাথে যে লোকটা ছিল সে তুমি নও? গাড়ি চালিয়ে ওকে এয়ারপোর্টে নিয়ে আসে যে-লোক, সে-ও তুমি নও?' কর্নেল করবেটের হাসিতে সামান্য হলেও অনিশ্চিত একটা ভাব দেখা গেল।

'কী আশ্চর্য! ওর সাথে হিথ্রোর ডিপারচার লাউঞ্জে হঠাৎ দেখা হল আমার, বিলিভ ইট অর নট।' কর্নেলের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আছে রানা। 'এর আগে আর মাত্র একবার ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার। শোনো, ব্যাপারটা আসলে কি খুলে বল তো আমাকে। তোমরা রোড ব্লক করলে কেন? তোমরা কি আইআরএ. টেরোরিস্ট গ্রুপ?'

মন্দ নয়, চালিয়ে যাও, নিজেকে উৎসাহ দিল রানা। অস্বীকার ও প্রতিবাদে লাভ হল, সময় পাওয়া যাচ্ছে। মমতাজ এখনও জ্ঞান ফিরে পায়নি। ওর কাছাকাছি বসে রয়েছে কর্নেল করবেট। স্ক্রীনের ওদিকে রয়েছে দু'জন লোক, বাকি দু'জন পিছনের দরজার কাছাকাছি। সবাই শক্ত করে হাতল ধরে আছে, পাহাড়ী পথের ঝাঁকি সামলানর জন্যে। এতগুলো লোকের সঙ্গে একা পারবে না ও। বিশেষ করে নিরস্ত্র অবস্থায়। পালাবারও কোন সুযোগ দেখা যাচ্ছে না। কিছুই না বোঝার ভান করে খানিকটা সময় পাওয়া যাচ্ছে বটে, কিন্তু বেশিক্ষণ অভিনয় করলে হিতে বিপরীতও ঘটতে পারে।

'তুমি কে তা যদি না জানতাম, কিংবা তোমাকে যদি সতর্কতা অবলম্বন করতে না দেখতাম, তাহলে হয়ত সন্দেহ হত সত্যি ভুল কোন লোককে ধরে আনলাম কিনা।' আবার হাসছে কর্নেল করবেট। 'কিন্তু সেট-আপ, তারপর তুমি যে অস্ত্রটা সঙ্গে রেখেছিলে...' উপসংহারটা উহ্য রাখল।

'তোমার সেট-আপটা কি শুনি?' নিরীহ ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল রানা।

'এ-ধরনের পরিস্থিতিতে তুমিও ঠিক এই আয়োজনই করতে, আমার অন্তত তাই ধারণা। আমাদের একটা ব্যাক-আপ টিম ছিল, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলাম রেডিওর সাহায্যে। তারাই নজর রাখছিল তোমাদের ওপর। আমরা, আলাদা একটা টিম, সামনে চলে আসি। রাস্তার অপর মাথার দিকে, এক মাইল দূরে, একটা ব্যারিকেড খাড়া করি। তারপর তোমরা যখন আমাদের জোন-এ ঢুকে পড়লে, তোমাদের পিছনের রাস্তাটা বন্ধ করে দিলাম। পানির মত সহজ।'

রানা উপলব্ধি করল, হেঁয়ালির আশ্রয় নিয়ে আর কোন লাভ নেই। 'এসব কৌশল তুমি জেরুজালেমের মালিক স্ট্রীটের ট্রেনিং সেন্টার থেকে শিখেছ, তাই না, কর্নেল কুর্শি করবেট? ভুল হলে শুধরে দিয়ো—কর্তব্যে ভুলচুক করলে ওখানেই তো টরচার করা হয় তোমাদের, ঠিক? শুনেছি, তোমাদের মধ্যে যারা বেঈমানী করে, তাদেরকে ওখানে জ্যান্ত পোড়ানো হয়, ধীরে

ধীরে—সত্যি নাকি? তেল আবিবে তোমাদের আরও একটা ট্রেনিং সেন্টার আছে, এন হেরেন স্ট্রীটে, ঠাট্টা করে ওটাকে তোমরা অ্যাকুয়ারিয়াম বল—নাকি ওখানে শিখেছ কৌশলটা?'

'তাহলে রানা, আমাদের সম্পর্কে জান তুমি। তোমার নলেজ সত্যি বিস্ময়কর, এমনকি আমাদের মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের ট্রেনিং সেন্টারের হদিসও তোমার অজানা নয়। দেখা যাচ্ছে আমাকেও তুমি ভাল করে চেন। সত্যি নিজেকে নিয়ে গর্ববোধ করছি আমি। তোমার মত নামকরা লোক আমার নাম জানে। খুশিও লাগছে, রানা—তোমার ব্যাপারে আমার ভুল হয়নি।'

'জানব না কেন, অবশ্যই জানি! নির্দিষ্ট কিছু বই পড়ার কষ্টটুকু স্বীকার করলে এ-সব তথ্য যে-কোন লোক জানতে পারবে। এসপিওনাজ জগতের কোন কৌশলই আজকাল আর গোপন রাখা যাচ্ছে না। শ্যারিং ক্রস রোডে গিয়ে তোমাকে শুধু নির্দিষ্ট বইয়ের দোকানটি খুঁজে নিতে হবে, ব্যস, সবই জানা হয়ে যাবে তোমার—প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, বৈশিষ্ট্য, এজেন্টদের বর্ণনা। দরকার শুধু একটু পড়াশোনা।'

'এ তোমার বিনয়। শুধু বই পড়ে পণ্ডিত হওয়া যেতে পারে, কিন্তু তোমার মত এত দূর আসা সম্ভব নয়। সে যাক, বলো দেখি, আমাদের সম্পর্কে আর কি লেখা হয়েছে বইগুলোয়?'

'তোমরা, ইসরায়েলি মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স, নেপথ্যে থেকে কাজ করতে পছন্দ কর, গৌরবের অধিকারী হতে দাও মোসাডকে। নিজেদেরকে এভাবে আড়াল করার চেষ্টা করে অবশ্য লাভ হয়নি, কারণ আমরা জেনে ফেলেছি মোসাডের চেয়ে অনেক বেশি ফ্যানাটিক তোমরা, অসম্ভব গোপনতাপ্রিয়, কাজেই সেই পরিমাণে বিপজ্জনকও।'

কর্নেল করবেটের মুখে একজন সুখী মানুষের পরিতৃপ্ত হাসি। 'হ্যাঁ, বিপজ্জনক, খুবই বিপজ্জনক। গুড, আমরা কে কোথায় দাঁড়িয়ে আছি এটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়ায় আমি খুশি। তোমার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হবার আশায় দীর্ঘকাল ধরে অপেক্ষা করছিলাম আমি, রানা। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তিনি আমার মনের সাধ পূরণ করেছেন। তাহলে তুমিই, সম্ভবত, গোড়ায় গলদ বহুল ক্রুট কেক অপারেশনের জনক?'

'এই তো ফের তুমি আমাকে ধাঁধার মধ্যে ফেলে দিলে, কর্নেল করবেট। এ-ধরনের কোন অপারেশন সম্পর্কে কিছুই আমি জানি না।'

অ্যাম্বুলেন্সের সামনে থেকে ড্রাইভার বা তার পাশের লোকটা চিৎকার করল। সে থামতেই কর্নেল করবেট প্রায় ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বলল, 'এখন যা ঘটবে, সেজন্যে সত্যি আমি দুঃখিত। আশা করি তুমি বাধা দিতে চেষ্টা করে শুধু শুধু নিজের বিপদ ডেকে আনবে না।'

'আমার বোধহয় জিজ্ঞেস করা উচিত নয়, কি ঘটবে?' নির্লিপ্ত প্রশ্ন রানার।

'না, কেন, এর মধ্যে গোপনীয় কিছু নেই তো,' হাসল কর্নেল করবেট।

'তোমাদের নীরবতা নিশ্চিত করার জন্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেব আমরা। কথা দিচ্ছি, খুব বেশি হলে পিঁপড়ে কামড়াবার মত একটু ব্যথা পাবে, তার বেশি নয়।'

ইঞ্জেকশন দেবে নাকি? ভাবল রানা। ইঞ্জেকশন দিয়ে মেরে ফেলবে? বোধহয় না। অন্তত মমতাজকে ইনজেকশন দিয়ে মারবে না। যারা জিম্মি হয়েছে তাদের তালিকায় মমতাজের নাম আছে।

'চিন্তা কোরো না,' যেন রানার চিন্তা-ভাবনা বুঝতে পেরেই আশ্বস্ত করল কর্নেল করবেট। 'তোমাকে আমি দুশ্চিন্তা করতে নিষেধ করছি।'

'অসৎ লোকের সান্নিধ্যে সব সময় অস্বস্তিবোধ করি আমি।'

কর্নেল করবেট কথা না বলে মুচকি হাসল শুধু। অ্যাম্বুলেন্সের গতি কমে এল। ঘন ঘন ঝাঁকি খাচ্ছে। লম্বা গাড়িটা বাম দিকে এত বেশি কাত হয়ে গেল যে হাতল ধরে প্রায় ঝুলে পড়তে বাধ্য হল আরোহীরা। আরও কয়েকটা ছোটখাট ঝাঁকি খেয়ে এক সময় দাঁড়িয়ে পড়ল অ্যাম্বুলেন্স। গাড়ির সামনের অংশ থেকে ক্যাব-এর দরজা খোলার ও বন্ধ হওয়ার আওয়াজ ভেসে এল। কয়েক সেকেণ্ড পর খুলে গেল পিছনের দরজা। ভেতরে উঁকি দিল, অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভারের ইউনিফর্ম পরা এক লোক। 'এখনও ওরা এসে পৌঁছায়নি, স্যার,' হিব্রু ভাষায় বলল সে।

শান্ত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল কর্নেল করবেট, বলল, 'অপেক্ষা করো, চারদিকে নজর রাখো।'

ঘাড়টা বাঁকা করে পিছন দিকে তাকাল রানা, বাইরে কিছু দেখতে পাবার আশায়। পাথুরে ঢাল চোখে পড়ল, নিচে সারি সারি গাছের পাঁচিল। সম্ভবত ওর ধারণাই ঠিক, উইকলো-র পাহাড়ী এলাকায় আনা হয়েছে ওদেরকে।

চেইন টানার তীক্ষ্ণ আওয়াজে ঝট করে ঘাড় ফেরাল রানা। দেখল মাঝখানের স্ক্রীনটা একপাশে সরিয়ে দিয়েছে কর্নেল করবেট। সামনে বসা এক লোককে বলল সে, 'মেয়েটার ব্যবস্থা কর।'

রানা দেখল, পায়ের কাছ থেকে একটা ব্রিফকেস তুলে কোলের ওপর রাখল লোকটা। রানা যে দেখছে, কর্নেল করবেট তা লক্ষ করছে। ব্রিফকেস খোলা হল, একটা হাইপডারমিক সিরিঞ্জে তরল ড্রাগ ভরা হচ্ছে। আবার প্রশ্ন জাগল রানার মনে, জিনিসটা মারাত্মক কোন বিষ নয় তো?

নিঃশব্দে, কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে, লোকটার দিকে এগোবার চেষ্টা করল রানা। কিন্তু তার সহকারী, পাশে বসা ড্রাইভার, ঘাড় ফিরিয়ে এদিকেই তাকিয়েছিল। আড়াল করা হাতটা বের করল সে, হাতে ধরা অটোমেটিক পিস্তলটা সরাসরি তাক করল রানার দিকে। কর্নেল করবেট একটা হাত তুলল, একই সঙ্গে যেন রানাকে রক্ষা ও বাধা দিতে চাইছে।

'তোমাকে না আমি দুশ্চিন্তা করতে নিষেধ করলাম,' বলল কর্নেল। 'মেয়েটার কোন ক্ষতি করা হবে না। তবে কিছুক্ষণ ওকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা দরকার। সামনে আমাদের লম্বা পথ, আমি চাই না ওর জ্ঞান ফিরে আসুক।'

'লম্বা পথ মানে?'

রানার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে, যেন ওর কথা শুনতেই পায়নি সে, বলে চলেছে কর্নেল করবেট, 'তুমি, বন্ধু রানা, গাড়ির পিছনে মেঝেতে শুয়ে থাকবে। যে-কোন মুহূর্তে পৌঁছে যাবে ওটা। তোমাকে কিন্তু মুখ ঢেকে রাখতে হবে, কেমন? কথা শুনলে কেউ তোমার কোন ক্ষতি করবে না।' হাসল সে। 'অন্তত এখুনি নয়।'

সামান্য নড়ে উঠল মমতাজ, গলা থেকে গোঙানির আওয়াজ বেরিয়ে এল, যেন তার জ্ঞান ফিরে আসছে। সিরিঞ্জ হাতে এগিয়ে এল লোকটা, ইঞ্জেকশন দেয়ার প্রস্তুতি নিল শান্তভাবে। তার ভাবভঙ্গি দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না কাজটায় সে সিদ্ধহস্ত। মমতাজের নগ্ন বাহুতে সুই ঢোকাল, একটুও কাঁপল না হাত।

'তাহলে, বন্ধু রানা, তুমি বলছ ক্রুট কেক অপারেশন সম্পর্কে কিছুই তোমার জানা নেই?' জিজ্ঞেস করল কর্নেল করবেট।

মাথা নাড়ল রানা।

'এবং বোধহয়,' বলে চলেছে কর্নেল, 'সোপিনা পারকা নামটাও কখনও তুমি শোননি?'

'সোপিনা পারকা,' পুনরাবৃত্তি করল রানা, তারপর স্মরণ করার ভান করল। 'না।'

'তবে শাকিলা মমতাজকে তুমি চেন।'

'হিথ্রোর ডিপারচার লাউঞ্জে দেখা হয় আমাদের। এর আগে মাত্র একবার।'

'এর আগে, কোথায়?'

'একটা পার্টিতে। কয়েকজন ফ্রেণ্ড পরিচয় করিয়ে দেয়।'

'ফ্রেণ্ড মানে কি প্রফেশন্যাল ফ্রেণ্ড? আমি যতটুকু জানি, বিসিআই নিজেদেরই অন্য এজেন্টদের কথা উল্লেখ করার সময় 'ফ্রেণ্ড' শব্দটা ব্যবহার করে।'

'সাধারণ ফ্রেণ্ড। আমার পরিচিত এক দম্পতি—ব্র্যাডি ও মারিয়া মোরান।' হ্যাম্পসটেড-এর একটা ঠিকানা দিল রানা, জানে ওর কথার সত্যতা যাচাই করার চেষ্টা করা হলে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যাবে। ব্র্যাডি ও মারিয়া আসলে বিসিআই-এর অ্যাকটিভ অ্যালিবাই কাপল। প্রশ্ন করা হলে, যেভাবেই হোক, রানা বা মমতাজকে তারা চিনুক বা না চিনুক, উত্তর দেবে, 'হ্যাঁ, কিন্তু মমতাজ ভাল আছে তো?' অথবা, 'অবশ্যই, রানা আমাদের পুরানো বন্ধু।' বিসিআই-এর একটা তদন্ত টিমও আছে, কার তরফ থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে জানার জন্যে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তারা। শুধু এই কাজেই ট্রেনিং দেয়া হয়েছে তাদেরকে।

'তাহলে তোমার বক্তব্য, সোপিনা পারকা এবং তাজমহল বিউটি পারলারের শাকিলা মমতাজ একই মেয়ে কিনা জান না তুমি?' জিজ্ঞেস করল কর্নেল করবেট।

'সোপিনা পারকা নামে কাউকে আমি চিনি না।'

'সোপিনাকে চেন না, ক্রুট কেক অপারেশনের নাম শোননি।' কর্নেলের মুখে হাসিটা অম্লান। 'তোমার কাজ অস্বীকার করা, তুমি তাই করছ। আমার কাজ অবিশ্বাস করা, আমিও তাই করছি। বিশ্বাস করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, রানা।'

'প্লীজ ইওরসেলফ।' রানা নির্লিপ্ত।

'সোপিনা পারকাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলে তুমি, যাকে তুমি পাকিজা মমতাজ বলে চেন?'

'এনিসকোর্থি-তে।'

'কেন সে এনিসকোর্থি-তে যেতে চাইবে?' মাথা নাড়ল কর্নেল করবেট, যেন বিস্ময় ও অবিশ্বাসের মাত্রা আরও বাড়ল তার। 'ঠিক আছে, ওখানেই যাচ্ছিলে, কিন্তু ওখানে গেলে কি তাকে তুমি সাহায্য করার সুযোগ পেতে?'

'আমরা স্রেফ পরস্পরকে দেখে চিনতে পারি এয়ারপোর্টে। প্লেনে পাশাপাশি বসি। ওকে জানাই আমি ওয়াটারফোর্ডে যাচ্ছি। ও জানতে চায় আমি একটা লিফট দিতে পারব কিনা।'

'ওয়াটারফোর্ডে কেন তুমি যাচ্ছিলে?'

'গ্লাস কিনতে, আবার কেন! ওয়াটারফোর্ডে আর কি কারণে যায় মানুষ? ওয়াটারফোর্ড ক্রিস্টাল আমার খুব প্রিয়।'

'অবশ্যই প্রিয়। বিশেষ করে ওগুলো যখন লণ্ডনে প্রচুর পাওয়া যায়, কেনার জন্যে তোমাকে তো ওয়াটারফোর্ডে যেতেই হবে।' ব্যঙ্গ করল কর্নেল করবেট।

'আমি ছুটিতে আছি কর্নেল কুর্শি করবেট। আবার বলছি, সোপিনা পারকা নামে কাউকে আমি চিনি না, ক্রুট কেক নামে কোন অপারেশনের কথাও আগে কখনও শুনিনি।'

'দেখা যাবে, সময় হলে দেখা যাবে,' নরম সুরে বলল কর্নেল করবেট। 'তবে, শুধু ধোঁয়াটে ভাবটা দূর করার জন্যে, অপারেশন ক্রুট কেক সম্পর্কে আমরা কি জানি বলছি তোমাকে। ক্রুট কেক, কি বিদঘুটে একটা নাম, তাই না? আসলে নাম রাখা উচিত ছিল হানিট্র্যাপ। কারণ, তোমরা মধুর মত মিষ্টি চারটে মেয়েকে টোপ হিসেবে রোপণ করেছিলে।' চারটে আঙুল খাড়া করল সে, প্রতিটি নাম উচ্চারণ করার সময় অপর হাত দিয়ে একটা করে আঙুল ধরল। 'রেবা মোরদেসাই, হান্না এলিজা, সোপিনা পারকা, লায়লা কানান।' সকৌতুকে হেসে উঠল আবার। 'লায়লা খুব ভাল একটা নাম, যদি মনে রাখ আমরা স ! সময় আমাদের হানিট্র্যাপ টার্গেটকে এই নামে ডাকতাম। তবে, এসব সবই তুমি জান।' ঘন কালো চুলে আঙুল চালাল দু'বার। 'এই মেয়েগুলোর প্রত্যেককে একটা করে টার্গেট দেয়া হয়। ওরা ওদের কাজে সফল হতে পারত, যদি ওদের টার্গেটের মধ্যে আমি না থাকতাম।' হঠাৎ করে তার শান্ত ভাব সম্পূর্ণ বদলে গেল। 'কী স্পর্ধা! ওরা আমাকে টার্গেট হিসেবে ব্যবহার করল! আমাকে, কুর্শি করবেটকে! ভাবা যায়? যেন আমাকে ফাঁদে ফেলা সম্ভব! কে ফাঁদে ফেলবে কুর্শি করবেটকে? না, নতুন একটা

আনাড়ি মেয়ে!' রাগে ও অপমানে কর্নেলের চেহারা লাল হয়ে উঠল, গলা আরও চড়ল তার। 'শুধু এই কারণেই তোমাদেরকে আমি ক্ষমা করতে পারব না। আমার দিকে ঠেলে দেয়া হল একটা অ্যামেচারকে! আমাকে এভাবে অপমান করার কথা তোমরা ভাবতে পারলে! এমনই অ্যামেচার, ভালবাসার প্রথম ইঙ্গিত দেয়ার সময়েই ধরা পড়ে গেল, ফলে শেষ পর্যন্ত গোটা নেটওয়ার্ক তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ল। তোমার ইন্টেলিজেন্স, রানা, আমাকে একটা বুদ্ধু ধরে নিয়েছিল! একজন প্রফেশনাল হলে আলাদা কথা ছিল, কিন্তু ওর মত একটা অ্যামেচার...' মমতাজের স্থির শরীরের দিকে একটা আঙুল তাক করল সে। '...এ আমি জীবনে কোনদিন ক্ষমা করতে পারব না।'

এটাই তাহলে কর্নেল করবেটের আসল চেহারা, ভাবল রানা। গর্বিত, একরোখা, দাম্ভিক। এ লোক ক্ষমা করতে অভ্যস্ত নয়।

'মাঝে-মধ্যে তোমরাও কি ঠেকার কাজ চালাবার জন্যে ঠিকা লোক ব্যবহার কর না, কর্নেল করবেট?' রানার ঠোঁটে বাঁকা হাসি।

'ঠিকা লোক?' ইহুদি কর্নেলের মুখে শব্দ দুটো যেন বোমার মত বিস্ফোরিত হল। 'অবশ্যই ঠেকার কাজ চালাবার জন্যে ঠিকা লোকদের ট্রেনিং দিই আমরা, কিন্তু আমার সমান গুরুত্ব আছে এমন কোন লোকের বিরুদ্ধে তাকে আমরা কখনই ব্যবহার করব না।'

আত্মাভিমানের কি বহর! এই হামবড়া ভাবের কথা তার ফাইলেও লেখা আছে। আমার সমান গুরুত্ব। নিজেকে সবার চেয়ে এক ধাপ ওপরে দেখতে অভ্যস্ত কর্নেল কুর্শি করবেট। ইসরায়েলি মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স যেন তাকে ছাড়া অচল। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে সে, রানা অনুভব করল সেই পুরানো হিমশীতল অদৃশ্য আঙুলটা ওর শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে যাচ্ছে—ভয় পাবার একটা লক্ষণ। একজন নির্দয় খুনীর ইস্পাত কঠিন মুখ চিনতে পারল ও। পেশীবহুল শরীর, কালো চোখে চকচকে ভাব।

দূর থেকে একটা গাড়ির হর্ন সঙ্কেত দিল। অন্তত সঙ্কেত বলেই মনে হল রানার—পিপ-পিপ, পি-ই-ই-প।

'ওরা পৌঁছে গেছে,' হিব্রু ভাষায় বলল কর্নেল করবেট।

অ্যাম্বুলেন্সের দরজা পুরোপুরি খুলে গেল। সবুজ গাছপালায় ঢাকা ঢালগুলো এবার পরিষ্কার দেখতে পেল রানা। সবুজের মাঝখানে ধূসর রঙের পাথর মাথাচাড়া দিয়ে রয়েছে। ওদেরকে ঘিরে আছে আকাশ-ছোঁয়া একটা অর্ধবৃত্ত। রাস্তা থেকে অনেকটা দূরে রয়েছে ওরা। ওদের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে একটা বিএমডব্লিউ আর একটা মার্সিডিজ। কর্নেল করবেটের চোখে চোখ রেখে মমতাজের দিকে কান পাতল রানা। 'ক্রুট কেক সম্পর্কে সত্যি বলছি আমার কোনই ধারণা নেই,' শান্তস্বরে বলল ও। আশা, রাগে অন্ধ হয়ে থাকায় ওর কথা হয়ত বিশ্বাস করবে কর্নেল। 'কাজটার ধরন দেখে মনে হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের কোন ইন্টেলিজেন্সই দায়ী...।'

ঝট করে রানার দিকে ফিরল কর্নেল। 'দায়ী বিসিআই, রানা। বিশ্বাস

কর, আমাদের হাতে অকাট্য প্রমাণ আছে। আরও বিশ্বাস করতে পার, আমরা ঘাম ঝরাব, যতক্ষণ না তোমার হাড় পানি হয়। এখনও দুটো রহস্য রয়ে গেছে, সেগুলো মীমাংসা করতেই আমার আসা।'

'রহস্য?'

গাড়িগুলো কাছে চলে এসেছে। অ্যাম্বুলেন্স থেকে দু'জন লোক নামল, বন্দীদের হস্তান্তরের জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে।

'জালের দুটো মাকড়সাকে সাবাড় করা হয়েছে—জেবা মোরদেসাই ও হান্না এলিজা। তুমি বোধহয় ওদেরকে নাসরিন ইউসুফ ও ফিরোজা বান্না হিসেবেই ভাল চিনবে। ওরা খুদে মাকড়সা হলেও, পিষে না মেরে উপায় ছিল না। এই মেয়েটা—আমার মেয়েটা—তার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে কিছু প্রশ্নের উত্তর হয়ত ধারণ করে। তার মত আরও একজন আছে। লায়লা—রাবেয়া। ওরা দু'জন, আর তুমি, তিনজন মিলে শূন্যস্থান পূরণ করতে সাহায্য করবে আমাদের। তারপর তোমাদের পরলোকের স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার জন্যে পাঠানো হবে নরকে।'

ওদেরকে যদি জীবিতই ধরতে চায় সে, তাহলে বিউটি পারলারে মমতাজকে খুন করার জন্যে খুনীটাকে কেন পাঠিয়েছিল সে, অপর লোক দু'জনই বা রানাকে ধাওয়া করেছিল কেন? এর আগে কর্নেল করবেট মমতাজ সম্পর্কে বলেছে, 'ভুল নির্দেশ পাওয়া একদল গাধা মরন ওকে খুন করার চেষ্টা করে...।' তার এই কথার মানে কি? ভুল করে মমতাজকে খুন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল? রানার মনে ভয়ানক একটা সন্দেহ মাথাচাড়া দিতে শুরু করেছে, তাকিয়ে আছে মমতাজের দিকে—মার্সিডিজে তোলা হচ্ছে তাকে।

একটা ব্যাপার লক্ষ করে বিস্মিত হল রানা। অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভার ভাবলিনে কেন্দা মমতাজের জিনিস-পত্রের প্যাকেটগুলো যত্নের সঙ্গে মার্সিডিজের বুটে তুলছে। ওর ভাড়া করা গাড়ি থেকে এ-সব জিনিস যে অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হয়েছিল, এতক্ষণ সেটাই জানা ছিল না। এ-ব্যাপারে নিশ্চয়ই আগে থেকে সহকারীদের নির্দেশ দেয়া ছিল কর্নেল করবেটের। নির্দেশ মত দ্রুত কাজ সেরেছে তারা। অবশ্য ইসরায়েলি মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স সামরিক নীতি ও নিয়মকানুনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, তাদের দ্বারা সংঘটিত অপহরণ বা অপরাধে সামরিক নৈপুণ্য তো থাকবেই। ওদের কাজের ধারা দেখে প্রভাবিত হল রানা।

ওর মনে পড়ল, দুনিয়া জুড়ে যে-সব সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জন্যে মোসাডকে দায়ী করা হয়, সেগুলোর বেশিরভাগই মোসাডের কাজ নয়। মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স মোসাডের চেয়ে অনেক বড় একটা অর্গানাইজেশন, দুনিয়ার প্রায় সমস্ত রাজধানীর আণ্ডারগ্রাউণ্ডে ছড়ানো আছে তার শিকড়। কাজ হাসিল করে মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স, কিন্তু নিজেদের আড়াল করে রেখে প্রশংসা কুড়াতে দেয় মোসাডকে।

রানার কাঁধে কর্নেল করবেটের একটা ভারি হাত পড়ল। 'তোমার পালা, রানা।'

দু'পাশে প্রহরী, মাঝখানে রানা। বিএমডব্লিউ-এর দিকে হাঁটিয়ে আনা হল ওকে।

'থামো, কিছু আনুষ্ঠানিকতা আছে,' বলল কর্নেল করবেট।

মোটা একটা চটের বস্তা পরানো হল রানার মাথায়। হাত দুটো পিছনে নিয়ে গিয়ে হ্যান্ডকাফ লাগানো হল। গাড়িতে তোলার পর জোর করে শুইয়ে দেয়া হল মেঝেতে।

বস্তা থেকে শস্যের গন্ধ ও ধুলো ঢুকল রানার নাকে। হাঁচি পেল, শুকিয়ে গেল গলা। অ্যাম্বুলেন্স স্টার্ট নেয়ার আওয়াজ পেল ও। অনুভব করল সিটে বসে ওর পিঠে পা তুলে দিল কর্নেল করবেট। এক মুহূর্ত পর বিএমডব্লিউ স্টার্ট নিল, চলতে শুরু করল গাড়ি।

রানা ভাবছে। ভাবছে কর্নেল করবেটের কথাগুলো। সে বলেছে, 'তোমরা মধুর মত মিষ্টি চারটে মেয়েকে টোপ হিসেবে রোপণ করেছিলে।' মাত্র চারটে মেয়ের কথা বলল সে। কেন? শাগারি বোজাক ওরফে শামিম হাসানের কথা কেন বলল না? তাছাড়া, এলা কাডিশের নামও উচ্চারণ করেনি সে। রাহাত খান ওকে বলেছেন, প্রধান দু'জন টার্গেটের মধ্যে একজন হল এলা কাডিশ। মমতাজও তাই জানিয়েছে। সবার কথা বলল কর্নেল করবেট, শুধু এই দু'জনের প্রসঙ্গে কিছু বলল না—কেন?

গাড়ির গতি ও দিক নির্ণয়ের জন্যে মনোযোগী হল রানা, কিন্তু মনের আরেক প্রান্তে চলছে গবেষণা। নেটওঅর্কের সদস্য হিসেবে তাহলে কি শামিম হাসান ঈলের পরিচয় ফাঁস হয়নি? ব্রিফিং করার সময় অজানা কোন কারণে ওকে ভুল তথ্য দিয়েছেন রাহাত খান, নাকি আরও সাংঘাতিক কোন ব্যাপার আছে এর মধ্যে? ম্যাকগ্রাম শেডি বলেছে, জোর গুজব হল কর্নেল করবেটের চেয়েও বড় একজন কর্মকর্তা ঢুকে পড়েছে আয়ারল্যান্ডে। ব্যাপারটার সঙ্গে কি এই গুজবের কোন সম্পর্ক আছে? কর্নেল করবেট কি কোনরকম চাপের মুখে রয়েছে?

নয়

রানা ধারণা করল, প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে ছুটছে গাড়ি। দেড় ঘণ্টা হল সম্পূর্ণ দিকভ্রান্ত হয়ে পড়েছে ও, তবে কেন যেন মনে হচ্ছে বারবার নিজেদেরই ফেলে আসা পথে ফিরে আসছে ওরা। বস্তার ভেতর দম বন্ধ হয়ে আসছে ওর। অন্ধকার, কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। গাড়ির মেঝেতে শুয়ে আছে, সারাক্ষণ ঝাঁকি খেতে খেতে শরীরের অবস্থা আলু ভর্তা, পিঠে কর্নেল করবেটের পা থাকায় নড়াচড়ার উপায় নেই। তারপরও মনটাকে শান্ত রেখে আন্দাজ করার চেষ্টা করল ও, কোন্ দিকে যাচ্ছে ওরা। যদিও শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিতে হল, কোন সূত্রই যেখানে নেই সেখানে সিদ্ধান্তে আসবে

কিভাবে?

নিষ্ক্রিয় থাকা স্বভাব নয়, এরপর কয়েকটা আইডিয়া নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করল রানা, যেগুলো প্রথম মাথায় ঢুকেছিল অ্যাম্বুলেন্সে থাকার সময়।

রানা জানে, কর্নেল করবেট শুধু হুমকি দিয়ে ক্ষান্ত হবার লোক নয়। ফ্রুট কেক অপারেশনের সদস্যদের নরকে পাঠাবে বলে হুমকি দিয়েছে সে, সেটা বাস্তবেও রূপ দেবে। লোকটার ব্যক্তিত্বই এ-ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিচ্ছে। ম্যাকগ্রাম শেভির অস্পষ্ট তথ্যে যদি কোন রকম সত্যতা থাকে তাহলে সম্ভবত ধরে নেয়া চলে মাঠে কর্নেল করবেট একা নয়, তার মাথার ওপর আরও একজন আছে। অ্যাম্বুলেন্সে সে যেরকম গর্বিত ভাব দেখাচ্ছিল, যে দম্ভ প্রকাশ করছিল, তাতে যদি কেউ আঘাত করে বা বাদ সাধে, নির্ঘাৎ অপমানিত বোধ করবে সে। একরোখা লোক অপমানিত হলে খেপে ওঠে, আর খেপে উঠলে তার পক্ষে ভুল করা খুবই সম্ভব। তার সেই ভুলটা করার অপেক্ষায় থাকতে হবে রানাকে। ও জানে, ঘটনাপ্রবাহ প্রভাবিত করার দায়িত্ব এখন ওর ওপর চেপেছে।

একবার থামল ওরা। গাড়ি থেকে নামল না কর্নেল করবেট, তবে রানাকে বলল, 'তোমার বান্ধবী মনে হচ্ছে জেগেছে। কাজেই তাকে খানিকটা হাঁটতে নিয়ে যাচ্ছে ওরা। তোমাকে আমি উদ্বিগ্ন হতে নিষেধ করছি। সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে ও। ওষুধের প্রভাবে আরও কিছুক্ষণ ঝিমাতে হবে ওকে।'

নড়ল রানা, চেষ্টা করল পাশ ফিরে শুতে, কিন্তু গোড়ালি দিয়ে সজোরে ওর একটা কাঁধে গুঁতো মারল কর্নেল করবেট। ব্যথায় চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল, উপলব্ধি করল, নিষ্ঠুর লোকটা ওকে ইন্টারোগেট করবার সময় কোনরকম সফিসটিকেটেড পদ্ধতি ব্যবহার করবে না, পরিবেশটা হয়ে উঠবে বীভৎস ও রক্তাক্ত।

তারপর এক সময় ভাল রাস্তা ছেড়ে উঁচু-নিচু পাহাড়ী রাস্তা বেয়ে উঠতে শুরু করল ওদের গাড়ি। ঘণ্টায় ত্রিশ মাইলের মত গতি, প্রচুর ঝাঁকি খাচ্ছে। এক সময় সমতল রাস্তায় উঠে এল ওরা, সামান্য একটু বাঁক নিল, তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল। এঞ্জিন বন্ধ হওয়ার আওয়াজ পেল রানা। খুলে গেল দরজা। শরীরে তাজা বাতাসের স্পর্শ পেল ও। নড়ে উঠল কর্নেল করবেট, একজোড়া হাত ওর মাথা থেকে খুলে নিষ্ক্রিয় -টের বস্তা, খুলে দেয়া হল হ্যাণ্ডকাফ।

'এবার তুমি গাড়ি থেকে নামতে পার, রানা।'

চোখ মিটমিট করল রানা, হাত ডলে রক্ত ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করল। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে সিটের ওপর বসল এক মুহূর্তের জন্যে, তারপর বেরিয়ে এল দরজা দিয়ে। মনে হল পাগুলো যেন ওর নয়, পিঠ আর হাতে এত ব্যথা যে নাড়তে পারছে না। সিধে হওয়ার জন্যে গাড়িটাকে ধরে থাকতে হল।

ঠিকমত দাঁড়াতে কয়েক মিনিট লেগে গেল, সময়টা ব্যবহার করল ভাল করে চারদিকটা দেখার কাজে। বৃত্তাকার একটা গাড়িপথে রয়েছে বলে মনে হল, সামনে ছাই রঙা নিরেট একটা প্রাচীন ভবন। ভবনের মাথায় সারি সারি মিনার, পাঁচিলের গায়ে বড় বড় গরাদহীন জানালা। এককালে ওই জানালা-

গুলোয় কামান বসানো ছিল, আন্দাজ করল রানা। প্রাচীন কোন দুর্গের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। প্রধান দরজাটা ভারি ওক, প্রকাণ্ড এক খিলানের মুখে। প্রতিটি দরজা ও জানালা একই ধরনের খিলান আকৃতির। ভিক্টোরিয়ান আমলের নিও-গোথিক দুর্গ এটা, চিনতে পারল রানা। তবে অন্যগুলোর সঙ্গে এটার পার্থক্য হল, সর্বশেষ সংস্কারের ছোঁয়া পেয়ে আধুনিক হয়ে উঠেছে। একটা মিনারের মাথায় রয়েছে বিশাল অ্যান্টেনা, ছাদের এক কোণে দেখা গেল প্রকাণ্ড স্যাটেলাইট ডিশ অ্যান্টেনা। তিন মাইল চওড়া একটা সবুজ গর্তের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুর্গটা। দুর্গের চারদিকে, তিন মাইল পর্যন্ত, কোথাও একটা গাছ বা অন্য কোন আড়াল নেই।

'স্বাগতম!' ওদেরকে নিয়ে নিরাপদে আস্তানায় পৌঁছুতে পেরেই কিনা কে জানে, ভারি খোশমেজাজে রয়েছে কর্নেল করবেট। রানার চোখে চোখ রেখে মিটিমিটি হাসল সে। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে মমতাজের দিকে তাকাল রানা। ওদের সামনে পার্ক করা মার্সিডিজ থেকে নামতে সাহায্য করা হচ্ছে তাকে। প্রধান দরজার ভেতর কুকুর ডাকছে, শুনতে পেল রানা। হঠাৎ দরজাটা দড়াম করে খুলে গেল, সেই সঙ্গে বিরাট লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল তিনটে জার্মান শেফার্ড। কাঁকর ছড়ানো উঠান ধরে তীরবেগে ছুটে এল।

'হেই, ফিউরি, কারাম, উরি। হেই-হেই!' ডাকল কর্নেল করবেট।

কর্নেলের সামনে এসে আনন্দে নাচানাচি শুরু করল কুকুরগুলো। তারপর, রানার উপস্থিতি টের পেয়ে, একটা কুকুর ঘুরে দাঁড়াল ওর দিকে, আক্রোশে গর্জে উঠল, বেরিয়ে পড়ল ধারাল দাঁত।

'ঠিক, উরি, ঠিক! থাক! নজর রাখ!' কুকুরগুলোর সাথে হিব্রু ভাষায় কথা বলছে কর্নেল করবেট। তারপর রানার দিকে ফিরল সে, বলল, 'তোমার জায়গায় আমি হলে এখন হঠাৎ নড়তাম না। কারও ওপর নজর রাখার কথা বললে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে ওরা, বিশেষ করে উরিটা। ভাল ট্রেনিং পেয়েছে, তাছাড়াও খুন করার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা কাজ করে ওদের মধ্যে। কাজেই, সাধু, সাবধান!' ঝুঁকল করবেট, অপর কুকুর দুটোর পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করল, তারপর একটা আঙুল তুলে রানাকে দেখাল। 'কারাম, ফিউরি। ওয়াচ! হ্যাঁ, ওকে! ওয়াচ!'

দরজা টপকে দু'জন লোকও বেরিয়ে এসেছে, সাথে এক তরুণী। আঁটসাঁট শার্ট ও জিনসের ট্রাউজার পরে আছে মেয়েটা। তার চুল পুরুষদের মত ছোট করে ছাঁটা। গায়ের রঙ অত্যন্ত ফর্সা ও লালচে, নীল চোখ, ইংরেজ বা আইরিশ বলেই মনে হল রানার। আশ্চর্য হয়ে দেখল, মমতাজের দিকে ছুটে আসছে সে, আনন্দে উদ্ভাসিত মুখ, দু'চোখে উল্লাস। মেয়েটার ছুটে আসার ভঙ্গিটা দারুণ ভাল লেগে গেল রানার—অশ্লীল নয় অথচ অদ্ভুত একটা যৌনাবেদন ফুটে উঠেছে। ভাল লাগার অন্যতম কারণ হল, মেয়েটা যেন তার সৌন্দর্য ও আবেদন সম্পর্কে মোটেও সচেতন নয়। এক মুহূর্ত পর ভাল লাগার আরও একটা কারণ আবিষ্কার করল ও, শিশুসুলভ একটা সরলতা ছড়িয়ে আছে সারা মুখে। তাকে কথা বলতে শুনে হার্টবিট বেড়ে গেল ওর।

'মমতাজ···সোপিনা···,' বিশুদ্ধ ইংরেজি বলছে সে, '···ওরা তাহলে তোমাকেও নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে এনেছে! ওহ্ গড, থ্যাঙ্ক ইউ! আমি তো ভেবেছিলাম বিপদের সময় ওরা আমাদেরকে কোন সাহায্যই করবে না। কিন্তু না, ওরা আমাদের কথা ভুলে যায়নি!' মমতাজের কাছে পৌঁছে গেল মেয়েটা, প্রায় ঝাঁপ দিল, বুকে জড়িয়ে ধরল তাকে।

'ছোট্ট একটা মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছে, দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি।' রানার দিকে তাকাল কর্নেল করবেট।

হাঁপিয়ে উঠেছে মমতাজ, রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'রাবেয়া? কি···'

'ভেতরে!' হিংস্র শেফার্ড কুকুরের মতই হঠাৎ গর্জে উঠল কর্নেল করবেট। তার লোকজন নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল, বিস্ময়ে বিহ্বল মেয়ে দুটো বিচিত্র সব শব্দ করছিল, এক নিমেষে নিস্তব্ধ হয়ে গেল পরিবেশ। 'সবাই ভেতরে ঢোকো! এখুনি!'

কাছে চলে এল লোকগুলো, কুকুরগুলো এমনভাবে চক্কর দিতে শুরু করল যেন পাহারা দিচ্ছে। বিশেষ করে মেয়ে দুটো আর রানার দিকেই নজর তাদের, দরজার ভেতর দিয়ে প্রায় খেদিয়ে নিয়ে এল প্যাসেজে, সেখান থেকে পাথরের তৈরি বিশাল হলরূমে।

হলরূমের তিন দিকে কাঠের গ্যালারি, আরেকদিকে চওড়া সিঁড়ি।

মমতাজকে দেখে পুরোপুরি শান্ত মনে হল, এখনও বোধহয় ড্রাগের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি, ধারণা করল রানা। কিন্তু রাবেয়া কাঁপছে। রানার দিকে তাকাল সে, চোখে আতঙ্ক নিয়ে। চিনতে সময় নিল সে, ধীরে ধীরে মনে পড়ে যাচ্ছে পাঁচ বছর আগের এক রাতের কথা—রানা ও বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর স্পেশাল বোট স্কোয়াড্রন-এর দু'জন অফিসার তাকে ও মমতাজকে ইসরায়েলি উপকূল থেকে উদ্ধার করেছিল।

'ও-ই কি?' জিজ্ঞেস করল রাবেয়া, মমতাজের দিকে ঘাড় ফেরাচ্ছে, অভিযোগের ভঙ্গিতে একটা হাত তুলছে রানার দিকে। নীরবে মাথা নাড়ল মমতাজ, চাপা স্বরে কি যেন বলল, চট করে প্রথমে কর্নেল তারপর রানার দিকে তাকাল।

হলরূমের চারদিকে চোখ বুলাল রানা, প্রতিটি জিনিস মনে গেঁথে নিচ্ছে। পর্দাগুলো গাঢ় রঙের ভেলভেট। তিনটে দরজা। একটা প্যাসেজের প্রবেশমুখ,সম্ভবত দুর্গের অন্যান্য অংশে যাওয়ার পথ। দেয়ালে বিশাল আকৃতির অনেকগুলো পোরট্রেইট, অষ্টাদশ শতাব্দীর; এই মুহূর্তে এখানে জড়ো হওয়া লোকজনের সঙ্গে একেবারেই বেমানান।

রাবেয়ার সঙ্গে যে-দু'জন লোক উদয় হয়েছিল তাদেরকে ধমকের সুরে নির্দেশ দিল কর্নেল করবেট। অ্যাম্বুলেন্সের চারজন ও দুই গাড়ির দু'জন ড্রাইভার দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে। হাবভাব ও কাপড়ের নিচে ফোলা ভাব দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না, সবাই তারা সশস্ত্র। যেন রানার অনুমান সত্যি প্রমাণিত করার জন্যেই ড্রাইভারদের একজন পিছন থেকে একটা ভাঁজ করা মেশিন-পিস্তল সামনে নিয়ে এল। এরকম বিপজ্জনক অস্ত্র আরও নিশ্চয়ই

আছে, ধারণা করল রানা। ঘাসমোড়া এই বিশাল গর্তের কিনারায় ওদের আরও অনেক প্রহরীও থাকার কথা।

লোকবল, অস্ত্র আর কুকুর, তালা, খিল, হুড়কো আর চেইন; খোলা মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে গেলে নিজেকে তোমার উলঙ্গ মনে হবে; গর্ত থেকে ঢাল বেয়ে ওঠার পর হাসি মুখে সামনে এসে দাঁড়াবে প্রহরীরা, আদর করে মাথার দিকে তাক করবে মেশিন-পিস্তল।

'পারকা, মাই ডিয়ার, লায়লাকে এখানে নিয়ে এসো—যদিও আমার ধারণা, রানাকে চেনে ও।'

রাবেয়ার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে মনে মনে খুশি হল রানা। নিজেকে এরইমধ্যে সামলে নিয়েছে মেয়েটা। বোঝা যায়, খুলিতে যথেষ্ট পরিমাণে ঘিলু আছে। কর্নেলের কথা শুনে চেহারায় বিহ্বল একটা ভাব ফুটিয়ে তুলল সে।

'আমি ঠিক, মানে, মনে হয় না···,' মেয়েটা শুরু করল, কিন্তু শেষ করল না।

'কি ভুলো মন আমার,' ঠাণ্ডাস্বরে বলল কর্নেল। 'রানা, তুমি তো লায়লা কানানকে চেন না—কিংবা রাবেয়া সিরাজকে, এখন যে নামে নিজের পরিচয় দিতে পছন্দ করে সে?'

'না, আমার সে সৌভাগ্য হয়নি।' কয়েক পা এগোল রানা, হাত বাড়িয়ে ধরল রাবেয়ার নরম তালু, মৃদু চাপ দিয়ে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল তাকে। 'সত্যি খুব আনন্দ পেলাম।'

এর শেষ কথাটা ষোলোআনা খাঁটি,কারণ রাবেয়ার কাছাকাছি আসতেই গোপন একটা আকাঙ্ক্ষা জাগল ওর মনে, কোন মেয়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সময় এ-ধরনের অনুভূতি আগে কখনোই হয়নি ওর। মনে হল, এ মেয়েকে তার জয় করতে হবে। অন্যায় বা অশ্লীল কোন ইচ্ছা নয়, স্রেফ অসম্ভব ভাল লাগা থেকে এই আকাঙ্ক্ষার জন্ম। রানার রুচিশীল মস্তিষ্ক বিনা দ্বিধায় ব্যাপারটাকে অনুমোদন করল। চেহারায় হাসি হাসি এমন ভাব ফুটিয়ে রাখল ও, যেন বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করছে সব ঠিক হয়ে যাবে। চেহারায় এই ভাব ফুটিয়ে রাখতে বেশ কষ্ট হল ওর, কারণ জার্মান শেফার্ডগুলোও ওর সঙ্গে এগিয়ে এসেছে, এই মুহূর্তে চক্কর দিচ্ছে ওকে ঘিরে—ভঙ্গিটা ঠিক আক্রমণাত্মক নয় বটে, তবে নিজেদের উপস্থিতি জানাতে কার্পণ্য করছে না।

'কী অদ্ভুত,' মন্তব্য করল কর্নেল করবেট। 'আমার মনে হল, কসম খেয়ে বলতে পারি, রানা—ও তোমাকে চিনতে পেরেছে!'

'ও···,' শুরু করল রাবেয়া। তারপর, আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়ে, বলল, 'ওকে দেখে আমার পরিচিত একজনের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। অনেক মিল আছে দু'জনের চেহারায়। তবে মাত্র এক সেকেণ্ডের জন্যে। এখন আমি বুঝতে পারছি, ও ইংরেজ নয়, আমাদের আগে কখনও দেখাও হয়নি। তবে, অবশ্যই, আমিও সত্যি খুব আনন্দ পেলাম।'

লক্ষ্মী মেয়ে, ভাবল রানা। মমতাজের দিকে তাকাল ও, তাকেও নিঃশব্দে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল। মমতাজের দৃষ্টি স্বচ্ছ বলে মনে হল না, তবে

আত্মবিশ্বাসের হাসি হেসে সাড়া দিল সে। মুহূর্তের জন্যে রানার মনে হল, আরও গভীর কোন অর্থবোধক মেসেজ দেয়ার চেষ্টা করল মমতাজ। তার ভাবটা যেন, এরই মধ্যে তারা একটা পারস্পরিক সমঝোতায় পৌঁছেছে।

'বেশ।' ওদের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে কর্নেল করবেট। 'আমি প্রস্তাব দিচ্ছি, একসাথে বসে খানাপিনা করি চলো। কাজ শুরু করার আগে ভরপেট খেয়ে নেয়া দরকার, কি বল?'

'কি কাজ, কর্নেল করবেট?'

'আছে, কাজ আছে।'

'বুঝলাম। কিন্তু কি ধরনের কাজ?' দৃঢ়স্বরে জানতে চাইল রানা।

'কাজ বলতে বেশিরভাগই আলোচনা। প্রচুর কথা হওয়া দরকার। তবে তার আগে দেখানো দরকার তোমরা কোথায় থাকছ। অতিথিদের থাকার ব্যবস্থা ভালই আমাদের এই···থেমে গেল কর্নেল করবেট, যেন এই জায়গার নাম বা ঠিকানা বলে ফেলতে যাচ্ছিল। তারপর বলল, মুখে পরিতৃপ্তির হাসি, 'শ্লস ভারভিক-এর কথা মনে পড়ে, রানা?'

'পড়ে।' মাথা ঝাঁকাল রানা।

'ছেলেবেলায় সম্ভবত ইয়েটস-এর কবিতায় পড়েছ তুমি। কোন্ বইতে আছে মনে নেই আমার।'

'তুমি কি আরও ভাল একটা নাম খুঁজছ, করবেট?'

মাথা ঝাঁকাল কর্নেল। 'হ্যাঁ, ভাল একটা নাম।'

'সাপের গর্ত? কিংবা সিংহের খাঁচা? চলবে?' জবাবের অপেক্ষায় না থেকে বলে চলেছে রানা, 'রিপাবলিক অভ আয়ারল্যাণ্ডে এটা তোমাদের একটা ঘাঁটি—তোমাদের, ইসরায়েলি মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স-এর।'

গলা ছেড়ে হেসে উঠল কর্নেল করবেট। 'গুড। ভেরি গুড। এক সেকেণ্ড, আমাদের হাউজকীপার গেল কোথায়? জুলি! জুলি! মেয়েটাকে দেখছি না কেন? কেউ ডেকে আনো তো।'

এক লোক দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল, কয়েক সেকেণ্ড পর ঠিক যেন একটা প্রকাণ্ড দু'পেয়ে ছুঁচোকে নিয়ে ফিরে এল সে। শরীরটা লম্বা নয়, চারকোনা। শক্ত-সমর্থ গড়ন, কাপড়ের নিচে বলিষ্ঠ পেশীর অস্তিত্ব পরিষ্কার টের পাওয়া যায়, কোন মেয়ের জন্যে একেবারেই বেমানান। মুখটা অসম্ভব সরু, অবিকল ছুঁচোর মত। কর্নেল করবেট তাকে নির্দেশ দিল, সে যেন অতিথিদের কামরাগুলো দেখিয়ে দেয়, শুধু মিস রাবেয়া সিরাজকে বাদে, কারণ তার কামরা আগেই বরাদ্দ করা হয়েছে।

'গাদাগাদি করে রাখা হচ্ছে না,' দু'কোমরে হাত রেখে মাথাটা পিছন দিকে ঝাঁকাল কর্নেল করবেট। 'সিটিংরুমটা বারোয়ারী হলেও, সবাই একটা করে বেডরুম পাচ্ছ।'

দু'জন লোক ওদের গায়ের কাছে সরে এল, উরিকে পিছু নেয়ার নির্দেশ দিল কর্নেল। ভারি শরীর নিয়ে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে উঠতে শুরু করল জুলি, অথচ কোন শব্দ হচ্ছে না, যেন বাতাসে পা রাখছে সে। শরীরের ওপর নিয়ন্ত্রণ

রাখার ট্রেনিং পেয়েছে মেয়েটা, আন্দাজ করল রানা। সম্ভবত রশির ওপর দিয়েও হেঁটে যেতে পারবে।

'খুবই সুন্দর কামরা, অন্তত আমারটায় আরামের কোন অভাব নেই,' আনন্দে টগবগিয়ে উঠল রাবেয়া। 'কাল রাতটা দারুণ উপভোগ করেছি আমি···তবে তখন জানতাম, এটা আমার নিরাপদ আশ্রয়।'

মেয়েটার ইংরেজি মমতাজের মত ক্রটিহীন নয়, তবে তার ভাব ও ভাষা থেকে বোঝা যায় খুবই মিশুক সে। রানার মনে হল, মমতাজ যেন নিজেকে শামুকের মত গুটিয়ে নিয়েছে—তার একহারা গড়ন ও সুন্দর মুখশ্রী যে প্রাণচাঞ্চল্যের প্রতিশ্রুতি দেয় তার ছিটেফোঁটাও প্রকাশ পাচ্ছে না। রাবেয়া ঠিক তার উল্টো—সরল ও আনন্দমুখর, চঞ্চল ও কৌতুকপ্রিয়। মেয়েটা যেন তার রূপ-সৌন্দর্য সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণে সচেতন নয়, বোধহয় সেজন্যেই নিজেকে প্রদর্শন করার ব্যাপারে তার ভেতর কোন রকম জড়তা বা দ্বিধা নেই।

ছোট্ট দলটা গ্যালারিতে উঠল, ওদেরকে পথ দেখাল শেফার্ড উরি। পালিশ করা পাইন কাঠের মেঝে, ডান দিকে বাঁক ঘুরল ওরা। ছোট্ট একটা করিডরের শেষ মাথায় নিরেট দরজা, তা-ও পাইন কাঠের। ওরা একটা সিটিংরুমে ঢুকল। দেয়ালে রঙিন ওয়ালপেপার, মেঝেতে বিশাল আকৃতির সোফা, ম্যাচ করা ওক কাঠের টেবিল চেয়ার। কার্ড টেবিলের পায়াগুলো সিংহের থাবা। গথিক ধাঁচের বুক কেস, প্রায় সিলিং ছুঁয়েছে, শেলফে শুধু ম্যাগাজিনের স্তূপ, মেঝের বাকি জায়গা দখল করে আছে ভারি একটা রাইটিং টেবিল। দেয়ালে তিনটে বাঁধানো ফটোগ্রাফ রয়েছে—জেরুজালেম-এর পবিত্র স্থানগুলোর দৃশ্য। সিটিংরুমের মেঝেও পালিশ করা পাইন, তবে বেশির-ভাগটাই কার্পেটে মোড়া। মনে মনে উদ্বেগ বোধ করল রানা, কামরাটায় কোন জানালা নেই। সিটিংরুম থেকে তিনটে বেডরুমে যাওয়ার জন্যে তিনটে দরজা।

প্রবেশপথের সরাসরি উল্টোদিকে একটা দরজা, চঞ্চল পায়ে সেদিকে এগোল রাবেয়া, বলল, 'এটা আমার কামরা। আশা করি কেউ কিছু মনে করবে না।' রানার চোখে সরাসরি তাকাল সে, পরমুহূর্তে চোখের পাতা আমন্ত্রণের ভঙ্গিতে সামান্য নিচু করল। তার দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিটিও মনোমুগ্ধকর—একটা পা সামনে বাড়িয়ে রেখেছে, হাঁটু সামান্য ভাঁজ করা, জিনসের ভেতর উরুর গড়ন ও বাঁক ফুটে উঠেছে স্পষ্টভাবে।

'আগে এলে আগে পাবে, এটাই তো নিয়ম,' বলল রানা, রাবেয়ার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল। তারপর মমতাজের দিকে ফিরে বাকি দুটো কামরার একটা বেছে নিতে বলল তাকে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বাম দিকের দরজার দিকে এগোল মমতাজ। অমঙ্গলসূচক, ভাবল রানা—পুরানো থিয়েটারের ঐতিহ্য মনে পড়ে গেল ওর, মূকাভিনয়ে শয়তান সব সময় মঞ্চে প্রবেশ করে বাম দিক থেকে।

সমস্ত অমীমাংসিত প্রশ্ন হুড়মুড় করে ফিরে এল রানার মনে। শামিম

হাসান ঈলের খেলা বা ভূমিকাটা কি? রাহাত খান কি ওকে ভুল পথে পরিচালিত করেছেন? মমতাজকে দিয়ে কর্নেল করবেটকে ইসরায়েল ত্যাগ করতে বলাটা কি মারাত্মক ভুল হয়েছিল জহির আব্বাসের? ওর, রানার, তৎপরতা সম্পর্কে এত কথা কিভাবে জানল কর্নেল? লণ্ডনে প্রায় খুন হয়ে যাচ্ছিল মমতাজ, অথচ ঘটনাটা সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করার একটা তাগিদ ও-ই বা কেন অনুভব করল? [illegible] রাবেয়া [illegible] হোটেলের চেম্বারমেইডকে রেইনকোট ও স্কার্ফ কি বিশেষ উদ্দেশ্যে ধার দিয়েছিল?

বেডরূমে ঢুকল রানা, ফার্নিচারগুলো দেখে মনের ওপর চাপ আরও বাড়ল। খাটটা মান্ধাতা আমলের, পাঁচজন লোক অনায়াসে শুতে পারবে। খাটের মাথার দিকটা প্রায় তিন হাত উঁচু, অসম্ভব পুরু ওক কাঠের গা গভীর গর্ত করে নকশা তৈরি করা হয়েছে, সাপ-ব্যাঙ-পোকা কিছুই বাদ পড়েনি। তিন মন ওজনের একটা ওয়ার্ডরোবও আছে, পায়াগুলো বিড়াল ও বাঁদর। একটা ওয়াশস্ট্যাণ্ডও আছে, ওপরটা মার্বেল পাথরের, আয়না থাকায় ড্রেসিং টেবিল হিসেবেও ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে বাথরূমটা আধুনিক, মোজাইক করা।

বাথরূম থেকে বেডরূমে ফিরতেই দোরগোড়ায় এক লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রানা, হাতে ওর ব্রিফকেসটা।

'তালাটা, দুঃখিত, ভাঙা হয়েছে,' ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল লোকটা। 'কর্নেলের নির্দেশে জিনিস-পত্রগুলো চেক করেছি আমরা।'

'ভাল করেছ,' বলল রানা। মনে মনে বলল, তোমাদের কর্নেল জাহান্নামে যাক। 'ধন্যবাদ।'

ব্রিফকেসটা দোরগোড়ায় রেখে চলে গেল লোকটা। বিছানার ওপর ফেলে খুলল রানা ওটা। সামনেই রাখা ছিল এএসপি আর ব্যাটন, একটাও নেই। তবে সিগারেট লাইটার, মানিব্যাগ ও কলমটা আছে। হঠাৎ একটা কথা ভেবে বিস্মিত হল ও। ওর দেহে তল্লাশি করা হয়নি কেন? ওর শরীরে বা কাপড়চোপড়ে সহজেই অনেক কিছুই লুকিয়ে রাখা সম্ভব। কর্নেলের যে সুনাম, এ-ধরনের একটা ভুল করা তার মানায় না।

ব্রিফকেসটা পরীক্ষার কাজ শেষ করেনি রানা, শুনতে পেল মেয়ে দুটো সিটিংরূমে কথা বলছে। তাড়াতাড়ি বেডরূম থেকে বেরিয়ে এল ও, ইঙ্গিতে কথা বলতে নিষেধ করল, হাত তুলে নিঃশব্দে দেখাল টেলিফোনটা, বোঝাতে চাইল কামরাগুলোয় নির্ঘাৎ আড়িপাতা যন্ত্র আছে।

মেয়ে দুটোর সঙ্গে গোপনে কথা হওয়া দরকার ওর। কর্নেল করবেটকে মূল যে তিনটে প্রশ্ন করার নির্দেশ ছিল মমতাজের ওপর, সে-সম্পর্কে জানতে হবে ওকে। জহির আব্বাস সম্পর্কেও আরও কিছু তথ্য দরকার ওর। একটা সময় ছিল বাথরূমে ঢুকে সবগুলো পানির ট্যাপ ছেড়ে দিয়ে কথা বলা যেত, কিন্তু আড়িপাতা যন্ত্রকে এভাবে ফাঁকি দেয়ার দিন শেষ হয়ে গেছে। এখন এমন ফিল্টারিং সিস্টেম বেরিয়েছে, আজেবাজে সমস্ত শব্দ বাদ দেয়া যায়।

ফুল ভলিউমে রেডিও চলছে, তবু ফিসফিস করে বলা কথাও আজকাল আর নিরাপদ নয়।

রাইটিং টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। দেরাজের হাতল ধরে টান দিল। ভেতরে প্রচুর কাগজ ও এনভেলাপ রয়েছে। কিছু কাগজ বের করল ও, মেয়ে দুটোকে একটা সাইড টেবিলে বসার ইঙ্গিত করল। ওরা চুপ করে আছে দেখে আবার ইঙ্গিত করল রানা, হেসে উঠে গল্প শুরু করল রাবেয়া, দু'জনেই সরে এসে রানার নির্দেশিত টেবিলে বসল পাশাপাশি।

দরজার কাছে এসে উঁকি দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। আর যাই হোক, আত্মবিশ্বাসের কোন অভাব নেই শত্রুপক্ষের, দরজায় তালা দেয়নি তারা, করিডরেও কাউকে পাহারায় রাখেনি।

সাইড টেবিলে ফিরে এল রানা, বসল মেয়ে দুটোর মাঝখানে। কাগজের ওপর ঝুঁকল ও, নিজের কলমটা বের করল। দ্রুত লিখছে। মনে অনেক সন্দেহ, কিন্তু কোনটা সম্পর্কেই নিশ্চিত নয়, কাজেই প্রথম কাজ যুক্তি দিয়ে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ। প্রশ্নগুলো সাজাল রানা গুরুত্ব বিবেচনা করে।

ফালতু গল্প কতক্ষণ চালানো যায়, ওদের আলোচনায় দীর্ঘ বিরতি চলে আসছে। কাগজে প্রশ্ন লেখার ফাঁকে তাই রাবেয়াকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'তোমাকে ওরা তুলে আনল কিভাবে?'

'টেলিফোনের সাহায্যে। মেয়েটা খুন হবার পর।' রানার দিকে আরও খানিকটা সরে বসল রাবেয়া, তার হাত রানার বাহু স্পর্শ করল। কয়েকটা কাগজে প্রশ্ন লিখছে রানা, প্রতিটি কাগজে দুটো করে প্রশ্ন।

'ওরা তোমাকে টেলিফোন করেছিল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ। বলল, পুলিস জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দিলেই হোটেল ছেড়ে কেটে পড়তে হবে আমাকে। কোথায় যেতে হবে তাও বলে দিল। ট্যাক্সি নিয়ে গলওয়ে যাব, বিল'স কিচেন হোটেলে উঠব। ওখানে ওরা আমার সাথে যোগাযোগ করবে।' রানার বাহুতে কাঁধ দিয়ে চাপ দিল রাবেয়া, তারপর সরে গেল। স্পর্শটা পুলক ছড়িয়ে দিল রানার শরীরে, ছোঁয়াটা আবার পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে থাকল।

প্রশ্ন লেখা দুটো কাগজ মমতাজকে দিল রানা, একটা দিল রাবেয়াকে, ইঙ্গিতে নির্দেশ দিল উত্তর লেখার জন্যে। মমতাজের কাছে কলম আছে, কিন্তু রাবেয়াকে অসহায় দেখাল। নিজেরটা তাকে ধার দিল রানা।

দ্রুত জানতে চাইল ও, 'বেশ, গেলে তুমি গলওয়েতে। তারপর? ওরা কি বলল তোমাকে? বলল, লণ্ডন থেকে এসেছে? নাকি ঢাকা থেকে?'

'লণ্ডন বা ঢাকা নয়। বলল, আমরা যাদের কাজ করতাম তাদের তরফ থেকে পাঠানো হয়েছে ওদের।' রানার চোখে চোখ রেখে হাসল রাবেয়া, মুহূর্তের জন্যে তার মুক্তোর মত সাদা দাঁত ও লালচে জিভের অস্থির ডগা দেখতে পেল রানা।

'তোমার কোন সন্দেহ হয়নি?'

'নাহ্। অনর্গল আরবী বলছিল, আচরণে অতি ভদ্র, সন্দেহ করার কথা

মনেই হয়নি আমার। বলল, একটা রাত সেফ হাউজে রাখা হবে আমাকে, তারপর একটা প্লেন আসবে, প্লেনে তুলে অন্য কোথাও সরিয়ে দেয়া হবে। রাবেয়ার সুন্দর ভুরু জোড়া কুঁচকে আছে, মনোযোগ দিয়ে লিখছে সে, আবার কাঁধের চাপ দিল রানার বাহুতে।

'মমতাজ সম্পর্কে তোমাকে কিছু বলল ওরা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

লেখায় ব্যস্ত রাবেয়া, নিস্তব্ধতা অস্বস্তিকর হয়ে উঠল। তারপর বলল সে, 'নিরাপদ। ওরা বলল, মমতাজ নিরাপদে আছে, তাকেও আনার ব্যবস্থা হচ্ছে। আমি ঘুণাক্ষরেও...'

'মমতাজের দিকে তাকাল রানা, খসখস করে দ্রুত লিখছে সে, চেহারায় উদ্বেগের লেশমাত্র নেই। 'মমতাজ, অ্যাম্বুলেন্সে চড়ে আসার সময় তুমি তো অজ্ঞান ছিলে,' বলল রানা, চোখ মটকে সাবধান করে দিল ওর কথা শুনে যেন ঘাবড়ে না যায় সে। 'কর্নেল করবেট আমাকে ফ্রুট কেক সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করছিল। কিছুই বুঝতে পারলাম না। এ-সম্পর্কে তুমি কিছু জানো নাকি?'

চোয়াল ঝুলে পড়ল মমতাজের, 'কিন্তু' বলার জন্যে খুলে যাচ্ছে মুখ, তারপর মনে পড়ল কামরায় আড়িপাতা যন্ত্র আছে, সাবধানে কথা বলতে হবে তাকে। বলল, এ-ব্যাপারে আলোচনা করা নিষেধ। গোটা ব্যাপারটাই ছিল জঘন্য একটা চালাকি, সে বা রাবেয়া দায়ী নয়। 'গোটা ব্যাপারটাই ছিল ভুল,' পুনরাবৃত্তি করল সে। 'মারাত্মক একটা ভুল।'

ঝুঁকল রানা, দেখার চেষ্টা করল ইতিমধ্যে কে কি লিখেছে ওরা। প্রথমে একটা কাগজ পড়ল, তারপর আরেকটা। পড়ার সময়, আগের সন্দেহটা ফিরে এল ওর মনে। ঠিক সেই মুহূর্তে দড়াম করে খুলে গেল দরজা, ঝড়ের বেগে কামরায় ঢুকল কর্নেল করবেট, সঙ্গে তার দু'জন লোক। সাবধান হওয়ার সময় পায়নি ওরা, এখন আর কাগজগুলো লুকানো সম্ভব নয়। তবু দাঁড়াতে শুরু করে টেবিল থেকে তুলে নিল রানা ওগুলো, ভাবল ওকে দাঁড়াতে দেখলে কর্নেলের দৃষ্টি ওগুলোর ওপর নাও পড়তে পারে।

'রানা, তুমি আমাকে অবাক করলে!' নরম সুরে বলল কর্নেল করবেট, যেন আদর করছে, ফলে মারাত্মক হুমকির মত শোনাল। 'তুমি ধরে নিয়েছ অতিথিদের কামরায় আমরা শুধু শোনার যন্ত্র রেখেছি। না, বন্ধু—দেখার ব্যবস্থাও করা আছে।' গলার ভেতর থেকে ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বের করল সে, ইতিমধ্যে ওটাকে হাসি বলে চিনতে শিখেছে রানা। 'তুমি ভাবতেও পারবে না, এই কামরাগুলোয় কত লোককে ন্যাংটো করেছি আমরা। লক্ষ্মী ছেলের মত কাগজগুলো দাও দেখি আমাকে।'

দু'জন লোকই সশস্ত্র, তাদের একজন রানার দিকে এগোল। কিন্তু তার আগে রানার হাত থেকে কাগজগুলো ছোঁ দিয়ে কেড়ে নিল মমতাজ, ছুটল বাথরুমের দিকে। তাকে লক্ষ্য করে লাফ দিল লোকটা, খালি হাতটা লম্বা করে ধরতে চেষ্টা করল মমতাজের ঘাড়। পিঠ বাঁকা করে তাকে ফাঁকি দিল মমতাজ, দেয়ালে কাঁধ লাগায় তাল হারিয়ে ফেলল লোকটা। পরমুহূর্তে দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল বাথরুমের দরজা।

ইতিমধ্যে কর্নেল করবেট ও অপর লোকটার হাতে অস্ত্র বেরিয়ে এসেছে, প্রথম লোকটাও ফিরে পেয়েছে ভারসাম্য। বাথরুমের দরজায় ঘুসি মারছে সে, হিব্রু ভাষায় চিৎকার করে বেরিয়ে আসতে বলছে মমতাজকে।

খানিক পর দরজা খুলে বেরিয়ে এল মমতাজ, স্বভাব আড়ষ্ট। তার পিছনে ধোঁয়া দেখা গেল, ওয়েস্টপেপার বাস্কেট থেকে উঠছে। 'সব কাগজ পুড়িয়ে ফেলেছি,' বলল সে। 'যদিও তোমার কোন কাজে লাগত বলে মনে হয় না, কুর্শি।'

এক পা সামনে বাড়ল কর্নেল করবেট, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে সজোরে চড় মারল মমতাজের গালে। টলে উঠল মমতাজ, মনে হল পড়ে যাবে, যদিও কোনরকমে সামলে নিল নিজেকে। টকটকে লাল হয়ে উঠল ফর্সা চামড়া।

'বুঝেছি! যথেষ্ট হয়েছে!' কর্নেলের দু'সারি দাঁত পরস্পরের সঙ্গে চেপে আছে, শব্দগুলো হিসহিস করে বেরিয়ে এল। 'খাওয়া-দাওয়া চুলোয় যাক, তার আগে তোমাদের আমি কথা বলাব! তোমাদের সব ক'টাকে!' দরজার দিকে ফিরে আরও লোকজনকে ডাকল সে। সিঁড়িতে শব্দ হল, কয়েক সেকেণ্ড পর কামরার ভেতর হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল কয়েকজন লোক, প্রত্যেকের হাতে অস্ত্র।

'তুমি আগে, রানা!' রানার দিকে ছোরার মত আঙুল তাক করল কর্নেল করবেট।

কোন সুযোগই দেয়া হল না। তিনজন লোক শক্ত করে ধরল রানাকে। টেনে-হিঁচড়ে সিটিংরুম থেকে বের করা হল ওকে। করিডর দিয়ে নিয়ে যাবার সময় ওর মাথার চুল খামচে ধরল আরেক লোক। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় নিতম্বে লাথি খেল ও।

করিডরে ছিল ছুঁচোটা, গোটা ব্যাপারটা নিঃশব্দে দেখল সে। কুকুরগুলো তার চারপাশে অস্থিরভাবে ঘোরাঘুরি করছে, রোমহর্ষক চাপা আওয়াজ বেরিয়ে আসছে ওগুলোর গলা থেকে। ওদের পিছু পিছু নিচের হলরুমে নেমে এল কুর্শি। খোলা একটা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকানো হল রানাকে। সিঁড়ি বেয়ে নামিয়ে আনা হল বেসমেন্টে। একটা প্যাসেজ ধরে এগোল পুরো দল। ছোট একটা কামরায় ঢুকিয়ে রানাকে বসতে দেয়া হল লোহার চেয়ারে, পায়াগুলো মেঝের সঙ্গে গাঁথা। কামরায় আর কোন ফার্নিচার নেই। রানার পায়ে ও হাতে হ্যাণ্ডকাফ পরানো হল, চেয়ারের হাতল ও পায়ার সঙ্গে জড়িয়ে বাঁধা হল ওর হাত-পা। দেখতে না পেলেও, রানা বুঝতে পারল ওর পিছনে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে। সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে কর্নেল করবেট, রাগে থরথর করে কাঁপছে সে, চোখ দুটো থেকে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে।

শারীরিক নির্যাতনের জন্যে মনে মনে প্রস্তুতি নিচ্ছে রানা। অবশ্য, ব্যথা সহ্য করার জন্যে আত্মসম্মোহনের সাহায্য নিতে হবে ওকে। কিংবা, কে জানে, ওকে হয়ত কেমিক্যাল ইন্টারোগেশন-এর শিকার হতে হবে। প্রস্তুতির প্রথম পর্বে মনটাকে সম্পূর্ণ খালি করে ফেলল ও। সত্যগুলো গহীন অবচেতনে নামিয়ে দিয়ে ওপরে তুলে আনল রাজ্যের মিথ্যা আবর্জনা।

শুরু হল ইন্টারোগেশন।

ভয়ে এবং দুশ্চিন্তায় আত্মারাম খাঁচা-ছাড়া হয়ে গেল রানার। কর্নেল কুর্শি করবেট, ফ্রুট কেক অপারেশনের প্রধান টার্গেট, কথা বলল খুবই নিচু গলায়। 'রানা,' শুরু করল সে, 'রাহাত খান যখন তোমাকে নিয়ে লাঞ্চ খেলেন, এবং তারপর পার্কের ভেতর নিয়ে হাঁটার সময় ফ্রুট কেক অপারেশন ব্যাখ্যা করলেন, বললেন তুমি বিপদে পড়লে ওরা তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারবেন না, এমনকি চিনবেনও না, তখন তোমার প্রথম প্রতিক্রিয়াটা কি হয়েছিল?'

দশ

রানা অনুভব করল যেন অনন্তকাল ধরে ওর মনের ভেতর একটা ঘূর্ণিঝড় বইছে। লণ্ডন ক্লাবে আড়িপাতা যন্ত্র ফিট করা ছিল? ডিরেকশনাল মাইক্রোফোন? পার্ক থেকে অস্বাভাবিক শক্তিশালী রিসিভারের সাহায্যে শব্দ চুরি করা হয়েছে? হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে, রাহাত খানের অস্থায়ী অফিসে, অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটেছিল? কিংবা কোথাও লিক আছে? খোদ রাহাত খানের কাছ থেকে তথ্য ফাঁস হয়েছে? অসম্ভব। অথচ কুর্শি করবেট জানে। ব্যক্তিগতভাবে রানাকে ব্রিফ করেন রাহাত খান পার্কে, এই তথ্য ও আর চীফ ছাড়া আর কেউ জানে না। কিন্তু কুর্শি করবেট জানে। কর্নেল কুর্শি করবেট, ইসরায়েলি মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের একজন কর্মকর্তা! এ কিভাবে সম্ভব? এই তথ্য যার জানা আছে, না জানি আরও কত কি জানে সে! কিন্তু কিভাবে জানল?

ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই, বেশিক্ষণ টেকা যাবে না। তবু চেষ্টা করতে হবে রানাকে। 'কি বলছ? কোন্ পার্কে কে আমাকে কি বলল?'

'এ-সব বাদ দাও, রানা। নিজেও জানো, ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করে লাভ হবে না। ভুলে যেয়ো না, সাতঘাটের পানি খাওয়া ইসরায়েলি মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের অফিসার আমি। দু'জনেই আমরা জানি, কিভাবে আমাদের প্রতিষ্ঠানে অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটতে পারে। তোমাকে শুধু এটুকু বলি, মেয়ে চারটের পরিচয় যে ফাঁস হয়ে গেছে এটা তাদেরকে জানার সুযোগ আমরাই করে দিই। কি বলছি বুঝতে পারছ? ওরা ধরা পড়তে যাচ্ছে, এটা আমরাই ওদেরকে জানাই—কৌশলে। অর্থাৎ তারও অনেক আগে ফ্রুট কেক অপারেশন সম্পর্কে বিস্তারিত সব জানতে পারি আমরা।'

'আগেই বলেছি তোমাকে, ফ্রুট কেক সম্পর্কে আমি কিছু জানি না। কাজেই তোমার কোন সাহায্যে আসতে পারব বলে মনে হয় না।' রানা ভাবল, এখনও শুধু মেয়ে চারটের কথাই বলছে কর্নেল করবেট। ছেলেটা সম্পর্কে কিছু বলছে না।

কাঁধ ঝাঁকাল কর্নেল করবেট। 'তারমানে সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না? তুমি ব্যথা পেতে চাও?'

রানা নিরুত্তর।

'ভুল আমরা সবাই মাঝেমধ্যে করি। ফ্রুট কেক সেই রকম তোমার কর্মকর্তাদের একটা ভুল ছিল। হ্যাঁ, আমাদেরও ভুল হয়েছে, স্বীকার করতে লজ্জা নেই আমার। আমাদের ভুলটা কি শুনবে? বেশি চালাকি করতে গিয়ে ফ্রুট কেক অপারেশনের সব ক'টা এজেন্টকে পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দিই আমরা।' রানার চোখে কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল কর্নেল করবেট, এবং রানার কেন যেন মনে হল—অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি—সে যেন ওকে গোপন কি একটা বলতে চাইছে। 'সবাই ওরা মেয়ে ছিল, তাই না?' ঘড় ঘড় আওয়াজ করে হাসল সে। 'সুন্দরী মেয়ে, কি বল?'

'তোমার কথা কিছুই আমি বুঝতে পারছি না,' শান্তস্বরে বলল রানা। 'ফ্রুট কেক ব্যাপারটা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই আমার। কোন এক পার্টিতে পরিচয় হয়েছিল, দ্বিতীয়বার মেয়েটার সঙ্গে আমার এয়ারপোর্টে দেখা হয়, তাকে আমি লিফট দিতে রাজি হই, তারপর এক সময় দেখলাম গলায় ফাঁস হয়ে জড়িয়ে গেছে ইসরায়েলি মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স। তুমি যা নিশ্চিতভাবে জানো আমি তা অস্বীকার করিনি—হ্যাঁ, বাংলাদেশের একটা সিক্রেট ডিপার্টমেন্টের সদস্য আমি, কিন্তু তারমানে এই নয় যে বাংলাদেশের সমস্ত এসপিওনাজ তৎপরতা সম্পর্কে জানানো হয় আমাদের। যার যতটুকু জানার প্রয়োজন তাকে শুধু ততটুকুই জানানো হয়।'

'এবং তোমার ডিপার্টমেন্টের প্রধান, রাহাত খান, সিদ্ধান্ত নেন যে তোমাকে সব কথা জানানর প্রয়োজন আছে। কাল, রিজেন্ট পার্কে, তাঁর সঙ্গে তাঁরই ক্লাবে লাঞ্চ খাও তুমি, তখনই গল্পটা তোমাকে বলেন তিনি। বলেন বটে, তবে অনেক কথা চেপে যান ভদ্রলোক। তিনি জানান, ফ্রুট কেক টিমের যারা বেঁচে আছে তাদেরকে ঘরে তুলে আনতে হবে তোমাকে। তিনি তোমাকে তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে রাজি হন, কিন্তু তোমার অ্যাকশনের দায়-দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেন। তুমি যদি বিপদে জড়িয়ে পড়, বাংলাদেশ সরকার বা বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স তোমাকে চিনবে না, এ-কথা পরিষ্কার জানিয়ে দেন। তুমি একটা গোঁয়ার লোক, চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে ভালবাস, বিপদের তোয়াক্কা না করেই অ্যাসাইনমেন্টটা নিয়ে ফেললে। এখন, আমার প্রশ্ন হল, সব কথা শোনার পর, প্রথম যে চিন্তাটা এসেছিল তোমার মাথায়, সেটা কি?'

'কোন চিন্তাই আমার মাথায় আসেনি, কারণ ঘটনাটা ঘটেনি।'

কয়েক সেকেণ্ডের দীর্ঘ বিরতি, দু'সারি দাঁতের ফাঁক দিয়ে বাতাস টানল কর্নেল করবেট। 'বেশ, দেখা যাক তোমার জেদ তুমি বজায় রাখতে পার কিনা। কোনও খেলায় আমি রাজি নই। উত্তম-মধ্যমে বৃথা সময় নষ্ট হবে। ছোট্ট একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে কাজ সারব আমরা। আজ রাতেই রিপোর্ট তৈরি করতে হবে আমাকে, কারণ একজন গুরুত্বপূর্ণ ভিজিটরকে আশা করছি

আমরা।'

ঘুরল সে, গার্ডদের সঙ্গে আরবী ও হিব্রু ভাষায় কথা বলল। মেডিকেল ইনস্ট্রুমেন্ট আনতে বলা হল, তারপর যেন তাকে একা থাকতে দেয়া হয়। দু'জনের মধ্যে লম্বা লোকটা জানতে চাইল, তার সাহায্য দরকার হবে কিনা।

'রেকর্ডিঙের জন্যে তো? দরকার নেই, আমিই পারব। পালাবার কোন উপায় নেই বন্দীর। যাও, যা বলছি করো।' কঠিন সুরে-ধমক নয়, ঠাণ্ডা গলায় কথাগুলো বলল কর্নেল করবেট, চোখেও হিমশীতল দৃষ্টি। জাদুর মত কাজ হল তাতে, নির্দেশ পালনের জন্যে কামরা থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে গেল লোক দু'জন। একটু পরই ছোট একটা মেডিকেল ট্রলি নিয়ে ছুটে এল তারা।

হাত ঝাপটা দিয়ে তাদেরকে বিদায় করে দিল কর্নেল। একটা দেয়ালের দিকে এগোল সে। রানা এই প্রথম খেয়াল করল, দেয়ালের ওদিকে এক সারি সুইচ রয়েছে। কয়েকটা সুইচ অফ করল কর্নেল, ট্রলির কাছে ফিরে এসে তুলে নিল একটা হাইপডারমিক সিরিঞ্জ।

কাজ করছে, সেই সঙ্গে কথা বলছে সে, যদিও রানার দিকে তাকাচ্ছে না। 'সুইচ অফ করে দিয়েছি, কাজেই আমাদের কথা কেউ শুনতে পাবে না। ওদের মধ্যে একজন অন্তত মোসাড-সাংঘাতিক দুঃসংবাদ। আমার টিমেও ওদের কয়েকজনকে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের সদস্য হিসেবে মাত্র দু'জনকে বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে যে এমনকি তারাও হয়ত আমার নির্দেশ মেনে নিতে পারবে না। তোমার জানা উচিত, রানা, এই ইঞ্জেকশনে ক্ষতিকর কিছু নেই–যদি ধরে নিই ডিসটিলড ওয়াটার ক্ষতিকর নয়। তোমার সঙ্গে একা হওয়ার জন্যে এই একটাই উপায় খোলা ছিল আমার সামনে।'

'ঠিক বুঝতে পারছি না কি বলছ তুমি!' বলার পর টের পেল রানা, ফিসফিস করছে ও। নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল, সতর্ক থাকতে হবে ওকে। করবেটের যা সুনাম বা দুর্নাম, তাকে বিশ্বাস করা যায় না।

'নির্জলা সত্য প্রকাশ করছি, মাসুদ রানা।' সিরিঞ্জটা উঁচু করে ধরল কর্নেল করবেট, ট্রলি থেকে তুলে নিল ছোট্ট একটা ওষুধের শিশি। শিশির ভেতর সুঁই ঢুকিয়ে ভরে নিল সিরিঞ্জটা, ভেতর থেকে বাতাস বের করার জন্যে খানিকটা ওষুধ ফেলে দিল মেঝেতে। 'তোমাকে জানাচ্ছি কিভাবে আমি পারকার সঙ্গে পালিয়ে আসি। দুঃখিত, মমতাজের কথা বলছি। শাগারি বোজাফ ওরফে ঈল ওরফে শামিম হাসান যে ক্রুট কেক-এর একজন সদস্য, এই তথ্য গোপন রাখতে সমর্থ হই আমি। কাজটা করি নিজেকে ও কাডিশকে আড়াল করার জন্যে।'

'কাডিশ?' জিজ্ঞেস করল রানা, ইঞ্জেকশন দেয়ার জন্যে রানার বাহু ধরল কর্নেল করবেট।

'আমার কলিগ, এলা কাডিশ। তার প্রেম ও ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটা গোপন রাখি আমি। শুধু তাই নয়, মোসাড ধরে ফেলার আগে মেয়ে চারটেকেও সাবধান করে দিই আমি। কাজটা মমতাজ করেনি, যদিও তার অবশ্য ধারণা

ভুলটা সেই করেছে–এই অর্থে যে আমার কথায় চালটা দিয়েছে সময়ের একটু আগে।' বাহুতে সুই ঢোকাল কর্নেল করবেট, কিছুই টের পেল না রানা। 'কেউ যদি ভেতরে ঢোকে, ভান করবে নেশায় ঢুলছ–ভাল হয় যদি মাথাটা পিছন দিকে কাত করে চোখ বুজে থাক।'

'তোমার কথায় আমি যা বুঝছি–' বলল রানা, একেবারে খাদে নেমে গেল গলা, 'তুমি, মোসাডের ভেতরে কর্মরত মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের একজন অফিসার, মেয়েগুলোর উদ্দেশ্যে বাঁশি বাজাও।' সর্বনাশ, ভাবল ও, ফাঁদে বোধহয় পা দিয়েই ফেললাম!

ঝুঁকে রানার কানের কাছে ঠোঁট নামাল কর্নেল করবেট, ভান করল ও আরামের ব্যবস্থা করছে। 'হ্যাঁ, বাঁশি না বাজিয়ে উপায় ছিল না আমার। বিশ্বাস করো, রানা, মোসাড তার নিজের বাঁশি বাজাবার মাত্র কয়েক সেকেণ্ড আগে আমারটা বাজাই আমি। আর এখন? বোঝাই যাচ্ছে, আর বেশিক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারব না আমি। একদিকে মোসাডের একটা টিম ক্রুট কেক এজেন্টদের মেরে সাফ করছে–টিম আসলে একটা নয়, দুটো। আরেকদিকে, আমার ধারণা, আজ রাতের সম্মানীয় ভিজিটর সঙ্গে করে একটা খবর আনছেন–খবরটা হল, শাগারি বোজাফ পালিয়েছে, পালিয়েছে আমার বন্ধু ও কলিগ এলা কাডিশের সঙ্গে।'

'তাই?' শুনতে চায় রানা, কোন মন্তব্য করতে রাজি নয়। এরই মধ্যে অনেক বেশি এগোনো হয়ে গেছে ওর।

'এলা কাডিশ দু'হপ্তা আগে ছুটি নিয়েছে, ছুটি শেষ হবার পরও ফেরেনি। কেসটা মীমাংসা করার দায়িত্বে রয়েছে মোসাডের একজন বুদ্ধিমান অফিসার, ইতিমধ্যে দুই আর দুই মিলিয়ে ফেলেছে সে, শাগারি বোজাফ ওরফে শামিম হাসানের খোঁজে নিশ্চয়ই চারদিকে লোক পাঠানো হয়েছে। এ-সবের অর্থ হল, এবার আমার ওপরও আলো ফেলা হবে। অর্থাৎ, যেমন কথা দিয়েছি, অবস্থা বেগতিক দেখলে আমিও লাফ দেব...'

'কাকে কথা দিয়েছ?'

'আমার প্রিয়তমা মমতাজকে। তার কেস অফিসার জহির আব্বাসকে। এবং তোমার বস্ রাহাত খানকে।'

'তুমি কি আমাকে বলতে চাইছ, কুর্শি করবেট, তুমি একজন দলত্যাগী অথচ নিজের জায়গায় গত পাঁচ বছর ধরে বসে আছ?'

'ঠিক তাই।'

'তুমি আশা কর, এ-সব আমি বিশ্বাস করব? ইসরায়েলি মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের একজন অফিসার তুমি, তোমার শরীরের অর্ধেক রক্ত একজন ইহুদির, অর্ধেক একজন খ্রিষ্টানের। তুমি ইসরায়েলের নাগরিক। অসম্ভব, এ বিশ্বাস করা যায় না। কোনভাবেই মেলে না।'

'ভুলে যাচ্ছ, আমার মা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। আরও ভুলে যাচ্ছ, আইনের প্যাঁচে পড়ে ইহুদি বাবার সঙ্গে আমাকে ইসরায়েলে চলে যেতে হয়। অবশ্য এ-কথা ঠিক যে তোমার জানার কথা নয় বাবার চেয়ে মাকেই আমি

বেশি ভালবাসতাম। তারপর, যখন জ্ঞান হল, স্বাধীনভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে শিখলাম, ইসরায়েলের সমরসজ্জা ও মুসলিম-বিদ্বেষের পিছনে জোরাল কোন কারণ খুঁজে পেলাম না। তবে এ-সব কথা থাক। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য বলেই বিশ্বাস করতে হবে তোমাকে, রানা। এই একটা পথই খোলা আছে তোমার সামনে, বিশ্বাস করা। কারণ, বিশ্বাস না করলে মারা যাবে তুমি। শুধু তুমি একা নও, মারা যাব আমিও। আমি, তুমি, মমতাজ, রাবেয়া এবং শেষ পর্যায়ে শামিম হাসান ও এলা কাডিশ। আমার কথা তুমি যদি বিশ্বাস না কর, বিশ্বাস করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ যদি না নাও, কেউ আমরা রক্ষা পাব না।'

'সে ক্ষেত্রে ব্যাপারটা প্রমাণ করো, করবেট।'

'প্রমাণ কি ইতিমধ্যেই করিনি আমি? রাহাত খান তোমাকে যখন ব্রিফ করেন, তখনকার পরিস্থিতি, সংলাপ ইত্যাদি বিষয়ে যে-কোন প্রশ্ন করো আমাকে। ঘোড়ার মুখ ছাড়া এ-সব তথ্য অন্য কোথাও থেকে আমি পেতে পারি না।'

অপেক্ষা করছে রানা, এখনও দ্বিধাগ্রস্ত ও শঙ্কিত। নিজের মন ও শরীরের অবস্থা পরীক্ষা করল। বুঝতে পারছে, ওকে ড্রাগ দেয়া হয়নি। যা কিছু ঘটছে সবই বাস্তব, স্বপ্ন নয়। কর্নেল করবেটের গল্পটাও, যত শুনছে ততই বিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে।

'রানা, যে পেশায় আছি আমরা—এ অনেকটা এক সেট চাইনিজ বাক্সের ভেতর বসবাস করার মত, কোন্ বাক্সে আসলে কি বা কে আছে কোনদিন জানা সম্ভব নয়। কাল সকালে যে ফোনটা তুমি পেয়েছিলে…কে ফোন করেছিল আমি জানি—ইলোরা। জানি লণ্ডন ক্লাবে রাহাত খানের সঙ্গে লাঞ্চ খাও তুমি, তারপর পার্কে হাঁট। আরও জানি বিকেলটা তুমি হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ফাইল দেখে কাটাও। মমতাজের তাজমহল বিউটি পারলারে কি ঘটেছে তা-ও আমার জানা,' থামল কর্নেল করবেট, থমথম করছে চেহারা। 'শালার মোসাড টিমটাকে অন্য দিকে সরিয়ে দেয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করি আমি, কিন্তু দেরি হয়ে যাওয়ায় ব্যর্থ হই। ওখান থেকে পালাও তুমি, হিথ্রোতে নাম বদলাও, এখানে পৌঁছে টেলিফোনে কথা বল, ইন্সপেক্টর ম্যাকগ্রাম শেডির সাথে—সবই আমার জানা।' চেয়ারের কিনারায় সরে এসে রানার দিকে ঝুঁকল সে। 'বুঝতেই পারছ, এসপিওনাজ জগতের ইতিহাসে আমার মত ঝুঁকি কেউ কোনদিন নেয়নি। আমি জানতাম মমতাজ কে, প্রথমবার ভালবাসার ইঙ্গিত দেয়ার সময়ই ধরা পড়ে যায় সে। তারপর বাকি মেয়েগুলোকেও চিনে ফেলি আমি। ইচ্ছে করলে যে-কোন সময় ওদেরকে আমি জালে আটকাতে পারতাম, কিন্তু আটকাইনি।'

'কেন?'

'কারণ গেলোর জন্যে যখন আমাকে টোপ দেয়া হল, তখন নিজেই আমি চাইছিলাম আমার সামনে একটা টোপ ফেলা হোক। বেরিয়ে আসতে চাইছিলাম আমি। আই নিউ ইট; হ্যাভ টু লিভ উইথ ইট। মমতাজ আমাকে পালাবার একটা প্রস্তাব দিল, বোকার মত প্রস্তাবটা গ্রহণ করলাম। কিন্তু কি

ঘটল? বিসিআই নির্দেশ দিল, আমি যেন নিজের জায়গাতেই থাকি, তাহলে আরও বেশি সার্ভিস দিতে পারব। এরচেয়ে ভাল কাভার আর কি হতে পারে, রানা?'

'কে তোমাকে নির্দেশ দিল?'

'মমতাজ, যাকে আমি আন্তরিকভাবে ভালবাসি। তারপর [illegible]। সবশেষে রাহাত খান।'

'কোথায়?'

'বৈরুতের একটা সেফ হাউসে। অন অ্যা ডে ট্রিপ। রাহাত খান রাজি হলেন, মমতাজকে লুকিয়ে রাখতে হবে। আমি তার হয়ে কাজ করতে রাজি হলাম। কোড, কন্টাক্ট, কাটআউট ইত্যাদি সেট করলাম আমরা। বেশ ভালই চলছিল, তারপর হঠাৎ একদিন দেখা গেল পাঁচ বছর আগে কি ঘটেছে জানার জন্যে চারদিকে গন্ধ শুঁকে বেড়াচ্ছে মোসাড। ফ্রুট কেক-এর সঙ্গে আমার সম্পর্ক বের করতে ওদের শুধু সময়ের দরকার, রানা। তখন যদি লাফ না দিই, তেল আবিব বা জেরুজালেমে নিয়ে গিয়ে গুলি করা হবে আমার মাথায়, ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন হয়; আর ভাগ্য খারাপ হলে পাঠানো হবে বিদেশী গুপ্তচরদের জন্যে নির্দিষ্ট বন্দী শিবিরে। তোমারও এই একই পরিণতি, রানা। আমাদের সবার নিয়তি এক সুতোয় গাঁথা।'

গল্পটার মধ্যে আরও কিছু আছে কিনা নিশ্চিতভাবে জানতে হবে রানাকে। 'এ যদি সত্যি হয়, আমাকে কেন জানানো হয়নি?' মুহূর্তের জন্যে শিরশিরে একটা অনুভূতি হল তলপেটে, আবার উপলব্ধি করল, ঘটনা সম্পর্কে আলোচনায় বসে ও আসলে কর্নেল করবেটের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ফেলছে—নিবৃত্ত করছে দক্ষ একজন ইন্টারোগেটরের সমস্ত কৌতূহল।

'নিড-টু-নো, রানা। যাকে যতটুকু না জানালেই নয় তাকে শুধু ততটুকু জানানো হয়। আমাদের বস্, রাহাত খান, গভীর জলের মাছ, রানা। কাজটা তোমাকে দেয়া হয়, কিন্তু আমার সম্পর্কে তোমাকে জানানর কোন দরকার ছিল না। আমাদের দেখা হবার সম্ভাবনা ছিল এক লাখ ভাগের এক ভাগ। আমার ওপর বসের নির্দেশ ছিল, গোটা ব্যাপারটার ওপর দূর থেকে নজর রাখতে হবে, দেখতে হবে তুমি যেন মেয়েগুলোকে নিরাপদে সরিয়ে নিতে পার। প্রথমে মেয়ে দুটোকে, তারপর শামিম হাসানকে।' চোখ সরু হয়ে এল কর্নেল করবেটের, কপালে দুশ্চিন্তার রেখা ফুটল। 'তিনি বোধহয় জানতেন না যে মোসাড এভাবে আমাকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। কিংবা এ-কথাও ভাবেননি যে ওদের হিট টিমকে ফিরিয়ে দিতে ব্যর্থ হব আমি।

'তাছাড়াও, সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কেও তাঁর কোন ধারণা নেই। আজ খুব ভোরে তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে—প্রথমে ম্যাকগ্রাম শেডির মাধ্যমে। সে-ই তাঁর সাথে যোগাযোগ করেছিল। পরে নিরাপদ একটা লাইনে সরাসরি। বসের ধারণা, নিজের জায়গায় থেকে যাওয়ার একটা সুযোগ হয়ত এখনও আমার আছে। কিন্তু না, এ তাঁর ভুল ধারণা। প্রায় নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া যায় আমার ভূমিকা ফাঁস হয়ে গেছে, রানা। আমাকে ভেগে পড়তে হবে।

তোমার সাহায্য আমার দরকার, কারণ মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সে-মোসাডের বহু চর ঢুকে পড়েছে। তোমাকে আগেই বলেছি, আমার টিমে অন্তত একজন আছে, আরও থাকতে পারে। এখানে সবচেয়ে বড় হুমকিটা হল ওই ছুঁচোটা–জুলি। ও নির্ঘাৎ মোসাড। ওর আরেকটা পরিচয় আছে। তোমাদের ফ্রুট কেক টিমের পিছনে যে লোক লেগেছে, জুলি বোধহয় তার সহকারী ও রক্ষিতা। ওর ব্যাপারে সাবধান, বন্ধু। দেখে মনে হতে পারে কুকুরগুলোর মনিব আমি, কিন্তু তোমাকে আমি একশো ভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি, ওগুলোও আসলে দু'নম্বর। জুলিই ওগুলোর আসল মনিব। আমার কথার ওপর জুলি কথা বললে, কুকুরগুলো ওর কথাই শুনবে।' তিক্ত হাসি ফুটল কর্নেল করবেটের মুখে।

রানা ভাবছে, এ-সব ওকে জানিয়ে হারাবার কি আছে কর্নেল করবেটের–কিংবা, তার লাভটাই বা কি? 'তোমার সঙ্গে যদি হাত মেলাই আমি, করবেট, আমার কাছ থেকে ঠিক কি সাহায্য তোমার দরকার হবে? নিশ্চয়ই তোমার একটা প্ল্যান আছে, তাই না? প্ল্যানটা কি এই রকম–তোমাকে ও মেয়েগুলোকে শামিম হাসানের গোপন আস্তানায় নিয়ে যাব আমি, তুমি যাতে আমাদের সব ক'টাকে একসাথে থলেতে ভরতে পার?'

'বোকার মত কথা বোলো না, রানা। তোমার ধারণা মোসাড এখনও জানতে পারেনি কোথায় ওরা লুকিয়ে আছে? তোমার ধারণা এলা কাডিশের তৎপরতার ওপর কড়া নজর রাখেনি ওরা? এতক্ষণে, আমার বিশ্বাস, থলের মুখের যতটা কাছে আমরা পৌঁছেছি, ওরাও ঠিক ততটা কাছেই চলে এসেছে।'

'সম্মানীয় অতিথির কথা বলছিলে তুমি। আজ রাতে যার আসার কথা। কে সে?'

'তবু ভাল যে শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটা তুমি করলে।' কর্নেলের চেহারা থমথম করছে, ঝড়ের পূর্বলক্ষণ।

'কে সে?' আবার জানতে চাইল রানা।

'তুমি আমাকে কোবরা হিসেবে চেন তাই না? আমার কোডনেম কোবরা, ঠিক?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে, বলো, তুমি কি এলিগেটর কোডনেমটা আগে কখনও শুনেছ?'

রানার বুক ধড়াস করে উঠল, মোচড় দিল পেটের ভেতরটা। 'ওহ্ গড!'

'ওহ্ গড, রাইট। আমাদের সম্মানীয় ভিজিটর হলেন এলিগেটর।'

তথ্যটা হজম করতে কয়েক সেকেণ্ড লেগে গেল রানার।

'সিসিল গুডরিচ। জেনারেল গুডরিচ।'

'ওহ্ গড!' আবার বলল রানা। 'জেনারেল গুডরিচ।'

'মোসাডের চীফ ইনভেস্টিগেটিং অফিসার। শুনেছি ভদ্রলোক বিশেষ করে তোমার জন্যে নাকি একটা অভিশাপ। এর আগেও দু'একবার মুখোমুখি

হয়েছ তোমরা, তাই না?' ধীরে ধীরে কথা বলছে কর্নেল করবেট, যেন প্রতিটি শব্দের আলাদা অর্থ আছে। 'আশা করি তুমিও স্বীকার করবে জেনারেল গুডরিচের যে কুখ্যাতি আছে, তার তুলনায় আমাকে ধোয়া তুলসী পাতা বলা যায়।'

ভুরু কুঁচকে চিন্তা করছে রানা। জেনারেল গুডরিচের কুখ্যাতি সম্পর্কে তা জানেই ও, তার ফাইলটাও ওর ভাল করে পড়া আছে। অতীত দশ বারোটা এমন সব অপারেশনের সঙ্গে জড়িত ছিল সে, যেগুলোকে আক্ষরিক অর্থেই পাইকারি হত্যাকাণ্ড বলে আখ্যায়িত করা যায়। বলা হয়, শত্রুদের কুমীরের মত গিলে খেয়ে ফেলে সে। লোকটা যেমন নিষ্ঠুর তেমনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী। রানা ধারণা করল, ইসরায়েলি মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সে তো বটেই, এমনকি মোসাডের ভেতরও অনেকে তাকে ঘৃণা করে। আর বিসিআই সহ মধ্যপ্রাচ্যের ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসগুলোর জন্যে রীতিমত একটা দুঃস্বপ্ন সে।

ফাইলে দেখা তার ছবিটা স্মরণ করল রানা। একহারা গড়ন, কিন্তু শরীরটা পেশীবহুল, প্রায় ছ'ফুটের মত লম্বা। স্বাস্থ্য সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন, সিগারেট বা মদ জীবনে ছুঁয়েও দেখেনি। তার আইকিউ এত ভাল যে স্কেল দিয়ে মাপা সম্ভব নয়। তার অনেক বৈশিষ্ট্যের একটা হল, নোংরা কৌশল উদ্ভাবনে ওস্তাদ। ইনভেস্টিগেটর হিসেবেও নাছোড়বান্দা সে; একবার কারও পিছনে লাগলে তার রক্ষে নেই। ফাইল থেকে জানা যায়, মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স ও মোসাডের অন্তত ত্রিশ জন সদস্যকে শৃংখলা ভঙ্গের অপরাধে বন্দী শিবিরে পাঠায় সে, ওখানে তারা সবাই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে–ইন্টারোগেশনের সময়।

চোখ বন্ধ করে মাথাটা নিচু করল রানা। হঠাৎ করে নিজেকে ক্লান্ত ও উদ্বিগ্ন লাগল। উদ্বেগ নিজের জন্যে নয়, মেয়েগুলোর জন্যে। 'গুডরিচ মাঠে আসছে, তারমানে ব্যাপারটা সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ,' বিড়বিড় করল ও।

'এর আগে মাত্র দু'বার ইসরায়েল থেকে বাইরে বেরিয়েছে সে, তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্যে।' কর্নেল করবেট হয় খুব বড় একজন অভিনেতা, নয়ত জেনারেল গুডরিচের প্রসঙ্গে শুধু আলোচনা করতেই ভয়ে মরে যাচ্ছে সে। 'তোমাকে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বলি, রানা। প্রথম যখন আমি ফ্রুট কেক অপারেশন ফাঁস করে দিই, সেটা ছিল মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের নিজস্ব ব্যাপার। শামিম হাসানের অস্তিত্ব, এলা কাডিশ ও কুর্নি করবেটের দলত্যাগ সম্পর্কে সন্দেহ করতে সময় নেয় মোসাড।'

'সময় নেয় পাঁচ বছর,' বিড়বিড় করল রানা, ওর মন যেন অন্য কোথাও পড়ে আছে।

'আসলে চার বছর। মোসাড ফাইল রিওপেন করে গত বছর, সিদ্ধান্ত নেয় কেসটা ইনভেস্টিগেট করবে। ব্যাপারটা ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়াই। মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স এলিট বডি, এটা আমাদেরকে ভাবতে দিতে ঘোর আপত্তি তাদের। আমাদের সবকিছুই তাদের অপছন্দ–পদ্ধতি, তথ্য গোপন করার ধরন, সামরিক বাহিনী থেকে যেভাবে লোক রিক্রুট করা হয়।

গুডরিচকে আমি নিজে বলতে শুনেছি, মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে রাজি নয় এমন সব সামরিক অফিসারকেও আমরা মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সে ঠাঁই দিয়েছি।

'প্রথম দিকে ইনভেস্টিগেশন ঢিলেঢালাভাবে শুরু করা হয়। এখানে-সেখানে দু'একটা ব্যাপার মিলিয়ে দেখছিল, রি-চেক করছিল। তারপর মোসাডের হেডকোয়ার্টারে বদলি হয়ে এল গুডরিচ। তোমার লোকদের সাবধান করে দিলাম আমি, কিন্তু নিজে তৎপর হতে পারলাম না। মাত্র এক হপ্তার মধ্যে গোটা পরিস্থিতি বদলে গেল, বুঝতে অসুবিধে হল না আমার ওপর আলো ফেলেছে মোসাড। আমার প্রতিটি নড়াচড়ার ওপর নজর রাখছে ওরা গত ছ'মাস ধরে। গুডরিচের নিজস্ব টিমকে লেলিয়ে দেয়া হয়েছে, তাদের ওপর নির্দেশ আছে মেয়েগুলোকে খুঁজে বের করে মেরে ফেলতে হবে। শুধু মেরে ফেললেই চলবে না, তাদের জিভও কাটতে হবে।'

'কাজেই এলিগেটরকে সাহায্য করার জন্যে সাধ্যমত সবই করেছ তুমি, তাই না?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'রাবেয়াকে আটক করেছ, যথেষ্ট কাঠখড় পুড়িয়ে মমতাজ ও আমাকে আটকাবার জন্যে ফাঁদ পেতেছ রাস্তায়।'

'শুধু গুডরিচের হুকুমে। তোমাকে আমি আগেই বলেছি, মোসাডের লোকেরা চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে আমাদের। ভেবেছিলাম ইচ্ছে করে ব্যর্থ হব আমি, কিন্তু কি লাভ হত তাতে? রানা, তোমার সাহায্য আমার না পেলে চলবে না। আমি বেরুতে চাই। এখুনি আমার বেরুনো দরকার। আমি চাই মেয়েগুলোকে নিয়ে কেটে পড়ব। ওদের সামনে এমন ভান করব আমি যেন গুডরিচের নির্দেশে কাজ করছি। তবে বেশিক্ষণ নয়।'

'তুমি যে ধোঁকা দিতে চাইছ না, প্রমাণ করার জন্যে বল কোথায় রয়েছি আমরা। এই জায়গার নাম কি? দুর্গটা কোথায়?'

'তোমার মনে হতে পারে অনেক দূরে কোথাও চলে এসেছি আমরা, তা কিন্তু নয়। দু'মাইল এগোলেই রাস্তার সন্ধান মিলবে। রাস্তায় উঠে বাম দিকে ঘুরব আমরা, তারপর পাহাড় বেয়ে নামলেই পৌঁছে যাব ডাবলিন–উইকলো রোডে। এয়ারপোর্টে পৌঁছুতে এক ঘন্টা লাগবে আমাদের, খুব বেশি হলে দু'ঘন্টা।'

চোখ বুজে এখনও চেয়ারে হেলান দিয়ে আছে রানা। 'তোমার বক্তব্য যদি বিশ্বাস করি আমি, আমারও সাহায্য দরকার হবে।'

'এখুনি পাচ্ছ। নোড়ো না, আমি তোমার হ্যাণ্ডকাফের তালা খুলে দিচ্ছি। তোমার অস্ত্রটা আমার সঙ্গেই আছে–এএসপি নাইন এমএম, ভারি সুন্দর জিনিস। এই নাও।'

রানা অনুভব করল, ভারি অস্ত্রটা ওর কোলের ওপর পড়ল। 'আমরা তাহলে গুলি করতে করতে বেরিয়ে যাব?'

'সংখ্যায় ওরা বেশি। আমি হয়ত আমার লোকগুলোকে বোকা বানাতে পারব, কিন্তু ছুঁচোটাকে বোকা বানানো অসম্ভব। ওকে, আর আমার দলে গুডরিচ যাদেরকে ঢুকিয়ে দিয়েছে।'

'আবারও ধরে নিচ্ছি তোমার কথা বিশ্বাস করা যায়, কতক্ষণ সময় আছে আমাদের হাতে?' রানার হাত মুক্ত, হ্যাণ্ডকাফ খুলে নিয়েছে কর্নেল করবেট।

'ঘন্টাখানেক। ভাগ্য ভাল হলে দেড় ঘন্টা। এখানেই তাকে ল্যাণ্ড করতে হবে, দিনের আলো কমতে শুরু করার আগেই।'

'আর মেয়েগুলো? কোথায় রাখা হয়েছে ওদের?'

'গেস্ট স্যুইটে তালা দিয়ে রাখা হয়েছে, সম্ভবত। অন্তত সেই নির্দেশই দিয়েছি আমি। ওদের কাছে যাওয়াটা সমস্যা হবে। যে-ধরনের ইন্টারোগেশন করার কথা আমার, ওরা ধরে নিয়েছে এতক্ষণে প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেছ তুমি। একটা স্ট্রেচার নিয়ে অপেক্ষা করছে, আবার তোমাকে রেখে আসবে, ওপরের সেই কামরাটায়।'

রানা অনুভব করল, ওর পায়ের শিকল খুলে গেছে। 'তোমার কোন সাজেশন আছে?' জানতে চাইল ও। কোলের ওপর থেকে এএসপি-টা তুলল, ভেতরে ম্যাগাজিন আছে কিনা বোঝার জন্যে হাতের তালুতে রেখে ওজন আন্দাজ করার চেষ্টা করল। এ-ধরনের পরীক্ষায় অভ্যস্ত ও, কখনও ভুল হয় না। বুঝল, এএসপি খালি নয়। শুধু ম্যাগাজিন নয়, গুলিও রয়েছে ওতে।

'একটা উপায় আছে,' শুরু করল কর্নেল করবেট, পরমুহূর্তে চরকির মত ঘুরে গেল দরজার দিকে।

বিস্ফোরিত হয়েছে দরজা, জুলি আর তার কুকুরগুলোকে দেখা গেল সেখানে। লাফ দেয়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে কুকুরগুলো, গলার চেইন টান টান হয়ে আছে।

'জুলি!' কর্তৃত্বের সুরে গর্জে উঠল কুর্শি করবেট।

'ভারি ইন্টারেস্টিং!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে পাল্টা চিৎকার করল জুলি। 'আপনি যখন এখানে ছিলেন না, কর্নেল, ইন্টারোগেশন রুমের কিছু পরিবর্তন করেছি আমি–জেনারেল গুডরিচের নির্দেশে, স্বভাবতই। যেমন, রেকর্ডিঙের সুইচ রিভার্স করা হয়েছে। টেপগুলো শোনার সময় পুলকিত হবেন জেনারেল। তবে যথেষ্ট শুনেছি আমরা, আর দরকার নেই। এখুনি পৌঁছে যাবেন তিনি, ততক্ষণ আমি চাই আপনাদেরকে তালা দিয়ে রাখা হোক।'

যেন পরস্পরের চিন্তা ধরতে পেরেই দু'জন একসঙ্গে লাফ দিল ওরা–কর্নেল করবেট লাফ দিল বাম দিকে, চেয়ার থেকে ডানদিকের মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল রানা।

হিব্রু ভাষায় কুকুরগুলোর উদ্দেশ্যে চিৎকার করল জুলি, 'ফিউরি, ধরো! উরি, বাধা দাও! থামাও, থামাও!' হাতের চেইন ছেড়ে দিল সে।

লাফ দিল কুকুরগুলো, রোমহর্ষক গর্জন বেরিয়ে আসছে গলা থেকে। রানার অস্ত্র ধরা হাতটা কামড়ে ধরেছে উরি, পলকের জন্যে দেখতে পেল ও, জুলির পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকগুলো। শেষ কুকুরটা, কারাম, তৈরি হচ্ছে লাফ দেয়ার জন্যে।

এগারো

তীব্র ব্যথা অনুভব করল রানা, ওর বাহুর নিচের দিকটা উরির দুই চোয়ালের মাঝখানে আটকে গেছে, আপনা থেকেই আলগা হয়ে গেল ডান হাতের সব ক'টা আঙুল, ভারি শব্দ তুলে মেঝেতে পড়ে গেল অস্ত্রটা। কুকুরগুলোর চাপা গর্জনে ছাপিয়ে উঠল জুলির কর্কশ চিৎকার, হিব্রু ও আরবী ভাষায় গালিগালাজ করছে কর্নেল করবেট। উরির নিঃশ্বাসে উৎকট গন্ধ, রানার সারা মুখে ঝাপটা মারছে। ওকে ছাড়ছে না। ওকে ছাড়ছে না কুকুরটা, গরগর শব্দ বেরিয়ে আসছে গলা থেকে, মাথাটা ঘন ঘন এদিক ওদিক নাড়ছে, যেন জয়েন্ট থেকে বাহুটা ছিঁড়ে নিতে চায় সে।

খালি হাতটা দিয়ে উরির অণ্ডকোষে প্রচণ্ড আঘাত করল রানা, ঠিক যেমনটি ওকে শেখানো হয়েছে। গর্জনের বদলে শোনা গেল ব্যথায় কাতর তীক্ষ্ণ চিৎকার, এক সেকেণ্ডের জন্যে ঢিল পড়ল চোয়ালে। ওই এক সেকেণ্ডই কাজে লাগিয়ে শরীরটা গড়িয়ে সরে এল রানা, ডান হাতটা তুলে আনল উরির গলায়। আঙুলের ডগায় কণ্ঠনালীর স্পর্শ পেতেই মুঠোর ভেতর চেপে ধরে টান দিল ও, যেন ছিঁড়ে ফেলবে। ওর বাম হাতটা চাবুকের মত নড়ে উঠল, খপ করে ধরে ফেলল কুকুরটার ঘাড়। কিন্তু ইতিমধ্যে ব্যথার প্রতিক্রিয়া ও বিপদের আশঙ্কা নতুন শক্তি এনে দিয়েছে উরিকে। তীক্ষ্ণ চিৎকার বদলে গেল, ঘন ঘন কয়েকটা ক্রুদ্ধ গর্জন ছাড়ল সে, গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল রানার, শুধু ঝুলে থাকার জন্যে অবশিষ্ট শক্তির সবটুকু ব্যয় করতে হল ওকে। বাহুর ব্যথাটা বাড়ছে, উরি যেখানে দাঁত বসিয়েছে; সেই সঙ্গে অসম্ভব দুর্বল হয়ে পড়ছে ও। তবে, নিঃসন্দেহেই জানে রানা, অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে যুদ্ধ করছে ও। এই যুদ্ধে হেরে যাওয়া মানে নির্ঘাত মৃত্যু। উরির কণ্ঠনালীর ওপর চাপ আরও বাড়াল।

ট্রেনিং স্কুলের ইনস্ট্রাকটর কি বলেছিল, পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে রানা। কোর্সটার নাম ছিল কিল-অর-বি-কিলড। 'কখনই কারও গলা দু'হাতে চেপে ধরবে না। ভাল রেজাল্ট পেতে হলে এক হাতে ধরতে হবে।' নিয়মটা হল, এক হাতে কণ্ঠনালী চেপে ধর, গায়ের সমস্ত শক্তি ব্যবহার কর ঘাড়ের পিছনে। নিজেকে ছাড়াবার জন্যে ধস্তাধস্তি শুরু করল উরি, তার গলায় ও ঘাড়ে চাপ আরও একটু বাড়াল ও। পলকের জন্যে পশুর প্রতি ওর প্রেম আঁচড় কাটল বিবেকে, তবে তা ওই পলকের জন্যেই। জীবন-মরণ যুদ্ধ এটা। উরি ওকে মেরে ফেলতে চাইছে।

'উরি! ধরে থাক ওকে, ধরে থাক! উরি! হোল্ড হিম! হোল্ড হিম!' তীক্ষ্ণ চিৎকার করছে জুলি।

উরি কি ধরে থাকবে, ধরে আছে আসলে রানা। উরির পুরু পশমের

ভেতর ডুবে গেছে রানার কব্জি, দু'হাতে আরও শক্তি আনার জন্যে দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছে ও। অনুভব করল, জানোয়ারটা জ্ঞান হারাতে যাচ্ছে। তারপর হঠাৎ করেই উরির চোয়ালে ঢিল পড়ল, শরীরটা ভারি বোঝার মত লাগল।

তবু রানা ঢিল দিল না হাতে, ভঙ্গিটা দেখে মনে হল উরির সঙ্গে কুস্তি লড়ছে ও, আড়চোখে তাকিয়ে দেখে নিল এএমপি-টা কোথায় পড়েছে। উরিকে নিয়েই গড়ান খেল একটা, বোঝাতে চাইল ওর সঙ্গে এখনও যুদ্ধ করছে উরি। অদ্ভুত শান্ত ও হিসেবী হয়ে উঠেছে ওর মন, তীব্র ব্যথাটাকে অগ্রাহ্য করে হাতে পেতে চাইছে অটোমেটিকটা। বাম দিকে পড়ে রয়েছে ওটা, নাগালের মধ্যেই।

কর্নেলের দিকে তাকাতেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার। মেঝেতে পিঠ দিয়ে শুয়ে রয়েছে করবেট, তার শরীরের ওপর দাঁড়িয়ে কাভার দিচ্ছে ফিউরি, খোলা চোয়ালের ভেতরে দাঁত দেখা যাচ্ছে, করবেটকে নড়তে দেখলেই কামড়ে ছিঁড়ে ফেলবে গলা। এক পলক তাকিয়েই বুঝতে পারল রানা, নড়া তো দূরের কথা, ভুরু কোঁচকানর ঝুঁকিও নিতে পারবে না সে। একা শুধু ফিউরি নয়, টান টান চেইনের শেষ প্রান্তে কারামকে রিজার্ভ রাখা রয়েছে। কারামের পিছনে রয়েছে লোকগুলো, জুলির পিছনে যাদেরকে আগেই দেখেছে রানা।

রক্তাক্ত বাহুর সমস্ত ব্যথা ভুলে থাকার চেষ্টা করল ও। উরিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করল, আরেকটা গড়ান খেল ডান দিকে। হাতে চলে এল অটোমেটিক, আরেকটা গড়ান দিয়ে পরপর দুটো গুলি করল কারামকে। ফিউরি তার শিকারের দিক থেকে ওর দিকে ফিরছে, তাকেও একটা গুলি করল ও। বুলেটের ধাক্কায় ছিটকে দেয়ালের গায়ে পড়ল ফিউরি। চার নম্বর বুলেট ছুটে গেল দরজার দিকে, চৌকাঠের নিচের দিকে তাক করেছে রানা। কবাটের খানিকটা কাঠ ও দেয়ালের খানিকটা প্লাস্টার খসে পড়ল, ছিটকে সরে গেল লোকগুলো। কিন্তু বিস্ময়ে বিহ্বল জুলি মেঝেতে দাঁড়িয়ে আছে, নড়ার শক্তি যেন হারিয়ে ফেলেছে সে।

'আর নয়!' চিৎকার করল করবেট। ইতিমধ্যে দাঁড়িয়েছে সে, লাফ দিল জুলির দিকে। তার একটা হাত ধরে নিচের দিকে হ্যাঁচকা টান দিল সে, আরেক টানে ছুঁড়ে দিল দেয়ালের দিকে। আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠল জুলি। দূরের দেয়ালে একটা ভারি বস্তার মত ধাক্কা খেল, মেঝেতে পড়ে আর নড়ল না।

কর্নেলের হাতে একটা অটোমেটিক রয়েছে, বিধ্বস্ত দরজার দিকে ফিরে চিৎকার করল সে, 'কেভমি! পেনাল! আমি তোমাদের সিনিয়র অফিসার। মোসাড আমাদের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে। তোমরা মোসাড সদস্যদের সঙ্গে রয়েছ। ওরা আঘাত করার আগে তোমরা আঘাত করো! এখুনি। ঝাঁপিয়ে পড়ো! ওরা বেঈমান, তোমাদের খুন করবে! তার আগে তোমরা ওদের মারো! এখুনি, এখুনি, এখুনি!'

ঝাড়া দু'সেকেণ্ড প্যাসেজে অটুট হয়ে থাকল নিস্তব্ধতা। তারপর একটা

চিৎকার শোনা গেল, সেটাকে ছাপিয়ে উঠল গুলির আওয়াজ, খ্যাচ খ্যাচ শব্দ হল ঘুসোঘুসির।

রানাকে সঙ্কেত দিল কর্নেল। তার ইঙ্গিতে দরজার ডান দিকে পজিশন নিল রানা। ওর উল্টো দিকে দাঁড়াল করবেট। আরেকটা গুলি হল প্যাসেজে। কে যেন চিৎকার করল। ধস্তাধস্তির আওয়াজ পাচ্ছে ওরা।

তারপর সিঁড়ি মাথায় কে যেন বলল, 'কর্নেল করবেট, ওদেরকে আমরা কাবু করেছি! জলদি, ওদেরকে আমরা কাবু করেছি!'

রানার চোখে চোখ রেখে মাথা ঝাঁকাল কর্নেল। একযোগে লাফ দিয়ে প্যাসেজে বেরিয়ে এল ওরা দু'জন। লাফ দিচ্ছে, ইংরেজিতে চিৎকার করল করবেট, 'সব ক'টাকে ফেলে দাও, রানা! সব ক'টাকে!'

রানাকে দ্বিতীয়বার সাধার দরকার ছিল না। ওর ডানদিকে দু'জন লোক তৃতীয় একজনকে কাবু করার চেষ্টা করছে, আরেকজন জ্ঞান হারিয়ে পড়ে আছে মেঝেতে। পুরো দলটার অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করতে এএসপির তিনটে বুলেট খরচ হল। প্রথম গুলিতে খতম হল দু'জন, তাদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছিল যে লোকটা তার মাথার খুলি উড়িয়ে দিল দ্বিতীয় বুলেট। চতুর্থ লোকটা তার মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কিছুই জানতে পারল না।

সরু প্যাসেজে গুলির শব্দগুলো কানে তালা লাগিয়ে দিল। কর্নেলের হাতের অটোমেটিকটাও গর্জে উঠল দু'বার, বাম দিকের লোকগুলোকে নিজের টার্গেট হিসেবে বেছে নিয়েছে সে। সেদিকে তাকিয়ে আরও দুটো লাশ দেখতে পেল রানা।

'দুঃখজনক,' মন্তব্য করল কর্নেল। 'লোক হিসেবে ওরা খারাপ ছিল না—কেভমি ও পেনাল!'

'মাঝে মধ্যে এরকম হয়, কোন বিকল্প থাকে না। তোমার কথার সত্যতা এতক্ষণে প্রমাণিত হয়েছে, করবেট। ওপরতলায় ক'জন আছে?'

'দু'জন। সম্ভবত মেয়েগুলোকে পাহারা দিচ্ছে।'

'তাহলে এবার বোধহয় নেমে আসছে।'

'মনে হয় না। বেসমেন্টের কোন শব্দ ওখানে পৌঁছায় না।' ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে কর্নেল। 'আগেও অনেকবার পরীক্ষা করা হয়েছে। চিৎকার করে এখানে গলা ফাটিয়েছে পিএলও-র বন্দীরা, ওপরতলায় মেয়েদের নিয়ে ফুর্তি করেছে লোকজন, কিছুই শুনতে পায়নি।'

কর্নেলের কথা শুনতে পাচ্ছে রানা, কিন্তু চারদিকের দেয়াল ঘুরতে দেখছে ও, ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসছে। তীব্র ব্যথায় কাঁধ থেকে খসে পড়ে যেতে চাইছে আহত হাতটা, ক্ষতমুখ থেকে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। দু'বার বমি করার জন্যে মুখ খুলল, শুনতে পেল ওর নাম ধরে ডাকছে কর্নেল করবেট। তারপর আর কিছু মনে নেই।

*

সাপ ও মাকড়সার স্বপ্ন দেখল ও। কিছু নাক ও চোখের কাছে ঝুলে আছে, কিছু ওর শরীরের চারপাশে ঘুরছে। আঁকাবাঁকা একটা সুড়ঙ্গের মেঝেতে শুয়ে

রয়েছে ও। হঠাৎ উপলব্ধি করল, মেঝে নয়, ওর পিঠের নিচে কিলবিল করছে অসংখ্য সাপ। ওগুলোকে দেখতে পেলেও, অন্ধকারের ভেতর রয়েছে ও, শুধু সুড়ঙ্গের শেষ মাথায় ক্ষীণ একটা আলোর রেখা দেখতে পাচ্ছে। হামাগুড়ি দিয়ে এগোবার চেষ্টা করল ও। তখনই অদৃশ্য হয়ে গেল আলোটা, সাপগুলো ওর পেট-বুক-হাত-পা সব ঢেকে ফেলল। স্থির হয়ে গেল রানা, গোটা শরীর আড়ষ্ট। এই সময় আবার টানেলের মাথায় দেখা গেল আলোটা। জান কবুল করে এগোবার চেষ্টা করল, কিন্তু প্রকাণ্ড একটা সাপ ওর পা দুটো জড়িয়ে রেখেছে। ওর মনে কোন ভয় নেই, শুধু জানে টানেলের শেষ মাথায় পৌঁছুতে হবে ওকে। কালো কুচকুচে একটা সরীসৃপ ওর বাহুতে দাঁত বসিয়ে দিল, তীব্র ব্যথায় চিৎকার করে উঠল রানা। দেখল, বাহুতে এইমাত্র যে ক্ষতটা সৃষ্টি হয়েছে সেদিকে ছুটে যাচ্ছে কয়েকটা মাকড়সা। বড় আকৃতির, মোটাসোটা, পশমওলা আরও কিছু মাকড়সা ওর গায়ের ওপর হাঁটছে, ঢুকে যাচ্ছে নাকের ফুটোয়, মুখের ভেতর। কাশি পেল রানার, থো-থো করে মাকড়সাগুলোকে বের করে দিল মুখ থেকে। কিভাবে জানে না, নিশ্চয়ই টানেলের মুখের কাছে চলে এসেছে ও, তা না হলে আলোটা লাগছে কেন চোখে? কে যেন ওর নাম ধরে ডাকল।

'রানা! মাসুদ রানা! রানা!'

সাপ ও মাকড়সাগুলো চলে গেছে, রয়ে গেল শুধু বাহুর তীব্র ব্যথাটা। দৃষ্টিপথে ভেসে উঠল একটা মুখ, একটা সুন্দর মুখ। ঠোঁট দুটো নড়ছে তার।

'রানা। কথা বলো। প্লীজ, রানা! তুমি সুস্থ আছ। কোন চিন্তা নেই।'

মুখটা ঝাপসা হয়ে গেল, যদিও গলাটা আবার শুনতে পেল রানা, 'মমতাজ, ওর জ্ঞান ফিরে আসছে।'

'আল্লা যা করে ভালই করে।'

চোখের পাতা কাঁপল রানার, খুলল ও বন্ধ হল, তারপর পুরোপুরি মেলে গেল। রাবেয়া সিরাজকে দেখতে পেল ও। বলল, 'কি...'

'তুমি ভাল আছ, রানা। সব ঠিক আছে।'

নড়ল রানা, অনুভব করল বাহুর ব্যথাটা দপ দপ করছে, শক্ত হয়ে আছে জায়গাটা।

'হাতে আর বেশি সময় নেই।' রাবেয়াকে ধরে একপাশে সরিয়ে দিল কর্নেল করবেট। 'তুমি ভালই থাকবে, রানা। কিন্তু...' হাতঘড়ির দিকে তাকাল সে।

খুঁটিনাটি সহ সবকিছু মনে পড়ে গেল রানার। সিধে হল কর্নেল। তাকিয়ে আছে রানার দিকে, তার একটা হাত মমতাজের কাঁধে।

বড় করে শ্বাস টানল রানা। 'দুঃখিত। আমি বোধহয় জ্ঞান হারিয়েছিলাম।'

'অবাক হওয়ার কিছু নেই,' বলল কর্নেল করবেট। 'দাঁতগুলো মাংসের অনেক ভেতর পর্যন্ত ঢুকে গিয়েছিল। লাগছে কি রকম?'

হাতটা নাড়ল রানা। 'অসাড়। তবে, কষ্ট হলেও নাড়াচাড়া করতে

পারব।'

'নতুন নার্স হিসেবে কতটা ভালই খুয়েছে রাবেয়া,' বলল মমতাজ। 'তোমাকে আমাদের সবার ধন্যবাদ জানানো উচিত, রানা। নিচে কি ঘটেছে সব আমরা কুর্শির মুখে শুনেছি।'

'[illegible] কি আছে?'

রাবেয়ার ঠোঁটে লাজুক হাসি। 'কুকুরটা এক নম্বর বজ্জাত! ভয় পাচ্ছি, দাগগুলো না থেকে যায়। তবে বিষের ভয় আছে বলে মনে হয় না। অত্যন্ত জোরাল অ্যান্টিসেপটিক ব্যবহার করেছি আমরা।'

'তুমি বসতে পারবে, রানা?' জানতে চাইল করবেট। 'দাঁড়াতে পারবে?'

নিজের চারদিকে তাকাল রানা। গেস্টরুমের একটা সোফায় শুয়ে রয়েছে ও। কারও সাহায্য না নিয়ে বসতে পারল দেখে সাহস বাড়ল, চেষ্টা করে দাঁড়াতেও পারল, কিন্তু গায়ে জোর পাচ্ছে না, মনে হল পড়ে যাবে। সোফার একটা হাতল ধরে ফেলল ও। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ওর কাঁধ আর কোমরে হাত রাখল রাবেয়া। 'ধন্যবাদ, রাবেয়া। তুমি আমার জন্যে অনেক করেছ।' সাবধানে নড়ল রানা, পেশীগুলোকে পরীক্ষা করে দেখছে। ধীরে ধীরে শক্তি ফিরে এল গায়ে। 'ধন্যবাদ, রাবেয়া,' আবার বলল ও।

'আমরা সবাই তোমার কাছে ঋণী। সে ঋণ কোনদিন শোধ হবার নয়।'

'বাকি সবার খবর কি?' কর্নেলকে জিজ্ঞেস করল রানা। 'তোমার লোকজন এখানে যারা ছিল?'

'তাদের ব্যবস্থা করা হয়েছে।' চেহারা কালো হয়ে গেল কর্নেলের, অপ্রীতিকর একটা কাজ শেষ করার পর ওর নিজের কি প্রতিক্রিয়া হয় মনে করিয়ে দিল রানাকে। স্মৃতির পাতা থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ-ধরনের ঘটনা মুছে ফেলতে হয়। কেউ যদি খুব বেশি স্মৃতি রোমন্থন করে, ধরে নিতে হবে ব্যাপারটা উপভোগ করছে সে, নয়ত অপরাধ-বোধ তাকে মানসিক রোগী করে তুলেছে।

'আর জুলি?' জানতে চাইল রানা।

'বেঁচে আছে, বিশ্রাম নিচ্ছে। জ্ঞান থাকলেও বেশি দূর যেতে পারবে না। কয়েকটা হাড় ভেঙে গেছে।' কর্নেলের গলার স্বর বদলে গেল, 'রানা, এখান থেকে আমাদের বেরুতে হবে। এলিগেটরের কথা মনে আছে তো? যে-কোন মুহূর্তে পৌঁছে যাবে। সে ল্যাণ্ড করার আগেই কেটে পড়া উচিত আমাদের।'

'এলিগেটর? এলিগেটর মানে?' অবাক হয়ে জানতে চাইল রাবেয়া।

থমথমে হয়ে উঠল কর্নেলের চেহারা। 'জেনারেল সিসিল গুডরিচ, মোসাড।'

রাবেয়ার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'এলিগেটরের ব্রেনকে কুবুদ্ধি ও নৃশংসতার উৎস বলা হয়। পৈশাচিক উল্লাস অনুভব করার সুযোগ নেই, এমন সব কাজে তার উৎসাহ কম বলে শোনা যায়।' কর্নেলের দিকে তাকাল রানা। 'আমি কোন সমস্যা নই, করবেট।' কয়েকবার বড় করে শ্বাস টানল ও, হাসিমুখে তাকাল মেয়ে দুটোর দিকে। ঝিমুনির ভাব কাটিয়ে

উঠেছে মমতাজ, কুর্শি করবেটের দিকে তাকিয়ে আছে পূর্ণদৃষ্টিতে, চোখ থেকে উথলে উঠছে প্রেম ও প্রীতি।

'হ্যাঁ, জানি, তুমি কোন সমস্যা হবে না,' বলল কর্নেল। 'যদিও আমাদের মধ্যে একমাত্র তুমিই আহত হয়েছ। আমি আসলে বাকি সবার কথা ভাবছি।'

'[illegible]?'

'এখানেই আছে,' বলল কর্নেল, রানার তাকে অসহিষ্ণু মনে হল। 'তুমি আসলে একটা জিনিস বোধহয় বুঝতে পারছ না। আমরা বিশাল একটা গর্তের মাঝখানে রয়েছি, জায়গাটার ওপর চারদিক থেকে নজর রাখা যায়। আমার জানামতে, সশস্ত্র অন্তত দশজন লোক পাহারায় রয়েছে ওখানে। তারাও মোসাড, রানা। শুধু মেইন এন্ট্রান্সেই আছে চারজন। আমরা যদি গাড়ি নিয়ে রওনা হই, ওরা জানতে চাইবে কেন বা কোথায় যাচ্ছি। উঁহু, না। প্রশ্ন করার ঝামেলায় ওরা যাবে না। বাকি যারা পাহাড়ে আছে বা গেটে, তারাও কোন প্রশ্ন করবে বলে মনে হয় না। প্রত্যেকে স্নাইপার।'

'কুকুরের মাংস কুকুর খাবে, বলতে চাইছ?'

'প্রথমে গুলি। পরে কি হয় দেখা যাবে।'

'প্রাইম একটা টার্গেটকে ওরা গুলি করবে?'

'করবে। তোমাকে, আমাকে, মেয়েগুলোকে। এ-ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। এই ঘাঁটির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখে গুডরিচ। আসল কথা, জায়গাটার আসল নাম থ্রী সিস্টার ক্যাসল। মোসাড ও মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স গত দশ বছর ধরে ব্যবহার করছে এটাকে। গুডরিচ রেডিওর মাধ্যমে যোগাযোগ রাখে। কমিউনিকেশন রুমের প্যাডে চোখ বুলাবার সুযোগ হয়েছে আমার। শেষ যে মেসেজটা পাঠিয়েছে সে তাতে তোমার ও আমার, দু'জনেরই নাম আছে। নির্দেশ দিয়েছে, সে না পৌঁছানো পর্যন্ত থ্রি সিস্টার ক্যাসল থেকে কাউকে বেরুতে দেয়া যাবে না। কেউ যদি বেরুতে চায়, তাকে যে-কোন মূল্যে থামাতে হবে।'

'আমি বলেছি প্রাইম টার্গেট,' আবার বলল রানা। ধীরে ধীরে শারীরিক সুস্থতা ফিরে আসছে ওর, মাথাটাও আগের চেয়ে ভালভাবে কাজ করছে। 'যেমন ধরো, জেনারেল সিসিল গুডরিচ। তবু ওরা আমাদেরকে লক্ষ্য করে গুলি করবে?'

'তুমি বলতে চাইছ, তাকে আমরা সঙ্গে রাখব? জিম্মি হিসেবে?'

'নয় কেন?'

'কারণ তার সঙ্গে আরও লোকজন থাকবে।'

'তবু তাকে কাভার হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব হতে পারে। এখানে কিভাবে আসছে সে?'

'হেলিকপ্টারে চড়ে। আয়ারল্যাণ্ডে আনঅফিশিয়াল ট্রান্সপোর্টের অভাব নেই তার, সবই লিগ্যাল। ইল্লিগ্যাল ট্রান্সপোর্ট ব্যবহার করার জায়গা রিপাবলিক অন্তত নয়। তবে অন্ধকার আসার ঝুঁকি সে নেবে না। সূর্য ডুবে যাবার পর হালকা এয়ারক্রাফটা নিয়ে ল্যাণ্ড করার সুযোগ এখানে নেই।'

'দুর্গের কাছাকছি ল্যাণ্ড করবে সে?'
'আমরা-সাধারণত সরাসরি একটা সরল রেখা ধরে মেইন এন্ট্রান্সের দিকে আসি। দুর্গের সামনে ল্যাণ্ড করি, কার পার্কিং-এর কাছাকাছি।'
'তার সঙ্গে আর কে থাকবে?'
'অন্তত দু'জন বডিগার্ড, অ্যাকাউন্ট্যান্ট আর দক্ষ একজন ইন্টারোগেটর। সবার কাছে অস্ত্র থাকবে। সবাই যোগ্য লোক।'
বাহুতে হঠাৎ তীব্র ব্যথা অনুভব করল রানা, কুঁচকে উঠল মুখ।
'রানা, কি হল?' ঝ্যাং করে ওর পাশে চলে এল রাবেয়া, আহত হাতটা আলতোভাবে ধরল এক হাতে, চোখে উদ্বেগ। মেয়েটার গাঢ় নীল চোখে কি যেন মায়া। গোলাপি ঠোঁট দুটো এত সুন্দর যে চুমো খেতে ইচ্ছে করে।
'কিছু না, একবার দপ করে উঠল,' বলল রানা, অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাবেয়ার দিক থেকে কর্নেলের দিকে চোখ ফেরাল ও। 'ঝুঁকি থাকলেও, বেরুতে তো হবে, তাই না? জেনারেল এসে পৌঁছুল, ঠিক এই সময় আমরা যদি রওনা হই, ঝুঁকির পরিমাণ তাতে কমবে। ভাল গাড়ি কোনটা, করবেট?'
'বিএমডব্লিউ। তেল ভরা আছে।'
নিজের অটোমেটিকটা ফেরত চাইল রানা, কাপড়চোপড়ে চাপড় দিয়ে পরীক্ষা করল অন্যান্য গোপন অস্ত্রগুলো জায়গামত আছে কিনা। টেবিল থেকে তুলে ব্যাটন আর এএসপি-টা হাতে ধরিয়ে দিল কর্নেল। অটোমেটিকটা খুলে পরীক্ষা করল রানা। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আমরা তাহলে একমত, কেমন? হেলিকপ্টার আসার সঙ্গে সঙ্গে রওনা হব?'
বাকি সবাই মাথা ঝাঁকালেও, কর্নেলকে গম্ভীর দেখাল।
'করবেট?'
'হ্যাঁ। আর একটাই মাত্র বিকল্প আছে, এখুনি রওনা হতে পারি আমরা, ওরা চারদিক থেকে গুলি করবে জেনেও। হাতে ওদেরকে নিরস্ত্র করার সময় থাকলে খুশি হতাম আমি।'
'তুমি কি মেয়েদের হাতেও অস্ত্র দিতে চাও?'
'দিতে চায় মানে? আগেই তো দিয়েছে!' সন্দেহ নেই, আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়ে প্রফেশনাল হয়ে উঠেছে মমতাজ। প্রেমিকপ্রবর কুর্শি করবেটের উপস্থিতিই কি তার একমাত্র কারণ? নিজেকে মনে করিয়ে দিল রানা, মমতাজকে জিজ্ঞেস করতে হবে, এয়ারপোর্ট হোটেলে অমন বেহায়ার মত নিজেকে ওর হাতে তুলে দিতে চেয়েছিল কেন সে। এখুনি জিজ্ঞেস করতে পারলে ভাল হত, কিন্তু কর্নেলের সামনে তা সম্ভব নয়।
'বিএমডব্লিউ-এর চাবি?' জিজ্ঞেস করল রানা।
নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল কর্নেল।
'তাহলে আমরা অপেক্ষা করছি কেন? চল, অন্তত সদর দরজা পর্যন্ত যাই। করবেট, তুমি বরং গাড়ির কাছে চলে যাও। এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই। গাড়ির এটা-সেটা পরীক্ষা করো, হেলিকপ্টার দেখতে পেলেই চিৎকার করবে।'

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছে ওরা, দুর্গের ভেতরটা ঠাণ্ডা ও নিরাপদ লাগল। পশ্চিমের আকাশ ইতিমধ্যে লাল হতে শুরু করলেও, বাইরে এখনও প্রচুর আলো, কিন্তু পাথুরে হলরুমের ভেতর ছায়া যেমন গাঢ় তেমনি শীতল।
'সূর্যাস্তটা দেখার মত হবে,' উজ্জ্বল হেসে বলল রানা, মূলত মেয়েগুলোকে হাসিখুশি রাখার জন্যে। কর্নেলের চেহারা দেখেই বুঝতে পারছে ও, এখান থেকে পালানো সহজ কাজ হবে না। দরজার কাছে পৌঁছে তাকে জিজ্ঞেস করল ও, গাড়িতে উঠে কোথায় বসবে।
'মমতাজ যদি আমার সঙ্গে সামনে বসে, কারও কোন আপত্তি আছে? তুমি, রানা, রাবেয়াকে নিয়ে পেছনে বসো। সবাই আমরা যতটা সম্ভব নিচু করে রাখব মাথা।'
'আমার কোন আপত্তি নেই,' বলল রাবেয়া, চোখে আনন্দের ঝিলিক নিয়ে রানার দিকে তাকাল সে।
'গাড়ির সবগুলো জানালা খুলে রাখব আমরা,' বলল রানা। 'যদি পাল্টা গুলি করতে হয়।'
'ঠিক,' বলল কর্নেল, ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল। 'সেটাই ঠিক হবে।'
'তোমার সঙ্গে একা একটু কথা বলতে পারি, করবেট?' জিজ্ঞেস করল রানা, তার কনুই চেপে ধরে টেনে নিয়ে এল একপাশে। 'বিপদ কাটিয়ে যদি বেরিয়ে যেতে পারি, কোন্ দিকে যাব আমরা?'
'আগে এই দেশটা থেকে বেরুই, তারপর দেখা যাবে। কিন্তু গুডরিচের চোখকে ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে থাকবে, এমন জায়গা দুনিয়ার কোথাও নেই। শেষ পর্যন্ত ধরা তোমাকে পড়তেই হবে।'
'তোমার কোন ধারণা আছে, শামিম হাসান ও তোমার কলিগ এলা কাভিশ কোথায় থাকতে পারে?'
'ওদেরকে শেষবার কোথায় দেখা গেছে বলতে পার?'
'পারি! তুমি?'
'ক্যানারি আইল্যাণ্ডে।'
'আমি তাই শুনেছি বটে, কিন্তু এতদিনে খবরটা পুরানো হয়ে গেছে।'
'রাহাত খান তোমাকে বলেছেন এক হপ্তা আগের খবর। ওরা বোধহয় অন্য কোথাও চলে গেছে। কিন্তু এখান থেকে একবার বেরিয়ে যাওয়া মানে আমার নিজের হাতে নৌকা পোড়ানো। অর্থাৎ বলতে চাইছি আমার লোকদের কোন সাহায্য আমরা পাব না।'
'আমার লোকদের সাহায্যও খুব কম পাব, যদি আমরা বসের নির্দেশ মেনে চলি।'
'গুডরিচ আশা করবে ডাবলিন, শানন বা দুই বন্দরের যে-কোন একটার দিকে যাব আমরা।'
'আয়ারল্যাণ্ড থেকে বেরুতে হলে ওগুলোর যে-কোন একটা দিকে যেতে হবে আমাদের।'
চট করে আড়চোখে তাকাল কর্নেল। 'নট নেসেসারিলি। ব্যবহার করার

মত এখনও কিছু কনট্যাক্ট আছে আমার। আসলে, তোমারও আছে। তবে সবাইকে আমি চুপচাপ বের করে নিয়ে যেতে পারব।'

রানাকে উদ্বিগ্ন দেখাল। 'উত্তরে যাওয়া সম্ভব নয়, বোঝ তো? শুধু বিসিআই নয়, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসেরও নিষেধ আছে।'

'আমি উত্তরের কথা ভাবছি না,' বলল কর্নেল করবেট। 'নিরাপদে বেরিয়ে যাবার পর, ওদেরকে ধোঁকা দেয়ার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। ওদেরকে বুঝতে দেব আমরা ডাবলিনের দিকে যাচ্ছি, তারপর ফিরে এসে অন্য পথ ধরব। আমি আসলে পশ্চিম কর্ক-এর কথা ভাবছি। ওখানে একবার পৌঁছুতে পারলে চুপচাপ কেটে পড়ার ব্যবস্থা করা আমার জন্যে সমস্যা হবে না। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'গাড়ি তাহলে তুমি চালাচ্ছ।'

'আমি অন্তত জানি কোথায় গাড়ি বদলাতে হবে।' অনেকক্ষণ পর হাসি দেখা গেল কর্নেলের ঠোঁটে, যেন এই মাত্র কথাটা মনে পড়েছে তার। 'আমি ভাল একটা হোটেলও চিনি, যেখানে ওরা আমাদেরকে খুঁজবে না।'

'বেশ...,' শুরু করল রানা, কিন্তু শেষ করল না। অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল ও, 'এখানে ওদের টেলিফোন ক'টা?' যেন হঠাৎ কোন বুদ্ধি এসেছে মাথায়।

'এখানে, হল, একটা।' সিঁড়ির তলায় একটা টেবিল দেখাল কর্নেল। 'আরেকটা আছে কমিউনিকেশন রুমে—সিঁড়ির মাথায়, বাম দিকের দরজা। আরেকটা আছে মেইন বেডরুমে, পাশের দরজা।'

'নাম্বার একটাই, বাকিগুলো এক্সটেনশন?'

'হ্যাঁ।' নাম্বারটা বলল কর্নেল, মনে গেঁথে নিল রানা। 'লাইনটা কমিউনিকেশন রূমে চলে গেছে, ওখানেই রেডিও ইকুইপমেন্ট রাখে ওরা। হল আর মেইন বেডরুমের লাইন দুটো এক্সটেনশন। কেন?'

'মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। মেয়েদের খুশি রাখো। সঙ্গে করে নিয়ে যাও বাইরে। মাত্র দশ মিনিট লাগবে আমার।'

ভুরু জোড়া উঁচু করল কর্নেল করবেট। 'দশ মিনিট পাব কিনা কে জানে। কাজটা কি জরুরী?'

'হ্যাঁ, আমার তাই ধারণা।' মেয়েগুলোর দিকে ফিরে হাসল রানা, ঘুরল, লম্বা পা ফেলে এগোল সিঁড়ির দিকে। হাতটা তেমন ব্যথা করছে না, তবে দুর্বল বোধ করছে।

কমিউনিকেশন রুমটা ছোট, বেশিরভাগ জায়গা দখল করে রেখেছে রেডিও ইকুইপমেন্টের কয়েকটা স্তর, টেপ মেশিন ও একটা কমপিউটর। আধুনিক অফিস ডেস্কের ওপর রাখা হয়েছে ওগুলো, টেবিলের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে প্যাড, ব্লটার ও ক্যালকুলেটর। টেলিফোনটা মাঝখানে ডেস্কে, মেইন রেডিওর সামনে। কামরায় ঢোকার আগেই কোমর থেকে বেল্টটা খুলে ফেলেছে রানা, বেল্টে লুকিয়ে রাখা মিনিয়েচার টুল কিটটা আলাদা করল এবার। অনেকদিন আগে এটা ওকে বিসিআই ল্যাবরেটরি থেকে দেয়া হয়েছিল, সে-সময় ল্যাবরেটরির দায়িত্বে ছিল ইলোরা। কয়েক ধরনের

কমপ্যাক্ট টুল, ডিটোনেটর, পিকলক, তার, ফিউজ ইত্যাদি রয়েছে ভেতরে, প্রায় চ্যাপ্টা একটা লেদার কনটেইনারে।

ছোট্ট একটা প্লাস্টিক সিলিণ্ডারের ঢাকনি খুলল রানা, এমন একটা স্ক্রুড্রাইভারের হেড বেছে নিল যেটা সহজেই সাধারণ যে-কোন টেলিফোনের তলার স্ক্রুতে ফিট করবে। খুদে সিলিণ্ডারের অপর প্রান্তে হেডটা ঢুকিয়ে দিল, ফলে হাতল হয়ে গেল সেটা। এরপর খুলে নিল ইনস্ট্রুমেন্টের চারটে স্ক্রু। খোলা টেলিফোনের ওপর চোখ রেখে পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করল ও। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল থেকে বেরুবার ঠিক আগে ইলোরা ওকে ছোট্ট যে প্যাকেটটা দিয়েছিল সেটা মানিব্যাগে রেখেছে ও। শস্যকণার মত খুদে ছ'টা কালো দানা রয়েছে প্যাকেটে, প্রতিটি থেকে বেরিয়ে আছে দুটো করে তার। স্ক্রুড্রাইভারের হেড আবার বদল করল রানা।

দানাগুলো আসলে হারমোনিকা বাগ নামে খ্যাত আড়িপাতা যন্ত্রের অত্যাধুনিক সংস্করণ। উপযুক্ত টার্মিন্যালে একটা দানা ফিট করে টেলিফোনটা আবার জোড়া লাগাতে চার মিনিট সময় নিল রানা। কমিউনিকেশন রুম থেকে মেইন বেডরুমে চলে এল ও, দ্বিতীয় টেলিফোনে ফিট করল আরেকটা দানা। নিচে নেমে শেষ টেলিফোনেও ঢুকিয়ে দিল একটা।

মেয়ে দুটোকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেছে কর্নেল করবেট। খুব তাড়াতাড়ি অস্ত যাচ্ছে সূর্য। হাতের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে রানার, দরজা খুলে কর্নেল বলল, 'গাড়ির কাছে যাচ্ছি আমি, রানা। তার আসতে আর দেরি নেই। ঠিক আছে?'

কাঁধ শক্ত করল কর্নেল, ভারি সদর দরজা খুলে বেরিয়ে এল বাইরে। ধীর পায়ে বিএমডব্লিউ-এর পাশে চলে এল সে। ঝুঁকে চাকা পরীক্ষা করল, বুট খুলে এটা-সেটা নাড়াচাড়া করল কিছুক্ষণ, তারপর উঠে বসল হুইলের পিছনে। জানালাগুলো খোলার জন্যে সেন্ট্রাল কন্ট্রোল অপারেট করল। দূর থেকে ভেসে এল হেলিকপ্টারের এঞ্জিনের আওয়াজ। গাড়ি স্টার্ট দিল কর্নেল, সিটের ওপর দিয়ে ঝুঁকে খুলে দিল প্যাসেঞ্জার ডোর, চিৎকার করে ডাকল ওদেরকে।

গাড়ির কাছে তখনও পৌঁছায়নি ওরা, লাল আকাশের গায়ে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে কপ্টারকে, এই সময় পাহাড়ের মাথা থেকে প্রথম গুলিটা হল। গাড়িপথে ধুলোর মেঘ উঠল, তবে একটা গুলিও গাড়ির কাছাকাছি পড়ল না। আপাতত গার্ডরা শুধু সাবধান করে দিচ্ছে ওদেরকে।

হুইলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে কুর্শি করবেট, বাকি সবাই যতটা সম্ভব মেঝের দিকে ঝুঁকে আছে। রাবেয়া, রানার পাশেই রয়েছে, দ্বিতীয় রাউণ্ডের বুলেটগুলো গাড়ির কাছাকাছি মাটিতে লাগায় শিউরে উঠল।

কর্নেল করবেট যেন একজন রেসিং ড্রাইভার, লাফ দিয়ে ছুটল তার গাড়ি। এঁকেবেঁকে ছুটছে বিএমডব্লিউ, উঁচু-নিচু কাঁচা রাস্তায় ঝাঁকি খাচ্ছে অনবরত, প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে গতি। মেইন এন্ট্রান্স দু'মাইল সামনে।

কপ্টারটা সোজা আসছিল, সম্ভবত গুলি হচ্ছে দেখে দিক বদলেছে। অনেক নিচে নেমে এসেছে ওটা, চক্কর দিচ্ছে, ক্রমশ কাছে সরে আসছে। এক সময় রানার আশাই পূরণ হল, কয়েকজন মার্কসম্যান আর ওদের মাঝখানে চলে এল কপ্টার।

'নিরাপদে বেরিয়ে যেতে পারলে,' জিজ্ঞেস করল মমতাজ। 'কোন দিকে যাব আমরা?'

'আগে বেরোই তো!' চিৎকার করল কর্নেল। পরমুহূর্তে গাড়ির মাথার ওপর চলে এল হেলিকপ্টার, আকস্মিক অটোমেটিক ফায়ারের শব্দে কানে তালা লেগে গেল ওদের। ওদের ডান দিকে ধুলো আর পাথরের ঝড় উঠল।

মাথা তুলে তাকাল রানা। শূন্যে প্রায় স্থির হল হেলিকপ্টার, আধ পাক ঘুরল, আবার গাড়ির দিকে ফিরে আসছে। ওটার সামনে ও পিছনে দুই সেট রোটর বন-বন করে ঘুরছে। বাতাসের প্রচণ্ড ঝাপটা লাগায় বিএমডব্লিউ কাত হয়ে গেল একদিকে। অনেক নিচে নেমে এসেছে হেলিকপ্টার, গাড়ির প্রায় পাশেই বলা যায়। পিছনের স্লাইডিং ডোর থেকে শরীরটা প্রায় অর্ধেক বের করে দিয়েছে এক লোক, হাতে মেশিন-পিস্তল।

এএসপি-টা ডান হাতে শক্ত করে ধরে আছে রানা। দু'বার গুলি করল ও, মার্কসম্যানকে দরজা থেকে পড়ে যেতে দেখল, তার সাথে অদৃশ্য হল ফিউজিলাজের খানিকটা অংশ। অস্ত্র ধরা হাতটা স্থির করল রানা, সামান্য একটু উঁচু করল এএসপির মাজল, তারপর নিচের রোটর ব্লেডে দু'রাউণ্ড গুলি করল। ঝাঁকি খেল হেলিকপ্টার, পড়ে যাচ্ছে। রোটরের শব্দ বদলে যাচ্ছে, ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল একটা ব্লেড।

বিশ্বাস করা কঠিন এই পরিস্থিতিতে কেউ অট্টহাসি হাসতে পারে। কর্নেল কুর্শি করবেট ঠিক তাই করছে। তারপর তার চিৎকার শোনা গেল, 'তুমি শালাদের ফেলে দিয়েছ! মর শালারা—মর, মর, মর! ওই পড়ছে!'

রিয়ার উইণ্ডো দিয়ে পিছনে তাকিয়ে রানা দেখল, মাটিতে প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেল হেলিকপ্টার, ভেঙে গেল একটা হুইল, ফিউজিলাজে বিরাট একটা গর্ত তৈরি করে ঢুকে গেল ভেতর দিকে। 'মেরামত করা যদি সম্ভব হয়ও, অনেক সময় লাগবে,' বিড়বিড় করল ও।

এক সেকেণ্ড পর আবার শুরু হল গুলিবর্ষণ, তাড়াতাড়ি গাড়ির মেঝেতে নেমে পড়ল রানা। দুটো শরীর এক হয়ে আছে, রাবেয়ার গায়ের গন্ধ আসছে নাকে।

'শক্ত হও, শক্ত হও সবাই!' চিৎকার করল কুর্শি করবেট। 'একটা শর্ট-কাট রাস্তা ধরে বেরিয়ে যাব আমরা!'

ডাবল এজেন্ট-২

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩

এক

দ্রুত অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে চারদিক। সদ্য ল্যাণ্ড করা হেলিকপ্টারের সামনের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে আছে মেইন-ট্র্যাক। অর্থাৎ মোসাড-এর সুরক্ষিত আস্তানা থেকে বেরুবার রাস্তা বন্ধ, সে-চেষ্টা করা হবে আত্মহত্যার শামিল। স্টিয়ারিং হুইল বন বন করে ঘুরিয়ে রাস্তা থেকে নেমে এল কুর্শি করবেট, ঘাস ও ঝোপ ঢাকা জমিনের ওপর দিয়ে ঢাল লক্ষ্য করে ছুটল ওদের গাড়ি। একবার ডান, পরক্ষণে বামে কাত হয়ে পড়ছে বিএমডব্লিউ, ঘন ঘন। হঠাৎ একবার প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল গাড়ি, রানার মনে হল চারটে চাকাই শূন্যে লাফ দিয়েছে। মাটিতে নামার পর একদিকে এত বেশি কাত হয়ে গেল, প্রায় উল্টে যাচ্ছিল। মমতাজ ও রাবেয়া তীক্ষ্ণস্বরে চিৎকার করে উঠল। সামনে একটা শুকনো ও মোটা ডাল ছিল, দেখতে পায়নি কুর্শি করবেট। তবে গাড়িটা লাফ দিল শুধু সে-কারণে নয়, হেভী ক্যালিবারের একটা বুলেটও আঘাত করেছে। ওদের ভাগ্যের জোরে সিধে হল আবার বিএমডব্লিউ। দুর্গটা এখন ওদের বাম দিকে, হেলিকপ্টার অনেক পিছনে পড়ে গেছে।

আরও তিনটে বুলেট ওদের নাগাল পেয়ে গেল, আঘাত করল সামনের একটা দরজায়, যেদিকে আরোহী বসে, তবে তেমন কোন ক্ষতি করতে পারল না। লং-রেঞ্জ স্নাইপাররা নিশ্চয়ই নাইট স্কোপ ব্যবহার করছে।

'পায়ে হেঁটে চেষ্টা করলে কেমন হয়?' এঞ্জিনের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল রানার গলা।

'হেঁটে গেলে ওরা আমাদের ধরে ফেলবে। এক সময় এদিকে একটা ফাঁক ছিল—ঝোপ-ঝাড়ে ঢাকা পড়ে গেছে, তবে একেবারে বন্ধ হয়নি।' মাথার ওপর কোথাও থেকে আরেকটা গুলি হল, বাতাসে শিস কেটে বেরিয়ে গেল বুলেটটা। কুর্শি করবেট সম্পূর্ণ শান্ত। অভিজ্ঞ মোসাড অফিসার সে, বিপদের সময় অস্থির হওয়া তার স্বভাব নয়। 'ওই ফাঁকটাই আমাদের একমাত্র ভরসা।' হেড লাইট না জ্বেলে গাড়ি চালাচ্ছে সে, সামনেটা দেখার জন্যে ঝুঁকে আছে হুইলের ওপর, অতিরিক্ত চাপ পড়ায় গোঙাচ্ছে এঞ্জিন।

একটু পর চিৎকার করল সে, 'ওই-যে!' গলায় উল্লাস। 'এবার প্রার্থনা করো!'

গিয়ার বদলাবার সময় গাড়ির গতি শ্লথ হল, ব্রেকের ওপর চাপ পড়ল পায়ের। ডানদিকে ঘুরে যাচ্ছে গাড়ি, প্রতিবাদ করছে চাকাগুলো, ভীষণভাবে পাক খাচ্ছে পিছনটা।

'তোমরা কখনও কোন জনসভায় গেছ?' মেয়ে দুটোকে বিপদের কথা ভুলিয়ে রাখার জন্যে স্বাভাবিক সুরে প্রশ্ন করল রানা।

'না!' হেসে উঠে বলল কুর্শি করবেট। 'তবে আমাদের মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের একটা কোর্স ছিল...'

'না!' একযোগে আর্তনাদ করল মমতাজ ও রাবেয়া, যদিও রানার প্রশ্নের উত্তরে নয়।

সামনের ঝোপ-ঝাড় ও গাছের পাঁচিল, নিশ্ছিদ্র বলে মনে হল। আর কয়েক সেকেণ্ড পর মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটবে। 'নিচু হও, মাথা নামাও, কিছু ধরে ঝুলে পড়ো!' নির্দেশ দিল রানা।

প্রচণ্ড ধাক্কা খেল ওরা, আঁচড়ানর অসংখ্য আওয়াজ হল; ঝোপ-ঝাড়ের শিকড় উপড়ে ও পিষে ছোটার চেষ্টা করছে বিএমডব্লিউ। গাছের শাখা মটামট ভেঙে পড়ছে, চাবুকের মত ঝাপটা মারছে ডালপালা। ঘন ঝোপ ওদের গতি মন্থর করে দিল, সেই সঙ্গে ফাঁক হয়ে যাচ্ছে; ইতস্তত করল গাড়ি, থামার ভান করল, কিন্তু থামল না। গাড়ির ভেতর ফুটবলের মত ড্রপ খাচ্ছে ওরা ঘন ঘন, মাঝেমধ্যে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছিটকে পড়ছে। তারপর, যেমন হঠাৎ করে ঝোপের ভেতর ঢুকেছিল ওরা, তেমনি হঠাৎ করেই বেরিয়ে এল বাইরে, সামনে পড়ল সাত ফুট উঁচু কাঁটাতারের বেড়া।

গিয়ার বদলাল কুর্শি করবেট, গতি বাড়াল, গাড়ি নিয়ে সরাসরি ঝাঁপিয়ে পড়ল কাঁটাতারের বেড়ার ওপর। এবার সংঘর্ষটা হল আরও নাটকীয়। কুর্শি করবেট ও মমতাজ ছিটকে পড়ল ড্যাশবোর্ডের ওপর, ডিগবাজি খেয়ে কুর্শি করবেটের সিটের পিছনে হুমড়ি খেয়ে পড়ল রানা। রাবেয়াকে ভাগ্যবতী বা বুদ্ধিমতী, কিছু একটা বলতে হবে, কারণ মেঝেতে ছিল সে, মেঝেতেই থাকল। রানার আহত হাতটা ড্রাইভিং সিটে বাড়ি খেল, ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল ও।

গোঙানির শব্দে উদ্বেগে আকুল হল রাবেয়া। মোসাড-এর দুর্গে রানার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার সূচনা; কোমল দৃষ্টি, আন্তরিক সেবা, ইত্যাদির সাহায্যে রানার মন জয় করার একটা চেষ্টা তার মধ্যে প্রথম থেকেই লক্ষ করা গেছে। তার আগে পর্যন্ত রানার মনোযোগ কেড়ে নিয়েছিল মমতাজ। তারমানে অবশ্য এই নয় যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মমতাজকে হারিয়ে দিয়েছে রাবেয়া। 'লায়লা' হিসেবে মমতাজের দায়িত্ব ছিল কুর্শি করবেটকে প্রেমের ফাঁদে আটকানো। সে-কাজে শতকরা একশো ভাগ সফল হয় সে। পাঁচ বছর পর কুর্শি করবেট আবার উদয় হওয়ায় তার সেই পুরানো প্রেম নতুন করে উথলে উঠলে দোষ দেয়া যায় না। যদিও, একটা কথা ভেবে রানা খুবই অবাক হয়েছে--করবেটকে এখনও ভালবাসি, এ-কথা বলার পর কিভাবে মমতাজ ওর সঙ্গে এক বিছানায় শুতে চেয়েছিল?

'রানা?' ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকল রাবেয়া। 'ব্যথা পেলে? রানা?' অথচ মেঝের ওপর নিজেই গড়াগড়ি খাচ্ছে সে।

সামনে রাস্তা, কিন্তু এখনও খানিকটা দূরে, কাঁটাতার জড়ানো গাড়ি

ধুঁকতে ধুঁকতে দাঁড়িয়ে পড়ল। নিজের দিকের দরজাটা গায়ের জোরে খুলে ফেলল কুর্শি করবেট, চিৎকার করল, 'বেরোও সবাই!'

পাশের দরজাটা খুলতে চেষ্টা করল রানা, ব্যর্থ হয়ে করবেটকে অনুসরণ করল। বেরিয়ে আসার পর, দু'জনেই ওরা হামাগুড়ি দিতে শুরু করল, গাড়িটাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে। খালি হাতে কাঁটাতারের জট খোলা সহজ কাজ নয়, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে রক্তাক্ত হয়ে গেল হাত, যে যার মাতৃভাষায় ভাগ্যকে গালিগালাজ করছে। ধীরে ধীরে কাঁটাতারের জাল থেকে মুক্ত করা হল গাড়িটাকে।

'এবার কোন দিকে?' জিজ্ঞেস করল রানা, ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে।

'এই গাড়ি ছাড়তে হবে আমাদের, নতুন একটা দরকার,' বলল কুর্শি করবেট, রানার দিকে তাকাতে গিয়ে সদ্য খোলা একটা তারের খোঁচায় ডান চোখটা হারাতে যাচ্ছিল।

'কোথায়?' আবার জানতে চাইল রানা।

'ভাল একটা রোভার লুকানো আছে আমার। লুকানো আছে কথাটা কি ঠিক হল, নাকি বলা উচিত ছিল তুলে রেখেছি?'

'ঠিক আছে।' পিছনের বাম্পার থেকে কাঁটাতারের শেষ অংশটা টান দিয়ে সরাল রানা। 'আয়োজন দেখে মনে হচ্ছে, করবেট, গোটা ব্যাপারটা তোমার নিয়ন্ত্রণেই আছে—গাড়ি লুকিয়ে রেখেছ, চোরাপথের হদিস জানো।'

গাড়িতে ফিরে এল ওরা। 'একা শুধু আমি নই। নিশ্চিতভাবে ধরে নিতে পার, জেনারেল গুডরিচেরও লুকানো গাড়ি আছে, একটা নয়, একাধিক। আমাদেরকে অবশ্যই ধাওয়া করা হবে।'

ইগনিশন কী মোরাল কুর্শি করবেট, বার কয়েক খকখক করে কেশে বন্ধ হয়ে গেল এঞ্জিন। তারপর চালু হল। যেন কিছুই ঘটেনি, গিয়ার দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল সে, এবারও হেডলাইট জ্বালল না। উঁচু-নিচু জায়গাটা পেরিয়ে রাস্তার ওপর উঠে এল ওরা। বামদিকে ঘুরে ডাবলিন-উইকলো রোড ধরল।

'ওরা প্রথমে মার্সিডিজ নিয়ে ধাওয়া করবে আমাদের, তবে সম্ভবত আরও দুটো টিম পিছু নেবে,' বলল কুর্শি করবেট। 'গাড়ি বদল করায় সুবিধে পাব আমরা। ব্যাপারটা আমি আস্তিনের ভেতর গুটিয়ে রেখেছি। গাড়িটা যে আছে, কেউ তা জানে না। সমস্ত আয়োজন একা আমার।'

'জায়গাটা কি দূরে?' জানতে চাইল রানা। কোথাও থেকে একটা টেলিফোন করা দরকার ওর।

'উড়ে যেতে একটা কাকের পনেরো মিনিট লাগবে। কিন্তু, রানা, তুমি কি লক্ষ করেছ, এ দেশের কাকগুলো মনে হয় যেন উড়তে জানে না—রাস্তার ওপর বসে সভা করে?'

প্রধান সড়ক থেকে সরে গিয়ে অলিগলি ধরে ছুটছে ওদের গাড়ি। ইংরেজি এস হরফের মত আকৃতি বিশিষ্ট অনেকগুলো বাঁক ঘুরতে হল। কোন কোন গলির ওপর দু'পাশের ঝোপ-ঝাড় ছাতার মত ডালপালা মেলে রেখেছে। কেউ কোন কথা বলছে না, তবে রানার হাতের ভেতর চুরি করে

ঢুকে পড়ল রাবেয়ার একটা হাত, কিন্তু লাইটপোস্টের চকিত আলোয় প্রচুর কাটাছেঁড়া ও রক্ত দেখে ঝট করে টেনে নিল আবার।

কোন শব্দ না করে ঝুঁকল রাবেয়া, শার্টটা তুলে ফেলল বুক পর্যন্ত, কোমর থেকে জিনসের বেল্ট খুলল, তারপর এমন কি জিনসের চেইনও নামাল, সবশেষে জিনসের ভেতর হাত গলিয়ে টেনে বের করল সিল্ক গেঞ্জির নিচের দিকটা। তার ফর্সা পেট ও সমতল তলপেট, গর্তে ঢোকা ছোট্ট নাভি ইত্যাদি দেখে দম আটকে এল রানার, গরম হয়ে উঠল কান। রানার দিকে খেয়াল নেই রাবেয়ার, দু'হাতে ধরে সিল্ক ছেঁড়ায় ব্যস্ত সে। জেদি মেয়ে, হাত দিয়ে না পারায় দাঁতের সাহায্যে ঠিকই ছিঁড়ে ফেলল গেঞ্জিটা। ছেঁড়া টুকরোটা, আবার ওই দাঁত দিয়েই, দু'ফালি করল সে। তারপর রানার আহত হাত দুটো বেঁধে দিল সযত্নে। 'ওহ্, রানা!' ওর কানে ফিসফিস করল সে। 'ওগুলোকে আমি পরে আদর করব।'

রানা নিরুত্তর।

তারপর আবার ঝুঁকল রাবেয়া, রানার বেরিয়ে থাকা আঙুলগুলোর ওপর ঠোঁট বুলাল। প্রথমে ডান হাতের, পরে বাম হাতের আঙুলে। তারপর একটা হাতের মধ্যমা দুই ঠোঁটের মাঝখানে ঢুকে গেল খানিকটা।

'এর আগে কখনও আমার আঙুলগুলোকে কেউ আদর করেনি,' ফিসফিস করল রানাও। 'ধন্যবাদ, রাবেয়া।'

এতক্ষণ যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিল রাবেয়া, হঠাৎ মাথা তুলে রানার দিকে তাকাল, দু'চোখে বিপুল সরলতা। 'আশা করি তোমার অ্যান্টি-টিটেনাসের মেয়াদ শেষ হয়নি,' বিড়বিড় করল সে।

আরও দু'মাইল এগোবার পর আবার বাঁক নিল গাড়ি, সরু একটা রাস্তা ধরে বনভূমির দিকে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে চারদিকে সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে গেছে, হেডলাইটের আলোয় গাছগুলোকে ক্যালো দেখাল। কয়েক শো গজ পরপর কাঠের স্তূপ পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে আছে। আরও আধ মাইল এগোবার পর গভীর বনভূমিতে ঢুকে পড়ল গাড়ি। পথের পাশে একটা সাইনবোর্ডে দেখা গেল, তাতে পরিষ্কার ভাষায় লেখা রয়েছে—যানবাহনের প্রবেশ নিষেধ। শুধু পায়ে হেঁটে ঢোকা যেতে পারে।

'নোটিসটা দেখলে, করবেট?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমরা আয়ারল্যাণ্ডে রয়েছি, রানা। এ-ধরনের নোটিসের খুব একটা গুরুত্ব নেই এখানে। যাই হোক, আমার মনে হয়েছিল যেখানে গাড়ি ঢোকা নিষেধ সেখানেই একটা গাড়ি লুকিয়ে রাখাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

'এটাও কি তোমাকে মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স শিখিয়েছে?'

'আমার তাই বিশ্বাস। আমি শিওর, গুডরিচের ছোকরাগুলো বিএম-ডব্লিউটাকে খুঁজবে, সুন্দরী মেয়ে দুটোকে নয়।' গাড়িটাকে হঠাৎ একপাশে ঘোরাল কুর্শি করবেট, একটুর জন্যে বিশাল এক গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগল না, পরমুহূর্তে হেডলাইটের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ছোট্ট একটা ফাঁকা জায়গার মাঝখানে ভাঙা ডালের স্তূপ।

'এখানে?'

'এখানেই। নেমে পড়ো সবাই। হাত লাগাও কাজে। লুকানো গাড়িটা বের করো, তারপর এটাকে লুকাও। আমাকে ম্যাপ দেখতে হবে।'

দশ মিনিটের মধ্যে ধুলো ঢাকা, তবে প্রায় নতুন একটা কালো রোভার বেরিয়ে এল শুকনো ডালগুলোর ভেতর থেকে। আরও দশ মিনিট লাগল বিএমডব্লিউটাকে চাপা দিতে। রোভারের নাক থেকে মাপা ছয় কদম এগিয়ে নিচের দিকে ঝুঁকল কুর্শি করবেট, শ্যাওলাপড়া মাটি খুঁড়ে ছোট্ট একটা চামড়ার ব্যাগ বের করল, ভেতরে দুই সেট চাবি রয়েছে। তার পাশ থেকে নিচু গলায় কথা বলে উঠল রানা। 'মেয়ে দুজনকে গাড়িতে তোলো, করবেট। তোমার সাথে কথা আছে আমার।'

রানার চোখে চোখ রেখে মাথা ঝাঁকাল কুর্শি করবেট। কোন প্রশ্ন করল না। এগিয়ে এসে মমতাজের হাত ধরল সে, রোভারের সামনের সিটে তুলে দিল তাকে। রাবেয়া অপেক্ষা করছে, যেন দেখতে চায় তাকে নিয়ে কি করা হবে। এগিয়ে এসে তারও হাত ধরল কর্নেল, পিছনের সিটে উঠে বসতে সাহায্য করল। তারপর রানার কাছে হেঁটে এল সে, রোভার থেকে যথেষ্ট দূরে। ওদের কথা শুনতে পাবে না মেয়েরা।

'প্রথমে একটা প্রশ্ন,' শুরু করল রানা, কর্নেলের একেবারে গায়ের কাছে সরে এল, 'তুমি অ্যাভন নামে কাউকে চেন কি?' তাজমহল বিউটি পারলারে এই অ্যাভন মমতাজকে খুন করার চেষ্টা করেছিল। 'অ্যাভন, মোসাড-এর হিট-ম্যান? জিজ্ঞেস করছি এই জন্যে যে মোসাডে এই লোকের অস্তিত্ব না থাকলে, তোমাকে তোমার প্রেমিকার ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে।'

'ছিল, অ্যাভন নামে একজন ছিল,' বলল কর্নেল করবেট। 'মোসাডের লোক সে, চর হিসেবে পাঠানো হয়েছিল মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সে। তোমার জানা উচিত, রানা, মোসাড ও মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের মধ্যেকার সম্পর্ক কোনকালেই স্বাভাবিক ছিল না। পরস্পরকে আমরা যতদূর পারা যায় সন্দেহ করতাম। তুমি অ্যাভনের কথা জানতে চাইছ, কারণ জেনারেল গুডরিচের কিলিং পার্টির একজন সদস্য সে। তাকে তুমি লণ্ডনে দেখছ, তাই না?'

'হ্যাঁ। এবার, পরবর্তী প্ল্যান। তোমাকে আমি প্রায় বিশ্বাস করতে শুরু করেছি, করবেট, কিন্তু আমরা কি করতে চলেছি তা আমাকে জানতে হবে। তুমি একবার বলেছ, ওদেরকে অন্য দিকে সরিয়ে দিয়ে আমরা পশ্চিম কর্ক-এর দিকে চলে যাব।'

আবছা অন্ধকারে হাসল কুর্শি করবেট। 'তোমার স্পেশাল কনট্যাক্ট আছে, রানা। আমারও আছে। স্কিবেরীন-এ দু'জন লোক আছে আমার। হালকা একটা প্লেন আছে ওদের। কারও মনে কোন সন্দেহ না জাগিয়ে টেক-অফ করতে পারব আমরা, রাতের অন্ধকারে খুব নিচ দিয়ে উড়ে যেতে পারব, লোকজনের চোখ ফাঁকি দিয়ে ল্যাণ্ড করতে পারব ডেভন-এর একটা ফাঁকা মাঠে। কথার কথা নয়, বেশ কয়েকবার পরীক্ষা করেছি আমি।'

সম্ভব, জানে রানা। কয়েক বছর আগে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের একটা

রিপোর্টে চোখ বুলাবার সুযোগ হয়েছিল ওর। হালকা প্লেনের বেআইনী অনুপ্রবেশ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছিল ওই রিপোর্টে। নির্দিষ্ট স্থান চিহ্নিত করা যায়নি, তবে ধারণা করা হয়েছিল উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের ছোকরারা মাঝেমধ্যে উড়ে আসে ইংল্যাণ্ডে, লাইসেন্সবিহীন ব্যবসায়ীরাও আরোহী পাচার করার জন্যে অনুপ্রবেশ করে। 'ঠিক আছে। গুডরিচ মেয়ে দুটোকে চায়, তোমাকে তো চায়ই। উপরি পাওনা হিসেবে আমাকেও তার দরকার। না, শামিম হাসান ও এলা ক্যডিশের কথা আমি ভুলিনি। তাদেরকেও ধরতে চায় গুডরিচ। কিন্তু আমরা যদি এখন রওনা হই, স্কিবেরীনে পৌঁছতে প্রায় ভোর হয়ে যাবে। তারমানে ডিপারচার পয়েন্টের কাছাকাছি আটকা পড়ে থাকব আমরা, যার পরিণতি শুভ না-ও হতে পারে। আমাদের সবার বিশ্রামও দরকার। তাছাড়া, দুর্গে আমাকে টেলিফোন করতে হবে।' দুর্গের ফোনে আড়িপাতা যন্ত্র রেখে এসেছে রানা। 'কি বলছি, বুঝতে পারছ?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল কুর্শি করবেট, জানে রানার কথা এখনও শেষ হয়নি।

'আমরা এক কাজ করলে পারি। খানিক রাত পর্যন্ত গাড়ি চালালাম।' চোখের সামনে হাত তুলে সময় দেখল রানা। 'এখন সাড়ে আটটা বাজে। দশটার মধ্যে পৌঁছে যাব কিলকেনীতে। রাতটা ওখানে কাটিয়ে, কাল শেষ বিকেলের দিকে আবার রওনা হলাম। আমার ধারণা, তোমার লোকদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা সম্ভব। ভাল কথা, ওরা নিরাপদ তো?'

'কোন্ ব্যাপারে?'

'মানে, মোসাডের পোষ্য নয় তো?'

'মোসাড ওদের কথা জানে না। ওরা আমার ব্যক্তিগত কনট্যাক্ট। এই প্রথম ওদের কাছে কাউকে নিয়ে যাচ্ছি আমি। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে। গুডরিচের ছোকরারা কালো রোভার খুঁজবে না, তবে চারজনের একটা দলকে খুঁজবে। রওনা হবার পর রাস্তার কোথাও থেকে ফোন করে দুটো আলাদা হোটেলের কামরা বুক করতে পারি আমরা। একটার কাছাকাছি রাবেয়া ও আমাকে নামিয়ে দিতে পার তুমি, গাড়ি নিয়ে তোমরা চলে যেতে পার দ্বিতীয়টায়। সকালে কোথায় কিভাবে দেখা হবে আগেই তা ঠিক করে ফেলা যায়।'

'তোমার প্ল্যানটা ভালই মনে হচ্ছে। বুটে দুটো ব্যাগ আছে আমার। ওগুলোয় এমন কিছু নেই যা তোমার গায়ে ভালভাবে ফিট করবে, তবে তোমার চেহারায় ভারিক্কি একটা ছাপ ফেলতে সাহায্য করবে—ভারিক্কি, ঠিক আছে? মেয়েরা কাল কিলকেনীতে শপিং করতে পারবে, যদি তারা যথেষ্ট সতর্ক থাকার প্রতিশ্রুতি দেয়। বড় শোল্ডার ব্যাগটায় কিছু কাপড় আছে রাবেয়ার, তার হয়ত নতুন কিছু দরকার না-ও হতে পারে।'

'তোমার সাথে কাগজ-পত্র কি আছে, করবেট?' জানতে চাইল রানা।

'ব্রিটিশ পাসপোর্ট, ইন্টারন্যাশনাল ড্রাইভিং লাইসেন্স আর ক্রেডিট কার্ড।'

'ভাল?'

'কাগজ-পত্র জাল করা ইসরায়েলিদের কাছে শিখতে হবে তোমাকে। আমার নাম হেস্টিংস। ওয়ারেন হেস্টিংস। নামটা তোমার পছন্দ হয়েছে, রানা?' কর্নেল করবেট যেন কৌতুক করছে।

'হ্যাঁ, নিশ্চয়,' রানার কণ্ঠস্বর বিদ্রূপাত্মক। 'তোমাকে শুধু প্রার্থনা করতে হবে পাসপোর্ট কন্ট্রোল অফিসার যেন অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতীয় রাজনীতির ছাত্র না হয়।'

'ঠিক বলেছ।' প্রায় অন্ধকারেও কুর্শি করবেটের মুখে চওড়া হাসিটা দেখতে পেল রানা। 'তবে কি জান, সতেরো শো বাহাত্তর সালে কে বাংলার প্রথম গভর্নর নিযুক্ত হয় বা এ-ধরনের কোন বিষয়ে ওদের কোন আগ্রহ নেই। ওদের বেশিরভাগই এরোপ্লেন মডেলিং, দ্রুতগামী জাপানী ট্রেন, ডিক ফ্রান্সিস আর উইলবার স্মিথের বই সম্পর্কে আগ্রহী। কথার কথা নয়, পরীক্ষিত সত্য। ডাকযোগে জরিপ চালাই আমরা। প্রশ্নগুলো ছিল সহজ-সরল, কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ। পঁচাশি ভাগ লোক আমাদের ছক পূরণ করে। বলা হয়, ব্যাপারটা মার্কেট রিসার্চ। পুরস্কার ছিল পাঁচ হাজার পাউণ্ড। হিব্রোতে কাজ করে এমন এক লোক লাকি ড্র জেতে, বাকি সবাই পায় সান্ত্বনা পুরস্কার—ওয়াকম্যান, কলম, ডায়েরী ইত্যাদি। জান, শিক্ষিতদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা শেখ মুজিবর রহমানের নাম শোনেনি? ষোলো শো খ্রিস্টাব্দের একত্রিশে ডিসেম্বর বা উনিশ শো সাতচল্লিশ সালের চোদ্দই ও পনেরোই আগস্ট কেন উল্লেখযোগ্য, ব্রিটিশ ইতিহাসের ছাত্ররা সে-খবরও রাখে না। ওদের শিক্ষার মান আমাকে হতাশ করেছে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। কর্নেল করবেট শুধু ইসরায়েলি মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স ত্যাগ করে বিসিআইতে যোগ দেয়নি, পরিশ্রম সাপেক্ষ পঠন-পাঠনের মাধ্যমে নিজেকে বাংলাদেশের একজন উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলারও চেষ্টা করেছে। 'ভাল কথা, মি. ওয়ারেন হেস্টিংস, এবার আমাদের রওনা হলে হয় না?'

'আপনি যদি বলেন, মি. মাসুদ কায়সার।'

ঠিক হয়েছে কুর্শি করবেট ও শাকিলা মমতাজ কিলকেনীতে নয়, আরও ত্রিশ মিনিট গাড়ি চালিয়ে হোটেল অ্যামব্যাসাডর-এ উঠবে। রানা ও রাবেয়ার জন্যে কিলকেনীর বিখ্যাত দুর্গের কাছে হোটেল রঁদেভো-র কামরা বুক করা হয়েছে। কুর্শি করবেটের ধারণা, দুটো দলের মধ্যে প্রচুর ব্যবধান থাকা ভাল। ভাগ্যক্রমে বনভূমি থেকে বেরিয়ে আসার পনেরো মিনিটের মধ্যে 'টেলিফোন' লেখা একটা বুদ পেয়ে যায় ওরা, ছিঁচকে চোরদের হাত পড়েনি, সেখান থেকে বুক করেছে হোটেল।

'বিছানাটা তুমি নিতে পার,' গাড়ির পিছনে বসে আছে ওরা, রানা কথা বলছে রাবেয়ার সঙ্গে। 'আমি সারারাত জেগে পাহারা দেব।'

'এসো অপেক্ষা করি, তারপর দেখি কি হয়।' রানার হাতের ভেতর হাত

রাখল রাবেয়া। 'আমি জানি তুমি নিতান্ত ভদ্রলোক, রানা। কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে আমি হয়ত আজ কোন ভদ্রলোককে চাইছি না—এত সব উত্তেজনা আর অস্থিরতার পর।'

'তাছাড়া নির্দিষ্ট কিছু প্রফেশনাল ডিউটিও আছে আমার,' শান্তস্বরে বলল রানা।

নিঃশব্দে হাসল রাবেয়া। 'দায়িত্ব, কর্তব্য, এ-সব আমার ভালও লাগতে পারে। আমার ধারণা, তোমার প্রতিটি কাজেই একটা প্রফেশনাল স্টাইল থাকে—যাকে আমরা পেশাদারি কেতাও বলতে পারি।'

বিচ্ছিন্ন হবার পর ফোনে যোগাযোগ করবে ওরা, রানা ও কুর্শি করবেট সহজ একটা কোড ঠিক করে নিল। দশটা বাজার দু'মিনিট আগে কিলকেনীতে পৌছুল গাড়ি। হীলেভোকে ছাড়িয়ে একশো গজ দূরে এসে থামল রোভার। গাড়ি থেকে নেমে বুট খুলল কুর্শি করবেট, ভেতর থেকে কালো একটা ট্র্যাভেল ব্যাগ বের করে রানাকে দিল। 'আমার কিছু কাপড় আছে এটায়, রেজর ও একটা নতুন টুথব্রাশও পাবে,' হাসিমুখে বলল সে।

রাবেয়ার সঙ্গে একটা বড়সড় শোল্ডার ব্যাগ রয়েছে। সুরক্ষিত দুর্গে নিরাপদ আশ্রয় পাবার আশায় অ্যাশফোর্ড কাসল হোটেল ত্যাগ করার সময় ওটা সঙ্গে রেখেছিল সে। মিস্টার ও মিসেস মাসুদ কায়সার হিসেবে হোটেলের খাতায় নাম লেখাল ওরা, হোটেল কর্মচারীরা বিদেশী মেহমানদের সাদরে গ্রহণ করল। রিসেপশনিস্ট সবিনয়ে জানাল, 'আমাদের রেস্তোরাঁ বন্ধ হয়ে গেছে, স্যার। তবে শেফকে বললে আপনাদের যা-যা দরকার সবই পাবেন।'

হঠাৎ করে রানা উপলব্ধি করল রাক্ষসের মত খিদে পেয়েছে ওর।

নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করল রাবেয়া। 'হালকা নাস্তা হলে মন্দ হয় না। একটা স্টেক, ভাল হয় যদি সঙ্গে আলু ও গ্রীন সালাড থাকে। তারপর প্রোফিটারোলস চলতে পারে। ও, হ্যাঁ, রুটি আর কফি। ভাল পনির কি আশা করা যায়? খানিকটা ওয়াইন?'

'স-ব পাবেন, ম্যাডাম,' মিষ্টি হেসে বলল রিসেপশনিস্ট। 'ফ্রুট স্যালাডের কথা বলব কি? ফ্রেঞ্চ ফ্রাই?'

অনুমতির জন্যে রানার দিকে তাকাল রাবেয়া। জিভে পানি এসে যাচ্ছে, নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'ফ্রুট কেক?' উৎসাহ পেয়ে আগ্রহের সঙ্গে ওদের দিকে ঝুঁকে জানতে চাইল রিসেপশনিস্ট।

না, ওটা শত্রুদের খাবার। দ্রুত মাথা নাড়ল রানা। দেখাদেখি রাবেয়াও, তার চেহারায় বিস্ময় ফুটে উঠেছে।

'ব্যস, আর কিছু লাগবে না,' বলল রাবেয়া। 'তবে খানিকটা ব্যাণ্ডেজ আর ডিজইনফেকট্যান্ট লাগবে। গাড়ি নিয়ে আমাদের একটু ঝামেলায় পড়তে হয়েছিল, আমার স্বামীর হাত পুড়ে গেছে।'

সব মিলিয়ে, রানা সিদ্ধান্তে পৌছুল, লায়লা কানান ওরফে রাবেয়া সিরাজ একটা সম্পদই বটে। তবে সম্পদ হোক বা না হোক, নিজেদের কামরায়

ঢোকার পর রাবেয়ার প্রতি মনোযোগ হারাল ও, দুর্গে টেলিফোন করার জন্যে অস্থিরতা অনুভব করছে। কামরাটা ছোট হলেও বেশ আরামদায়ক, আসবাব-পত্রে ও অভ্যন্তরীণ সজ্জায় স্প্যানিশ ঐতিহ্যের প্রভাব স্পষ্ট।

'তোমার হাত দুটো দেখি,' আবেদন জানাল রাবেয়া। 'শোনো, রানা, যে-কোন মুহূর্তে খাবার নিয়ে চলে আসবে ওরা।'

ঠোঁটে আঙুল রেখে তাকে কথা বলতে নিষেধ করল রানা। হাত তুলে অস্কার জ্যাকবসন জ্যাকেটের ওপরের বোতামটা ছুঁল ও, আঙুলের ডগা দিয়ে খুঁটে ছাইরঙা এক টুকরো প্লাস্টিক তুলে আনল। জিনিসটা এক ইঞ্চি লম্বা, সিকি ইঞ্চি পুরু। তারপর প্রথমে বাইরে ফোন করার অনুমতি পাবার জন্যে ডায়াল করল, পরে ডায়াল করল মোসাডের সুরক্ষিত আস্তানা দুর্গের নাম্বারে। অটোমেটিক এক্সচেঞ্জ-এর ক্লিক আওয়াজটা শুনতে পেল ও, রিঙিং টোন পাওয়ার এক সেকেণ্ড আগে প্লাস্টিকের টুকরোটা মাউথপীসে রেখে জোরে চাপ দিল। দু'সেকেণ্ড ধরে সংক্ষিপ্ত অথচ তীক্ষ্ণ আওয়াজ বেরুল ওটা থেকে, হারমোনিকার চাপা ধ্বনির সঙ্গে মিল আছে। এয়ারপীস-এর মাধ্যমে পাল্টা সাড়া পেল ও, ছোট্ট একটা শব্দ—তারমানে বোঝা গেল, শস্যকণা আকৃতির যে প্লাস্টিক দুর্গের কোনগুলোয় লুকিয়ে রেখে এসেছে, সেগুলো রিঙিং টোন পেয়ে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করছে। খুদে 'হারমোনিকা বাগ' জ্যান্ত হয়ে ওঠায় রানা এখন শুধু ফোনের আলাপই নয়, প্রতিটি যান্ত্রিক 'ছারপোকা'-র ত্রিশফুটের মধ্যে যে-কোন শব্দ শুনতে পাবে। যত দূরেই থাকুক রানা, বাংলাদেশ বা চীনে, এই একই ট্রান্সমিশন রিসিভ করবে। এই খুদে, শক্তিশালী ইন্সট্রুমেন্টকে কয়েক হাজার মাইল দূর থেকেও সচল করে তোলা যায়, ফলে সংশ্লিষ্ট টেলিফোনটা হয়ে ওঠে জ্যান্ত ও সদাপ্রস্তুত একটা মাইক্রোফোন।

এই মুহূর্তে দুর্বোধ্য কিছু আওয়াজ, শব্দজট শুনতে পাচ্ছে রানা, দূর থেকে ভেসে আসছে। আওয়াজগুলোর উৎস দুর্গের এমন কোন কামরা, যেখানে ফোন নেই। প্রায় কোন শব্দ না করে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল ও, চোখ বুলাল হাতঘড়ির ওপর। জানে, খানিক পরপর 'হারমনিকা বাগ'গুলোকে জ্যান্ত করতে হবে।

ওর ওপর ঝুঁকে আছে রাবেয়া, চেহারায় বিহ্বল ভাব। তার হাতে ব্যাণ্ডেজ ও ডিজইনফেকট্যান্ট। 'রানা, আমাকে তোমার হাতটা একটু দেখাবে, প্লীজ?' কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সে।

মাথা ঝাঁকাল রানা, চিন্তা করছে কুর্শি করবেটকে ফোন করবে কিনা। দুর্গে এই মুহূর্তে কেউ না কেউ আছে, অন্তত আহত জুলিকে একা ফেলে রেখে সবাই ওরা বেরিয়ে যাবে না। ফোনে কারও গলা না পাওয়ার অর্থ হতে পারে, একটাই অর্থ হতে পারে, জেনারেল গুডরিচ তার সব কাজের সক্ষম লোককে নিয়ে ওদের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও, বলল, 'হ্যাঁ, ঠিক আছে, রাবেয়া। আরও একটু ব্যথা দাও।'

আসলে ব্যথা নয়, আরাম দিল রাবেয়া। সে আন্তরিক, কোমল ও অত্যন্ত

সতর্ক। নার্সের ভূমিকায় ব্যস্ত সে, এই সময় ওদের খাবার এসে পৌছুল। রাবেয়ার কাজ শেষ হতেই খেতে বসল ওরা।

'প্রথমে আমার গোসল করা উচিত ছিল,' বলল রাবেয়া, মুখের অর্ধেকটা ভরে আছে খাবারে। 'দুঃখিত, অপেক্ষা করার ধৈর্য নেই আমার। ভীষণ খিদে পেয়েছে।'

'ঠিক আছে, রাবেয়া। তোমার এই যত্ন আমার মনে থাকবে।'

ছোট্ট টেবিলের ওদিক থেকে তাকাল রাবেয়া। তার মাথা নিচু হয়েই থাকল, তাকাল চোখ তুলে, চোখদুটো আধবোজা–তারপর বড় হল ওগুলো। 'আমি তোমার সব রকম যত্ন নিতে চাই, রানা। বিপজ্জনক দুর্গে তুমি আমার সঙ্গে ভারি চমৎকার ব্যবহার করেছ। অবশ্য তোমার যত্ন নিতে চাওয়ার পিছনে আরও বড় কারণ রয়ে গেছে। কেউ যদি তোমার প্রাণ বাঁচায়, তুমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করবে না? যদি না কর, তোমাকে অকৃতজ্ঞ বললে অন্যায় হবে না। আমার মনে আছে, কখনও ভুলব না, পাঁচ বছর আগে তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলে। সেই ঋণ আমি শোধ করার সুযোগ পেলে কেন ছাড়ব? সুন্দরী মেয়ে হিসেবে লোভনীয় সম্পদের কোন অভাব নেই আমার, তুমি জান।' লাজুক হাসির রেখা ফুটল রাবেয়ার ঠোঁটের চারপাশে। 'সে-সব কেন আমি তোমার সেবায় উৎসর্গ করতে চাইব না?'

'কিন্তু রাবেয়া, আমি কোন প্রতিদান চাইছি না।'

'কিন্তু রানা, সেই সাবমেরিনে প্রথমবার দেখার পর থেকে এতগুলো বছর পার হয়ে গেলেও তোমাকে আমি ভুলতে পারিনি! ইটস আ ফ্যাক্ট।' তুমি বোধহয় দুর্গের টেলিফোনে আড়িপাতা যন্ত্র লাগিয়ে রেখে এসেছ, তাই না?'

'তুমি খুব চালাক মেয়ে, রাবেয়া।'

'চালাক? কি রকম চালাক? তারমানে কি আমি সেক্সি? আমি কিন্তু তোমাকে...'

'আমি বলতে চাইছি তোমার দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ, একটু আভাস পেলেই আসল ব্যাপার বুঝে নেয়ার বুদ্ধি আছে তোমার।'

'তোমার কাজ দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল আসল ব্যাপারটা কি। ফ্রুট কেক-এর জন্যে ট্রেনিং দেয়ার সময় এ-সব আমাদের এক-আধটু শেখানো হয়েছিল। ফ্রুট কেক, কি বাজে একটা নাম, তাই না? খাবার জিনিস, ওরা খেয়েও ফেলছে!' যেন নিজের অজান্তেই একবার শিউরে উঠল রাবেয়া। 'কিন্তু তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাওনি, ডিয়ার। দুর্গে তুমি আড়িপাতা যন্ত্র রেখে এসেছ, ঠিক?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'তাহলে তোমাকেও সাংঘাতিক চালাক বলতে হয়, রানা। বাহ্, এই হোটেলের টেলিফোন কানে লাগিয়ে দুর্গের সমস্ত কথাবার্তা পরিষ্কার শুনতে পাবে, বাহ্।'

ফ্রুট কেক অপারেশনে যারা অংশগ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে একজন বেঈমান আছে, জানে রানা। কে সেই ডাবল এজেন্ট? শাকিলা মমতাজ, না

রাবেয়া সিরাজ? শাকিলা মমতাজ, রাবেয়া সিরাজ, না শামিম হাসান? শাকিলা মমতাজ, রাবেয়া সিরাজ, শামিম হাসান, না জহির আব্বাস? 'সাংঘাতিক চালাক...,' মাথা নাড়ল রানা। '...না। তোমার শব্দ নির্বাচনে বোধহয় ভুল হয়েছে, রাবেয়া। তবে কিছু আসে-যায় না।' হাসল ও, দেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল রাবেয়ার মুখ।

'রানা, ডিয়ার ম্যান, আশা করি সারারাত তুমি ওদের কথাবার্তা শুনবে না?' রাবেয়ার চেহারায় উৎকণ্ঠা। 'সেক্ষেত্রে আমি খুব হতাশ হব।'

'কতক্ষণ শুনব সেটা অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে,' বলল রানা। 'এই মুহূর্তে দুর্গে কেউ নেই।'

'রাতটা আসলে সৃষ্টিকর্তা দুটো কাজের জন্যে বরাদ্দ করেছেন,' রানার চোখে তাকাল রাবেয়া, তারপর দৃষ্টি নামিয়ে নিল। 'এক, বিশ্রাম নেয়ার জন্যে। দুই, আদর ও আনন্দ ভাগাভাগি করার জন্যে। আমি চাই তোমাকে যেন সারারাত টেলিফোন নিয়ে বসে থাকতে না হয়।'

'দেখা যাক। কিছু শুনতে পাওয়া যায় কিনা দেখতে হবে আমাকে।'

খাওয়া শেষ হতেই বাথরুমে গিয়ে ঢুকল রাবেয়া। চাকা লাগানো ডাইনিং টেবিলটা করিডরে রেখে এল রানা। আবার দুর্গের নাম্বার ডায়াল করতে যাবে ও, বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল রাবেয়া। হাঁ করে তাকিয়ে থাকল রানা, যদিও চেহারার ভাব ও দৃষ্টিটাকে কোনভাবেই নির্লজ্জ বলা যাবে না, বলা যেতে পারে বিস্ময়ে হতভম্ব। গোটা শরীরই ঢাকা রাবেয়ার, অথচ কিছুই আড়াল করা নয়। মসলিনের মত পাতলা ফিনফিনে একটা ঢোলা নাইটি পরে আছে সে। ঠোঁটে অন্যমনস্ক হাসি, অত্যন্ত ব্যস্ততার সঙ্গে এদিক-ওদিক তাকাল, যেন কিছু খুঁজছে। তারপর নিজের ব্যাগটা দেখতে পেয়ে ছোঁ দিয়ে তুলে নিয়ে আবার ঢুকে পড়ল বাথরুমে।

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে ডায়াল করল রানা। এবার সংক্ষিপ্ত কিছু আলাপ কানে ঢুকল। এক লোক হিব্রু ভাষায় জুলির সঙ্গে কথা বলছে। জুলির গলা শুনে মনে হল, অত্যন্ত দুর্বল সে। ওদের কথাবার্তা থেকে তেমন কিছু জানা গেল না, তবু রিসিভারটা পনেরো মিনিট কানে ঠেকিয়ে অপেক্ষা করল রানা। কিন্তু না, নতুন কারও গলা পাওয়া গেল না। রিসিভার নামিয়ে রেখে বিছানায় লম্বা হল ও, হঠাৎ খুব ক্লান্ত লাগছে। বাহু ও হাত দুটোর ব্যথাও যেন বেড়েছে আগের চেয়ে।

চোখ বন্ধ করল রানা, ভাবছে পরবর্তী পদক্ষেপ কি হওয়া উচিত। কাজটা পছন্দ হোক বা না হোক, নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে 'হারমনিকা বাগ' জ্যান্ত করতে হবে ওকে। ওর অভিজ্ঞতাই বলে দিচ্ছে, দুর্গ থেকে যদি শোনার মত কোন শব্দ না পাওয়া যায় তাহলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে ওদের সবাইকে আবার রাস্তায় নামতে হবে, থাকতে হবে চলার ওপর। ওরা যদি নিরাপদে ইংল্যাণ্ডে পৌছুতে পারে, মেয়ে দুটোকে ওর নিজের একটা সেফ হাউসে নিয়ে যাবে ও। এ-ধরনের সেফ হাউস শুধু ইংল্যাণ্ডে নয়, আরও কয়েকটা দেশে আছে ওর, যেগুলোর অস্তিত্ব বিসিআই বা এমনকি রানা এজেন্সিরও কেউ

জানে না। তারপর কুর্শি করবেটকে সঙ্গে নিয়ে রাহাত খানের কাছে রিপোর্ট করতে যাবে ও। এ-পর্যন্ত করা সম্ভব হলে ধরে নিতে হবে অ্যাসাইনমেন্টের দুই তৃতীয়াংশ সম্পন্ন হয়েছে। বসকে কি কৈফিয়ত দেবে ভাবছে ও, বেডরূমে ফিরে এল রাবেয়া। বিস্ময়ে হাঁ করে থাকার স্বভাবটা ত্যাগ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল রানা, চেহারায় ও দৃষ্টিতে নির্লিপ্ত একটা ভাব ফুটিয়ে তুলে রাবেয়ার মুখের দিকে, অন্য কোথাও নয়, তাকাল। আবারও একটা নাইটি পরেছে মেয়েটা, তবে এটা প্রথমটার মত স্বচ্ছ নয়। কাপড়টা সাটিন, রঙটা হালকা গোলাপি—গায়ের রঙের সঙ্গে প্রায় হুবহু মিল। স্বচ্ছ না হলেও, ড্রেসটা অত্যন্ত খাটো, ওপর-নিচে দু'দিকেই। শরীরের মাত্র অংশবিশেষ ঢাকা পড়েছে। নিজেকে ধমক দিল রানা, 'আবার তাকাচ্ছ!' বলাই বাহুল্য, মনে মনে।

'বাথরূম খালি, রানা,' বলল রাবেয়া, কাঁধ থেকে নাইটিটাকে খসে পড়তে দিল সে। 'জরুরি কিছু কাজ না থাকলে, গোসলটা সেরে ফেলো।'

রাবেয়ার ফাইলে লেখা আছে, ওদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী সে। এ-ব্যাপারে রানা একমত। লেখা আছে, বয়স [illegible]রো। তারমানে এখন ওর বয়স বাইশ। বলা হয়েছে, মিষ্টি চেহারায় অদ্ভুত সারল্য ওর সবচেয়ে বড় গুণ। ঠিক, রানার নিজের উপলব্ধিও তাই। এই সারল্যই ওকে জরুরি তাগাদার মত আকর্ষণ করছে। রাবেয়ার মুখ থেকে পা পর্যন্ত, তারপর আবার পা থেকে মুখ পর্যন্ত চোখ বুলাল ও। কি বলা যায়? উপাদেয়? না। লোভনীয়? তা-ও না। শান্তির নীড়? ঠিক, কুসুমকোমল পরম আনন্দের উৎস, শান্তির নীড়।

'রানা,' ঘরের মেঝেতে দাঁড়িয়ে আছে রাবেয়া, যেন প্রদর্শনীতে আনা একটা পুতুল। 'তুমি কিছু করবে এই আশায় অপেক্ষা করছি আমি, প্লীজ।'

ধীরে ধীরে বিছানা ছাড়ল রানা, ঢুকে পড়ল মেয়েটার বাহুর ভেতর। ওদের প্রথম চুমোটা মনে হল অনন্তকাল স্থায়ী হবে। মুখ ছাড়া পরস্পরের শরীরে এখনও কারও হাত পড়েনি, এ-ব্যাপারে দু'জনই যেন অত্যন্ত সতর্ক। তবে শুধু চুমো বিনিময় করতেই প্রচুর সময় ব্যয় করল ওরা। শুধু ঠোঁট নয়, রানার গলা, কানের লতি, বন্ধ চোখের পাতা ইত্যাদিও নিজের পছন্দের তালিকায় স্থান দিল রাবেয়া। তারপর এক সময় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তার কালো চোখে চোখ রাখল রানা।

'হাতে ব্যাণ্ডেজ থাকায় গোসল করাটা আমার জন্যে কঠিন হতে পারে,' বলল রানা। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। 'ভাবছি···তুমি সেবা-যত্ন না কি যেন বলেছিলে···'

'তারমানে আমাকে আরও একবার গোসল করতে বলছ তুমি। অসুবিধে কি, আমি তো রোজ দু'বারই গোসল করি। দ্বিতীয়বার না হয় তোমার সঙ্গে করলাম।' গোলাপি দুই বাহু রানার কোমর জড়িয়ে ধরল, টেনে নিয়ে চলল ওকে বাথরূমের দিকে। ভেতরে ঢুকে ট্যাপগুলো খুলে দিল রাবেয়া। শার্ট খোলার জন্যে বোতামে হাত দিল রানা, ওর কব্জি চেপে ধরল সে। 'সব যদি

তুমি নিজেই কর, আমি তাহলে কি করতে এলাম?' রানার হাত দুটো ওর শরীরের দু'পাশে নামিয়ে দিল, তারপর এক এক করে খুলে নিল সব কাপড়। তার আগে অবশ্য রানাকে চোখ বন্ধ করতে বলল সে, কারণ হিসেবে জানাল, 'তা না হলে লজ্জা পাব আমি।'

বাথটাবে শুয়ে পড়ল রানা। ওর ওপর ঝুঁকে রয়েছে রাবেয়া। পানি ছোড়াছুড়ি করে দু'জনেই সামান্য ক্লান্ত। 'যাদের গলা ভাল নয়, তারা বাথরূমে গান করে,' বলল সে। আমার গলা ভাল, কিন্তু ইন্সট্রুমেন্ট ছাড়া গাইতে পারি না। তার বদলে, তোমাকে একটা ছড়া শোনাই, রানা?'

'এই সময় ছড়া?' প্রায় আঁতকে উঠল রানা। 'পরে এক সময় শুনলে হয় না?'

'প্রাসঙ্গিক,' আশ্বস্ত করল রাবেয়া। 'তাছাড়া, একটা ডাইভারশন দরকার, তা না হলে লজ্জা কাটাব কিভাবে? আশা করি তোমার ভাল লাগবে না।'

'কি···?'

'আধুনিক আরবী ছড়া, আমার এক মহা পাজী বান্ধবী বানিয়েছিল,' বলে শুরু করল রাবেয়া।

'মাখনে গরম ছুরি, বল কে মাখন কে ছুরি
আমি তুই তুমি···'

হঠাৎ থামল রাবেয়া, তারপর বলল, 'না থাক, অশ্লীল হয়ে যাচ্ছে। আর যাই করি, আমাদের সম্পর্কের মধ্যে কোনরকম অশ্লীলতা আমি থাকতে দেব না। তারচেয়ে তোমাকে আমি একটা রোমান্টিক প্রেমের কবিতা শোনাই।'

আবার আঁতকে উঠলেও প্রতিবাদ করার সুযোগ নেই রানার, কারণ সাবান মাখাতে গিয়ে রাবেয়া একরাশ ফেনা ঢুকিয়ে দিয়েছে ওর চোখে। মেয়েটার আঙুলগুলো নির্লজ্জ বললেও কম বলা হয়, এমন কি তার বান্ধবীটিও হার মানবে, এমন কোন জায়গা নেই যে যেখানে বিচরণ করতে ইতস্তত বোধ করল। ওদের সম্পর্কটা অত্যন্ত পবিত্র, মিলন একটি শুভকর্ম, এ-ধরনের কিছু ঘোষণা মাঝেমধ্যেই জারি করছে রাবেয়া। তারপর এক সময় শুভকর্মটি সম্পন্ন হল। রানা উপলব্ধি করল, কর্মটিতে রাবেয়ার দক্ষতা শিল্পকর্মের পর্যায়ে পড়ে। শেষ হইয়াও হইল না শেষ, এরকম একটা অনুভূতি নিয়ে বাথটাব থেকে বেরিয়ে এল ও। ওর গা মুছিয়ে দিল রাবেয়া। সারারাত আরও দু'বার নিজের দক্ষতার প্রমাণ দিল রাবেয়া। এরই ফাঁকে, সময় বের করে, কয়েকবার দুর্গের নাম্বারে ডায়াল করল রানা, কিন্তু কোন লাভ হল না। শেষে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল ও, কুণ্ডলী পাকানো রাবেয়াকে বুকের কাছে নিয়ে।

হঠাৎ ঘুম ভাঙল রানার, বুঝল ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই। ধীরে ধীরে রাবেয়ার কোমল শরীর ও বাহুর বাঁধন থেকে নিজেকে ছাড়াল, বিছানা থেকে নেমে হাতঘড়ির দিকে তাকাল। সাড়ে পাঁচটা বাজে। নিঃশব্দ পায়ে বাথরূমে

ঢুকল ও। হাতের তালু দুটো এখন আর অত ব্যথা করছে না, তবে কুকুরটা যেখানে কামড় দিয়েছিল, বাহুটা দপ দপ করছে এখনও। হাত-মুখ ধুতে তেমন অসুবিধে হল না, ছ'টার মধ্যে কাপড়চোপড় পরে এএসপি, ব্যাটন ও লুকিয়ে রাখা অন্যান্য অস্ত্রে সজ্জিত করল নিজেকে। এখনও গভীর ঘুমে অচেতন রাবেয়া, বালিশটা ঢাকা পড়ে আছে কালো চুলে, চেহারায় ক্লান্তি। আজ সারা দিন যতটা সম্ভব বিশ্রাম দরকার হবে তার, কাজেই কামরার চাবি পকেটে নিয়ে করিডরে বেরিয়ে এল রানা। রুম সার্ভিসের টেবিলটা অদৃশ্য হয়েছে, হোটেলের কোথাও কোন শব্দ নেই। সিঁড়ি বেয়ে মেইন সরিতে নেমে আসছে ও, কিচেন থেকে মাঝেমধ্যে তৈজসপত্রের মৃদু আওয়াজ ভেসে এল, ক্টাফরা ব্রেকফাস্ট তৈরি করছে। রিসেপশন ডেস্কে কাউকে দেখা গেল না। সরাসরি টেলিফোন বুদে গিয়ে ঢুকল রানা, পকেট থেকে খুচরো পয়সা বের করল।

হোটেল অ্যামব্যাসাডর থেকে ঘুম-জড়ানো একটা কণ্ঠস্বর সাড়া দিল। মি. বা মিসেস ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয়ার জন্যে দ্বিতীয়বার অনুরোধ করতে হল রানাকে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল ওকে, তারপর আবার লাইনে ফিরে এল অপারেটর।

'হ্যাঁ, বলুন, লাইনে আছি আমি,' বলল রানা।

'দুঃখিত, স্যার,' বলে অস্বাভাবিক বিরতি নিচ্ছে লোকটা।

'আপনার দুঃখের কারণটা ঠিক বুঝতে পারা গেল না।'

'স্যার, মি. ও মিসেস ওয়ারেন হেস্টিংস হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন।'

রানার মাথার ভেতর বিপদ সঙ্কেত বেজে উঠল। 'কখন?'

'আমি স্যার এইমাত্র ডিউটিতে এসেছি। তবে ওঁদের কয়েকজন বন্ধু হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে এসে পড়েন, বলা হয়েছে আমাকে। আমাদের গেস্টরা সম্ভবত আধঘণ্টা আগে বেরিয়ে গেছেন।'

গলা শুকিয়ে গেল রানার, মাথাটা ঘুরছে। অপারেটরকে ধন্যবাদ জানিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখল ও। কয়েকজন বন্ধু? বন্ধু না ছাই, ওদেরকে চেনে রানা। এ নিশ্চয়ই এলিগেটর—জেনারেল গুডরিচ ও তার সাঙ্গপাঙ্গ। তারমানে ওদের হাতে ধরা পড়ে গেছে কুর্নি করবেট। এবার গুডরিচ এই দিকে হাত বাড়াবে। ওর আর রাবেয়ার দিকে। কতক্ষণ সময় পাওয়া যাবে রানার কোন ধারণা নেই—দশ মিনিট, নাকি আধ ঘণ্টা? নিজেকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করল ও। বিপদের সময় অস্থির হলে চলবে না। দেরি না করে ডাবলিনের একটা নাম্বারে ডায়াল করল ও। কয়েকবার রিঙ হবার পর অপরপ্রান্তে রিসিভার তুলল কেউ। তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, 'শেডি।'

'জেবি। সমস্যায় পড়েছি। আমি তোমাদের অফিশিয়াল সাহায্য পেতে চাই।'

'কোত্থেকে বলছ তুমি, দোস্ত?' ম্যাকগ্রাম শেডির কণ্ঠে চাপা উত্তেজনা।

'কিলকেনী। রঁদেভো হোটেল। আমার ধারণা, তোমার ও আমার বন্ধু কোবরাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তার সঙ্গে সেই মেয়েটাও আছে, তুমি

যাকে এয়ারপোর্টে দেখেছিলে। এলিগেটর সম্পর্কে গুজবটা মিথ্যে নয়। ওদের একটা ঘাঁটি আছে, একটা দুর্গ, জায়গাটার নাম...'

'দুর্গটা আমরা চিনি, জেবি। কিন্তু ওখানে নাক গলাবার অধিকার রাখি না। ওটা এমব্যাসির সম্পত্তি। ওখানে কাল সন্ধের দিকে কি যেন একটা ঘটেছে, দোস্ত। তুমি দায়ী নও তো?'

'কিছুটা। আমি এই মুহূর্তে রঁদেভোয় রয়েছি সেই মেয়েটাকে নিয়ে, সেই অ্যাশফোর্ড ক্যাসল হোটেলের মেয়েটাকে নিয়ে। বুঝতে পারছ?'

'পারছি, হ্যাঁ।'

'আমাদেরকেও তোলা হবে। যদি পার...'

রানাকে থামিয়ে দিয়ে আয়ারল্যাণ্ড ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের ইন্সপেক্টর ম্যাকগ্রাম শেডি বলল, 'সবুর, দোস্ত। তুমি আমাকে নতুন কোন খবর দাওনি। কোবরা আর মেয়েটার ঘটনা আমি জানি। সাধ্যের মধ্যে যতটুকু সম্ভব, সব আমি করব, জেবি। নিজের পিছনে চোখ রেখো। বলছ, অফিশিয়াল?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'ঠিক বুঝতে পারছি না। ঠিক আছে, দেখা যাক। ওখান থেকে বেরিয়ে ডাবলিনের পথ ধর। তোমাকে আটক করার কোন নির্দেশ আমরা পাইনি।'

'তারমানে, কি বলতে চাও?'

'আমরা কোবরাকে তুলে আনতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছি। তুমি কি রওনা হচ্ছ, জেবি?'

'গাড়ি নেই।'

'কিছু একটা চুরি করো। শুনেছি এ-ধরনের কাজে ভারি ওস্তাদ তুমি।' হেসে উঠে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল ম্যাকগ্রাম শেডি। কয়েক সেকেণ্ড হাতের রিসিভারের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা।

রাবেয়াকে হোটেল থেকে বের করতে হবে, ভাবল ও। দরকার হলে রাস্তার পাশের কোন ঝোপে লুকাতে হবে ওদের। টেলিফোন বুদ থেকে বেরুবার সময় আরেকটা চিন্তা ঢুকল মাথায়। দুর্গের হারমোনিকা বাগগুলোকে আরেকবার জ্যান্ত করা উচিত ওর। ডায়াল করল, খুদে প্লাস্টিকটা চেপে ধরল এয়ারপীসে। আকস্মিক শব্দজটে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। দুর্গের বিভিন্ন অংশে কয়েকজন লোক কথা বলছে। ওদের কথা কানে ঢুকতেই রিসিভার ধরা হাতটা শক্ত হয়ে গেল ওর।

'বেঈমান করবেট আর তার মেয়েটাকে হারিয়ে ফেলেছে ওরা। ধুস শালা!' ভাষাটা হিব্রু।

কর্কশ, নোংরা হাসি শোনা গেল, তারপর ভেসে এল জুনির গলা। 'জেনারেল ভারি খুশি হবেন!'

আরও পরিষ্কার কথাবার্তার আওয়াজ পাওয়া গেল, উৎস সম্ভবত কমিউনিকেশন রুম, ওই একই ভাষা। 'হ্যাঁ, মেসেজ পেলাম ও বুঝলাম এবরা,' গলাটা থেকে বিকট চিৎকার বেরুল, সাড়া পাওয়া গেল দূর থেকে,

যে সাড়া দিল সে কাছে চলে এল। 'এবরা, আমাদের রোমের টিম শেষ পর্যন্ত ওদের খোঁজ পেয়েছে। এলা কাডিশ আর তার ছোকরা প্রেমিক শামিম হাসান একটা প্লেনে চড়ে বেরিয়ে গেছে। তুমি চীফের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পার?'

'তিনি বাকি দু'জনের খোঁজ পাবার চেষ্টা করছেন···রেডিও সাইলেন্স।'

'ব্রেক ইট। এলা আর হাসান হঙকঙে যাচ্ছে।'

বল কি! অবিশ্বাস্য!

'জেনারেলও অবাক হবেন। যেভাবে হোক তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করো। জলদি!'

হঙকঙ, ভাবল রানা। ঈল আর এলা ইউরোপ থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে। রাবেয়াকে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি হোটেল থেকে বেরিয়ে যাওয়া যায় ততই ভাল। কোথাও লুকিয়ে পড়তে হবে আপাতত। বুদ থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে ছুটল ও।

করিডরে উঠে এল রানা, কামরার সামনে দাঁড়িয়ে দরজার তালা খুলল। ভেতরে ঢুকে সোজা এগোল বিছানার দিকে। 'রাবেয়া, রাবেয়া, ওঠো! তাড়া···' গলার স্বর বুজে এল রানার, কারণ বিছানায় শুধু বালিশ রয়েছে, রাবেয়া নেই।

বিপদ টের পেয়ে শরীরের রোম দাঁড়াতে শুরু করবে, তার আগেই ওর কানের কাছে নরম সুরে কে যেন বলল, 'অস্ত্র বের করার কথা এমন কি ভাববেনও না, মি. রানা। আপনি আমার তেমন কোন কাজে আসবেন না, কাজেই যদি প্রয়োজন হয় এই কামরাতেই আপনার খুলি উড়িয়ে দিতে পারি আমি। মাথার ওপর হাত তুলে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ান।'

এই কণ্ঠস্বর টেপে একবার শুনেছে রানা, কাজেই জানে ঘোরার পর কাকে দেখতে পাবে। ইসরায়েলের বাইরে তার মুখ খুব কমই দেখা গেছে। মুখটায় কোন দাড়ি-গোঁফ নেই, নিখুঁতভাবে কামানো, দেখতে প্রায় ইউরোপিয়ানদের মতই। মোসাডের চীফ ইনভেস্টিগেটিং অফিসার সে, স্বয়ং এলিগেটর, জেনারেল সিসিল গুডরিচ।

'শেষ পর্যন্ত তাহলে আমাদের দেখা হল, কি বলেন, মি. রানা? এতদিন আমরা কাগজের সাহায্যে পরস্পরকে চিনতে চেষ্টা করেছি, ধাওয়া করেছি, চেষ্টা করেছি ওজন নিতে। আজ আমরা মুখোমুখি হলাম।' জেনারেলের চোখ দুটো চকচক করছে, হাতে বড় একটা অটোমেটিক পিস্তল। তার পিছনে প্রকাণ্ডদেহী তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, নির্দেশের অপেক্ষায়।

দুই

জেনারেল গুডরিচের সবুজাভ চোখের দিকে সরাসরি তাকাল রানা। 'নিজের আঙিনা ছেড়ে অনেক দূরে চলে এসেছেন, জেনারেল। তেল আবিবে আপনার

নয়তলা অফিসটা অত্যন্ত আরামদায়ক, জানালা থেকে স্টেডিয়াম আর পার্ক দেখা যায়, নাকি দখল করা জেরুজালেমের নতুন লাল বিল্ডিংটায় উঠে এসেছেন, সুইমিং পুলের পাশে, যেটাকে আপনারা সায়েন্টিফিক রিসার্চ সেন্টার বলছেন?'

হাসির ক্ষীণ রেখা ফুটল জেনারেলের ঠোঁটে, সামান্য একটু ঝাঁকাল মাথাটা, যেন তথ্য সংগ্রহে রানার কৃতিত্বের প্রশংসা করল। রানা ভাবল, সামনে থেকে লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে সফল একজন ব্যবসায়ী। লম্বা-চওড়া কাঠামো, কিন্তু মেদ নেই। ধূসর রঙের সুটটা নিখুঁতভাবে কাটা, রোদে পোড়া চেহারা, সুদর্শন। ছ'ফুট এক ইঞ্চি সে, মনে পড়ল রানার। সবচেয়ে বেশি নজর কাড়ে লোকটার ব্যক্তিত্ব। এই ব্যক্তিত্বই তাকে মোসাডের এত গুরুত্বপূর্ণ পদে উঠে আসতে সাহায্য করেছে। 'আপনি, মি. রানা, ভাল কিছু বই পড়েছেন, বলা উচিত ভাল কিছু গল্পের বই।' জানা কথা, তথ্যগুলো মিথ্যে বলে ধোঁকা দেবে জেনারেল, সেটাই স্বাভাবিক। হাতের পিস্তলটা নামাল সে, মাথাটা সামান্য ঘোরাল পিছনের এক লোককে সংক্ষিপ্ত নির্দেশ দেয়ার জন্যে। 'দুঃখিত,' বলে হাসল সে, যেন রানাকে তার সত্যি ভারি পছন্দ হয়েছে। 'দুঃখিত, কিন্তু ব্যাপারটা কি জানেন, আপনি আমার কাছে পৌঁছুবার আগে পৌঁছে গেছে আপনার খ্যাতি। আমি আমার লোকদের নির্দেশ দিলাম, আপনার কাছে কোন খেলনা থাকলে তা যেন সংগ্রহ করে ওরা।'

খালি হাতটা দিয়ে মাথার পাশের সাদা পাক ধরা লম্বা ও ঘন চুলে হাত বুলাল জেনারেল। বিসিআই হেডকোয়ার্টারের ফাইলে এই চুলের বর্ণনা দেয়া আছে। 'খুবই ঘন চুল, কপালের দু'পাশে পাক ধরেছে, দেখে পাখির ডানার মত লাগে। মোসাডের কাউকে সাধারণত এত বড় চুল রাখতে দেখা যায় না। সব সময় পরিপাটিভাবে আঁচড়ানো থাকে, এত লম্বা যে প্রায় ঢেকে রাখে কান দুটো। মাঝখানে সিঁথি নেই, ব্যাকব্রাশ করে।' মোসাড ও ইসরায়েলি মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের সিনিয়র অফিসারদের প্রায় সবারই চেহারা মুখস্থ আছে রানার।

জেনারেলের একজন লোক রানার কাঁধ ধরে হ্যাঁচকা টান দিল, নিজের দিকে ঘোরাল ওকে। ভাঙা ভাঙা, কর্কশ ইংরেজিতে দেয়ালে হাতের তালু রাখতে বলল সে।

কড়া সুরে আরও একটা নির্দেশ দিল জেনারেল গুডরিচ, তারপর রানার দিকে ফিরে বলল, 'দুঃখিত, মি. রানা। আপনার সাথে আরও নরম ব্যবহার করবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে ওকে।' তার ইংরেজি উচ্চারণ ও আদব-কায়দা এতই উঁচুমানের, মনে হয় প্রাচীন কোন ব্রিটিশ ইউনিভার্সিটি থেকে আয়ত্ত করেছে। রানার প্রতি তার আচরণ প্রায় শ্রদ্ধাপূর্ণ। বোধহয় সেজন্যেই লোকটাকে আরও বেশি ভয় লাগে, অশুভ মনে হয়।

রানাকে সার্চ করল লোকটা, কাজে কোন খুঁত রাখল না। এএসপি ও ব্যাটনটা সহজেই পেয়ে গেল। তারপর গোপন অস্ত্রগুলো হাতিয়ে নিল— কলম, মানিব্যাগ ও বেল্ট। বিশেষ করে বেল্টটার জন্য মন খারাপ হয়ে গেল

রানার, কত কিছু লুকানো আছে ওতে! জুতো জোড়াও খুলতে বলা হল ওকে। পরীক্ষা করার পর আবার ফেরত দেয়া হল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, জ্যাকেটের বোতামে হারমোনিকা ব্লিপার ছাড়া আর কিছু নেই রানার কাছে।

'ব্যাপারটা খুবই ইন্টারেস্টিং, তাই না?' প্রায় নিস্তেজ গলায় বলল জেনারেল গুডরিচ। 'আমাদের গুরুরা আধুনিক টেকনোলজির নিত্য নতুন ছোটখাট নমুনা উপহার দেন আমাদের। তাঁরা বোঝেন না, এ-সব ব্যবহার করার সুযোগ খুব কমই পাওয়া যায়।'

'উইথ রেসপেক্ট,' বলল রানা। 'আপনিও গুরুদের একজন বলে জানি আমি।' চেষ্টা করছে প্রতিপক্ষের মত শান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন থাকার, কারণ জেনারেল গুডরিচ এমন একটা হিংস্র পশু যে পঞ্চাশ কদম দূর থেকেও ভয়ের গন্ধ পেয়ে যাবে।

'হ্যাঁ, আমিও একজন,' চাপা হাসির আওয়াজ হল।

'শুনেছি, যাঁর প্রশংসা না করে উপায় নেই।'

'সত্যি।' গলা শুনে মনে হল না জেনারেল গর্ববোধ করছে।

'কথাটা কি সত্যি নয় যে উনিশ শো একাশি সালে মোসাডে যে শুদ্ধি অভিযান চালানো হয় তা থেকে সিনিয়ার অফিসার বলতে একমাত্র আপনিই সারভাইভ করেন, জোহান একারস্ দলত্যাগ করে সিরিয়ায় চলে যাবার পর?'

কাঁধ ঝাঁকাল জেনারেল গুডরিচ। 'জোহান একারস্ সম্পর্কে আসল কথাটা কেউ জানে? অনেকেরই ধারণা, গোটা ব্যাপারটাই ছিল কৃত্রিম, আমাদের সবাইকে নিশ্চিহ্ন করার একটা ষড়যন্ত্র।'

'কিন্তু আপনি রক্ষা পান, তারপর প্রায় একার চেষ্টায় ছাই-ভস্ম থেকে নতুন করে গড়ে তোলেন নিজের ডিপার্টমেন্ট, ইতিমধ্যে যেটা মুসলিমপ্রধান দেশগুলোর জন্যে ত্রাস হয়ে উঠেছে। সত্যি আপনার প্রশংসা করতে হয়।' রানা মিথ্যে প্রশংসা করছে না। গুডরিচের যে রেকর্ড, নগ্ন প্রশংসা করে তাকে যে নরম করা যাবে না, ওর তা জানা আছে।

'ধন্যবাদ, মি. রানা। এদিকের অনুভূতিও একইরকম। আপনিও রানা এজেন্সি খাড়া করতে কম বাধার সম্মুখীন হননি।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল জেনারেল গুডরিচ। 'কী সাংঘাতিক কঠিন একটা পেশায় আছি আমরা। আপনি ভাবেন, এখন আপনাকে নিয়ে কি করা হবে, মি. রানা?'

'আপনার ডিপার্টমেন্ট আমার মাথার একটা দাম ঘোষণা করেছিল...'

'সেটা অতীতের কথা, মি. রানা। এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তবে আমাদের একটা তালিকায় আপনার নাম আছে। মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার জন্যে আপনাকে আমি বিচারকের সামনে হাজির করতে ব্যর্থ হলে, সেটাকে আমার কর্তব্য পালনে গুরুতর গাফিলতি বলে চিহ্নিত করা হবে। আমি সারভাইভ করেছি ঠিকই, তবে এখনও আমার মাথার ওপর ছড়ি ঘোরাবার লোক আছে। প্রথমে আমাকে ইন্টারোগেট করা হবে, তারপর যদি বাঁচি, পাঠিয়ে দেয়া হবে মরুভূমির মাঝখানে একটা জেলে—ওখান থেকে কেউ কোন দিন ফিরে এসেছে বলে শোনা যায়নি।' আবার কাঁধ ঝাঁকাল জেনারেল। 'আপনার

দুর্ভাগ্য, নিজের এ-ধরনের বিপদ ডেকে আনার কোন ইচ্ছে আমার নেই। আপনাকে মেরে ফেলা কোন সমস্যা নয়, কিন্তু কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছাড়াও আমার ক্যারিয়ার দাবি করে, আপনাকে সুবিচার পাওয়ার একটা সুযোগ দিতে হবে। বিচারটা গোপন কোন আদালতে হবে না, হবে প্রকাশ্যে।'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল রানা। লোকটা যত বেশি কথা বলবে ততই ওর লাভ। ওকে নিয়ে মোসাদের পরিকল্পনা কি, জানার সুযোগ পাচ্ছে ও। তারচেয়ে বড় লাভ, কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত হোটেল ছেড়ে যেতে হচ্ছে না। রানা আশা করছে, যে-কোন মুহূর্তে ওকে উদ্ধার করার জন্যে চলে আসবে শেভি। তাকে ফোন না করে উপায় ছিল না ওর। অফিশিয়াল হোক বা না হোক, ওকে উদ্ধার করার জন্যে সাধ্যমত সব চেষ্টাই করবে শেভি—ও একবার তার প্রাণ বাঁচায়নি?

'গোটা ব্যাপারটাকে আপনি দার্শনিকসুলভ নির্লিপ্ততার সঙ্গে গ্রহণ করছেন দেখে যারপরনাই খুশি আমি, মি. রানা। আপনি আমার প্রশংসা করেছেন, সেজন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ। আমিও যদি আপনার বুদ্ধি, গতি ও দক্ষতার প্রশংসা না করি তাহলে অসততার পরিচয় দেয়া হবে। আপনি নিশ্চয়ই বুঝবেন যে আপনাকে মরতে দেখতে চাওয়াটা ব্যক্তিগত কিছু নয়। স্রেফ প্রফেশনাল ইন্টারেস্ট।'

'অবশ্যই।' এক সেকেণ্ড ইতস্তত করল রানা। 'জানতে পারি, ভদ্রমহিলার কপালে কি ঘটেছে?'

'তার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হবেন না,' হাসল জেনারেল গুডরিচ। 'এক পর্যায়ে তাকেও শাস্তি পেতে হবে। তাকে, বেঈমান করবেটকে। শামিম হাসান আর এলা কাডিশের কথাও মনে আছে আমার। আসলে ওদেরকে ধরার জন্যেই তো আসা আমার। আপনি অতিরিক্ত বোনাস।' নিজের চারদিকে তাকাল সে, তারপর সহকারীদের দিকে। 'এবার আমাদের বেরিয়ে পড়তে হয়। অনেক কাজ পড়ে আছে।'

'আমি তৈরি,' বলেই উপলব্ধি করল রানা, ওর বলার সুরে আত্মবিশ্বাসের মাত্রা একটু বেশি হয়ে গেছে। জেনারেলের চোখের চারপাশে সন্দেহের ক্ষীণ রেখা ফুটে উঠতে দেখে নিজের ভুল বুঝতে পারল ও। রানার দিকে এক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকল গুডরিচ, তারপর ঘুরে দাঁড়াল, হাত ঝাপটা দিয়ে নিজের লোকদের নির্দেশ দিল রানার পিছনে থাকার জন্যে। করিডর ধরে হোটেলের পিছন দিকে চলে এল ওরা, ইমার্জেন্সী সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল একটা চওড়া গলিতে।

গলিতে দুটো গাড়ি দেখল রানা। একটা রেনোয়া, অপরটা জাগুয়ার জাগুয়ারের জানালার কাঁচ টিনটেড, সোজা সেদিকেই এগোল জেনারেল পিছন থেকে ধাক্কা খেয়ে পা বাড়াতে হল রানাকেও। রেনোয়াটা সম্ভবত স্কাউট কার। ওকে নিয়ে যাওয়া হবে গুডরিচের বিলাসবহুল জাগুয়ারে করে। ওরা এগোচ্ছে, ড্রাইভিং সিট থেকে উঠে এল এক লোক, ঘুরে দাঁড়িয়ে পিছনের দরজাটা খুলে ধরল। কালো একটা রোলনেক পরে আছে সে, মাথায়

ব্যাণ্ডেজ। খানিকটা দূর থেকেও পরিষ্কার চিনতে পারল রানা, যদিও মাত্র একবারই দেখেছে—তাজমহল বিউটি পারলারে। অ্যাভন, লণ্ডনে মমতাজকে খুন করার চেষ্টা করেছিল। মাথার ব্যাণ্ডেজটা তার চেহারায় আরও হিংস্র একটা ভাব এনে দিয়েছে। কটমট করে রানার দিকে তাকাল সে, দু'চোখে ঘৃণা। জেনারেল উপস্থিত না থাকলে এখানে এই গলিতেই ওকে একটা ঘুসি না মেরে ছাড়ত না সে, ধারণা করল রানা।

মাথা নিচু করে জাগুয়ারের ব্যাক সিটে উঠে পড়ল জেনারেল। পিছন থেকে ধাক্কা দিয়ে গাড়িটার আরেক দিকে আনা হল রানাকে। রাবেয়ার কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই কোথাও। ব্যাক সিট থেকে আরেক লোক নামল, সে একপাশে সরে দাঁড়াতেই পিছন থেকে ঠেলে ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়া হল রানাকে। জেনারেলের পাশে বসল ও।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল গুডরিচ। 'ভ্রমণটা আরামদায়ক হবে না। পিছনের সিটে তিনজন বেশি হয়ে যায়।'

রানার পিছু পিছু ব্যাক সিটে উঠল গার্ড, দু'জনের মাঝখানে থাকল ও। ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল অ্যাভন, অপর একজন তার পাশে বসল। মনে মনে হতাশ বোধ করছে রানা। শেডি কি ওর দেয়া মেসেজ গুরুত্বের সঙ্গে নেয়নি? এখনও তার উপস্থিত না হবার পিছনে আর কি কারণ থাকতে পারে? এঞ্জিন স্টার্ট দিল অ্যাভন, ওদেরকে পাশ কাটিয়ে সামনে চলে গেল রেনোয়া। তারমানে ফরওয়ার্ড স্কাউটের ভূমিকায় থাকছে ওটা, ভাবল রানা। ওদের জায়গায় সে হলেও এভাবে সাজাত।

একটু পরই বোঝা গেল, ডাবলিনের দিকে যাচ্ছে ওরা। কয়েক ঘন্টার মধ্যে আবার সেই মোসাডের দুর্গম দুর্গে পৌঁছে যাবে রানা। অত্যন্ত সতর্কভাবে গাড়ি চালাচ্ছে অ্যাভন, রেনোয়া থেকে মাপা ত্রিশ গজ পিছনে থাকছে সব সময়। ঘাড় ফিরিয়ে একবারও রানার দিকে তাকায়নি সে, তবে তার আড়ষ্ট কাঁধ দেখে ওর প্রতি আক্রোশ ও ঘৃণা টের পাওয়া যায়। রানার পাশে বসা লোকটা একটা হাত জ্যাকেটের ভেতর ঢুকিয়ে রেখেছে, মাঝেমধ্যে একটা পিস্তলের বাঁট উঁকি দিচ্ছে ভেতর থেকে, শক্ত মুঠোর ভেতর ধরে আছে সেটা। চোখ বুজে ঢুলছে জেনারেল গুডরিচ, তবে সামনের সিটে অ্যাভনের পাশে বসা লোকটা সদা সতর্ক—খানিক পর পর ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিচ্ছে রানাকে, সান-শিল্ডে লাগানো রিয়ার ভিউ মিররেও তাকাচ্ছে ঘন ঘন।

'সিগারেট, মি. রানা?' চোখ বুজে ঢুলতে ঢুলতেই জিজ্ঞেস করল জেনারেল, আসলে বুঝিয়ে দিল ঘুমায়নি সে।

'না, ধন্যবাদ।'

অনেকক্ষণ আর কোন কথা বলল না কেউ। রাস্তার দু'পাশের দৃশ্য একটু পরই একঘেয়ে লাগল রানার। অগোছাল শহর ও গ্রাম, খেতে সবুজ ফসল। যদিও সমস্ত সম্ভাবনা নিয়ে কাজ করছে ওর মাথা, প্রাণ নিয়ে গাড়ি থেকে বেরুনোর কোন উপায় নেই। আয়ারল্যাণ্ডের এটা একটা প্রধান সড়ক হলেও

স্রেফ খুন হয়ে যাবে ও। শুধু যদি শেডি উদয় হয়, একটা ব্যবস্থা হতে পারে। যতই সন্ধ্যা যাচ্ছে, সে সম্ভাবনাও ততই ক্ষীণ হয়ে আসছে। না, শেডির ওপর ভরসা করে লাভ নেই। যা করার ওকেই করতে হবে। কি সেটা?

আপাতত সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে। দুর্গে পৌঁছুবার আগে কি এক-আধটা সুযোগও পাবে না ও? এই মুহূর্তে পরিস্থিতির ওপর ওর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই।

'অহেতুক দুশ্চিন্তা করবেন না,' চোখ না খুলেই আবার কথা বলল জেনারেল। 'আমাদের পেশায় হার-জিত আছেই।'

'সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ,' বলল রানা।

কোন ঘটনা ছাড়াই মাইলের পর মাইল ছুটে চলেছে গাড়ি। এক সময় আর্কলো-র সরু গলিগুলো ধরে এগোল। আরও তিন মাইল পর বাম দিকে বাঁক নিল রেনোয়া, সরু একটা রাস্তায় ঢুকল, দুটো গাড়ি পাশাপাশি হয়ত কোন রকমে দাঁড়াতে পারবে। রাস্তার দু'পাশে আকাশ ছোঁয়া গাছ ও নিচু ঝোপ। মোসাডের সুরক্ষিত ঘাঁটিতে ঢোকার রাস্তা এটা।

আড়মোড়া ভাঙল জেনারেল সিসিল গুডরিচ, চোখ মেলে রানার দিকে তাকাল। 'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, আপনাকে সঙ্গ দিতে পারিনি, সেজন্যে দুঃখিত,' সুরটাও ক্ষমাপ্রার্থনার, হোক সেটা মিথ্যে।

'দু'জনেই আমরা একই আচরণ করেছি,' মৃদু হেসে অবলীলায় রানাও মিথ্যেকথা বলল। 'আমিও এই মাত্র ঘুম থেকে জাগলাম।'

অ্যাভনের প্রশংসা করল জেনারেল কোনরকম বিপদে না পড়ে দুর্গের কাছাকাছি চলে আসায়। হিব্রু ভাষায় একটা কৌতুকও শোনাল তাকে। সামনের রেনোয়া তীক্ষ্ণ একটা বাঁক নিল, সেটার পিছু নিয়ে অ্যাভনও বাঁক ঘুরল, আর তারপরই হিসহিস করে ভাগ্যকে অভিশাপ দিল সে। বাঁক ঘুরেই দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছে রেনোয়া। স্পেশাল ব্রাঞ্চের দুটো মার্কামারা গাড়ি রাস্তার ওপর পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। অ্যাভন ব্রেক করছে, চট করে পিছন দিকে একবার তাকাতেই আরও একটা গাড়ি দেখতে পেল রানা, প্রকাণ্ড একটা সেলুন কার, গায়ে কোন ছাপ নেই।

'শান্ত থাকো। কেউ অস্ত্র বের করবে না!' চাবুকের মত শব্দ করল জেনারেলের কণ্ঠস্বর। 'গোলাগুলি নয়, বুঝতে পারছ?'

ইউনিফর্ম পরা ছ'জন স্পেশাল ব্রাঞ্চের পুলিস রেনোয়াটাকে ঘিরে ফেলেছে, আরও চারজন এগিয়ে আসছে জাগুয়ারের দিকে। চেহারায় মারমুখো একটা ভাব, তবে আচরণ অত্যন্ত ধীর, প্রায় অলসভঙ্গিতে জানালার কাঁচটা নামাল অ্যাভন।

ইউনিফর্ম পরা একজন অফিসার তার সঙ্গে কথা বলার জন্যে ঝুঁকল। 'ভাইসাব, কূটনীতিকদের গাড়ি ছাড়া এই রাস্তা দিয়ে আর কিছু যেতে দেয়া হচ্ছে না। গাড়ি ঘুরিয়ে নিন আপনারা।'

'কেন, সমস্যাটা কি, অফিসার? সামনের দিকে ঝুঁকল জেনারেল। রানা লক্ষ করল, দু'পাশ থেকে দু'জনই বোকার মত চেষ্টা করছে বাইরে থেকে ওর

মুখটা যেন কেউ দেখতে না পায়।

'ডিপ্লোম্যাটিক সমস্যা, স্যার। তবে সিরিয়াস কিছু নয়। কাল রাতে আমরা একটা অভিযোগ পেয়েছি, তাই আপাতত বন্ধ করে দিয়েছি রাস্তাটা।'

'কি ধরনের ডিপ্লোম্যাটিক সমস্যা? আমার কাছে ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট আছে, আমার সঙ্গীদের কাছেও আছে। আমরা ইসরায়েলি, যে দুর্গে যাচ্ছি সেটাও ইসরায়েলি এমব্যাসীর সম্পত্তি।'

'ও, আচ্ছা, তাহলে তো বিশেষ বিবেচনার দাবি রাখে।' অফিসার পিছিয়ে গেল এক পা।

রানা দেখল, ওদের সামনের পুলিসের গাড়ি দুটো এরইমধ্যে একপাশে সরে গেছে, রেনোয়াটা যাতে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারে। সিভিলিয়ান কয়েকজন লোককে দেখল রানা, জাগুয়ারের আরেকদিকে চলে এসেছে। তাদের একজন অ্যাভনের দিকে ঝুঁকল, ফলে সেদিকের জানালাটাও খুলতে বাধ্য হল অ্যাভন। জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটাকে রানা চিনল না, তবে নির্লিপ্ত ও ঠাণ্ডা হাবভাব দেখে বুঝতে অসুবিধে হল না, ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের লোক। 'এদিকে কাল গোলাগুলি হয়েছে বলে রিপোর্ট পাওয়া গেছে,' গাড়ির ভেতর তাকিয়ে বলল সে। 'জানেনই তো, গুলির শব্দ লোকজনকে কি রকম নার্ভাস করে তোলে। কাজেই আপনার কাগজ-পত্র আমাদের দেখতে হবে, স্যার—আপনি যদি কিছু মনে না করেন।'

'অবশ্যই দেখবেন।' কোটের পকেট হাতড়ে একগাদা কাগজ-পত্র বের করল জেনারেল গুডরিচ, সঙ্গে তার পাসপোর্টও রয়েছে। ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট কাগজগুলো নিল, খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল পাসপোর্টটা। 'ও, আচ্ছা, আপনি!' জেনারেলের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল সে। 'আপনি পৌঁছেছেন, আমরা জানি, মি. বারুচ। আপনাকে তো আপনাদের ফরেন মিনিস্ট্রি থেকে পাঠানো হয়েছে, তাই না?'

'সমস্ত এমব্যাসীর আমি ইন্সপেক্টর, হ্যাঁ। বার্ষিক ভিজিটে প্রতি বছরই আসা হয়।'

'কিন্তু, গতবার যিনি এসেছিলেন তিনি আপনি নন—ঠিক বলিনি, মি. বারুচ? আমার যদি ভুল না হয়, তিনি ছিলেন আপনার চেয়ে আরও অনেক মোটা। ভদ্রলোকের বোধহয় দাড়িও ছিল, ছিল কি, মি. বারুচ? হ্যাঁ, দাড়ি ও চশমা। কি যেন নাম ছিল ভদ্রলোকের···কি যন্ত্রণা, নিজের নামটাও না কবে ভুলে যাই আমি।'

'বেন,' জেনারেল গুডরিচ বলল। 'বেন মোশে।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক, বেন মোশে। তিনি তাহলে এ-বছর আসছেন না, মি. বারুচ?'

'তিনি কোন বছরই আসছেন না,' বলল জেনারেল, রানা তার গলায় চাপা উত্তেজনার সুর লক্ষ করল। গুডরিচ অভিজ্ঞ লোক, ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের লোকটা যে তাকে নিয়ে খেলছে, বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। কারণটা কি বুঝতে না পেরে অস্বস্তিবোধ করছে সে। 'বেন মোশে মারা

গেছেন। হঠাৎ। গত গ্রীষ্মে।'

'ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে শান্তি দিন। গত বছর গ্রীষ্মে? হঠাৎ? আহাহা! স্যার, ওই ছবিটা দেখেছেন নাকি? ওই যে, যেটায় সুন্দরী ক্যাথেরিন হেপবার্ণ আছে, আরও আছে মিস এলিজাবেথ টেইলর, আমার প্রিয় অভিনেত্রী—ওর একটা কটেজ আছে এদিকে, জানেন নাকি, স্যার?'

'এবার আমাদের যাওয়া দরকার,' গম্ভীর সুরে বলল জেনারেল। 'বিশেষ করে আপনারা যখন বলছেন দুর্গের রাস্তায় ঝামেলা রয়েছে।'

'সামান্য ব্যাপার, তেমন কিছুই না, মি. বারুচ। কিন্তু, আপনি যাবার আগে···'

'ইয়েস?' জেনারেলের গলায় জেদ, সুরটা প্রায় চ্যালেঞ্জ করার মত। চোখের চকচকে ভাবটাও শুধু রাগের লক্ষণ নয়, হিংস্র হয়ে ওঠার পূর্বাভাস।

'অসুবিধের জন্যে দুঃখিত, স্যার। বোঝেনই তো, আমরা হুকুমের দাস। আপনাদের সবার ডিপ্লোম্যাটিক কাগজ-পত্র চেক করতে হবে।'

'ননসেন্স! আমার সঙ্গে যারা রয়েছেন তাদের সবার হয়ে সাক্ষী দিচ্ছি আমি। ওরা সবাই আমার লোক।'

জেনারেল কথা বলছে, রানা অনুভব করল গার্ডের পিস্তলটা ওর পাঁজরে ঠেকল। গুডরিচ এত লোকের সামনে ওকে খুন করার অনুমতি গার্ডকে দেবে না, তবু কিছু একটা করার ঝুঁকি নেয়া রানার পক্ষে সম্ভব নয়। সম্ভাবনা কম, তবু যদি পিস্তলের ট্রিগার টিপে দেয় গার্ড? জেনারেল ও গার্ড, দু'জনের চিন্তা ধারা দু'রকমের। একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাইছে রানা। দেখা যাক কি হয়।

জানালার সামনে থেকে লোকটা সরে গেল, তার জায়গা দখল করল আরেক লোক। 'অত্যন্ত দুঃখিত, মি. বারুচ—বারুচ বলেই তো পরিচয় দিয়েছেন নিজের?—আমরা আপনার পাশের ওই ভদ্রলোককে রেখে দিচ্ছি।' ম্যাকগ্রাম শেডি রানার দিকে আঙুল তাক করল। 'আপনি অসৎ লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করছেন, স্যার। ওই ভদ্রলোককে জেরা করার জন্যে খুঁজছিলাম আমরা। আপনিও নিশ্চয়ই একমত হবেন যে উনি ইহুদি নন, ইসরায়েলি তো ননই। এমনকি ডিপ্লোম্যাটও নন। নাকি আমার কোথাও ভুল হচ্ছে?'

'ইয়ে···মানে,···' কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না জেনারেল গুডরিচ।

'সবার জন্যেই ভাল হবে, আপনি যদি ওকে স্বাভাবিকভাবে বেরিয়ে আসতে দেন। এই যে, শুনছেন, বেরিয়ে আসুন আপনি।' জানলা দিয়ে হাত গলিয়ে দিল শেডি, গার্ডকে ঠেলে হেলান দিতে বাধ্য করল সিটের পিছনে, তারপর খামচে ধরল রানার জ্যাকেট। 'আশা করি কোন গোলমাল না করে শান্তভাবে বেরিয়ে আসবেন, ঠিক আছে? আপনি বেরিয়ে এলেই ভদ্রলোকেরা নিজেদের পথে চলে যেতে পারেন। বেরোন!'

'দেনা-পাওনার হিসাব শেষ, কি বল, শেডি?' রানা হাসছে না। জাগুয়ার

থেকে নেমে প্রাইভেট কারের দিকে এগোচ্ছে ওরা, দু'জন পাশাপাশি রয়েছে। গুরুতর একটা কিছু ঘটেছে, ম্যাকগ্রাম শেডির আচরণ অন্তত তাই বলে। প্রশ্নের জবাব না দিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে ওকে গাড়িতে উঠতে বলল সে। এসবি অফিসারদের ডেকে নির্দেশ দিল, জাগুয়ারটাকে আটকে রাখার দরকার নেই, দেখতে হবে ওটা যাতে নিরাপদে দুর্গে পৌঁছায়।

তারপর গাড়িতে চড়ল সে। 'ডিনার শেষ করলে? তোমার যতটুকু প্রাপ্য ছিল তারচেয়ে অনেক বেশিই করেছি আমি, জেবি। কাল আমাকে কোথাও আত্মগোপন করতে হবে, এ-ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তোমার জন্যে আর কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। কথাটা বিশ্বাস করো। তোমার সাহায্যে নিজের ছায়ার দৈর্ঘ্যটুকুও আর এগোনো সম্ভব নয় আমার পক্ষে। বড় অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটছে, দোস্ত।'

'কি ঘটছে?' শেডিকে চেনে রানা, লোকটা যে একাধারে রাগ, ক্ষোভ, উদ্বেগ ও হতাশার শিকার তাতে কোন সন্দেহ নেই।

'বলো কী ঘটেনি! প্রথমে, ভোর হবার আগেই আমার ঘুম ভাঙানো হল, তোমার লোক কোবরা সম্পর্কে একটা মেসেজ পেলাম। পাশের দেশ থেকে তোমার বস্ চাইছেন তাকে যেন ধরি আমরা, ধরে তাঁদের হাতে তুলে দিই। চুপচাপ। বেশ, ঠিক আছে। দুটো সার্ভিসের মধ্যে যখন উপকার বিনিময় হয়, কাজটা করতে আপত্তি নেই। হোটেল অ্যামব্যাসাডরে দুটো গাড়ি পাঠিয়ে দিলাম আমরা। বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পারি, একটা মেয়েকে নিয়ে তোমার কোবরা ওখানেই উঠেছে, যে মেয়েটাকে আমি এয়ারপোর্টে দেখেছিলাম।'

'তোমাকে টেলিফোন করলাম, তখন তো এ-সব কথা বলনি!'

'বলিনি, কারণ তুমি বললে ওদেরকে তুলে নিয়ে গেছে। ভাবলাম পরে যখন জানাব ওদেরকে আমরাই তুলে এনেছি, তোমাকে একটা বিরাট সারপ্রাইজ দেয়া হবে।'

'তোমরা মেয়েটাকেও তুলে নিয়ে গেছ?'

'দু'জনের কাউকেই আমরা পাইনি। ওখানে তারা ছিল না। তোমার সাথে কথা বলার পাঁচ মিনিট পর আমি একটা ফোন পাই। হোটেল থেকে বলা হয়েছে, কয়েকজন "বন্ধু" ওদেরকে ডেকে নিয়ে গেছে। তবে পরে তারা নিজেদের ভুল স্বীকার করে। জানা গেল, রাতে এখানে-সেখানে অসংখ্য ফোন করে কোবরা। তারপর সাড়ে তিনটের দিকে নিচে নেমে আসে, বিল মিটিয়ে হোটেল ছেড়ে চলে যায়।'

'হোটেলের লোকেরা মিথ্যে কথা বলল কেন প্রথমে?

'কেউ হয়ত ঘুষ দিয়েছিল এ-কথা বলার জন্যে। টাকাটা তোমার কোবরার পকেট থেকেও বেরুতে পারে। কোবরা হয়ত ভেবেছিল "বন্ধুরা" তাদেরকে ধরে নিয়ে গেছে শুনলে শত্রুরা তার পিছু নেয়া থেকে বিরত থাকবে।'

'আমার সাথে যে মেয়েটা ছিল, তার কি খবর?'

'বাতাসে মিলিয়ে গেছে, তার ছায়া পর্যন্ত দেখেনি কেউ। দুর্গে গোলাগুলি হয়েছে, এ-ব্যাপারে আসলেও ফোনে অভিযোগ করা হয়েছিল। ওরা তোমাকে হোটেল থেকে বের করে আনছে, আমাদের এক লোক তোমাকে দেখে চিনতে পারে। তবে তুমি যাদের সঙ্গ দিচ্ছিলে তাদের সঙ্গে লাগতে গিয়ে সত্যি আমি বিরাট ঝুঁকি নিয়েছি। একার চেষ্টায় পারতাম না, পুলিসের সাহায্য নিতে হয়েছে। ভাগ্যিস ওদের কাছে কিছু উপকার পাওনা ছিল আমার।'

'সবই দেখছি দুঃসংবাদ,' হতাশ কণ্ঠে বলল রানা।

শব্দ করে হেসে উঠল ম্যাকগ্রাম শেডি। 'সবচেয়ে বড় দুঃসংবাদটা তো এখনও শোনাইনি, জেবি। তোমার সার্ভিস তোমাকে অফিশিয়াল মর্যাদা দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।'

'বল কি!'

'তুমি ছুটিতে আছ। অফিস থেকে তোমাকে রিপাবলিকে থাকার অনুমতি দেয়া হয়নি, কোন অপারেশনেও থাকতে বলা হয়নি। অন্তত আমাকে তাই বলা হয়েছে। পরিষ্কার জানিয়ে দেয়া হয়েছে, কোন অবস্থাতেই বাংলাদেশী এই অফিসারকে তুমি সাহায্য করবে না। হুবহু উদ্ধৃতি দিলাম। কোন অবস্থাতেই না, জেবি। কেন, কি কারণে বলল, আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না।'

বস্ রাহাত খানের কথাগুলো মনে পড়ে গেল রানার। বিপদে পড়লে তোমাকে আমরা চিনব না, রানা। বিসিআই, রানা এজেন্সি, বাংলাদেশ সরকার, কেউ তোমাকে সাহায্য করবে না।

কিন্তু কেন? কোবরার দলবদলের ব্যাপারটাও চেপে গিয়েছিলেন তিনি, যদিও এ-বিষয়ে খানিকটা অন্তত ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে। রাহাত খান ও কুর্নি করবেটের মধ্যে যোগাযোগ ছিল, সম্ভবত ম্যাকগ্রাম শেডির মাধ্যমে—শেডি আগেও বিসিআই-এর পক্ষে দু'একটা কাজ করেছে, তার রেকর্ড ভাল, তার ওপর নজরও রাখা হয়। এরই মধ্যে কুর্নি করবেট ও দুটো মেয়েকে মাটির ওপর তুলে এনেছে রানা, তারপরও বিসিআই চীফ ওকে অস্বীকার করতে চাইছেন কেন?

'শেডি, তুমি ঠিক জান গাড়িটায় আমার সাথে কে ছিল?'

'জানি, জেবি।'

'তাহলে ওকে তুমি...?'

'হ্যাণ্ডস অফ। আমার কর্তারা কড়া নির্দেশ দিয়ে রেখেছে, ছোঁবে না। আমার ধারণা, আমার কর্তা ও তোমার কর্তা যোগাযোগ রাখছে। কোবরাকে ধরো, তুলে দাও আমাদের হাতে, কিন্তু এলিগেটরকে ছোঁবে না। আমাকে যা করতে বলা হয়েছে আমি তাই করেছি। একদিকে কোবরা গায়েব, আরেক দিকে...'

'মেয়েগুলোও। মেয়েগুলোই আমার আসল দায়িত্ব ছিল, শেডি।'

'আমি জানতে চাই না।'

'তোমাকে জানানোও হবে না। শুধু বলি, মেয়েগুলোকে আমার ফিরে

পেতে হবে, ওদের সাথে আরও একজনকে।'

'তা পাও, কিন্তু ওদেরকে তুমি এখানে, মানে রিপাবলিকে পাবে না। এয়ারপোর্টে আমাদের একটা নিরাপদ জায়গা আছে, তোমাকে সেখানে নিয়ে যাবার নির্দেশ আছে আমার ওপর। তারপর, নিতম্বে কষে একটা লাথি মেরে, ফেরত পাঠাতে বলা হয়েছে।'

'কি!'

'ভুল শোননি, জেবি। এখানে তোমাকে আমরা চাই না। কাজেই তোমাকে যেতে হচ্ছে। এমনকি তোমাদের এমব্যাসী-ও তোমাকে এখানে চায় না।'

রানার মাথায় হাজারটা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। 'সামনে কোন টেলিফোন দেখলে এক মিনিটের জন্যে থামবে, শেডি?'

'কেন থামব?'

'পুরানো দিনের বন্ধুত্বের কথা ভেবে।'

'আমাদের দেনা-পাওনা মিটে গেছে, দোস্ত।'

'প্লীজ।' রানার গলা গম্ভীর। কুর্শি করবেট ও মমতাজ নিখোঁজ, হোটেল কামরা থেকে কয়েক মিনিটের মধ্যে গায়েব হয়ে গেছে রাবেয়া, তার সঙ্গে জায়গা বদল করেছে জেনারেল গুডরিচ। বিশ্রী, নোংরা সন্দেহ জাগছে রানার মাথায়।

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল শেডি। দুশো গজ এগোবার পর রাস্তার পাশে একটা টেলিফোন বুদ দেখা গেল, কিনারায় গাড়ি থামাল সে। 'তাড়াতাড়ি, জেবি। কোন রকম বোকামি কোরো না। এমনিতেই সমস্যার অন্ত নেই আমাদের, তারপর তুমি যদি পালিয়ে যাবার চেষ্টা কর, মহা ঝামেলায় পড়ব।'

বুদে ঢোকার আগেই জ্যাকেটের বোতাম থেকে হারমোনিকা ব্লিপার বের করে আনল রানা। ইতিমধ্যে এলিগেটর পৌঁছে গেছে দুর্গে, ও ধরে নিল দুর্গে ফিরেই জেনারেলের প্রথম কাজ হবে টেলিফোনগুলো চেক করা। কাজটা করা হয়নি দেখে অবাকই হল রানা, কারণ অত্যন্ত সতর্ক বলে খ্যাতি আছে সিসিল গুডরিচের। 'ছারপোকা'গুলো জায়গা মতই রয়েছে, ডায়াল করে রিসিভার কানে ঠেকাতেই অনেকগুলো গলা পেল ও। অনেকে কথা বলছে, কারও কথাই পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে না। এক মিনিট অপেক্ষা করে রিসিভার নামিয়ে রাখতে যাবে, এই সময় হঠাৎ জেনারেলের গলাটা পরিষ্কার শোনা গেল। সম্ভবত যে-কোন একটা ফোনের খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছে সে।

'আমাদের সব লোককে আমি ডাবলিনের রাস্তায় দেখতে চাই,' জেনারেল শান্ত কর্তৃত্বের সুরে নির্দেশ দিচ্ছে। 'মাসুদ রানা আর কর্নেল কুর্শি করবেটকে যে-কোন মূল্যে খুঁজে বের করতে হবে। ওদের দু'জনকেই আমি চাই। বুঝতে পারছ? ওরা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে রানাকে। তার ওপর, আমাদের কাঁধে চেপে আছে বাড়তি ঝামেলা ওই দুই ফিলিস্তিনী মেয়ে, শালার ফ্রুট কেক! কি পাপ করেছি আমি যে আমার কপালে এরকম একদল গাধা

জুটল!'

'জেনারেল, স্যার, আপনার সামনে কোন বিকল্প ছিল না। যা ঘটেছে, সবই আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল।' কথাবার্তা হচ্ছে হিব্রু ভাষায়। 'আপনার প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়েছে। অন্তত পালন করার চেষ্টা হয়েছে। কোন [illegible] পাইনি, সেটা আম[illegible] দুর্ভাগ্য। সবাইকে আণ্ডারগ্রাউণ্ড থেকে গ্রাউণ্ডে তুলে আনার পর সব পানির মত সহজ হয়ে যাবে। তবে কাল রাতের বন্দুকযুদ্ধ প্রায় একটা ডিপ্লোম্যাটিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'ডিপ্লোম্যাটিক রাবিশ!' গর্জে উঠল জেনারেল গুডরিচ।

আরেকটা নতুন কণ্ঠস্বর শোনা গেল, জেনারেলের কাছাকাছি। 'হংকং থেকে এই মাত্র একটা মেসেজ পেলাম, জেনারেল।'

'ইয়েস?'

'এলা আর হাসানকে খুঁজে পেয়েছে ওরা। চিয়াং চাও দ্বীপে মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের একটা সেফ হাউস খুলে ভেতরে ঢুকেছে এলা।'

'ওরে ডাইনী, তোর স্পর্ধা বলিহারী! এত আত্মবিশ্বাস ভাল নয়! দ্রুত মুভ করতে হবে আমাদের। হংকঙে একটা মেসেজ পাঠাও। ওদের বলো, দূর থেকে নজর রাখুক। সাবধান করে দাও, আমি না পৌঁছুনো পর্যন্ত কেউ যেন কাছে না ঘেঁষে।'

রানা উপলব্ধি করল, ওর নিজের কিছু করার সময় হয়েছে। চীফ ওকে নিঃসঙ্গ রাখতে চাইছেন, কাজেই যা করার একাই করতে হবে ওকে। পকেট হাতড়ে কিছু আইরিশ খুচরো পয়সা বের করল ও, সার্চ করার সময় গুডরিচের লোকটা নেয়নি ওগুলো। রিসিভার নামিয়ে রাখল ও, খুলে নিল হারমোনিকা ব্লিপার, তারপর আবার ডায়াল করল দুর্গের নাম্বারে। অপরপ্রান্তে রিসিভার তোলা হতেই হিব্রু ভাষায় দ্রুত কথা বলল ও, নাম ধরে জেনারেল গুডরিচকে চাইল। তারপর যোগ করল, 'ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরি! জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন!'

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে লাইনে চলে এল জেনারেল। রিসিভার তখনও ধরেনি সে, রানা তাকে বিড়বিড় করতে শুনল, দুর্গে কোন নিরাপদ লাইন নেই বলে আক্ষেপ করছে।

'নিরাপদ লাইন দরকার নেই আমাদের, জেনারেল গুডরিচ,' ইংরেজিতে বলল রানা। 'গলাটা চিনতে পারছেন?'

দু'সেকেণ্ডের নীরবতা। তারপর জবাব দিল জেনারেল, বরফের মত ঠাণ্ডা গলা, 'চিনতে পারছি।'

'আমার শুধু এইটুকুই বলার আছে যে আবার আপনার সাথে দেখা হবার আশায় আছি আমি। ধরতে পারলে ধরুন আমাকে, এলিগেটর। উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম বা পুবে।' শেষ শব্দটার ওপর জোর দিল রানা, অবাক করে দিয়ে মজা পাবার জন্যে। জবাবের জন্যে অপেক্ষা করল না, রিসিভার নামিয়ে রেখে বেরিয়ে এল বুদ থেকে। জেনারেল গুডরিচ ধরে নেবে তাকে ধোঁকা

দেয়ার চেষ্টা করছে ও, ধরে নেবে ছোট্ট একটা অ্যাডভান্টেজ আছে ওর, তার সংস্থা গতিবিধি সম্পর্কে ধারণা রাখে ও।

ওর বস্, রাহাত খান জানতে পারলে হয়ত বলবেন, গুডরিচকে কোন করাটা পাগলামি হয়ে গেছে ওর। রানা ভাবল, কিন্তু বুড়ো নিজেও তো কম পাগলামি করছেন না।

'তোমার দেরি হচ্ছে দেখে ভাবলাম তুমি বোধহয় আমার সাথে নোংরা কোনও খেলা খেলতে চাও, জেবি। ডাবলিনের কর্তারা আমাকে পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন কি করতে হবে। বল, কোন্ দেশ তোমার পছন্দ?'

'কোন্ দেশ পছন্দ মানে?'

'তোমাকে আমরা বের করে দিচ্ছি, জেবি। তোমার কর্তা লণ্ডন থেকে আমাদের জানিয়েছেন, তোমাকে চাঁদে পাঠিয়ে দিলেও তাঁর কোন আপত্তি নেই। বলেছেন, ছুটির সময়টা তোমাকে অন্য কোথাও বিশ্রাম নিতে হবে, এখানে নয়।'

'তিনি ঠিক এই শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন?'

'প্রায় হুবহু। উদ্ধৃতি দেব?'

'যদি পার। প্লীজ।' রানা গম্ভীর।

'বেশ। শোন তাহলে, "অবাধ্য ছোকরাকে বলো, অন্য কোথাও গিয়ে বিশ্রাম নিক সে। বল হারিয়ে যেতে।" তোমার প্রিয় বুড়ো ঠিক এই কথাগুলো বলেছেন, দোস্ত। সত্যি আমি দুঃখিত। তোমার এই বিপদে আমি কোন সাহায্যও করতে পারছি না। এখন বলো, কোথায় যাবে তুমি—স্পেন, পর্তুগাল, নাকি দু'হপ্তার জন্যে ক্যানারি আইল্যাণ্ডে ফুর্তি করতে চাও?'

শেডির দিকে একবার তাকাল রানা, কিন্তু তার চেহারায় কোন ভাব নেই, যেন জানেই না শামিম হাসান সম্প্রতি ওখানে গিয়েছিল।

'কি হল?' তাগাদা দিল শেডি।

'এক মিনিট ভাবতে দাও, শেডি,' বলল রানা। 'যেখানেই যেতে চাই, আসলেও কি সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে আমাকে তুমি বের করে দিতে পারবে?'

'তুমি না; যেন একটা ভূত বেরিয়ে গেল—কেউ, এমনকি ডাবলিন এয়ারপোর্ট কন্ট্রোলারও কিছু টের পাবে না। আমার ওপর আস্থা রাখো, দোস্ত।'

'তাহলে এক মিনিট অপেক্ষা করো।' কোথায় যাওয়া দরকার তা এরই মধ্যে জেনেছে রানা, তবু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে বুড়ো চীফের চিন্তাধারা বুঝতে হবে ওকে। বিসিআই-এর একটা নীতি হল, যাকে যে-টুকু না জানালেই নয় তাকে শুধু সে-টুকুই জানানো হবে, তাহলে রাহাত খান কেন ওকে প্রথম থেকেই জানার সুযোগ দিলেন যে মাঠে ওকে একা কাজ করতে হবে? এবং কেনই বা, মেয়ে দুটোকে পেয়েছে ও, তারপর তারা নিখোঁজ হয়ে গেছে, এ-কথা জানার পরও, রানাকে তিনি অস্বীকার করতে চাইছেন, বলছেন অফিশিয়াল সুযোগ গ্রহণের অধিকার রানার নেই? কুর্শি করবেটের সঙ্গে ওর

দেখা হবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, কাজেই তার ব্যাপারটা জানার দরকার ছিল না রানার, সেজন্যেই জানানো হয়নি। কুর্শি করবেটের ব্যাপারটা ওর জানার পরও যখন রাহাত খান আগের নির্দেশই বহাল রেখেছেন, তাহলে কি ধরে নিতে হবে অন্য আরেকটা তথ্য রানাকে জানতে না দেয়ার কেস এটা?'

কি এমন তথ্য হতে-পারে সেটা, যা রানাকে জানাবার প্রয়োজন নেই বলে মনে করা হয়েছে? কিভাবে কাজ করায় ও করানো নিয়মগুলো স্মরণ করল রানা। একজন কন্ট্রোলার কখন তার এজেন্টের কাছে গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য গোপন করে রাখে, তার লোক মারাত্মক অসুবিধের মধ্যে পড়বে জেনেও? একটি মাত্র পরিস্থিতিতে এ-ধরনের ভয়ঙ্কর ঝুঁকি নেয়ার যৌক্তিকতা থাকতে পারে। সে-ধরনের পরিস্থিতির আভাস এরইমধ্যে পেয়েছে রানা, হারমোনিকার সাহায্যে ওদের আলাপ শুনে। তুমি শুধু মাত্র এক ধরনের তথ্য গোপন রাখতে পার। বিশ্বস্ত কোন এজেন্টকে ডাবল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। তুমি তথ্যটা গোপন কর, কারণ তোমার জানা নেই সে কে। ওদের সবাইকে তুমি ফিরিয়ে আনবে, রাহাত খান ওকে বলেছিলেন। সবাইকে। তারমানে রাবেয়া, মমতাজ বা শামিম ডাবল হতে পারে। এটাই ধাঁধার উত্তর হতে বাধ্য। ফ্রুট কেক টিমের কেউ একজন ডিগবাজি খেয়েছিল। বুড়ো বসের ব্রেন কিভাবে কাজ করে জানে রানা, কাজেই সন্দেহের তালিকায় কুর্শি করবেট ও এলা কাডিশকেও রাখতে হবে ওকে।

ডাবলিনের কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা, যানবাহনের জট এড়িয়ে মন্থরবেগে এগোচ্ছে গাড়ি। কেন ওকে অস্বীকার করা হচ্ছে? উত্তরটা সহজ। একজন ফিল্ড অফিসারকে তখনই অস্বীকার করা হয় যখন ফরেন অফিস ও রাজনীতিকরা ভীষণ রকম বিব্রত বোধ করেন। কিংবা তার টার্গেটরা যখন জানে যে সে কোনরকম সাহায্য-সহযোগিতা পাচ্ছে না। শালা বুড়ো, ভাবল রানা। অনেক দূর দিয়ে হাঁটছেন তিনি, খেলছেন ভয়ঙ্কর এক খেলা। অন্য কোন অফিসার হলে ধুত্তোরি ছাই বলে ফিরে যেত, রাহাত খানের পায়ের কাছে ধপ করে ফেলত ব্যর্থতার রিপোর্ট, হাতজোড় করে মাফ চাইত। কিন্তু মাসুদ রানা সম্পূর্ণ অন্য ধাতুতে গড়া। গড়া ওই বুড়োর হাতেই।

রাহাত খান তাঁর সর্বস্ব বাজি ধরেছেন রানার ওপর, দেখতে চাইছেন ও ওর সাধ্যমত সবকিছু করবে। বেপরোয়া জুয়াড়ির ভূমিকায় নেমেছেন, রানাকে ঠেলে দিয়েছেন রোমহর্ষক বিপদের মুখে। জানেন এলিগেটর আত্মপ্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে বাজির পরিমাণ নাটকীয়ভাবে বেড়ে গেছে।

'এয়ারপোর্টে তোমার নিরাপদ জায়গা আছে বলছ, ওখানে নিরাপদ কোন ফোনও কি আছে, শেড?' জানতে চাইল রানা।

'তোমাকে না বলেছি আমাকে কখনও শেড বলবে না?' শেডির গলায় অস্বস্তি ও অসন্তোষ।

'আছে নাকি?'

'যতদূর নিরাপদ হতে পারে।' হাসল শেডি, তাকাল ঘাড় ফিরিয়ে।

'এমন কি ওটা তোমাকে আমরা ব্যবহার করতেও দিতে পারি, যদি সিদ্ধান্ত নিয়ে থাক কোথায় যেতে চাও তুমি।'

'ফ্রান্সে পৌঁছে দিতে পার, যতটা সম্ভব প্যারিসের কাছাকাছি?'

সশব্দে হেসে উঠল শেডি। 'তুমি আমাকে জাদু দেখাতে বলছ। আচ্ছা! তাহলে ফ্রান্সে পালাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছ তুমি? অবশ্যই সেটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, আমার কিছু বলার নেই। ঠিক আছে, জাদুই দেখাব, দিচ্ছি তোমাকে ফ্রান্সে পাঠিয়ে।'

'ধন্যবাদ, শেডি।'

শেডির নিরাপদ জায়গা বলতে একটা কোয়ার্টার, এয়ারপোর্টের ভেতরই পাঁচিল ঘেরা ছোট্ট একটা উঠনও আছে, গাড়ি ও আরোহীদের আড়াল করে রাখল। দেখে মনে হয়, ইউরোপের সবচেয়ে খোলামেলা এয়ারপোর্ট রয়েছে ডাবলিনে। আসলে, ডাবলিন এয়ারপোর্টের কর্মকর্তারা এখানকার গোপনীয়তা ও শক্তিশালী সিকিউরিটি সম্পর্কে অত্যন্ত গর্বিত, সমস্ত আয়োজনই লোকচক্ষুর আড়ালে রাখা হয়েছে। অ্যাপ্রোচ রোডে পৌঁছুবার পর রানা দেখল টহল পুলিসের সংখ্যা যেন অন্যান্য সময়ের চেয়ে অনেক বেশি।

ভেতরে আরামদায়ক একটা ওয়েটিংরুম পাওয়া গেল। আর্মচেয়ারে বসে ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিল দু'জন লোক, ওদেরকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। রানা লক্ষ করল, শেডির প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে তাদের মধ্যে।

'ওদিকে একটা সাউণ্ডপ্রুফ বুদ রয়েছে, আয়ারল্যাণ্ডের সবচেয়ে নিরাপদ লাইনের একটা,' বলল শেডি। হাত তুলে দেখাল রানাকে। 'কোথায় ফোন করবে কর, এদিকে তোমার ফ্লাইটের ব্যবস্থা করি আমি।'

'আগে আমাকে জানতে হবে আজ রাতেই তুমি আমাকে প্যারিসে পৌঁছে দিতে পারছ কিনা,' ঠাণ্ডা সুরে বলল রানা।

'ধরে নাও সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে, জেবি। ফোনের কাজ সেরে ফেল তুমি। এক ঘণ্টার মধ্যে রওনা হতে পারবে, কাকপক্ষীও টের পাবে না।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। মানুষের মনে বিশ্বাস জন্মাতে ম্যাকগ্রাম শেডির জুড়ি নেই।

সাউণ্ডপ্রুফ বুদে ঢুকে লণ্ডনের একটা নাম্বারে ডায়াল করল রানা। অপরপ্রান্তে রিসিভার তুলল একটা মেয়ে। রানার গলা পাবার সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইল সে, লাইনটা সম্পূর্ণ নিরাপদ কিনা, অর্থাৎ স্ক্র্যাম্বলার ফিট করা আছে কিনা। উত্তরে রানা বলল, সম্পূর্ণ নিরাপদ বলেই জানে ও, তবে স্ক্র্যাম্বলার ফিট করা আছে কিনা জানা নেই।'

রাহাত খানের প্রাইভেট সেক্রেটারি ইলোরার সঙ্গে শেষবার যখন দেখা হয়েছে লণ্ডনে, ওকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সে। রানা তখন ভেবেছিল, ওটা একটা কথার কথা, তেমন কোন গুরুত্ব নেই। কিন্তু বর্তমান

পরিস্থিতি বিচার করলে তার সেই প্রতিশ্রুতির বিশেষ তাৎপর্য আছে বলে মনে হয়। ইলোরার কথাগুলো পরিষ্কার মনে আছে রানার, 'পরে যদি কিছু লাগে, আমি নিজে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসব।' অর্থাৎ ইলোরা নিজে চলে আসবে, যেখানেই তাকে ডাকুক রানা। অর্থাৎ কোন জিনিস রানার দরকার থাক বা না থাক, ও ডাকলেই সে চলে আসবে।

সেজন্যেই ডাকছে রানা। কয়েকটা জিনিস দরকার ওর। কয়েকটা নয়, অনেকগুলো। ডেলিভারির সময়সীমাও খুব কম, ইলোরার জন্যে প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। প্রথমে তালিকটা দিল রানা, তারপর জানাল কোথায় পৌঁছে দিতে হবে, কখন।

বেশি কথার মধ্যে গেল না ইলোরা। 'ঠিক সময়ে পৌঁছে যাব আমি। গুড লাক,' বলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল সে।

বুদ থেকে বেরিয়ে এসে রানা দেখল, ওর জন্যে অপেক্ষা করছে শেডি, হাতে এক সেট সাদা ওভারঅল। 'এগুলো পরে নাও,' বলল সে। 'তারপর মন দিয়ে শোনো।'

ওভারঅল পরে শেডির দিকে তাকাল রানা। 'বলো।'

খুক-খুক কেশে গলা পরিষ্কার করল ম্যাকগ্রাম শেডি, তারপর বলল, 'ওদিকের ওই দরজা দিয়ে ফ্লাইং ক্লাবে যাওয়া যায়। একজন ইনস্ট্রাকটরের সঙ্গে ট্রেনিং নিতে যাচ্ছ তুমি। ফ্লাইট প্ল্যান ফাইল করা হয়েছে। সীমান্ত পেরিয়ে উত্তর ফ্রান্সে যাবার অনুমতি দেয়া হয়েছে তোমাকে—তুমি প্রথম নও, এর আগেও অনেককে দেয়া হয়েছে।'

'ধন্যবাদ, শেডি...'

'থামো, আমার কথা এখনও শেষ হয়নি। রেন্‌স্‌-এর কাছে পৌঁছে তোমাদের এঞ্জিনে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেবে। রেন্‌সই তোমাদের টার্নিং পয়েন্ট। কাছাকাছি কোন এয়ারপোর্ট নেই, কাজেই রেডিওতে একটা এসওএস পাঠাবে তোমার ইনস্ট্রাকটর, তারপর গ্লাইড করে একটা মাঠে নামবে। যে-কোন মাঠে নয়, নির্দিষ্ট একটা মাঠে। ওখানে একটা গাড়ি থাকবে, তোমার জায়গায় আরেক লোকের ব্যবস্থা করা হবে—কাস্টমস ও পুলিসকে বুঝ দেয়ার জন্যে। প্রতিটি ঘটনা ঘড়ির কাঁটা ধরে ঘটবে। যা করতে বলা হবে ঠিক তাই করবে তুমি, তাহলেই সব ঠিকঠাক থাকবে। কিন্তু তুমি যদি ওখানকার পুলিসের হাতে পড়, তোমাকে যদি জেরা করা হয়, আমি তোমাকে চিনব না। বুঝতে পারছ?'

ব্যাপারটা ছোঁয়াচে হয়ে উঠছে, ভাবল রানা। মুখে বলল, 'ধন্যবাদ, শেডি।'

'কোয়ার্টারের সরাসরি সামনে চলে এসেছে প্লেনটা। এঞ্জিন চালু করা হয়েছে, রানওয়েতে যাওয়ার অনুমতিও পেয়েছে পাইলট। ছোট্ট একটা সেসনা, ওয়ান-এইট-টু। চারজন বসতে পারে। গুড লাক, জেবি।'

হ্যাণ্ডশেক করার সময় শেডির কাঁধে একটা হাত রেখে মৃদু চাপ দিল

রানা, বুঝতে পারছে একভাবে না একভাবে এখনও রাহাত খান ওর সঙ্গে রয়েছেন—কারণটা অবশ্য তিনিই ভাল বলতে পারবেন।

কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এসে রানা দেখল প্লেনটা এত কাছে দাঁড়িয়ে আছে যে চড়ার সময় আশপাশ থেকে কেউ ওকে দেখতে পাবে না। মাথা নিচু করে ডানার তলা দিয়ে এগোল ও, উঠে বসল ইনস্ট্রাকটরের পাশে। এঞ্জিন আগেই চালু করা হয়েছে, আওয়াজটাকে ছাপিয়ে উঠল লোকটার গলা। রানা তৈরি কিনা জিজ্ঞেস করল সে। লোক না বলে ছোকরা বলাই ভাল, হাসিখুশি আইরিশ তরুণ। ইনস্ট্রাকটরের বাম দিকে শিক্ষানবিসের পজিশনে বসে স্ট্র্যাপ বাঁধছে রানা, রানওয়ের শেষ মাথায় পৌঁছুবার জন্যে গড়াতে শুরু করল সেসনার চাকা। লণ্ডন থেকে এয়ার লিংগাস-এর একটা সেভেন-থ্রি-সেভেন এল, সেজন্যে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করতে হল ওদেরকে। তারপর ইনস্ট্রাকটর পুরোপুরি খুলে দিল থ্রটল, আকাশে ডানা মেলল হালকা প্লেনটা। দু'হাজার ফুট ওপরে ওঠার পর সেসনাকে সিধে করে নিল সে। সাগরের দিকে ঘুরে গেল নাক।

'শুরু হল আমাদের অভিযান,' এক গাল হেসে বলল ইনস্ট্রাকটর। 'পাঁচ মিনিটের মধ্যে কোর্স ঠিক করব।' মাথা ঘুরিয়ে রানার দিকে তাকাল সে। 'আপনার কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো, স্যার?'

'মোটেই না,' জবাব দিল রানা। প্লেনের পিছন দিকে তাকাল ও। তাকাতেই দেখল, ওর সিটের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে রাবেয়া। এতক্ষণ ওটার পিছনেই লুকিয়ে ছিল সে।

'হ্যালো, ডিয়ার? সত্যি কথা বলবে, রানা। আমাকে দেখে তুমি খুশি হওনি?' পিছন থেকে দু'হাতে রানাকে জড়িয়ে ধরল মেয়েটা। ওর গালে চুমো খেল একটা।

তিন

দূরদৃষ্টিও দক্ষতার একটা উপাদান; দক্ষ একজন এজেন্ট দুঃসময়ের কথা ভেবে দেশ-বিদেশে কিছু সম্বল বা অবলম্বন লুকিয়ে রাখে—বার্লিনে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, রোমের লকারে কিছু অস্ত্র, মাদ্রিদের স্ট্রং বক্সে একটা পাসপোর্ট। সেরকম, রানার একটা সেফ হাউস আছে প্যারিসে। ছোট্ট একটা অ্যাপার্টমেন্ট, বিশ্বস্ত এক বন্ধু বসবাস করে, মুহূর্তের নোটিসে সব কামরা খালি করে চলে যাবে, কোন প্রশ্ন ছাড়াই। বুলেভার সেইন্ট মিচেল-এর কাছাকাছি, আটতলা বিল্ডিঙের পাঁচতলায় ওটা।

ঠিক সন্ধের আগে আগে পৌঁছুল ওরা। ডাবলিন থেকে রওনা হয়ে এখানে পৌঁছুনো পর্যন্ত পথে কোন ঝামেলা হয়নি, সেজন্যে ভাগ্যকে ধন্যবাদ

দিল রানা। আয়ারল্যাণ্ডের আকাশে থাকার সময় ইন্সট্রাকটর একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় প্লেন চালিয়েছে, কিন্তু ফ্রান্সের ওপর চলে এসে খানিকটা নিচে নামে সে; ফলে প্যারিসের এ. টি. সি. বারবার ডেকে অনুমোদিত পজিশনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রঁদেভোটা ভালই বাছা হয়েছিল, রেনসের পশ্চিমে জনবিরল একটা এলাকা। নির্দিষ্ট মাঠের ওপর পনেরো মিনিট চক্কর দেয় ওরা, ধীরে ধীরে আরও অনেক নিচে নেমে আসে পাইলট, যতক্ষণ না নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারে এখানে তাকে ল্যাণ্ড করতে হবে।

এ-ধরনের বেআইনী কাজ আগেও করেছে সে, বুঝতে পারে রানা। ছোকরা হয়ত স্মাগলার, শেডি হয়ত তার এই দুর্বলতার কথা জানে। কিংবা সে হয়ত 'ছোকরা'দের সঙ্গে মেলামেশা করে—আই. আর. এ. সদস্যদের রিপাবলিকে এই নামেই ডাকা হয়। তার পূর্ব-অভিজ্ঞতা যা-ই হোক, প্রতিটি কাজ ঘড়ির কাঁটা ধরে সম্পন্ন করল সে। এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল আবার একবার ডাকল ওদেরকে, উচ্চতা হারানয় ভারি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। চার মিনিট অপেক্ষা করল পাইলট, এই চার মিনিটে ল্যাণ্ডিং-এর জন্যে প্লেনটাকে পজিশনে নিয়ে এল। তারপর এসওএস পাঠাল সে, নিজের পজিশন জানাল দশ মাইল দূরে, ওদের কাছে পৌঁছুতে যাতে কর্তৃপক্ষের বেশি সময় লাগে।

'ল্যাণ্ড করার পর কেটে পড়ার জন্যে পাঁচ মিনিট সময় পাবেন আপনারা,' চিৎকার করে রানাকে জানাল পাইলট। এঞ্জিন বন্ধ করল সে, তারপর আবার চালু করল। 'মক্কেলদের বাস্তবতার আঁচ দিচ্ছি,' সহাস্যে বলল।

মাঠের ওপর দিয়ে ছুটল সেসনা, নিচে পাঁচ-ছয় মাইল পর্যন্ত জনপ্রাণীর কোন চিহ্ন দেখা গেল না। ওরা ল্যাণ্ড করল সরল একটা পাকা রাস্তার ওপর, দু'পাশে পপলার গাছের সারি। গাছগুলোর আড়ালে একটা তোবড়ানো ফোক্সওয়াগেন পার্ক করা ছিল, রাস্তা থেকে প্রায় দেখা যায় না। সেসনার এঞ্জিন বন্ধ হতেই গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল এক লোক, পরনে হুবহু রানার মত সাদা ওভারঅল। সোজা ওদের দিকে এগিয়ে এল সে।

'যান! ঈশ্বর মিয়া আপনাদের সঙ্গে থাকুক।' শুভেচ্ছা জানাল ছোকরা পাইলট, প্লেন থেকে সে-ও নামতে শুরু করেছে।

মাঠের ওপর দিয়ে এগোল রানা, রাবেয়ার একটা হাত ধরে আছে। খানিকদূর গিয়ে থামল, গায়ের ওভারঅল খুলে তাকাল লোকটার দিকে। ওর বদলি ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিতে ফোক্সওয়াগেনটা দেখিয়ে দিল। রানার হাতে চাবি গুঁজে দিয়ে জানাল, গাড়িতে ম্যাপ আছে। রাবেয়ার হাতটা আবার শক্ত করে ধরে এগোল রানা। সাহসী দুই পাইলটকে আবার ওরা দেখল গাড়ি থেকে। কাউলিং-এর অংশবিশেষ খুলে দু'জনেই হুমড়ি খেয়ে রয়েছে এঞ্জিনের ওপর। ইতিমধ্যে ফোক্সওয়াগেন রাস্তায় উঠে এসেছে, ছুটছে প্যারিসের উদ্দেশে। কথা বলার আগে গাড়িটার সঙ্গে নিজেকে অভ্যস্ত করে নিল রানা।

'এবার বলো, লায়লা কানান। আবার তুমি কেন ও কিভাবে উদয় হলে?'

প্লেনে কথা বলতে হলে চিৎকার করতে হত, পাইলটের সামনে তা করতে চায়নি রানা। ঘটনাটাকে যেভাবেই দেখা হোক, রাবেয়ার নাটকীয় পুনরাগমন ওর মনে দারুণ সন্দেহের জন্ম দিয়েছে, এমনকি ব্যাপারটাকে যদি ম্যাকগ্রাম শেডির আশীর্বাদ বলেও ধরে নেয়া হয়।

'প্রিয় নায়কের মুখে এই শব্দটা আমি শুনতে চাই না,' ঠোঁট ফোলাল রাবেয়া।

'কোন শব্দটা ? কে তোমার প্রিয় নায়ক?'

'তুমি, আবার কে! কেন, তোমাকে আমি বলিনি, পাঁচ বছর আগে অন্ধকার ইসরায়েলি সৈকতে তোমাকে দেখার পর তুমি আমার রাতের ঘুম আর দিনের আরাম হারাম করে দিয়েছ? স্বপনে ও জাগরণে আমি শুধু তোমাকে দেখি...ভু-তে পারি না? আর ওই নামটা, লায়লা কানান—আমার কানে বিষ ঢেলে দেয়। তুমি জান, আমি ইহুদি নই। আমি ফিলিস্তিনী তরুণী, আমার ধর্ম ইসলাম, বাংলাদেশের নাগরিক...'

'তুমি কি আমার প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে চাইছ, রাবেয়া?' ঠাণ্ডা সুরে জানতে চাইল রানা। 'কোত্থেকে উদয় হলে? কেন?'

রানার পাশে নড়েচড়ে বসল রাবেয়া। 'আমার হাত দুটো নিশপিশ করছে, কথা বলার সময় অন্তত একটা তোমার হাঁটুতে রাখব? রানা কঠিন দৃষ্টিতে তাকাতে কৃত্রিম ভয় পাওয়ার ভঙ্গিতে এক ইঞ্চি সরে বসল সে। 'থাক বাবা, থাক। শোনো তাহলে। পুলিস ভদ্রলোক, মানে তোমার বন্ধু... আইডিয়াটা তার। তোমাকে উনি একটা সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিলেন, রানা ডার্লিং।'

'বুঝলাম, কিন্তু কিলকেনীতে কি ঘটেছিল?'

'কেন, উনি তোমাকে বলেননি?'

'কে?'

'ইন্টেলিজেন্স ইন্সপেক্টর? মি. শেডি?'

'না। কি ঘটেছিল?'

'হোটেলে?'

'শোনো, তুমি কিভাবে আশফোর্ড হোটেল থেকে পালিয়ে আস তা আমি জানতে চাইছি না,' কঠিন সুরে বলল রানা।

'আমার ঘুম ভেঙে গেল,' বলল রাবেয়া, যেন এর মধ্যেই সব ব্যাখ্যা আছে।

'তারপর?'

'তখন ভোর, প্রায় রাতই বলা যায়, কিন্তু কামরায় তুমি ছিলে না, রানা!'

'বলে যাও।'

'খুব ভয় পেয়ে গেলাম আমি। বিছানা থেকে নেমে তোমার খোঁজে করিডরে বেরিয়ে এলাম। দেখলাম কেউ নেই। আমার বুক ধড়াস ধড়াস করছিল। সিঁড়ির দিকে এগোলাম। সিঁড়ির মাথা থেকে দেখলাম লবিতে দাঁড়িয়ে টেলিফোন করছ তুমি। দেখেছি বলা ঠিক হবে না, আসলে তোমার

গলা পাই। তারপরই দেখি কি, করিডরের আরেক মাথা থেকে লোকজন আসছে। সাংঘাতিক বিব্রত বোধ করলাম আমি।'

'বিব্রতবোধ করলে? কেন?'

'তুমি কি! মেয়েরা কখন বিব্রত বোধ করে তা-ও জান না! আমার গায়ে ছিল...ছোট...,' ইঙ্গিতে দেখাল রাবেয়া ছোট একটা কিছু পরে ছিল সে। 'আর ওপরদিকে তো কিছুই ছিল না, সম্পূর্ণ খালি। কি করি, কি করি! হঠাৎ দেখি, একটা কাবার্ড। চাদর বালিশ ইত্যাদি রাখা হয়। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।'

'মানে ভেতরে...?'

'হ্যাঁ, ঢুকে পড়লাম। মানে লুকোলাম। যা ভয় লাগছিল না! অন্ধকার যে! তবু অনেকক্ষণ লুকিয়ে থাকলাম। অনেক লোকের গলা পেলাম। করিডর ধরে হেঁটে গেল। তারপর এক সময় যখন সব আওয়াজ থেমে গেল, বেরিয়ে এলাম আমি। দেখি, তুমি নেই।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। কথাগুলো সত্যি হলেও হতে পারে, রাবেয়ার হাবভাব ও বলার ধরন অন্তত বিশ্বাস করার মত। 'তারপর কি হল?'

'কাপড় পরলাম,' বলল রাবেয়া, অস্বস্তির সঙ্গে চট করে একবার রানার দিকে তাকাল। 'কাপড় পরা শেষ হয়েছে, পুলিস এল। ওদেরকে সব কথা বললাম আমি। গাড়ি থেকে রেডিওর সাহায্যে কার সঙ্গে যেন আলাপ করল ওরা, আমাকে বলল, চলুন। ওখানে থেকে সরাসরি আমাকে এয়ারপোর্টে আনা হয়, রানা। কি কাণ্ড বল তো, আমার সঙ্গে কোন কাপড় নেই—শুধু যা পরে আছি, আর শোল্ডার ব্যাগটা।'

'কি ঘটতে যাচ্ছে সে-সম্পর্কে ইন্সপেক্টর শেডি তোমাকে কিছু জানায়নি?'

'বললেন, আয়ারল্যাণ্ডে থাকা আমার জন্যে বোকামি হবে। বিপদের ঝুঁকি আছে। বললেন, তোমার সঙ্গেই আমার যাবার ব্যবস্থা করা হবে, তবে তোমাকে সারপ্রাইজ দেয়ার সুযোগটা তিনি ছাড়বেন না। খুব মজার লোক, তোমার ওই বন্ধুটি।'

'হ্যাঁ, হেঁয়ালি পছন্দ করে। আচার-ব্যবহার একটু বিদঘুটে।' এখনও রানা বুঝতে পারছে না রাবেয়াকে বিশ্বাস করা যায় কিনা। বর্তমান পরিস্থিতিতে একটা কাজই করার আছে ওর। রাবেয়াকে নিজের কাছছাড়া করা চলবে না, এবং যতটা সম্ভব অন্ধকারে রাখতে হবে। তবে তার মনে কোন সন্দেহের সৃষ্টি করা বোকামি হবে।

সেফ হাউসে পৌঁছুল ওরা। এ-ইলেভেন অটোরুট থেকে আগেই টেলিফোন করেছিল রানা। ফোন পাবার পরপরই ওর বন্ধু অ্যাপার্টমেন্ট খালি করে চলে গেছে। রিফ্রিজারেটরে প্রচুর খাবার দেখল ও। কয়েক ক্যান বিয়ারও আছে। ডাবল বেড-এ নতুন চাদর। কোন চিরকুট বা মেসেজ নেই। এটাই নিয়ম। ফোন করে পৌঁছুবার সময়, থাকার সম্ভাব্য মেয়াদ ইত্যাদি জানিয়ে দেয় রানা, অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে দেখে বন্ধু চলে গেছে। বন্ধু একা নয়, বউও থাকে। এখান থেকে কোথায় যায় তারা, রানা কোনদিন জানতে চায়নি,

তারাও কোন প্রশ্ন করে না। স্বামীটি এক কালে বিসিআই-এর কিছু কাজ করেছে, কিন্তু সে-প্রসঙ্গে কখনও ওদের মধ্যে আলাপ হয় না। গত আট বছরে এই নিয়মের কোন ব্যত্যয় ঘটেনি। আজও না।

'রানা, তুমি আমাকে এত সুন্দর একটা অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে এলে! খুশিতে আমি আত্মহারা!' রাবেয়ার আনন্দ ও উচ্ছ্বাস নির্ভেজাল বলেই মনে হল রানার। 'এই অ্যাপার্টমেন্ট, এত ফার্নিচার, পেইন্টিং, সব তোমার?'

'আমার , শুধু যখন আমি প্যারিসে থাকি, এবং আমার বন্ধু যখন থাকে না।' মেইন রূমে ঢুকে ডেস্কের কাছে চলে এল রানা, ওপরের দেরাজটা খুলে ফলস বটমটা সরাল। ভেতরে হাত গলিয়ে এক তাড়া নোট বের করল ও। কয়েক হাজার ফ্রাঁ।

'ওমা, রানা দেখে যাও! বিরাট একটা স্টেক রয়েছে!' রান্নাঘরে তল্লাশি চালাচ্ছে রাবেয়া। 'তোমার জন্যে রান্না শুরু করি?'

'পরে।' রোলেক্সের ওপর চোখ বুলাল রানা। ইলোরার সঙ্গে দেখা করতে হবে। রঁদেভোয় পৌঁছুতে প্রায় আধ ঘন্টা লাগবে ওর। ওর পৌঁছুতে দেরি হলে ইলোরা ফিরেও যেতে পারে। 'আমরা প্যারিসে রয়েছি, দোকান-পাট হোটেল-রেস্তোরাঁ সারারাতই খোলা পাওয়া যাবে। রাবেয়া, কাপড়চোপড় যা লাগবে তার একটা তালিকা দাও আমাকে, সাইজ লিখতে ভুলো না।'

'আমরা শপিং করতে যাচ্ছি?' খুশিতে প্রায় লাফিয়ে উঠল রাবেয়া। আনন্দে চকচক করছে চোখ দুটো। 'তুমি কি ভাল, রানা!'

'শপিং করতে আমি একা যাচ্ছি,' বেজায় গম্ভীর সুরে বলল রানা।

'ওহ্। কিন্তু, রানা, এমন কিছু জিনিস আছে যা তুমি আনতে পারবে না। ব্যক্তিগত জিনিস...'

'তালিকাটা তৈরি করো, রাবেয়া। এক ভদ্রমহিলা সব জোগাড় করে দেবেন।'

'ভদ্রমহিলা?' রীতিমত একটা ঝাঁকি খেল রাবেয়া, রানা যেন অপ্রত্যাশিতভাবে তাকে চড় মেরেছে। রাবেয়া সিরাজ হয় অত্যন্ত উঁচুদরের একজন অভিনেত্রী, নয়ত ভয়ানক ঈর্ষাকাতর। শেষেরটাই বিশ্বাস করল রানা, কারণ তার গোলাপী মুখ ম্লান হয়ে গেছে, চোখে থইথই করছে পানি। মেঝেতে পা ঠুকে সে জানতে চাইল, 'তুমি আরেকটা মেয়ের সাথে সম্পর্ক রাখছ?'

'পরস্পরকে আমরা দীর্ঘদিন ধরে চিনি না, রাবেয়া।'

'তার সাথে এটার সম্পর্ক কি? তুমি আমার সাথে রয়েছ। আমরা লাভারস্। অথচ ফ্রান্সে তুমি পা দিতে না দিতে...'

'থামো। হ্যাঁ, আমি আরেকটা মেয়ের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি। কিন্তু তার সাথে আমার দেখা হবে নেহাতই পেশাগত স্বার্থে। এর মধ্যে অন্য কোন ব্যাপার নেই।'

'হ্যাঁ, জানি, সবাই তাই বলে। পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে।'

'ভুল বুঝে কষ্ট পেয়ো না। শোন, শান্ত হও, রাবেয়া। আমি চাই তুমি আমার কথা মন দিয়ে শোন।' রানা উপলব্ধি করল, রাবেয়ার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলছে ও, সে যেন একটা বাচ্চা মেয়ে। 'বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটা জরুরি কাজে বাইরে যাচ্ছি আমি। তোমার তালিকাটা নিয়ে যাব। কোন অবস্থাতেই দরজা খুলবে না তুমি, টেলিফোন এলে রিসিভার তুলবে না। দরজায় কেউ নক করলে চুপ করে থাকবে।'

'কিন্তু তুমি ফিরে এলে?' চোখ মোছার জন্যে হাত তুলেও সেটা নামিয়ে নিল রাবেয়া।

'আমি না ফেরা পর্যন্ত দরজায় তালা দিয়ে রাখো। আমি কিভাবে নক করব, শোনো।' আঙুল দিয়ে ডেস্কের ওপর টোকা দিয়ে আওয়াজটা শোনাল রানা—ঠক-ঠক-ঠক, বিরতি, ঠক-ঠক-ঠক, তারপর খুব জোরে দু'বার ঠক-ঠক। 'বুঝতে পারছ?'

এখনও ঠোঁট ফুলিয়ে আছে রাবেয়া। 'বুঝেছি। কিন্তু তুমি একটা অভদ্র। তুমি একটা পাষাণ।'

'সেকি! কেন?' এরকম উল্টো আচরণে আকাশ থেকে পড়ল রানা।

'একটা মেয়ে কাঁদছে দেখেও তুমি তার চোখ মুছিয়ে দিচ্ছ না। তাকে দুটো মিষ্টি কথা বলছ না! তোমার মুখে শুধু ভয় আর কাজের কথা!'

'ও, আচ্ছা, এই ব্যাপার। ঠিক আছে, আগে নক করে দেখাও ঠিক মত বুঝেছ কিনা।'

ডেস্কের ওপর রানার শব্দগুলো নকল করে দেখাল রাবেয়া।

'গুড। এবার টেলিফোন। তিন বার রিঙ না হলে ওটা তুমি ছোঁবে না। তিনবার রিঙ হবে, থামবে, তারপর আবার বাজতে শুরু করবে, এরপর রিসিভার তুলবে তুমি। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকাল রাবেয়া। রানার নির্দেশে পুনরাবৃত্তি করতে হল তাকে। তারপর সে জিজ্ঞেস করল, 'আর কিছু শেখাবে না? কেউ যদি দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে আমাকে রেপ করতে চায়? তখন আমি কি করব?'

'দরজাটা ভাল করে পরীক্ষা করো,' বলল রানা। 'ভাঙতে আধঘন্টা সময় লাগবে, প্রতিবেশীরা এসে পড়ায় পালিয়ে যাবে ওরা।' রাবেয়াকে আলিঙ্গন করল ও, কোমর ধরে শূন্যে তুলে ফেলল, বসাল ডেস্কের ওপর। তার সামনে কাগজ কলম রাখল ও, বলল, 'তালিকাটা তৈরি কর।'

'কিন্তু আমার চোখের পানির কি হবে?' রাবেয়ার গলায় অভিমান।

'আর কিছুক্ষণ আটকে রাখো, ঝরতে দিয়ো না,' বলল রানা। 'হাতের কাজ সেরে মুছিয়ে দেব।' অ্যাপার্টমেন্টের প্রতিটি শাটার বন্ধ করল ও, প্রতিটি জানালার পর্দা টেনে দিল।

মেইন রূমে ফিরে এল ও। তালিকাটা ওর দিকে বাড়িয়ে ধরল রাবেয়া, মুখ তুলে তাকিয়ে আছে সিলিঙের দিকে। 'কি দেখছ অমন করে?' জানতে চাইল রানা।

'দেখছি না, চোখের পানি ঝরে যাবে বলে…'

পকেট থেকে রুমাল বের করে রাবেয়ার সামনে দাঁড়াল রানা। প্রথমে একটা চুমো খেল, তারপর মুছিয়ে দিল চোখ দুটো। 'ঠিক আছে?'

'কখন ফিরবে তুমি?' ম্লান কণ্ঠে, প্রায় ফিসফিস করে জানতে চাইল রাবেয়া।

'ভাগ্য ভাল হলে দু'ঘন্টার মধ্যে।'

ডেস্ক থেকে নেমে শিরদাঁড়া খাড়া করল রাবেয়া। 'ঠিক আছে, দু'ঘন্টা। কিন্তু রানা, মনে রেখো, তুমি যদি মেয়েটার সাথে প্রেম কর, তোমার গায়ে আমি তার গন্ধ পাব। মাথায় কোন বদ মতলব থাকলে এখুনি ঝেড়ে ফেল। আমি চাই ঠিক সময়ে ফিরে আসবে তুমি। ঠিক দু'ঘন্টা পর এই টেবিলের ওপর ডিনার থাকবে। বুঝতে পারছ তো কি বলছি?'

'ইয়েস, ম্যা'ম,' বিজয়ীর হাসি ফুটল রানার মুখে। 'দরজা আর ফোনের কথা যা বলেছি ভুলো না কিন্তু। ঠিক আছে?'

মুখ উঁচু করল রাবেয়া, হাত দুটো পিছনে, পায়ের আঙুলের ওপর খাড়া হল, মুখটা কাত করে তুলে ধরল রানার ঠোঁটের সামনে। 'যা ভুলো মন তোমার, আনুষ্ঠানিক চুমো খাওয়ার কথাটাও বোধহয় মনে নেই। নাও, তাড়াতাড়ি করো।'

'শুধু গালে? ঠোঁটে নয়?' একটু যেন হতাশ হল রানা।

'ডিনার খাওয়ার জন্যে ঠিক সময়ে ফিরে এসো, তখন দেখা যাবে।'

অগত্যা মাথা ঝাঁকিয়ে শুধু গণ্ড চুম্বনেই সন্তুষ্ট থাকতে হল রানাকে। দরজা খুলে বেরিয়ে এল বাইরে, এলিভেটরের দিকে না গিয়ে পা বাড়াল সিঁড়ির দিকে। বিশেষ করে প্যারিসে এলে এলিভেটর এড়িয়ে চলে রানা, শহরের পুরানো এলাকার এলিভেটরগুলো দশটার মধ্যে ন'টাই নষ্ট হয়ে থাকে।

ট্যাক্সি নিয়ে লা ইনভ্যালিডেস-এ চলে এল রানা। তারপর ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে কোয়াই দ' ওরসেই পর্যন্ত হাঁটল, সীন পার হয়ে ট্যুইলেরিজ-এর দিকে যাচ্ছে। যখন নিশ্চিতভাবে বুঝল কেউ পিছু নেয়নি, আবার একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে বসল। বুলেভার্দ সেইন্ট মিচেলেই ফিরে যাচ্ছে ও।

ছোট্ট একটা কাফের সামনে থামল ট্যাক্সি, রানার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে মাত্র পাঁচশো গজ দূরে, রাবেয়া যেখানে ওর জন্যে ডিনার তৈরি করছে। সোজা বার-এর দিকে এগোল রানা। ভেতরে প্রচুর লোক। একটা বিয়ার চাইল ও, তারপর ইলোরার টেবিলে চলে এল। কেউ ওদের ওপর নজর রাখছে বলে মনে হল না, তবু নিচু গলায় কথা বলল রানা। 'ঠিক আছে সব?'

'যা যা চেয়েছ সব এনেছি। ব্রিফকেসে আছে। তোমার ডান পায়ের কাছে পাবে। নিরাপদ। এক্সরে মেশিনে কিছুই ধরা পড়বে না।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'লণ্ডনের খবর কি?'

'চরম উত্তেজনা। মহা কি যেন একটা ঘটছে। হোটেলের সেই অফিস-কামরার দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে একা রয়েছেন বস্, আজ তিন

দিন ধরে। কোণঠাসা একজন জেনারেলের মত লাগছে তাঁকে। কোত্থেকে কে জানে বাক্স বাক্স মাইক্রোফিল্ম আসছে তাঁর কাছে। বিরাট একটা কমপিউটর নিয়ে একা কাজ করছেন, মাঝে মধ্যে চীফ অভ স্টাফ সোহেল আহমেদকে ডাকছেন। একবার ভেতরে ঢুকলে সে-ও আর সহজে বেরুতে চায় না। বিসিআই-এর হেডকোয়ার্টার থেকে তোমার বান্ধবী ইলোরাকে ডেকে আনা হয়েছে, বস্ তাকেও ভেতরে ডেকে নিয়েছেন, সে সম্ভবত দু'হাতে দুটো রিভলভার নিয়ে দরজা পাহারা দিচ্ছে, মেঝেতে শুয়ে। আমার ওপর নির্দেশ আছে, সুইটে কাউকে ঢুকতে দেয়া যাবে না।'

'হুম,' গম্ভীর সুরে বলল রানা। 'শোনো, ইলোরা, আমার একটা উপকার করতে হবে।' তার হাতে রাবেয়ার তালিকাটা ধরিয়ে দিল ও। 'রাস্তার মোড়ে একটা সুপার মার্কেট আছে, এই জিনিসগুলো আমার দরকার। এনে দিতে পারবে?'

'আমার নিজের টাকা দিয়ে কিনব?'

'অফিসের খাতায় টুকে রেখো, পরে আমি হিসাব দেব।'

তালিকার ওপর চোখ বুলিয়ে মুচকি হাসল ইলোরা। 'মেয়েটার রুচি ইত্যাদি কি রকম?'

'সফিসটিকেটেড,' তাড়াতাড়ি বলল রানা।

'আমি নিজে সরল ও সাধারণ একটা মেয়ে, তবু যতটুকু পারা যায় করব।'

'ধন্যবাদ, ইলোরা। কাঁধ থেকে একটা বোঝা নেমে গেল। তোমার জন্যে আরেকটা বিয়ার বলে রাখি আমি। ও, হ্যাঁ, সস্তা দেখে একটা কেসও নিয়ো।'

'সফিসটিকেটেড কিন্তু সস্তা?' হাসতে হাসতে কাফে ছেড়ে বেরিয়ে গেল ইলোরা, জিনসের ভেতর তার গুরু নিতম্বের ঢেউ দেখে মনে হতে পারে ব্যাপারটার মধ্যে কোন আহ্বান বা প্রস্তাব থাকা বিচিত্র নয়। মনের এক কোণে ছোট্ট একটা কথা গেঁথে রাখল রানা, এই ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে লণ্ডনে ফিরেই ইলোরাকে ডিনার খাওয়াতে হবে।

আধ ঘন্টার মধ্যে ফিরে এল সে। 'বাইরে একটা ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখেছি। এখুনি রওনা হলে এয়ার ফ্রান্সের শেষ ফ্লাইট ধরে লণ্ডনে ফিরে যেতে পারব আমি। কেসটাও ট্যাক্সিতে। আমি কি তোমাকে লিফট দেব?'

উঠে দাঁড়াল রানা, ইলোরার পিছু পিছু বেরিয়ে এল কাফে থেকে। অ্যাপার্টমেন্ট থেকে দেড় শো গজ দূরে ব্রিফকেস ও সুটকেস নিয়ে নেমে পড়ল ট্যাক্সি থেকে, ইলোরার হাত ধরে মৃদু চাপ দিল একবার। 'গুড লাক,' ওকে বলল ইলোরা।

এ-রাস্তা ও-রাস্তায় চল্লিশ মিনিট ঘোরাঘুরি করল রানা, ট্যাক্সি নিয়ে মেট্রো-য় গেল, খানিকদূর হেঁটে আবার একটা ট্যাক্সি নিল, তারপর কেউ পিছু নেয়নি বুঝতে পেরে ফিরে এল অ্যাপার্টমেন্টে, রাবেয়ার বরাদ্দ করা সময়সীমা শেষ হওয়ার পাঁচ মিনিট আগে।

চোখে সন্দেহ, রানার কাপড়চোপড় ও মুখ শুঁকল রাবেয়া, তবে বিয়ার ছাড়া আর কিছু গন্ধ না পেয়ে নরম হল খানিকটা, আরও খানিকটা শান্ত হল রানা তাকে সুটকেসটা খুলতে বলার পর। ইলোরার কেনাকাটা দেখে আনন্দে বাকস্ফূর্তি হল না রাবেয়ার, তারপর ফেটে পড়ল উচ্ছ্বাসে। ইতিমধ্যে নিজের কাপড়চোপড় কি আছে না আছে দেখে নিল রানা। বেডরুমের ওয়ার্ডরোবে ওগুলো রাখাই থাকে ওর। ফ্ল্যাটে অতিরিক্ত একটা সুটকেসও আছে। কাপড়চোপড় ও ব্রিফকেসের জিনিস-পত্র সেটায় ভরতে হবে ওকে, তবে তা পরে করলেও চলবে, হাতে সময় নিয়ে।

'পাঁচ মিনিটের মধ্যে ডিনার,' কিচেন থেকে সুর করে বলল রাবেয়া।

'শুধু একটা ফোন করব, তারপরই তোমার পাশে পাবে আমাকে,' বলল রানা।

ফোনের বেডরুম এক্সটেনশন ব্যবহার করল ও, ওরলি-র ক্যাথে প্যাসিফিক ডেস্কের নাম্বারে ডায়াল করে জেনে নিল কালকের হংকং ফ্লাইটে দুটো প্রথম শ্রেণীর সিট পাওয়া যাবে কিনা। উত্তর পাবার পর নিজেদের নাম বলল ও, মি. ও মিসেস মাসুদ কায়সার।

ডেস্ক থেকে বলা হল, 'ধন্যবাদ, মি. কায়সার। দু'টো পনেরোয় ডেস্ক থেকে টিকেট দুটো চেয়ে নেবেন। হ্যাভ আ নাইস ফ্লাইট।'

ব্রিফকেস খুলে ভেতরটা হাতড়াল রানা। ওদের পাসপোর্টে কিছু কারিগরি ফলাতে হবে, সেজন্যে একটা রাবার স্ট্যাম্প দরকার হবে। ইলোরা ভুল করে রেখে আসেনি তো? না, এই তো। পরমুহূর্তে আতঙ্ক বোধ করল ও। 'রাবেয়া!' চিৎকার করে ডাকল। 'রাবেয়া, তোমার সাথে পাসপোর্ট আছে তো?'

'কেন থাকবে না। পাসপোর্ট ছাড়া কোথাও আমি যাই নাকি?'

লিভিংরুমে চলে এল রানা। টেবিলের দিকে চোখ পড়তে হাঁ হয়ে গেল। দু'জনের জন্যে ডিনার সাজানো হয়েছে, কিন্তু দেখে মনে হল পাঁচজনের আয়োজন। এত কম সময়ে এত কিছু কিভাবে ম্যানেজ করল রাবেয়া? 'খুব ব্যস্ত সময় কেটেছে তোমার,' বিড়বিড় করে বলল ও।

'হ্যাঁ, পুরুষদের সেবায় ব্যস্ত থাকাটাই মেয়েদের প্রধান কাজ—একটু রক্ষণশীল টাইপের মেয়ে আমি, নারীস্বাধীনতায় তেমন বিশ্বাসী নই।'

'তুমি? রক্ষণশীল?' তির্যক হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে।

'জানি কি বলতে চাইছ। সতিই আমি রক্ষণশীল, শুধু একটি ক্ষেত্র বাদে। যাকে ভালবাসি, তার জন্যে আমার সমস্ত দরজা খোলা। এই একটি ব্যাপারে রক্ষণশীল হওয়াকে ঘৃণা করি আমি—তাকেও ঠকাতে চাই না, নিজেও ঠকতে চাই না।'

'শুনে খুশি হলাম।'

'পাসপোর্টের কথা জিজ্ঞেস করলে কেন?' রানার প্লেট সাজাচ্ছে রাবেয়া, মুখ তুলে জানতে চাইল। 'কোথাও যাবে নাকি?'

'সকালের আগে নয়। প্যারিসে আজকের এই রাতটায় তোমাকে রক্ষণশীল না হবার সুযোগ দেয়া হচ্ছে।'

'আমি কৃতার্থ। কিন্তু সকালে? সকালে আমরা কোথায় যাচ্ছি, রানা?'

'কাল আমরা,' শান্তস্বরে বলল রানা, 'পৃথিবীর পুব দিকে যাব।'

চার

প্যারিস থেকে রওনা হয়ে লানটাউ আইল্যাণ্ডের ওপর চলে এল ক্যাথে প্যাসিফিক সেভেন-ফোর-সেভেন, ফ্লাইট সিএক্স টু হানড্রেড নাইনটি; তারপর মেইনল্যাণ্ডের দিকে নামতে শুরু করল। কাউলুন-এর ওপর দিয়ে উড়ে এল প্লেনটা, হংকঙের কাই টাক ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে নামবে। হংকং এয়ারপোর্টের রানওয়ে তাক করা আঙুলের মত সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত।

বাড়িঘরের ছাদের ওপর দিয়ে যাবার সময় জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। জানে, কাউলুন টং-এর ওপর দিয়ে উড়ে যাবে ওরা। কাউলুন টং মানে হল, ইংরেজিতে, পুল অভ নাইন ড্রাগন। এই অভিজাত এলাকায় একটা অ্যাপার্টমেন্ট কেনার ব্যাপারে ব্রুস লী নাকি একজন জ্যোতিষীর পরামর্শ গ্রহণ করেছিল। তরুণ কুঙ-ফু ফিলমস্টারকে বলা হয়, কাউলুন টঙ-এ ফ্ল্যাট কেনাটা তার জন্যে অশুভ হবে, কারণ ওখানে বসবাস করতে গেলেই তার নামের অনুবাদ করা হবে লিটল ড্রাগন, এবং ন'টা ড্রাগনের সঙ্গে একই জায়গায় থাকাটা ছোট্ট ড্রাগনের জন্যে শুভ কিছু বয়ে আনতে পারে না। তা সত্ত্বেও অ্যাপার্টমেন্টটা কেনে ব্রুস লী, এবং এক বছরের মধ্যে মারা যায়।

বিকট গর্জন তুলে ল্যাণ্ড করল বোয়িং। রানওয়ের শেষ মাথায় থামল সেটা, ওদের বাম দিকে টাওয়ারের মত উঁচু সারি সারি বিল্ডিং। ডান দিকে ভিক্টোরিয়া হারবার, মেইনল্যাণ্ড ও হংকং আইল্যাণ্ডের মাঝখানে বিস্তৃত।

প্লেন ল্যাণ্ড করার বিশ মিনিটের মাথায় রানাকে পাসপোর্ট কন্ট্রোল-এর ছাউনিতে দেখা গেল, রাবেয়ার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। গম্ভীরদর্শন চীনা অফিসাররা ওদের কাগজ-পত্র পরীক্ষা করল। প্লেন থেকে নামার পর থেকে আশপাশে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে রানা, চাইনিজ, এশিয়ান ও ইউরোপিয়ান জনসমুদ্রের মধ্যে সবাইকেই সম্ভাব্য ফেউ বলে মনে হল। প্রকাণ্ডদেহী এক চীনা, পরনে স্ল্যাকস ও সাদা শার্ট, বুকের কাছে দু'হাতে একটা বোর্ড ধরে আছে, তাতে লেখা মি. কায়সার। রাবেয়াকে নিয়ে সেদিকে এগোল রানা।

'আমি কায়সার।'

'বেশ, ভাল। আমি আপনাকে রেড ড্রাগন হোটেলে নিয়ে যাব।' দাঁত বের করে চওড়া একটা হাসি উপহার দিল চীনা লোকটা, প্রতিটি দাঁত ভিন্ন আকৃতির, প্রায় সব ক'টা সোনা দিয়ে বাঁধানো। 'ওটা আমাদের গাড়ি। প্লীজ,

উঠে পড়ুন।' লোকটা অর্থাৎ ড্রাইভার ওদেরকে পথ দেখাল। লিমুজিনের দরজাটা মেলে ধরল সে। 'আমার নাম, তাও ফে।'

'ধন্যবাদ, তাও ফে,' মিষ্টি করে হাসল রাবেয়া, গাড়িতে চড়ে বসল ওরা।

পিছনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা, দেখতে চায় ওদের পিছনে অন্য কোন গাড়ি পজিশন নিচ্ছে কিনা। নজর রাখা না রাখা সমান কথা, কারণ ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের দীর্ঘ সারি থেকে প্রতি মুহূর্তে দশ-পনেরোটা করে গাড়ি বেরিয়ে আসছে, বেশির ভাগই প্যাসেঞ্জার নিয়ে। কোনও গাড়ি যদি অনুসরণ করে, সেটার সামনের সিটে দু'জন লোক থাকবে, ভাবল রানা। পরমুহূর্তে নিজের এই ধারণাটাকে বাতিল করে দিল ও। এটা ইউরোপ নয়। এশিয়ার ব্যাপারস্যাপার আলাদা। ওকে একবার ওর এক চীনা বন্ধু বলেছিল, 'যাকে দেখে একেবারেই সন্দেহ হয় না, ধরে নেবে সে-ই তোমার ওপর নজর রাখছে। আমাদের এই পুব দিকে আসলে কি ঘটে জান? স্পাই তোমার কাছে দাঁড়িয়ে সরাসরি তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে। প্রায় সবাইকেই তুমি এভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখবে, কাজেই ওদের মধ্যে থেকে তাকে চিহ্নিত করা সত্যি কঠিন।'

ক্রস-হারবার টানেলে ঢোকার সময় নিশ্চিত হবার মত কোন লক্ষণ রানার চোখে পড়ল না। টানেলের ভেতর বাস, ট্রাক, প্রাইভেট কার মিছিল করে এগোচ্ছে, নতুন ও পুরানো। ফিফটিন-হানড্রেড ওয়েট ট্রাকগুলো হংকংবাসীরা খুব পছন্দ করে, সংখ্যা দেখে তাই মনে হয়, এমন বেপরোয়া গতিতে ছুটছে যেন ছোট গাড়িগুলোকে চাপা দেয়ার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। আজকাল কয়েক হপ্তা অনুপস্থিত থেকে ফিরে এলেই হংকঙে প্রচুর পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। প্রায় দু'বছর আগে শেষবার এখানে এসেছিল রানা, কনাট রোডে ঢুকতেই ব্যাপক পরিবর্তন চোখে পড়ল। সামনে, ওদের ডানদিকে, বিশাল কনাট সেন্টার আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কয়েকশো পোর্টহোল আকৃতির জানালা দেখে মনে হল কোন চশমার কারিগর ওটার ডিজাইন তৈরি করেছে। ঠিক পিছনেই প্রায় সম্পূর্ণ কাচ মোড়া এক্সচেঞ্জ স্কোয়্যারের তিনটে টাওয়ার। বাইরে যেমন গরম তেমনি যানবাহনের ভিড়, ফুটপাথ ও ব্রিজগুলোয় গিজগিজ করছে মানুষ। বাঁ দিকে তাকাতেই চাটার স্কোয়্যারের ভেতরটা দেখতে পেল রানা, প্রকাণ্ড হংকং ও সাংহাই ব্যাংক বিল্ডিংটা যেন চারটে লম্বা সিলিণ্ডারের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে।

রেড ড্রাগন হোটেলের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল ওদের গাড়ি। কাচের দরজা ঠেলে মেইন লবিতে চলে এল ওরা। মাথার ওপর অসংখ্য ক্রিস্টাল ঝাড়বাতি ঝুলছে। মেঝে থেকে দেয়ালের অংশবিশেষ ইটালিয়ান মার্বেলে মোড়া। এদিকের পুরো দেয়াল পালিশ করা কাঠের, কাঠের ওপর খোদাই করা শিল্পকর্ম গভীর মনোযোগের দাবি রাখে। চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠল রাবেয়ার, রানার অক্ষত বাহুটা সজোরে খামচে ধরল সে। 'দিস ইজ

রিয়েলি ফ্যানটাসটিক, রানা,' শুরু করল সে। পরমুহূর্তে তার দম আটকানর আওয়াজ পেল রানা।

কালো সুট পরা কয়েকজন চীনা ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন রিসেপশন ডেস্কের পিছনে, রাবেয়াকে নিয়ে সেদিকেই এগোচ্ছে রানা। ঘাড় ফেরাল ও, দেখল রাবেয়ার চোখ কুঁচকে উঠেছে, তাকিয়ে আছে প্রহরীদের ডেস্কের পিছনদিকে।

'কি ব্যাপার, রাবেয়া?' শান্ত কণ্ঠে জানতে চাইল রানা।

'রাব্বা জাকরান···খুড়ি, জহির আব্বাস, রানা!' দম ছাড়ল রাবেয়া। 'আব্বাস ভাই এখানে! এইমাত্র ওকে আমি দেখলাম!'

'কোথায়?' ওরা প্রায় মেইন ডেস্কের কাছে পৌঁছে গেছে।

'ওদিকে।' মাথা ঝাঁকিয়ে লবির শেষ প্রান্তটা দেখাল রাবেয়া। 'ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তারপর দেখলাম নেই, গায়েব হয়ে গেছেন! ওঁর স্বভাবটাই অমন, যেন আলেয়ার আলো!'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল রানা। আলেয়ার আলো, জহির আব্বাসের উপযুক্ত নামই বটে, রেজিস্ট্রেশন ফর্ম পূরণ করার সময় ভাবল ও। রাব্বা জাকরান ওরফে জহির আব্বাস, ফ্রুট কেক সদস্যদের কনট্যাক্ট, রহস্যময় মরীচিকার মত—স্বর্গ ও নরকের মাঝখানে আটকা পড়া নির্যাতিত একটা আত্মা, মানুষকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। মাঠে তৎপর এজেন্টদের এমন দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করে সে, একের পর এক বৈরি ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের এজেন্টদের পতন ঘটতে থাকে।

সেই মুহূর্তে ফ্রুট কেক অপারেশনের পরস্পরবিরোধী ও গোপন বিষয়গুলো একেকটা ধাঁধার মত ভিড় করল রানার মনে। গুরু বস রাহাত খান ওকে এমন একটা কাজ দিয়েছেন, সূক্ষ্ম জটিলতার কারণে যেটাকে অফিশিয়াল অপারেশন বলা যাবে না। অথচ গোটা ব্যাপারটায় যথেষ্ট পরিমাণ অফিশিয়াল তাৎপর্য আছে। ফ্রুট কেক অপারেশনের কোন সদস্য দল বদল করায় ওকে এই অ্যাসাইনমেন্টে জড়ানো হয়েছে, এই বিশ্বাস এরইমধ্যে রানার মনে দৃঢ় একটা ভিত্তি পেয়ে গেছে। দলে একজন বেঈমান ছিল। কে হতে পারে সে? জেবা মোরদেসাই ওরফে নাসরিন ইউসুফ ও হান্না এলিজা ওরফে বান্না খুন হয়েছে, কাজেই তারা হতে পারে না। তাহলে কি শাকিলা মমতাজ? এরইমধ্যে দলত্যাগী কর্নেল কুর্শি করবেট? ঈল শামিম হাসান? এলা কাডিশ? কিংবা রাবেয়া সিরাজ? ধ্যাৎ, রেজিস্ট্রেশন ফর্মে সই করার সময় নিজেকে তিরস্কার করল রানা, হংকঙে আসার সময় বোকার মত রাবেয়াকে আনল কেন ও? পরিস্থিতি এত বেশি জটিল, মেয়েটাকে আসলে নিরাপদ কোথাও আটকে রেখে আসা উচিত ছিল। অথচ তাকে সঙ্গে রাখা উচিত হচ্ছে কিনা তা দ্বিতীয়বার ভেবে দেখেনি ও। মেয়েটার ওপর দুর্বল হয়ে পড়ছে, সেটাই কি কারণ? নাকি অবচেতন মনের কোন প্ররোচনা ছিল? ভাবাবেগ তাড়িত একজন মানুষের চেয়ে বোকা আর কেউ আছে? তবে এ-ও

বিবেচনা করে দেখতে হবে, ভাবাবেগের দ্বারা তাড়িত হয়ে রাবেয়াকে নিয়ে এসেছে কিনা। না। বলা যায় রাবেয়াকে ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এখন আবার উদয় হতে যাচ্ছে জহির আব্বাস। জহির আব্বাসই কি তাহলে সব রহস্যের চাবি? না, তা কি করে হয়।

উই উই কলো মি. মি. কায়সার, মিসেস কায়সার।'

রানা হঠাৎ উপলব্ধি করল, সবিনয় অনুরোধটা পুনরাবৃত্তি করল আণ্ডার ম্যানেজার। 'সরি।' 'অফকোর্স।' মাথার বোঝা ঝেড়ে ফেলে রাবেয়ার কব্জি চেপে ধরল ও, অনুসরণ করল লোকটাকে। ওদের কাগজ ও কামরার চাবি রয়েছে তার হাতে। লবির শেষ প্রান্তে চলে এল ওরা, পাশ কাটাল প্রহরীদের ডেস্ক, বাঁ দিকে ঘুরে এলিভেটরের দিকে এগোল। 'আবার তাকে দেখতে পেলে বলবে আমাকে,' ফিসফিস করে বলল রানা, উত্তরে মাথাটা একদিকে কাত করল রাবেয়া।

ওদের চারপাশে সুশৃঙ্খল ও সুষ্ঠুভাবে কাজ চলছে হোটেলের। সোনালি জ্যাকেট পরা পেজ বয়রা, মুখে স্থির হাসি, দ্রুত আসা-যাওয়া করছে; তাদের মধ্যে একজন লাল ক্যাপ পরে থাকায় বিশেষ মনোযোগ আদায় করে নিয়েছে, ছোট ঘন্টা সহ একটা বোর্ড তার হাতে, টুং-টাং আওয়াজ করে কোন এক মিসেস ফারজানার দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে চাইছে। এক আমেরিকান দম্পতি মৃদুকণ্ঠে তর্ক করছে এলিভেটরের পাশে। 'আসলে কি চাও তুমি, বলবে? এটাও একটা হোটেল। তুমি কি অন্য কোনও হোটেলে উঠতে চাও?'

এলিভেটর ওদেরকে একুশ তলায় পৌঁছে দিল। করিডর হয়ে চমৎকার আলো-বাতাসবহুল একটা কামরায় চলে এল ওরা, খোলা ঝুল-বারান্দা থেকে কনাট সেন্টারের হাজারটা চোখ ও হারবারের বিরাট একটা অংশ দৃষ্টিগোচর হল। ফেরি, মটরলঞ্চ, শাম্পান ইত্যাদি বিশাল আকৃতির জাহাজগুলোর পাশ দিয়ে বেপরোয়াভাবে ছুটাছুটি করছে।

আণ্ডার ম্যানেজার খানিকক্ষণ অপেক্ষা করল, নিশ্চিত হয়ে নিল কামরাটা ওদের পছন্দ হয়েছে কিনা, রুম বয় ওদের লাগেজ নিয়ে হাজির হবার পর জানতে চাইল, সুটকেস খুলে জিনিস-পত্র সে-ই গুছিয়ে দিয়ে যাবে কিনা। মাথা নাড়ল রানা।

একা হওয়ার পর, রাবেয়ার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে রানা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ঠিক দেখেছ, জহির আব্বাসই?'

'অবশ্যই। আল্লা, আমি ক্লান্ত। আব্বাস ভাই, কোন সন্দেহ নেই।'

ঝুল-বারান্দার জানালা খুলে দিল রাবেয়া, একুশ তলা হলেও নিচ থেকে ভেসে এল যানবাহনের শব্দ। তার দিকে চোখ রেখে বারান্দায় বেরিয়ে এল রানা, চৌকাঠ টপকাবার সময় গরম বাতাস অনুভব করল মুখে। শুধু গরম নয়, বাতাসে লবণ, মশলা, ধুলো, মাছ আর মাংসের গন্ধ লেগে রয়েছে। নিচে যানবাহনের সীমাহীন লাইন। সকালে কুয়াশার ভেতর নিরেট লাগছে হারবারের পানি। ঘুরন্ত প্রপেলারের পিছনে টগবগ করে ফুটছে।

বাঁ দিকে সমস্ত কিছুর ওপর প্রভাব ফেলেছে কনাট সেন্টার ও দৈত্যাকৃতি এক্সচেঞ্জ স্কোয়্যার বিল্ডিং। কমপ্লেক্সটার সঙ্গে রেড ড্রাগনের দিকের রাস্তা সংযুক্ত করা হয়েছে টিউব আকৃতির একটা ওয়াকওয়ের সাহায্যে। ডান দিকে হারবার ও পৃথিবী বিখ্যাত কাউলুন শহরের সৌন্দর্য অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। একজোড়া হেলিকপ্টার দ্রুতবেগে দৃষ্টিসীমার ভেতর চলে এল, একটা শূন্যে স্থির হয়ে থাকল, অপরটা কেনডিহক জেটিতে নামল, ওদের দিকে বাম্বালিক ঘেঁষে। 'এসো,' রাবেয়ার হাত ধরে টানল রানা। 'আমাদের কাজ আছে।'

'বাইরে বেরুব?' হঠাৎ উৎসাহী হয়ে উঠল রাবেয়া।

'সাধারণ একটা কিছু পরো।' ঠোঁট টিপে হাসল রানা, কিন্তু ও যে ঠাট্টা করছে তা ধরতে পারল না রাবেয়া, ত্রস্ত পায়ে সুটকেসের দিকে এগোল। 'জিনস আর টি-শার্ট হলেই চলবে।'

বেডসাইড টেলিফোনের কাছে সরে এল রানা। একটা নাম্বারের খোঁজে স্মৃতির পাতা হাতড়াচ্ছে। বিসিআই-এর অনুমোদিত কনট্যাক্ট ছাড়াও হংকঙে ব্যক্তিগত কনট্যাক্ট আছে ওর। রিসিভার তুলে দ্রুত ডায়াল করল ও। চারবার রিঙ হবার পর অপর প্রান্তে রিসিভার তুলল কেউ।

'উইইই?'

'মি. লিয়ামডি? মি. তান লিয়ামডি?'

'কে তাকে চাইছেন, হ্যায়া?' গভীর কণ্ঠস্বর, প্রায় রূঢ়।

'পুরানো এক বন্ধু। বন্ধুর নাম ঈসা খাঁ।'

'আইয়া! সুস্বাগতম, বন্ধু! অ্যাদ্দিন পর? বলো, তোমার জন্যে কি করতে পারি আমি, হ্যায়া?'

'তোমার সাথে আমি দেখা করতে চাই।'

'তাহলে চলে এসো। আমি সেই আগের জায়গাতেই আছি। এখুনি আসছ তো, হ্যায়া?'

'পনেরো মিনিটের মধ্যে।' নিঃশব্দে হাসল রানা। 'আমার সাথে অত্যন্ত সুন্দরী এক ভদ্রমহিলা থাকবেন।'

'আচ্ছা, কিছুই তাহলে বদলায়নি। আমাদের মধ্যে একটা কথা প্রচলিত আছে, কেউ যখন একটা মেয়েকে নিয়ে তার বন্ধুর সাথে দেখা করে যায়, একা সে খুব কমই ফিরে আসে।'

'দারুণ!' আবার নিঃশব্দে হাসল রানা। 'কথাটা কি পুরানো?'

'প্রায় পনেরো সেকেণ্ডের। তাড়াতাড়ি এসো, হ্যায়া?'

হংকং সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্টের আরেক প্রান্তে, ক্রেডলে রিসিভার নামিয়ে রেখে পাশে দাঁড়ানো লোকটার দিকে তাকাল তান লিয়ামডি। 'এখুনি আসছে ও, আপনি যেমন ধারণা করেছেন। ওর সঙ্গে সুন্দরী একটা মেয়েও থাকবে, তবে গতবারের মত এ-ও যদি ইউরোপিয়ান হয়, আমি বুঝতে অক্ষম সে সুন্দরী হয় কি করে। আপনি চান, ওর জন্যে বিশেষ আয়োজন করি আমি?'

'ও যা বলে তাই করবেন আপনি,' পাশে দাঁড়ানো লোকটা বলল। তার কথা বলার ধরনটা শান্ত ও ধীর, যেন মুখ খোলার আগে প্রতিটি শব্দ মেপে নিচ্ছে। 'আমি কাছাকাছি থাকব। ওর সাথে আমার জরুরি আলাপ আছে। জরুরি ও গোপনীয়।'

তান লিয়ামডি ঘন ঘন মাথা দুলিয়ে হাসতে লাগল, দম দেয়া পুতুলের মত।

পাঁচ

আক্ষরিক অর্থেই তান লিয়ামডির আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেছে। নতুন কেউ পরিচিত হতে এলে প্রথমেই তার দৃষ্টি কেড়ে নেয় লিয়ামডির ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা। ওটা প্রায় তার তর্জনীর সমান লম্বা ও দ্বিগুণ মোটা। শত্রুরা বলাবলি করে, বিভিন্ন ব্যবসায়িক সূত্র থেকে হুড়-হুড় করে আসা বাণ্ডিল-বাণ্ডিল টাকা গুনে এই অঙ্গবিকৃতি ঘটিয়ে বসেছে তান লিয়ামডি। তাকে সাধারণত পাওয়া যায়, বিশেষ করে যদি টাকা-পয়সার ব্যাপার জড়িত থাকে, কুইন'স রোডের পাশের একটা গলির দুই কামরা বিশিষ্ট ছোট্ট একটা বাড়িতে।

রাবেয়াকে নিয়ে রওনা হল রানা। এলিভেটর থেকে মেইন লবিতে নামল ওরা, হোটেলের ঝলমলে শো-কেস সাজানো সুপারমার্কেটের ভেতর দিয়ে হেঁটে এল। ওয়াকওয়ে ধরে এগোবার সময় রঙচঙে ট্রাম দেখল। প্রিন্স'এস্ বিল্ডিঙে ঢুকে বেরিয়ে এল অন্য একটা ওয়াকওয়েতে, খানিকক্ষণ হাঁটার পর সামনে পড়ল জি. হাউস ও ল্যাণ্ডমার্ক, সেন্ট্রাল-এর সবচেয়ে জমকাল শপিং মল। ওদের নিচে, গোলাকার ঝর্ণার পাশে, বিচিত্রদর্শন ইন্স্ট্রুমেন্ট সহযোগে গান গাইছে একদল তরুণ, 'ডু ইউ নো হোয়াট ইট মীনস্ টু অ্যাভয়েড আ গার্ল?' হাসল রানা, সুরটা যেন মধু বর্ষণ করল কানে। ওয়াকওয়ে থেকে নিচে নেমে এল ওরা, মাত্র এক জায়গায় এক মিনিটের জন্যে থামল। লম্বা শোল্ডার স্ট্র্যাপ সহ একটা হোল্ডঅল কিনে পেডার স্ট্রীট থেকে বেরিয়ে এল কুইন'স রোডে।

তান লিয়ামডির বাড়িতে পৌঁছুতে পনেরো মিনিট লাগল। দরজাটা খোলা দেখে নক না করেই ভেতরে ঢুকল ওরা। ছোট, প্রায় অন্ধকার কামরায় টেবিলের পিছনে বসে আছে তান লিয়ামডি, বাতাসে ধূপের গন্ধ। 'এসো, পুরানো বন্ধু!' ছোটখাট চীনা লোকটার মুখে উজ্জ্বল হাসি ফুটল, হলদেটে দাঁত দেখা গেল মুখের ভেতর। 'অনেক দিন হল আমার ভাঙা দরজার চৌকাঠে তোমার ছায়া পড়েছিল। গরীবের ঘরে পায়ের ধুলো দাও, বন্ধু।'

রাবেয়াকে নাক কোঁচকাতে দেখল রানা। শুধু ধূপ নয়, ঘাম ও মাংসের

গন্ধও ভাসছে বাতাসে।

'তুমি ভুলে গেছ, প্রিয় লিয়ামডি, আমি জানি ইতিহাস-বিখ্যাত যে-কোন সম্রাটের চেয়ে বিলাসিতাপূর্ণ প্রাসাদে থাক তুমি।' রানার ভুরু উঁচু হল। 'অর্থাৎ তোমার অফিসে এসে আমিই নিজেকে ধন্য মনে করছি।'

হাত ইশারায় শক্ত কাঠের হাতলবিহীন দুটো চেয়ার দেখিয়ে দিল তান লিয়ামডি। 'ওয়েলকাম, বিউটিফুল লেডি। বসুন। আপনাকে আমি চা খাওয়াতে পারি?' রাবেয়াকে জিজ্ঞেস করল সে।

'আপনি অত্যন্ত সদয়। এরকম রাজকীয় আপ্যায়ন আমাদের প্রাপ্য নয়।'

হাততালি দিল তান লিয়ামডি, ওদের পিছনের রাস্তা থেকে কামরায় ঢুকল একহারা ও লম্বা এক কিশোরী, পরনে কালো সিল্কের পা'জামা। লিয়ামডির নির্দেশ শুনে বো করল সে, বেরিয়ে গেল কামরা ছেড়ে।

'আমার তৃতীয় স্ত্রীর প্রথম মেয়ে,' ব্যাখ্যা করল তান লিয়ামডি। 'মেয়েটা কোন কমের না, ভারি অলস। মানুষকে খেটে খেতে হয়, এই শিক্ষা দেয়ার জন্যে ওকে আমি ছোটখাট কাজ করানর জন্যে এখানে এনেছি। জীবন বড় কঠিন, কিছু মনে করবেন না,' শেষ কথাটা রাবেয়াকে উদ্দেশ্য করে বলা।

'আমরা ব্যবসার কথা আলোচনা করব বলে এসেছি,' জানাল রানা।

'ব্যবসাতে আজকাল লাভের পরিমাণ কমে গেছে,' বলল তান লিয়ামডি, হঠাৎ রীতিমত বিমর্ষ দেখাল তাকে। 'কিন্তু সংসারটা এত বড় আর স্ত্রী-কন্যাদের চাহিদা এত বেশি যে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি, ভাবছি দুনাম্বার ব্যবসাতেই পুরোটা সময় দেব কিনা।'

রানাও ম্লান করে তুলল চেহারাটা। 'তোমাকে এত কষ্ট করতে দেখে বুকটা আমার ফেটে যাচ্ছে, প্রিয় বন্ধু।'

বড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল তান লিয়ামডি। একটা ট্রে নিয়ে ফিরে এল কিশোরী মেয়েটা। সেটা এত বড় ও ভারি যে পিঠ প্রায় কুঁজো হয়ে গেছে তার। বাপের সামনে ট্রে রেখে সিধে হতে যাবে সে, লিয়ামডি গম্ভীর সুরে নির্দেশ দিল, 'পরিবেশন করো।' আবার বো করল মেয়েটা, টি-পট থেকে কাপে চা ঢালল।

'প্রথমে ফ্রুট কেক নিয়ে শুরু করুন,' রাবেয়াকে বলল লিয়ামডি।

এমন ঝাঁকি খেল রাবেয়া, কেউ যেন তার গায়ে সুঁই দিয়ে খোঁচা মেরেছে। 'আমি ফ্রুট কেক খাই না!'

'তাহলে এলিগেটর চকলেট নিন,' বলল লিয়ামডি, কুমীর আকৃতির চকলেটগুলোর দিকে আঙুল তাক করল সে।

একটা চকলেট তুলে নিয়ে রানা বলল, 'কুমীরকে ও বোধহয় ভয় ও শ্রদ্ধা, দুটোই করে—খাবে বলে মনে হয় না।'

কাপে চা ঢালা শেষ করে সিধে হল মেয়েটা। হাত নেড়ে তাকে বিদায় করে দিল লিয়ামডি। মেয়েটা যাবার জন্যে ঘুরছে, টেবিলে টোকা দিয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল রানা, বলল, 'ধন্যবাদ, ইয়ং লেডি।' সলজ্জ হেসে মাথাটা একবার নোয়াল সে।

'আবার তোমার সাথে দেখা হওয়ায় ভারি খুশি হয়েছি, ঈসা খাঁ। বলো, তোমাদের কি কাজে লাগতে পারি আমি।'

লিয়ামডি এত তাড়াতাড়ি কাজের প্রসঙ্গে চলে আসায় মনে মনে অবাকই হল রানা। সাধারণত ঘন্টাখানেক খোশগল্প না করে কাজের প্রসঙ্গে আসতে চায় না সে। হঠাৎ রানা সতর্ক হবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল। 'কাজটা তোমার জন্যে অসম্ভব হতে পারে,' ধীরে ধীরে বলল ও। 'তবে অতীতে তুমি আমার এ-ধরনের উপকার করেছ।'

'তাই?'

'দুটো রিভলভার আর কিছু অ্যামিউনিশন দরকার আমার।'

'আইয়া! তুমি আমাকে জেলখানায় দেখতে চাও? কোমরে রশি বেঁধে নিয়ে যাবে আমাকে, সাতানব্বুই সাল পর্যন্ত আটকে রাখবে, যাতে বেজিঙের আমলারা এলে আমাকে দেখাতে পারে?'

গলাটা নিচু করল রানা। লিয়ামডির প্রতিক্রিয়া অপ্রত্যাশিত নয়। যে-কোন প্রস্তাবই এভাবে গ্রহণ করে সে। 'আগে কখনও এসব বিষয়ে দুশ্চিন্তা করনি তুমি, প্রিয় বন্ধু। আমার পেশায় তান লিয়ামডি খুবই পরিচিত একটা নাম। হংকঙে নিষিদ্ধ যে-কোন জিনিস পেতে হলে তুমি ছাড়া কোন গতি নেই।'

'আর্মস ইমপোর্ট নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বেআইনীভাবে আনলে চরম শাস্তি দেয়া হবে তাকে।'

'তবু তুমি ব্যবস্থা করতে পার।'

'আইয়া! যদি খুব কষ্ট করি। একটা রিভলভার আর কয়েক রাউণ্ড অ্যামিউনিশন যদি বা জোগাড় হয়, আগুনের মত দাম পড়বে। কিন্তু দুটো! তারমানে আমাকে জাদু দেখাতে হবে। আর দামের কথা নাই বা বললাম।'

'এসো, ধরা যাক দুটো রিভলভার জোগাড় করতে পারবে তুমি—অত্যন্ত পুরানো একজোড়া ·৩৮, অ্যামিউনিশন সহ, অবশ্যই।'

'এ অসম্ভব।'

'হ্যাঁ, অসম্ভব। তবু ধরা যাক।' থামল রানা, দেখল এখনও ঘন ঘন মাথা নাড়ছে তান লিয়ামডি। 'কত দাম পড়বে?'

'সাত হাজার ধন।'

'কত?' তাগাদা দিল রানা। 'নগদে?'

'প্রতিটির জন্যে এক হাজার হংকং ডলার, সাইজের কথা বাদ। পঞ্চাশ রাউণ্ড অ্যামুনিশনের জন্যে আরও দু'হাজার হংকং ডলার। সব মিলিয়ে চার হাজার।'

'সব মিলিয়ে দু'হাজার,' বলে হাসল রানা।

'আইয়া! তুমি চাও আমার স্ত্রী-কন্যারা রাস্তায় ন্যাংটো হয়ে বের হোক? চাও আমার হাঁড়ি খালি থাকুক?'

'দু'হাজার,' আবার বলল রানা। 'দু'হাজারই পাবে, তবে আমি চলে

যাবার আগে ওগুলো তোমাকে ফেরত দিয়ে যাব।'

'কতদিন এখানে আছ তুমি, নেতার মাইও?'

'অল্প ক'দিন। খুব বেশি হলে তিনদিন।'

'তুমি আমাকে ভিক্ষা করতে দেখতে চাও। খদ্দের ধরার জন্যে আমার সুন্দরী মেয়েগুলোকে রাস্তায় পাঠাতে বাধ্য হব আমি।'

'ঠিক আছে, প্রথমে দু'হাজার, তারপর ওগুলো ফিরিয়ে দেয়ার সময় আরও এক হাজার,' বলল রানা।

মাথা নাড়ল তান লিয়ামডি। 'এখন দু'হাজার, ফিরিয়ে দেয়ার সময় আরও দু'হাজার।'

এবার মাথা নাড়ল রানাও। 'দুই ও এক। এটাই আমার শেষ প্রস্তাব।'

হাত দুটো টেবিলের ওপর আছড়াল তান লিয়ামডি। 'তুমি আমাকে ওয়ান চাই-তে ভিক্ষা করতে দেখতে চাও, ল্যাংড়া লী ও ট্যারা পো-র মত।' থামল সে, আরও কিছু বেশি দেয়ার জন্যে আবেদন ফুটে উঠল দৃষ্টিতে। রানা নিরুত্তর। 'ঠিক আছে, দু'হাজারই তাহলে। অস্ত্রগুলো ফেরত দেয়ার সময় আরও এক হাজার। কিন্তু পাঁচশো জমা রেখে যেতে হবে, কারণ পরে যদি তুমি না আস?'

'আমি সব সময় ফিরে আসি।'

'প্রথমবার বলে একটা কথা আছে। আমার কাছ থেকে আর কি চুরি করবে তুমি, বন্ধু? আমার সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটার সাথে ভাব করতে চাও?'

'মুখ সামলে কথা বলো,' সতর্ক করল রানা। 'আমার সাথে একজন ভদ্রমহিলা রয়েছেন।'

তান লিয়ামডি উপলব্ধি করল, মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে সে। 'এক হাজারবার ক্ষমা চাই। আপনারা চলে গেলে নিজেকে জুতো পেটা করব। আইটেমগুলো কখন চাই তোমার, বন্ধু?'

'এখুনি নয় কেন? এক সময় তো পিছনের কামরাটাই তোমার আর্মস অ্যামিউনিশনের ডিপো ছিল।'

'তুমি জান? পুলিসকে টাকা দিতে হচ্ছে, এবার না তোমাকেও দিতে হয়!' বলে হো হো করে হেসে উঠল তান লিয়ামডি।

'পুলিসকে তুমি এক পয়সাও দাও না, লিয়ামডি। তুমি ভুলে গেছ যে তোমার কাজের পদ্ধতি আমি জানি। নিখোঁজ আসামীর খোঁজ পেতে হলে পুলিসকে তোমার কাছে আসতে হয়। তোমার সাহায্য ছাড়া হংকঙের পুলিস বিপদে পড়বে।'

'সব কথা যদি সবাই জেনে বসে থাকে, তাহলে আর ব্যবসার গুমর থাকল কোথায়!' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে টেবিলের পিছন থেকে উঠে দাঁড়াল লিয়ামডি। 'এক মিনিট। এক্সকিউজ মি প্লীজ।' ওদের দিকে পিছন ফিরে পর্দা সরাল সে, পাশের ঘরে ঢুকল।

'দুটো কেন?' জিজ্ঞেস করল রাবেয়া।

ঠোঁটে আঙুল রাখল রানা, মাথা নাড়ল, ফিসফিস করে বলল, 'পরে।' ফ্রুট কেকের কাউকে যদি সন্দেহ করতে হয়, রাবেয়াকে এখানে নিয়ে আসাটাই বোকামি হয়ে গেছে, ভাবল ও।

গলা খাদে নামিয়ে আবার কথা বলে উঠল রাবেয়া। 'এত বছর পর আবার কি সার্ভিসে ফিরে এসেছি আমি? তোমার মত আমিও একজন অ্যাকটিভ এজেন্ট?'

কথা না বলে চোখ রাঙাল রানা, কান দুটো সজাগ। পাশের ঘরে খুটখাট আওয়াজ করছে লিয়ামডি। একবার ককিয়ে উঠল সে, সম্ভবত কিছুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে।

'রানা, লোকটাকে তুমি কতদিন ধরে চেন? আমার কিন্তু বিশেষ সুবিধের মনে হল না। অবশ্য তোমার অভিজ্ঞতা আমার চেয়ে অনেক বেশি।'

কি ব্যাপার, নিষেধ করা সত্ত্বেও চুপ করছে না কেন রাবেয়া? মনটা খুঁত খুঁত করছে রানার, যদিও যতটা না রাবেয়ার বাচালতার কারণে তারচেয়ে বেশি লিয়ামডির ককিয়ে ওঠার কারণে। 'লোক সুবিধের নয় বলেই তো ওর কাছে আসা,' অন্যমনস্কভাবে বলল রানা।

পাশের কামরা থেকে এখনও খুটখাট আওয়াজ ভেসে আসছে। তারপর হঠাৎ পর্দা সরে গেল, লিয়ামডির বদলে বেরিয়ে এল দীর্ঘদেহী এক লোক। প্রথম দর্শনে তাকে ইউরোপিয়ান বলেই মনে হল। একহারা, সুদর্শন, মাথার দু'পাশে পাক ধরেছে চুলে, বয়স চল্লিশের কম নয়। তারপর ভুলটা ভাঙল রানার। ইউরোপিয়ান নয়, অ্যারাবিয়ান। রাবেয়ার দম আটকে গিয়েছিল, সেটা ছাড়ার শব্দ শুনে লোকটার চোখে চকচকে একটা ভাব ফুটে উঠল।

'আব্বাস ভাই!'

'তোমাদের দু'জনকেই শুভেচ্ছা,' বিশুদ্ধ ইংরেজিতে বলল লোকটা।

ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে রানা, দ্রুত আগন্তুক ও রাবেয়ার মাঝখানে চলে এল। বাধা দেয়ার ভঙ্গিতে হাত দুটো সামনে তুলল লোকটা।

'আমাদের চীফ এখানে আমাকে তোমার সাথে দেখা করতে বলেছেন। মানে, বলেছেন, এখানে এলে তোমার সাথে আমার দেখা হতে পারে,' মৃদু, চাপা কণ্ঠে বলল আগন্তুক। 'যদি দেখা হয়, তাহলে তোমাকে আমার বলতে হবে—''হিল ট্র্যাক্টে ন'জন লোক মারা গেছে, এবং সুন্দরবনে শুরু হয়েছে দাবাগ্নি''। এর অর্থ তোমার জানা আছে, মাসুদ রানা?' থামল সে, ধূসর চোখের দৃষ্টি রানার মুখের ওপর স্থির।

রাহাত খানকে কোন সেফ হাউসে বেঁধে না রাখলে, পেন্টাথল ইঞ্জেকশন দিয়ে তাঁর হুশ-জ্ঞান কেড়ে না নিলে, এ লোক নিঃসন্দেহে জহির আব্বাস—বিসিআই-এর অত্যন্ত নামকরা একজন এজেন্ট—এবং নির্দেশ পেয়েছে সরাসরি রাহাত খানের কাছ থেকে। চীফের দেয়া আইডেনটিফিকেশন কোড খোদাই করা আছে রানার মগজে। কোডটা রানা জানে, রাহাত খান জানেন, আর একজন জানবে, যদি তিনি তাকে রানার সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুমতি

দেন। কেউ যদি কোডটা পুনরাবৃত্তি করে, সে বিসিআই-এর বিশ্বস্ত লোক না হয়ে পারে না। বর্তমান কোড, প্রায় ছ'মাস ধরে বদল হয়নি, হেডকোয়ার্টার ঢাকায় বসে রানাকে জানিয়েছিলেন রাহাত খান, অন্য কোন বাক্য বিনিময় ছাড়াই।

'এর উত্তর হল—''না, চুপ কর। শান্তি বাহিনীর নাশকতামূলক তৎপরতা বেড়েছে''।'

'তাহলে আমাকে বলতে হবে—''শাবানা তলে নাচুক''। ঠিক আছে?' লম্বা হাতটা রানার দিকে বাড়িয়ে দিল জহির আব্বাস।

হ্যাণ্ডশেক করল রানা।

'আমাদের একা কথা বলা দরকার,' বলে চুটকি বাজাল জহির আব্বাস, সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা থেকে কামরায় উঠে এল লিয়ামডির তৃতীয় পক্ষের প্রথম কন্যা।

'রাবেয়া,' উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল রানার মুখ, 'রাবেয়া, বলছিলাম কি, এই মেয়েটার সাথে একটু বেড়িয়ে এসো না, দু'চার মিনিটের জন্যে? আমরা জরুরি আলাপটা সেরে নিই।'

'কেন, কেন আমি যাব? এখানে থাকলে অসুবিধে কি?' ফোঁস করে উঠল রাবেয়া।

'কেন যাবে না, রাবেয়া? আমি তোমার কনট্যাক্ট, মনে আছে? আমি বললে কেন তুমি যাবে না?'

তর্ক করার জন্যে মুখ খুলতে গেল রাবেয়া, তারপর কি মনে করে ফণা নামাল সে, মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল লিয়ামডির মেয়েটার সঙ্গে। সদর দরজার পর্দা তুলে বাইরেটা একবার দেখে নিল জহির আব্বাস, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'যাক, চলে গেছে ওরা। বোধহয় মিনিট দশেক সময় পাব আমরা। এখানে আমি এসেছি বসের ব্যক্তিগত দূত হিসেবে, রানা।'

'মেসেঞ্জার?'

মাথা ঝাঁকাল জহির আব্বাস।

'তারমানে কি আপনার পদাবনতি ঘটেছে?' হালকা সুরে জিজ্ঞেস করল রানা।

'না। অংশগ্রহণকারীদের সবাইকে আমি চিনি, তাই। প্রথমে, তোমাকে অসহ্য একটা পরিস্থিতির মধ্যে ফেলার জন্যে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করেছেন চীফ।'

বুড়ো নিজের আচরণের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেছে, ওর কাছে? হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারল না রানা। তবে চেহারাটা গম্ভীর করে রাখল ও, বলল, 'নিতান্তই ভদ্রলোক উনি। অসহ্য বলে অসহ্য! সর্ষে থেকে ভূত ছাড়াতে গিয়ে আমার হাড় পর্যন্ত কালি হয়ে গেছে, অথচ এখনও তাকে সনাক্ত করতে পারিনি। আমি এমনকি কুর্শি করবেট সম্পর্কেও জানতাম না।'

'হ্যাঁ, তিনি আমাকে বলেছেন। তোমার কাছে তাঁর প্রশ্ন, কতটুকু কি

জান তুমি, কতটুকুই বা আন্দাজ করতে পারছ?'

'শুরুতেই বলে রাখি, কাউকেই আমি বিশ্বাস করি না, এমনকি আপনাকেও না, মি. জহির আব্বাস। তবু আমি কথা বলছি শুধু এইজন্যে যে এই কেস বস ছাড়া আর কারও কাছ থেকে আপনি পেতে পারেন না। এবার আমি কি জানি, বা সন্দেহ করি। ফ্রুট কেক অপারেশনে শুরু থেকেই বড় রকমের কোন গোলমাল ছিল। এমন গোলমাল, যার দরুন দু'জন এজেন্ট খুন হয়ে যায়, ফলে ঢাকা উপলব্ধি করে ত্রুটিটা সংশোধন করা দরকার। সম্ভবত এক বা একাধিক সদস্য দলবদল করে।'

'প্রায় ঠিক ধরেছ,' বলল জহির আব্বাস। 'অন্তত একজন অবশ্যই ডাবল এজেন্ট। কুর্শি করবেটকে তার জায়গায় থাকতে দেয়ার পর এ-ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। আর, হ্যাঁ, সে কে তা আমরা জানি না। তবে এর মধ্যে আরও অনেক ব্যাপার আছে।'

'বলে যান।'

'সমস্যাটা দেখা দেয় বেশ কিছুদিন আগে। সরকারের উচ্চ পর্যায়ে ঈর্ষাকাতর কিছু আমলা আছেন, যাঁরা রাহাত খানের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগেন। বসের সাফল্যই তাঁদের ঈর্ষার কারণ। পরে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন কিছু রাজনীতিক, বসের রাজনৈতিক বিশ্বাসের সঙ্গে যাঁরা একমত নন। অবস্থা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যায়, ফরেন অফিস থেকে তাঁকে পদত্যাগ করার জন্যে ইঙ্গিত আসতে থাকে। অডিট-এর নামে হয়রানি করা শুরু হয়। ব্যক্তিগত সয়-সম্পত্তির হিসাব চেয়ে জিজ্ঞেস করা হয়, এ-সব তিনি কোত্থেকে পেলেন। জিজ্ঞেস করা হয়, বিদেশের মাটিতে গোপন অভিযান চালাবার অধিকার তাঁকে কে দিল। ইত্যাদি ইত্যাদি। মোটকথা, বেইজ্জত করে তাঁকে বের করে দেয়ার প্ল্যান আর কি। তারপর ফ্রুট কেক নতুন করে মাথাচাড়া দিল।

'বস্ বুঝতে পারলেন, আরেকটা বিপদের মধ্যে পড়তে যাচ্ছেন তিনি। ফরেন সার্ভিসকে একটা প্ল্যান দিলেন তিনি, কিন্তু ডেঞ্জারাস ও নন-প্রোডাকটিভ বলে বাতিল করা হল সেটা। কাজেই তাঁকে সিদ্ধান্ত নিতে হল, যা করার একাই করবেন। তোমাকে বেছে নিলেন, কারণ অপারেটর হিসেবে তোমার অভিজ্ঞতা সবার চেয়ে বেশি। তিনি তোমাকে ভাল করে ব্রিফ করলেন না, এমন কি অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য চেপে গেলেন, কারণ তিনি জানতেন এক সময় নিজের চেষ্টায় ঠিকই তুমি দুইয়ে-দুইয়ে চার মিলিয়ে নিতে পারবে।'

রানার মাথায় প্রথম যে চিন্তাটা এল, বস্ বিপদে পড়েছেন। কেন তিনি ওকে সাহায্য না করার ব্যাপারে দৃঢ় ভূমিকা নিয়েছিলেন, বোঝা গেল। পরিস্থিতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ইলোরা ওকে প্যারিসে কি বলেছে মনে পড়ে গেল রানার, '...কামরার দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে একা রয়েছেন বস্, আজ তিন দিন ধরে। কোণঠাসা একজন জেনারেলের মত

লাগছে তাঁকে।'

যেন রানা কি চিন্তা করছে বুঝতে পেরেই জহির আব্বাস বলল, 'বস্ এখনও কোণঠাসা হয়ে রয়েছেন। সত্যি কথা বলতে কি, তিনি আমার সঙ্গে আলাপ করায় অবাক হয়ে গেছি আমি। অবিশ্বাস্য সিকিউরিটির আয়োজন সম্পন্ন হবার পর দেখা হয় আমাদের। কিন্তু তাঁর ঘরের ভেতর যদি আরও একজন ডাবল পাওয়া যায়, তাঁর ক্যাবিনেট বলতে কিছু থাকবে না। তিনি শেষ হয়ে যাবেন। তাঁর ঘরে, বা তাঁর ঘরের আশপাশে। বুঝতে পারছ?'

'গুডরিচ—এলিগেটর—ব্যাপারটা জানে?'

'সম্ভবত। আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এখনও তুমি যা জান না তা তোমাকে জানানোর। এ পর্যন্ত যা করেছ সেজন্যে বস্ তোমার ওপর খুশি। কিন্তু এবার তোমাকে কয়েকটা ব্যাপার জানানো দরকার।' জহির আব্বাস বিরতি নিল, বাড়তে দিল উত্তেজনা। 'প্রথম কথা, ফ্রুট কেকের ভেতর যে ডাবল আছে তাকে শেষ করতে হবে, হিসাব বাকি রাখা যাবে না। বুঝতে পারছ?'

মাথা ঝাঁকাল রানা, বুঝতে পারছে। এ এমন একটা নির্দেশ, সরাসরি রাহাত খানের পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়। সম্প্রতি ফরেন অফিস আইন জারি করেছে, বিসিআই হত্যাকাণ্ডের নির্দেশ দিতে বা হত্যাকাণ্ড অনুমোদন করতে পারবে না। রুদ্ধদ্বার কক্ষের যে গোপন সভায় এ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হয় সেখানে রাহাত খান বলেছিলেন, 'আমার ছেলেরা প্রতিপক্ষ শত্রুদের হাতে খুন হয়ে যাবে অথচ আমি তাদেরকে আত্মরক্ষার জন্যে পাল্টা ব্যবস্থা নিতে বলতে পারব না, তা কি করে হয়? আপনারা কি আমাকে পদত্যাগ করতে বলছেন?' তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা সঙ্গে সঙ্গে সুযোগটা নিয়ে বলতে চেয়েছিল, 'হ্যাঁ, আপনি যদি মনে করেন নতুন নীতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারবেন না, তাহলে আর কারও ওপর দায়িত্ব ছেড়ে দিতে পারেন।' কিন্তু তাদেরকে মাঝপথে থামিয়ে দেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্তা ব্যক্তিটি। তিনি সবিনয় আন্তরিকতার সঙ্গে রাহাত খানকে অনুরোধ করেন, 'এই পদে সত্যি সত্যিই উপযুক্ত এমন ব্যক্তিত্ব আমাদের দেশে মাত্র একজনই আছেন। তাঁর পদত্যাগ কোন অবস্থাতেই আমরা মেনে নিতে পারি না। আপনি স্বপদেই বহাল থাকবেন, জেনারেল রাহাত খান; তবে নতুন নীতির প্রতিও যথাযোগ্য সম্মান দেখাতে হবে।' অর্থাৎ রাহাত খানের যুক্তি তাঁর সমর্থকরাও বিবেচনা করে দেখতে রাজি হননি। ক্ষমা প্রার্থনা করে সভা ছেড়ে চলে আসেন তিনি। তাঁকে জানিয়ে দেয়া হয়, নীতিগতভাবে হত্যাকাণ্ড নিষেধ করা হয়েছে, তিনিও বিসিআই এজেন্টদের কানে কথাটা পৌঁছে দিয়েছেন। তবে কয়েকজন এজেন্টকে আলাদাভাবে ডেকে বলেছেন, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবে, আমি তোমাদের মৃত্যু সংবাদ শোনার জন্যে এখানে বসিনি।'

নতুন নীতি চালু হবার পর কোন এজেন্টকেই খুন করার অনুমতি দেননি রাহাত খান। এখন দিয়েছেন, দিয়েছেন রানাকে। শুধু কি তাঁর নিজের মাথা

বাঁচাবার জন্যে? একে প্রায় সরাসরি নির্দেশই বলা যায়, জহির আব্বাসের মাধ্যমে রাহাত খান ওকে বলে পাঠিয়েছেন, ক্রুট কেক অপারেশনের ডাবলকে বাঁচতে দেয়া চলবে না।

নির্দেশটা শোনার পর সম্পূর্ণ শান্ত থাকল রানা। আজ যেন নতুন করে একটা সত্য উপলব্ধি করল ও। রাহাত খান ধুরন্ধর, পুরানো পাপী। এবং তিনি যথেষ্ট নিষ্ঠুরও বটেন। তাঁর ক্যারিয়ার ধ্বংসে হয়ে যাবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, নিজেকে রক্ষার জন্যে বেছে নিয়েছেন রানাকে। পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে তিনি অবসর গ্রহণ করতে চান না। তিনি জানেন, আর কেউ না হোক, রানা অন্তত তাঁর কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়ে যাবে, নিজের গা বাঁচানর জন্যে পিছু হটবে না।

'আমাকে তাহলে খুঁজে বের করতে হবে কে ডাবল।'

'হ্যাঁ,' ঝট করে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল জহির আব্বাস। 'কিন্তু আমি তোমাকে এ-ব্যাপারে কোন সাহায্য করতে পারব না, কারণ আমার হাতে কোন সূত্র নেই।'

ওদের মধ্যে যে কেউ হতে পারে, কিংবা ওরা হয়ত সবাই—কুর্শি করবেট, শাকিলা মমতাজ, রাবেয়া সিরাজ, শামিম হাসান ঈল অথবা এলা কাডিশ। হঠাৎ আরেকটা চিন্তা খেলে গেল রানার মাথায়। 'গুড লর্ড!'

'কি?' এক পা সামনে বাড়ল জহির আব্বাস।

'কিছু না।' শামুকের মত গুটিয়ে গেল রানা, কারণ হঠাৎ করে উপলব্ধি করেছে, আরও একজন প্রতিপক্ষ আছে।

'সত্যিই কিছু না?' চাপ দিল জহির আব্বাস।

'নিশ্চিত।'

'গুড, কারণ আরও একটা ব্যাপার আছে—আরও একজন। বিসিআই-এর হেড হিসেবে নিজের পজিশন শক্ত করার জন্যে বিরাট একটা বিজয় অর্জন করতে হবে রাহাত খানকে—মানের দিক থেকে সেটাকে একটা অভ্যুত্থানের সম পর্যায়ের হতে হবে। বস্ আমাকে বলেছেন এ-ব্যাপারে তিনি তোমার ওপর ভরসা করছেন। তিনি এলিগেটরকে চান, চান জীবিত অবস্থায়।'

'তাকে আমরা আয়ারল্যাণ্ডে কজা করতে পারতাম।'

'আয়ারল্যাণ্ডে আমাদের বন্ধু আছে, ঠিক; আইরিশ ইন্টেলিজেন্স আমাদের সাথে সব রকম সহযোগিতা করেছে, তাও ঠিক; কিন্তু কেসটা সম্পর্কে ওরা অনেক কিছু জেনে ফেলায় খুব সাবধান হয়ে যেতে হয় আমাদেরকে। তাছাড়া, এ-ধরনের একটা অপারেশন ওরা সমর্থন করত না, সহযোগিতা করা তো দূরের কথা। কাজেই সিদ্ধান্ত হয়, তাকে আমরা এখানে অর্থাৎ ব্রিটেনের মাটিতে ফাঁদে ফেলব। হংকং এখনও ব্রিটিশ এলাকা। আর ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস আমাদের কাছে নানাভাবে ঋণী। তারমানে অবশ্য এই নয় যে ব্রিটিশরা সব কিছু জানার পর আমাদেরকে সমর্থন করবে বা সাহায্যের হাত

বাড়িয়ে দেবে। ওরা অন্ধকারে আছে, ওখানেই থাকুক। তবু যদি সব ফাঁস হয়ে যায়, অন্তত চক্ষুলজ্জায় তেমন কিছু বলতে পারবে না। এই সুবিধেটুকু আয়ারল্যাণ্ডে আমরা পেতাম না।'

'তাহলে এলিগেটরকেও...'

'হ্যাঁ। সেজন্যেই তোমাকে বস্ মাঠে পাঠিয়েছেন, রানা। যে-ই মাত্র জানা গেল যে ইসরায়েল ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে এলিগেটর, অমনি তাকে ফাঁদে ফেলার জন্যে তোমাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করলেন তিনি।'

'যেহেতু তার ডিপার্টমেন্টের হিট লিস্টে আমার নাম আছে?'

'ঠিক তাই।'

ব্যাপারটা মিলে যাচ্ছে। রানার মত যোগ্যতা সম্পন্ন এজেন্টদের জটিল পরিস্থিতির মুখে বা বিপদের মুখে ঠেলে দিতে কখনোই ভয় পান না রাহাত খান। যাদেরকে তিনি যোগ্য বলে মনে করেন তাদের যোগ্যতা যাচাই করার একটা প্রবণতা তাঁর মধ্যে আগেও লক্ষ করেছে রানা।

'পরিস্থিতিটাকে সুবিধেজনক করার স্বার্থে বস্ আমাকে নির্দেশ দেন, আমি যেন ঈলকে পুবদিকে যেতে বলি। গুডরিচ ভয়ানক জেদি লোক, টোপটা গিলে ফেলে সে।'

'বলতে চাইছেন, আমিও গিলে ফেলি।' তার দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকাল রানা।

'তোমাকে কতটা চেনেন বস্, এ তারই প্রমাণ। তুমি যদি না আসতে রানা, গোটা ব্যাপারটা হয়ত একা আমাকে সামলাতে হত, কারণ এরইমধ্যে এখানে পৌঁছে গেছে গুডরিচ।'

'এখানে মানে চিয়াং চাও দ্বীপে?'

চট করে, অবাক চোখে, রানার দিকে তাকাল জহির আব্বাস। 'তুমি দেখছি অনেক খবরই রাখ। আমি ভেবেছিলাম তোমাকে চমকে দিতে পারব।'

'কখন এল সে?'

'কাল রাতে। গত চব্বিশ ঘন্টায় এরকম আরও অনেকে এসেছে। কেউ কেউ এসেছে চীন হয়ে। রীতিমত একটা বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছে এলিগেটর। তার হাতে বন্দীও আছে। তাদেরকেও এখানে নিয়ে এসেছে সে—কুর্শি করবেট ও শাকিলা মমতাজ। ইতিমধ্যে হয়ত, আমার ধারণা, ঈল আর তার ইহুদি মেয়েটাকেও আটক করেছে সে, দ্বীপের কোথাও তালাবন্ধ করে রেখেছে। এ-সবই ঠিকঠাক করতে হবে আমাদের, রানা। এসো, আজ রাত সাড়ে দশটায় রেড ড্রাগনের লবিতে দেখা করি আমরা। ঠিক আছে?'

'আপনি যদি বলেন।'

'চিয়াং চাওয়ে কিভাবে যাওয়া যায় দেখব আমি। দ্বীপটার আরও দুটো নাম আছে—লং আইল্যাণ্ড, ডাম-বেল। ডাম-বেল বলা হয় কারণ দ্বীপটা অনেকটা ওরকমই দেখতে। বাড়িটা দ্বীপের পুব দিকে, টাং ওয়ান বে-র উত্তর

দিকের একটা হেডল্যাণ্ডে। ইসরায়েলি মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স অনেক বছর ধরে ওটাকে সেফ হাউস হিসেবে ব্যবহার করছে। ওখানে ঢুকে গুডরিচ সম্ভবত অট্টহাসি হাসছে—আমি অন্তত ধরে নিচ্ছি ওখানে ইতিমধ্যে পৌঁচেছে সে।'

'তাহলে সাড়ে দশটায়,' বলল রানা, হাতঘড়ির দিকে তাকাল। এলিভেটরকে চমকে দেয়ার মত দু'একটা বিষয় আছে আমার কাছে।'

'তুমি তো বসের জন্যে নিজের জান দিতেও রাজি আছ, তাই না?' জহির আব্বাস হাসছে না।

'হ্যাঁ, তিনি তা জানেনও।' মনে মনে রানা বলল, 'শালা বুড়ো মরুক গে।'

'আমারও তাই ধারণা। তা না হলে নিজের সম্মান রক্ষা করার জন্যে তোমার সাহায্য নিতেন না।' ভোঁতা, আড়ষ্ট একটু হাসি ফুটল জহির আব্বাসের মুখে। মাথাটা ঘোরাল সে, পর্দার দিকে তাকিয়ে ডাক দিল। বাড়ির পিছনদিকের একটা দরজা খুলে গেল, কামরায় প্রথমে ফিরে এল রাবেয়া।

'দিনকাল কেমন কাটছে তোমার, লায়লা? দুঃখিত, রাবেয়া বলা উচিত আমার।' হাসল জহির আব্বাস।

'কাটছে আগের মতই, বিপদের মধ্যে বেশ বুঝতে পারছি, ইসরায়েলিরা রিভেঞ্জ নিতে চায়—রিভেঞ্জ শব্দটা ঠিক আছে?'

'চলে,' বলল রানা।

কামরায় ঢুকল তান লিয়ামডি, রানার কেনা জিনিসগুলো অয়েলস্কিনে মুড়ে নিয়ে এসেছে। ওগুলো নিয়ে নিজের হোল্ডঅলে ভরল রানা। 'তুমি ওগুলো পরীক্ষা করবে না?' অবাক হয়ে জানতে চাইল লিয়ামডি।

কথা না বলে টেবিলের ওপর কিছু নোট রাখল রানা, সব বাণ্ডিল করা। ইলোরা ওর সঙ্গে দেখা করার পর থেকে নগদ টাকার কোন অভাব নেই। লিয়ামডির উদ্দেশে বাঁকা, নিষ্ঠুর হাসি হাসল ও। 'বিশ্বস্ত বন্ধুর দেয়া টাকা কখনও গুনে দেখতে হয় না। অত্যন্ত পুরানো চীনা প্রবাদ, তুমি নিশ্চয় জান, তান লিয়ামডি। এবার, দয়া করে আমাদেরকে একটু শান্তিতে থাকতে দাও।'

খ্যাক খ্যাক করে হাসল লিয়ামডি, নোটের তাড়াগুলো টেবিল থেকে তুলে তাড়াতাড়ি পকেটে ভরল, পিছু হটে ঢুকে পড়ল পাশের কামরায়।

জহির আব্বাসের দিকে তাকাল রানা।

'আমরা এবার বেরুব,' শান্তস্বরে বলল আব্বাস। 'আমার সাজেশন, তুমি আর রাবেয়া আগে বেরোও।'

এতক্ষণ শান্তস্বরেই কথা বলেছে আব্বাস, এবার যেন আরও শান্ত, প্রায় নিস্তেজ শোনাল তার কণ্ঠস্বর। তার ফাইলেও এ বিষয়টা উল্লেখ করা আছে। ফাইলটা মনোযোগ দিয়ে পড়া আছে রানার (সব সময় শান্ত, সাধারণত কথা বলে নিচু স্বরে)। পাশের ঘরের দরজার দিকে এগোল রানা, পর্দা সরিয়ে

ভেতরটা ভাল করে দেখে নিল। না, লিয়ামডি আড়াল থেকে ওদের কথা শুনছে না। সন্তুষ্ট হয়ে জহির আব্বাসের সামনে ফিরে এল ও। নিচু গলায় কথা বলল দ্রুত। সবশেষে জিজ্ঞেস করল। 'তাহলে সাড়ে দশটায়, কেমন?'

'কাঁটায় কাঁটায়। আমার ওপর ভরসা রাখো।' রাবেয়াকে নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে রানা, ওদের উদ্দেশে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল সে। পর্দার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, তবে বাইরে উঁকি দিল না। কল্পনার চোখে দেখতে পেল, দু'পাশে আলোকিত দোকান-পাট, ফুটপাতে ঘোরাফেরা করছে ফেরিওয়ালারা, পকেটমার, ভবঘুরে, পুলিস ও পতিতারা, তাদের মাঝখান দিয়ে পথ করে নিচ্ছে রানা ও রাবেয়া।

'আব্বাস ভাই, জহির আব্বাস···,' কিছু বলার চেষ্টা করছে রাবেয়া, কিন্তু রানা প্রায় তাকে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বলে কথাটা শেষ করতে পারছে না সে, এরইমধ্যে হাঁপিয়ে উঠেছে।

'বলো।' রাবেয়ার হাত ছাড়ছে না রানা, হাঁটার গতিও কমাচ্ছে না।

'আমি আর মমতাজ ওখান থেকেই ধারণা পাই কি নাম রাখব নিজেদের।'

'ওখান থেকে মানে আব্বাসের কাছ থেকে?' এক শিখ রাস্তার ধারে দোকান খুলে বসেছে, কাবাবের গন্ধে জিভে পানি এসে গেল রানার।

'ঠিক আব্বাস ভাইয়ের কাছ থেকে না, তাঁর অনেক বান্ধবী ছিল, তাদের নাম এক-আধটু বদলে···'

'হুম,' গম্ভীর আওয়াজ করল রানা, হাঁটার গতি আরও বাড়িয়ে দিল। ওকে ধরে প্রায় ঝুলে আছে রাবেয়া, যথাসম্ভব লম্বা পা ফেলে ওর পাশে থাকার চেষ্টা করছে, এরইমধ্যে ঘাম দেখা দিয়েছে তার ভুরুতে।

এদিক-ওদিক ঘুরল না, পেডার স্ট্রীট ধরে সোজা রেড ড্রাগনে ফিরে আসছে ওরা। দ্রুতগতি যানবাহনকে ফাঁকি দিয়ে রাস্তা পেরুল, ঢুকে পড়ল আইস হাউস স্ট্রীটে। প্রতি মুহূর্তে আশপাশের চীনাদের ওপর নজর রাখছে রানা, মনে হচ্ছে এক লাখ লোক তাকিয়ে আছে ওদের দিকে, কমপক্ষে এক হাজার সঙ্কেত বিনিময় হল। হোটেলে ফিরে সোজা এলিভেটরের দিকে এগোল ও, এখনও টেনে আনছে রাবেয়াকে।

'দরজার পাশে অপেক্ষা করো,' নিজেদের কামরায় ঢুকে নির্দেশ দিল রানা।

ইলোরার দেয়া জিনিসগুলো সুটকেস থেকে ক্যানভাস হোল্ডঅলে ভরতে চার মিনিট লাগল ওর। দোরগোড়া থেকে রাবেয়াকে ঘরের ভেতর ঢুকতে দেয়নি ও, ওখান থেকেই তাকে নিয়ে আবার নেমে এল লবিতে, থামল মেইন ডেস্কের সামনে। ফিসফিস করে প্রশ্ন করার চেষ্টা করল রাবেয়া, কিন্তু শুনতে না পাওয়ার ভান করল রানা। সুন্দরী এক চীনা মেয়ে বসে আছে ডেস্কের পিছনে, খুব বেশি হলে পনেরো হবে বয়স। কমপিউটর কী বোর্ড থেকে চোখ তুলে তাকাল সে, জানতে চাইল কোন সাহায্যে আসতে পারে কিনা।

বো করল রানা, ধন্যবাদ জানাল, তারপর বলল, 'হ্যাঁ, বোধহয় সাহায্য করতে পার। চিয়াং চাওয়ে যাবার ফেরি আছে কিনা জান?'

'প্রতি ঘন্টায় আছে, স্যার। ইয়াওমাতি ফেরি কোম্পানি। আউটলেয়িং ডিস্ট্রিক্টস সার্ভিসেস জেটি থেকে ছাড়ে।' হাত তুলে জেটির দিকটা দেখিয়ে দিল মেয়েটা।

আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে রাবেয়ার দিকে ফিরল রানা। 'চলো।'

'কেন? আব্বাস ভাইয়ের সাথে দেখা করার কথা আমাদের। তুমিই তো তাঁকে বললে...'

'দুঃখিত। হ্যাঁ, দেখা করার কথা দিয়েছি। কিন্তু এখন চলো। তোমার অন্তত জানা উচিত যে কাউকে আমি বিশ্বাস করছি না। জহির আব্বাসকে নয়, তোমাকেও নয়, রাবেয়া।'

'কিন্তু...' চেহারায় বিহ্বল ভাব, ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছে না রাবেয়া।

'কোন কিন্তু নেই এর মধ্যে, রাবেয়া,' বলে তার হাত ধরে টান দিল রানা।

'কিন্তু, রানা...'

'এখন তুমি যদি যেতে রাজি না হও, তোমাকে আমি জোর করে নিয়ে যাব, রাবেয়া। বুঝতেই পারছ, তোমাকে আমি কাছছাড়া করতে পারি না।'

রাবেয়ার পেশীতে ঢিল পড়ল। পরমুহূর্তে আড়ষ্ট হয়ে গেল আবার।

আওয়াজটা রানার কানে আগেই ঢুকেছে। সাইরেন বাজছে বাইরে। পুলিসের সাইরেন। দ্রুত কাছে সরে আসছে শব্দটা। রাবেয়াকে নিয়ে হোটেলের প্রধান দরজাগুলোর দিকে এগোল রানা। 'জলদি!' চাপাস্বরে তাগাদা দিল ও।

রাস্তার ওপারের বাগানে এরইমধ্যে অনেক লোক ভিড় করেছে। বাগানটা কন্যাট সেন্টারটাকে ঘিরে আছে, বাগান থেকে অন্যান্য রোডেও বেরুনো যায়। দ্রুতগামী যানবাহনকে ফাঁকি দিয়ে রাস্তা পেরুল ওরা, এগোচ্ছে ভিড়টার দিকে। কাছাকাছি পৌঁছুবার আগেই দেখল পুলিসের দুটো গাড়ি এসে থামল ভিড়ের পাশে, পিছনে একটা অ্যাম্বুলেন্স।

কি ঘটেছে দেখার জন্যে ভিড়ের ভেতর দিয়ে কয়েক পা এগোল রানা। তারপর আর এগোল না। ঘাসের ওপর পিঠ দিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে এক লোক। অসম্ভব স্থির হয়ে আছে শরীরটা, খোলা চোখ আকাশের দিকে নিবদ্ধ। জহির আব্বাসের মৃত্যুর কারণটা বোঝা যাচ্ছে না, তবে খুনীরা অকুস্থল থেকে খুব বেশি দূরে আছে বলে বিশ্বাস করে না রানা। ভিড় থেকে পিছু হটল ও, রাবেয়ার হাতটা শক্ত করে ধরে আছে। তারপর ঘুরল, হন হন করে এগোল জেটির দিকে।

ছয়

সাম্পানটা থেকে ভুর-ভুর করে মানুষের ঘাম ও শুকনো মাছের গন্ধ ছড়াচ্ছে। বো-র কাছে শুয়ে রয়েছে ওরা, গায়ে গা ঠেকে আছে, পিছন দিকে নজর। পিছনে হাল ধরে আছে এক বুড়ি, মাড়িতে দাঁত নেই একটাও, কিন্তু অকারণ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে হলদেটে মুখ। বুড়ির পিছনে মিট মিট করছে হংকং শহরের আলোকমালা। পাশাপাশি শুয়ে দু'জনেই পরস্পরের ক্লান্তি ও উত্তেজনা অনুভব করতে পারছে ওরা। বিকেলবেলা হঠাৎ সিদ্ধান্ত বদল করার ঘটনাটা মনে হচ্ছে যেন অনেক আগের ব্যাপার। কন্যাট সেন্টারের পোর্টহোল আকৃতির জানালার নিচে পড়ে থাকা জহির আব্বাসের লাশ দেখেছে রানা, সেটাও যেন আজ বিকেলের ঘটনা নয়। লাশটাকে পড়ে থাকতে দেখে বিষম একটা ধাক্কা খেয়েছিল ও, চিন্তাগুলো অস্বাভাবিক জট পাকিয়ে গিয়েছিল। এখন শুধু একটি ব্যাপারে নিশ্চিত রানা, যদি গুডরিচ শয়তান তুল্য চাতুর্যের পরিচয় না দিয়ে থাকে, জহির আব্বাস ভুয়া নয়। তান লিয়ামডির বাড়িতে জহির আব্বাসের সঙ্গে আলাপ করার সময় দু'একবার এ-ব্যাপারে রানার মনে সন্দেহ দেখা দেয়। এখন সম্পূর্ণ একা ও। একা বলেই কাজের পরিমাণ বেড়ে গেছে ওর। সেই সঙ্গে বেড়েছে ঝুঁকি নেয়ার প্রয়োজনীয়তা। ফ্রুট কেক ডাবলকে চিহ্নিত করতে হলে, এলিগেটরকে জীবিত ধরতে হলে, ওর সামনে এখন একটা পথই খোলা আছে: জ্যান্ত টোপ হিসেবে নিজেকে পরিবেশন করা।

প্রথমে ধাওয়া করার ঝোঁক চাপে রানার, যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দ্বীপে পৌঁছুনো উচিত ওর। ফেরি টার্মিনালের দিকে রওনাও হয়েছিল, এই সময় বুঝতে পারে গুডরিচ হয়ত ওর কাছ থেকে ঠিক এই আচরণই আশা করছে। হাঁটার গতি মন্থর হয়ে এল ওর, শরীরের বাম পাশটা আড়াল করল হোল্ডঅল ধরা হাত দিয়ে, ডান হাতে ধরে থাকল রাবেয়াকে। লাশটা দেখেনি সে, বারবার জানতে চাইছে কি হয়েছে, কোথায় যাচ্ছে তারা। আচরণে রাগের ভাব, তাকে টেনে নিয়ে চলল রানা, যতক্ষণ না টুকরো টুকরো চিন্তাগুলো জোড়া লাগল, যতক্ষণ না যুক্তি দিয়ে বিচার করার ক্ষমতা ফিরে পেল।

'রানা, আমাকে তুমি এভাবে অন্ধকারে রাখতে পার না!' রাবেয়ার গলায় অভিমান।

'জহির আব্বাস,' বলল রানা, গলার শান্ত ভাব লক্ষ করে নিজেই অবাক হয়ে গেল। 'ওখানে আমি জহির আব্বাসকে দেখেছি। মনে হল সে মারা গেছে।'

আঁতকে ওঠার শব্দ করল রাবেয়া, ধরা গলায় জানতে চাইল, রানার

কোন ভুল হয়নি তো? জোর দিয়ে কিছু বিশ্বাস করাবার চেষ্টা না করে যা দেখেছে তাই শুধু বর্ণনা করল রানা। দৃশ্যটা ওকে ভয়ানক নাড়া দিয়েছে, এরকম একটা ভাব আনতে চাইছে ও। রাবেয়ার প্রতিক্রিয়া হল বিস্ময়কর ও অপ্রত্যাশিত; ভাবাবেগের লাগাম টেনে রাখল সে, মাত্রা ছাড়িয়ে সংযত। দীর্ঘ একটা নিরবতার পর, ইতিমধ্যে মনোহর দৃশ্যসমৃদ্ধ পানির কিনারায় পৌঁছে গেছে ওরা, বিড়বিড় করে রাবেয়া শুধু বলল, 'বেচারা আব্বাস ভাই। আমাদের সবার ভাল চাইতেন উনি—সবার।' তারপর, এতক্ষণে যেন পুরো তাৎপর্যটা ধরা পড়ল তার কাছে, 'বেচারা রানা। ওঁর সাহায্য তোমার দরকার ছিল, তাই না? তুমি বোধহয় খুব অসহায় বোধ করছ।'

'ওর সাহায্য আমাদের সবার দরকার ছিল।'

'ওরা কি আমাদের জন্যেও আসবে, রানা? ওরা?'

'ওরা আমার জন্যে আসবে, রাবেয়া, কিন্তু তোমার জন্যে আসবে কিনা আমার জানা নেই। নির্ভর করে তুমি কোন দলে তার ওপর।'

'তুমি জান আমি কোন্ দলে। ওরা আমাকে হোটেলে খুন করার চেষ্টা করেনি, অ্যাশফোর্ড ক্যাসল হোটেলে? আমি যখন বেচারা মেয়েটাকে আমার কোট আর স্কার্ফ ধার দিলাম?'

কথাটায় যুক্তি আছে। গুডরিচ এত বোকা নয় যে আয়ারল্যাণ্ডে নিরীহ একটা মেয়েকে খুন করার ঝুঁকি নেবে। অন্তত অন্য আরও একজনের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে রানাকে। দেখেশুনে মনে হচ্ছে রাবেয়া নকল নয়, অন্তত বাইরে থেকে দেখে। খানিকটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে মেনে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিল ও।

'ঠিক আছে, তোমাকে আমি বিশ্বাস করলাম, রাবেয়া।' ঢোক গিলল রানা, যতটা সম্ভব সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল পরিস্থিতি। দলবল নিয়ে চিয়াং চাও দ্বীপে আস্তানা গেড়েছে সিসিল গুডরিচ। শাকিলা মমতাজ ও কুর্শি করবেন্টিকে ওখানে বন্দী করে রেখেছে সে। সম্ভবত এলা কাডিশ আর ঈনও তার হাতে বন্দী।

'কে জানে আমাদের কপালে কি আছে!'

'এই মুহূর্তে নিশ্চয়ই কারও নজর আছে আমাদের ওপর,' বলল রানা। 'যদিও কাউকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। ওরা হয়ত আশা করছে সরাসরি চিয়াং চাও দ্বীপে ওদের আস্তানায় হামলা চালাতে যাব আমরা। মোসাদের প্রশংসা না করলেই নয়, সাইকোলজিকাল প্রেশার সৃষ্টি করার ব্যাপারে ওদের জুড়ি নেই। ঠিক আমাদের দুর্বল মুহূর্তে চাপ সৃষ্টি করছে ওরা। দু'জনেই আমরা ক্লান্ত, নতুন শহরে এসে খানিকটা দিশেহারা, পরিবেশের সাথে এখনও নিজেদেরকে পুরোপুরি খাপ খাইয়ে নিতে পারিনি। ওরা আশা করবে বোকার মত পা ফেলব আমরা। কাজেই বিশ্রাম নেয়া দরকার আমাদের, দরকার মাথা ঠাণ্ডা করে ভাল একটা প্ল্যান তৈরি করা।'

কিন্তু কোথায় যাবে ওরা? কোথায় বিশ্রাম নেবে? এখানে, যদিও হাজার

হাজার লোক আসা-যাওয়া করছে, গা ঢাকা দেয়ার কোন উপায় নেই তোমার, কারণ চারপাশের সব লোকই তাকিয়ে আছে তোমার দিকে। হংকঙে রানার কোন সেফ হাউস নেই। কনট্যাক্ট থাকলেও বিশ্বস্ত বন্ধু নেই। থাকার মধ্যে আছে শুধু অভিজ্ঞতা ও হোলস্টারের অস্ত্রগুলো। সাথে অবশ্য রাবেয়া সিরাজ আছে, কিন্তু মাঠে তার ভূমিকা সম্পর্কে আসলে কিছু জানে না ও।

বিশ্রাম নেয়া সম্ভব হতে পারে, যদি পিছনে লেগে থাকা ফেউটা-বা-গুলোকে ঝেড়ে ফেলতে পারে। কাজটা জটিল, ঝুঁকিও আছে। কিন্তু তাদেরকে দেখতে না পেলে খসাবে কিভাবে? ধরা যাক দেখতে পেল, খসানও সম্ভব হল, তারপর কি হবে? তারপর ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিতে হবে নিজেদের, অন্য কোন হোটেলে উঠে বিশ্রাম নিতে চেষ্টা করবে।

পাঁচিলে হেলান দিয়ে হারবারের দিকে তাকাল রানা, রাবেয়াকে টেনে আনল আরও কাছে। বে-র মাঝখান দিয়ে তিনটে বার্জকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মটর, লঞ্চ ও শাম্পান গিজগিজ করছে চারধারে। ভিড়ের ভেতর নাক গলিয়ে পথ করে নিচ্ছে একটা দোতলা কার ফেরি, ওদের বাম দিকে। বার্জগুলোর ডান পাশ দিয়ে পরস্পরকে পাশ কাটাল একজোড়া স্টার ফেরি, প্রতি দশ মিনিট অন্তর হংকং আর কাউলুনের মাঝখানে চলাচল করে। পাশ কাটাবার সময় সাইরেন বাজাল ওগুলো। মনে মনে হংকঙে ফিরে যাওয়ার বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করছে রানা। বিশ্রাম নেয়ার জন্যে রেড ড্রাগনে ফিরে যাওয়া উচিত হবে না, কারণ ওটার ওপর নিশ্চই প্রতিপক্ষের নজর আছে। হংকঙে যাবারই দরকার নেই। বরং কাউলুনের দিকে যাওয়া যেতে পারে।

প্ল্যানটা সাবধানে ব্যাখ্যা করল রানা। রাবেয়া কোন প্রশ্ন করার আগে দ্বিতীয়বার বোঝাল তাকে। ঠোঁটে নরম হাসি, জিজ্ঞেস করল, প্ল্যান অনুসারে কাজ করতে পারবে কিনা।

ভারি উৎসাহ দেখাল রাবেয়া। 'অবশ্যই। শয়তানগুলোকে দেখিয়ে দেব আমরা, রানা। ওদের সাথে আমারও কিছু হিসাব বাকি আছে। দুটো হিসাব—তিনটে, যদি সেই বেচারা মেয়েটাকে ধরি, যাকে আমি আমার স্কার্ফ আর কোট ধার দিয়েছিলাম।' সে-ও পাল্টা একটু হাসল। 'আমরাই জিতব, তাই না, রানা?'

'কে বলতে পারে!' জেনারেল গুডরিচকে ছোট করে দেখতে রাজি নয় রানা, তার রেকর্ড বলছে সে একাই একশো। তার সাঙ্গপাঙ্গদের সবাইকে চেনে না ও, তবে গুডরিচ যাদেরকে বাছাই করেছে তারা যে একেকটা লৌহমানব, তাতে আর সন্দেহ কি। তার ওপর, ফ্রুট কেক টিমের একজন সদস্যকে মিত্র হিসেবে পেয়ে গেছে সে। জিততে হলে ভাগ্যের বিপুল সহায়তা দরকার হবে ওদের।

হারবারের সামনের পথ ধরে ফিরে আসছে ওরা। খোলা একটা সিঁড়িপথ পড়ল সামনে, সেন্ট্রাল পোস্ট অফিসের কাছাকাছি। লোকজনের ভিড়টাকে

আড়াল হিসেবে ব্যবহার করল রানা, উঠে এল চারপাশ ঢাকা ওভারপাস-এ, সেখান থেকে চলে এল কনাট রোডের একপাশে, যেদিকে রেড ড্রাগন দাঁড়িয়ে আছে। অফিস ছুটি হয়ে গেছে, রাস্তায় লোকজন বেড়েছে আরও, তাসত্ত্বেও আশ্চর্য একটা শৃঙ্খলার ভাব লক্ষ করা গেল। পলকের জন্যে চোখের সামনে ভেসে উঠল গুলিস্তানের মোড়গুলো। বিড় বিড় করে গাল দিল রানা, 'শালার মানুষ হব কবে!'

'আমাকে তোমার শেখাবার কিছু নেই, রানা?' ওর গায়ে কাঁধ ঘষল রাবেয়া। 'দু'একটা জ্ঞান দাও, বিপদের সময় হয়তো তোমার কাজে লাগতে পারে।'

'চোখ খোলা রাখো। যারা আমাদের দিকে তাকাচ্ছে না তাদের ওপর নজর রাখো।' উপদেশ দিলেও, নজর রাখতে গিয়ে রানা উপলব্ধি করল রাস্তার অর্ধেক লোক ওদের দিকে তাকাচ্ছে না। 'বিদেশীদের ওপরও চোখ রাখো,' বলেই বুঝল, প্রতি দশজনের মধ্যে একজন চীনা নয়, ক'জনের ওপর নজর রাখবে ওরা? হোটেলের কাছাকাছি এসে মোড় ঘুরল ওরা, ঢুকে পড়ল আবার আইস হাউস স্ট্রীটে। এবার ওরা যাচ্ছে মাস ট্রানজিট রেলওয়ে স্টেশনের দিকে। প্রবেশপথটা লাল ইট, আইভি লতায় ঢাকা। এটা হংকংসাইড, সেন্ট্রাল লাইন স্টেশনের এখানেই শেষ।

মাস ট্রানজিট স্টেশন হংকঙের গর্ব, অনেক আধুনিক শহরের ঈর্ষার কারণ। পরিচ্ছন্নতা ও দক্ষতার বিচারে এত ভাল আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেলওয়ে সিস্টেম খুব কমই আছে গোটা দুনিয়ায়। মস্কোর রেলওয়ে স্টেশনের আকার বিশাল, বিখ্যাত প্যারিস রেল স্টেশনকে শিল্পকর্মের প্রদর্শনী বলা যেতে পারে, লণ্ডন স্টেশনেরও কিছুটা বৈশিষ্ট্য আছে, আর নিউইয়র্কের কুখ্যাতি আছে বিপদসঙ্কুল বলে। কিন্তু হংকঙের মত ঝলমলে উজ্জ্বল ট্রেন কোথাও নেই। সবগুলো এয়ারকণ্ডিশনড। প্ল্যাটফর্ম আয়নার মত ঝকঝক করছে, কোথাও এক কণা ধুলো পাওয়া যাবে না। সবচেয়ে বিস্মিত করল আরোহীরা—প্রতি মুহূর্তে হাজার হাজার মানুষ আসা-যাওয়া করছে, কেউ কারও সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছে না, নেই কোন ছুটোছুটি বা হকারদের দৌরাত্ম্য। রাস্তা থেকে সিঁড়ি বেয়ে নামল ওরা উঁচু সিলিং বিশিষ্ট আধুনিক কমপ্লেক্সে।

সরাসরি বুকিং বুদে চলে এল রানা, মাসুদ কায়সারের পাসপোর্ট দেখিয়ে দুটো স্পেশাল টুরিস্ট টিকেট চাইল। এই টিকেটের বৈশিষ্ট্য হল, যেখানে খুশি, যতদূর খুশি যেতে পারবে ওরা। ত্রিশ ডলারের বিনিময়ে এক জোড়া প্লাস্টিক কার্ড পেল।

প্রতিটি এমটিআর টিকেট কার্ড আকৃতির, তবে সাধারণ টিকেটগুলোতে ইলেকট্রনিক স্ট্রিপ আছে। ভ্রমণ শেষ করে প্ল্যাটফর্ম ত্যাগ করতে হলে একটা ব্যারিয়ার পেরুতে হবে সবাইকে, প্রতিবার একজন করে পেরুতে পারে। পার হবার সময় টিকেট যদি একটা মেশিনে ঢোকান না হয়, ব্যারিয়ার পথ ছাড়বে না। মেশিনগুলো ইলেকট্রনিক স্ট্রিপ চিনতে পারে। মেশিনে জমা হওয়া

টিকেট আবার নতুন করে ইস্যু করা হয়, ফলে প্রতি বছর লাখ লাখ ডলার সাশ্রয় হচ্ছে কর্তৃপক্ষের। টুরিস্ট টিকেটের সুবিধে হল, যেখানে খুশি যতবার খুশি যেতে পার তুমি, ফলে বারবার টিকেট কাটার ঝামেলা পোহাতে হয় না, সময়ও বাঁচে। প্লাস্টিক স্মার্ট কার্ড নষ্ট করলে কঠিন শাস্তি পেতে হবে। শাস্তির বিধান আছে সিগারেট ফেলে, সঙ্গে খাবারদাবার রাখলে। সেজন্যেই এমটিআর সিস্টেম এত পরিষ্কার।

রাবেয়া ও হোল্ডঅল, দুটোকেই এখনও আঁকড়ে ধরে আছে রানা। আরও কয়েক প্রস্থ সিঁড়ি ভেঙে প্ল্যাটফর্মে নেমে এল ওরা। হিসহিস শব্দ করে একটা ট্রেন ঢুকল, কাউলুন সাইডে যাবে।

ওরাও উঠল, ট্রেনও আবার ছুটতে শুরু করল। সিটগুলোয় বসাই যায় শুধু, আরাম নেই। ম্যাপের ভাঁজ খুলল রানা, টিকেট কাটার সময় কিনেছে। একটা স্টেশনের ওপর আঙুল রাখল ও, যেখানে ওরা নামবে। কোন কথা হল না। ম্যাপটা রেখে দিয়ে চারদিকে তাকাল রানা। বিশ-পঁচিশজন চীনা, তিনজন পাকিস্তানী বা ভারতীয়, একজন ইউরোপিয়ান, বাকি পাঁচ-সাতজন কোন দেশের লোক বোঝা গেল না। কেউই ওদের দিকে বিশেষভাবে তাকিয়ে নেই। কাউকে তেমন সন্দেহও হল না। রাবেয়ার চোখ দেখে মনে হল, চুপ করে থাকতে কষ্ট হচ্ছে তার। চোখাচোখি হতে তার দৃষ্টিতে আবেদন ফুটে উঠল, যেন কথা বলার অনুমতি চায়। মাথা নেড়ে অন্য দিকে তাকাল রানা। রাবেয়ার দীর্ঘশ্বাস চাপার শব্দ পেল।

অ্যাডমিরালটি স্টেশনে থামল ট্রেন। একেবারে শেষ মুহূর্তে সিট ছাড়ল রানা, সবার শেষে নামল, নামার পর লক্ষ্য রাখল আর কেউ নামে কিনা। পাশের বগি থেকেও লোকজনের নামা শেষ হয়েছে, অন্তত দরজা বন্ধ হয়ে যেতে দেখে তাই মনে হল। তারপর হঠাৎ খুলে গেল দরজা, তিনজন যুবক নেমে এল। ওদের দিকে তাকাল না, দু'জন গেল ডান দিকে, অপরজন বাম দিকে। ট্রেন ছাড়বে, এক সেকেণ্ড আগে আবার রাবেয়াকে নিয়ে উঠে পড়ল রানা, সেই আগের কমপার্টমেন্টেই। অনেকেই অবাক হয়ে তাকাল ওদের দিকে। হারবারের তলা দিয়ে জিম শা সুই-য়ে যাবে ট্রেন, তারপর বিখ্যাত নাথান রোডে উঠবে। ওখানেই প্ল্যাটফর্ম ত্যাগ করার প্ল্যান। একই রুট ধরে কাউলুনে চলে এল ট্রেন, তারপর পথে পড়ল মঙ কক ও প্রিন্স এডওয়ার্ড, দু'জায়গাতেই রেললাইন দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেছে—একটা গেছে পশ্চিমে, সুয়েন ওয়ান লাইন বলা হয় ওটাকে, আরেকটার নাম কুয়ান টং লাইন, উত্তর-পুব দিকে এগিয়েছে। ওদের ট্রেন যাবে দ্বিতীয় লাইন ধরে।

ওদের স্টেশনে থামল ট্রেন। রাবেয়াকে পাশ কাটিয়ে প্রথমে নিজে নামল রানা। এক পা এগিয়ে থামল ও, রাবেয়া নামার পরও যাতে তাকে আড়াল দেয়া যায়। সব মিলিয়ে আট-দশজন লোক নেমেছে, তাদের মধ্যে সুবেশী দু'জন চীনা তরুণকে দেখে সতর্ক হল রানা। ওদের দিকে পিছন ফিরে হাঁটছে, কিন্তু হাঁটার ভঙ্গিতে ছন্দের অভাব। এক সেকেণ্ড তাকিয়েই লক্ষ করল

রানা, দু'জনের ঘাড়ই আড়ষ্ট হয়ে আছে। পিছন দিকে নয়, পাশে তাকাল একজন, তারমানে সরাসরি না তাকিয়েও দেখে নিচ্ছে কোন দিকে যাচ্ছে ওরা।

রাবেয়াকে পাশে নিয়ে বাম দিকে ঘুরল রানা, যেন ব্যারিয়ারের দিকে যাবে। হঠাৎ চীনা দু'জনও ঘুরল, তারাও ব্যারিয়ারের দিকে যাচ্ছে।

'আবার ট্রেনে চড়ব,' বিড় বিড় করল রানা। 'একেবারে শেষ মহূর্তে।' হাঁটার গতি কমিয়ে দিল ও, রাবেয়াকে অবাক করে দিয়ে গ্রীক ভাষায় বকাঝকা করল, যেন কি একটা ব্যাপারে তার সাথে একমত হতে পারছে না। 'হাসো,' শুনেই মিষ্টি শব্দ করল রাবেয়া, বোঝাতে চাইল কোন ব্যাপারে উদ্বিগ্ন নয় ওরা।

বাঁশী বাজল। আরও কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল রানা, তারপর রাবেয়ার হাত ধরে আধ পাক ঘুরেই ছুটল ট্রেনের দিকে। দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, রাবেয়াকে ভেতরে ঠেলে দিয়ে নিজেও লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। কোন লাভ হয়নি, রানা দেখল চীনা দু'জনও ওদের কৌশল অবলম্বন করে পাশের কমপার্টমেন্টে উঠে পড়েছে।

পরবর্তী স্টেশন জর্ডান। আবার ওখানে নামবে ওরা। একেবারে শেষ মুহূর্তে, রাবেয়াকে জানিয়ে রাখল রানা।

নামার পর দেখল চারপাশে প্রচুর লোকজন। চীনা তরুণরা পিছু পিছু আসছে। রাবেয়াকে পিছন ফিরে তাকাতে নিষেধ করল রানা। ইতিমধ্যে ওদের কাপড় ও চেহারা চিনে নিয়েছে ও। দু'জনেই হালকা ধূসর রঙের সুট পরে আছে, বিকেলের এই গরমেও। মার্জিত চেহারা, দেখে মনে হয় দু'জন ব্যবসায়ী, নিজেদের অফিসে ফিরে যাচ্ছে। কিন্তু রানার অভিজ্ঞ চোখে ওদের অতিসতর্ক ভাব ধরা পড়ে গেছে। ওদের সঙ্গে আরও একটা টিম কাজ করছে, এ-ব্যাপারে প্রায় কোন সন্দেহ নেই রানার। সম্ভবত ওদের সামনে কোথাও আছে তারা।

'পুলিসের সাহায্য নেয়া সম্ভব নয়, জানি,' বিড়বিড় করল রাবেয়া। 'কিন্তু আমরা যদি ওদেরকে চ্যালেঞ্জ করি? আমাদের মত ওরাও তো পুলিসকে ভয় পাবে।'

'যা করার আমি করব, তুমি শুধু আমার নির্দেশ মত কাজ করবে,' শান্তস্বরে বলল রানা, যেন পুরানো একটা কথা মনে করিয়ে দিল তাকে।

জর্ডান স্টেশন থেকে বেরিয়ে এল ওরা, ডান দিকে ঘুরে উঠে এল ব্যস্ত নাথান রোডে। রাবেয়ার হাত ধরে হারবারের দিকে এগোচ্ছে রানা।

'তুমি আমাকে গালাগালি করলে কেন?' রাবেয়ার গলায় অভিমান।

'গালাগালি করলাম!'

'করলে না? গালও দিলে, আবার হাসতেও বললে...'

'গাল নয়, বকিনি। একটা গ্রীক কবিতা শোনালাম তোমাকে।'

'হাসতে বললে ইংরেজিতে, অথচ কবিতাটা অনুবাদ করতে পারলে না?'

'মুখস্থ করা কবিতা, মানেটা আমিও জানি না,' বলল রানা। ঠোঁটে মৃদু হাসি, রাবেয়াকে জানাল, 'পিছনে ফেউ লেগেছে।'

মুখ শুকিয়ে গেল রাবেয়ার। 'উপায়?'

'স্বাভাবিক আচরণ করো। দোকানগুলোর জানালার সামনে মাঝেমধ্যে থামো। আস্তে-ধীরে হাঁটো। রাস্তার শেষ মাথায় পেনিনসুলা হোটেল। ওদেরকে আমরা ওখানে খসাবার চেষ্টা করব।'

ভিড়ের চাপে ফুটপাথ উপচে পড়ছে, চীনা ও ভারতীয়ই বেশি, ইউরোপিয়ান খুব কম। নাথান রোড যেন দক্ষিণ এশীয় সংস্কৃতির মিলন ক্ষেত্র। মাথার ওপর ঝুলে আছে গাঢ় রঙের ঝলমলে ব্যানার। দোকান-পাটের মুখগুলো একটার সঙ্গে একটা সেঁটে আছে। প্রতিটি দোকানের মাথায় বাড়িঘর, রেলিঙে বাচ্চা ও মেয়েদের কাপড়চোপড় শুকাতে দেয়া হয়েছে, কোন কোন বিল্ডিঙের বয়স হবে পঞ্চাশ বা সত্তর। নিওন আর পেপার সাইন মাতালের মত কাত হয়ে আছে এদিক-সেদিক, দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে ব্যবহার করা হয়েছে যতটা সম্ভব উজ্জ্বল রঙ। হোটেলগুলোর সামনেই ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে পালক ছাড়ান হাঁস ও মুরগি। কাঠ-কয়লার ওপর গরম হচ্ছে কাবাব। মাংস ও মশলার গন্ধে, ধোঁয়ার ঝাঁঝে দম আটকে আসতে চায়। ক্যামেরা ও ইলেকট্রনিক্সের দোকানগুলো থেকে চীনা ও ভারতীয় গানের জোর আওয়াজ আসছে। মাঝেমধ্যে দোকানগুলোর সামনে থামল ওরা, ভেতরেও ঢুকল কয়েক-বার। দর জিজ্ঞেস করার ফাঁকে নজর রাখল ফেউদের ওপর।

মনে মনে ওদের নাম রেখেছে রানা হনুমান ও রাবণ। মাপা দূরত্ব বজায় রেখে অনুসরণ করছে তারা, ট্রেনিং ছাড়া যা সম্ভব নয়। তবে তাদের ট্রেনিঙে খুঁত আছে। স্টেশন থেকে বেরিয়ে আসার পাঁচ মিনিটের মধ্যে রানার মনে হল, সামনের টিমটাকে চিনতে পেরেছে ও।

একটা ছেলে আর একটা মেয়ে, বয়স হবে আঠারো কি উনিশ। দেখে মনে হচ্ছে পরস্পরের প্রতি মুগ্ধ হয়ে আছে তারা। ছেলেটার হাত মেয়েটার কোমরে, মেয়েটার মাথা ছেলেটার কাঁধে। কিন্তু রানা ও রাবেয়া যতবার থামল, তারাও থামল। জিনসের ওপর ঢোলা একটা শার্ট পরে আছে ছেলেটা, উরু থেকে বুক পর্যন্ত যে-কোন জায়গায় লুকানো অস্ত্র থাকা বিচিত্র নয়। হনুমান ও রাবণের সুটের ভেতরও প্রচুর জায়গা আছে হ্যাণ্ডগান লুকিয়ে রাখার। রানা ভাবল, ছোকরা তিনজন ভাড়াটে খুনী হওয়ারই বেশি সম্ভাবনা। জহির কি এরইমধ্যে খুন হয়নি?

কিন্তু না, যুক্তির সঙ্গে মেলে না। শেষ দৃশ্যে গুডরিচ নিজে দর্শক হতে চাইবে। মাসুদ রানার মৃত্যু চাক্ষুষ করার জন্যে মোসাড অথবা মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের এক-আধজন লোক থাকতে হবে, তা না হলে রিপোর্টটা পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য হবে না।

অবশেষে ওরা পেনিনসুলায় পৌঁছুল। একটা সাইড ডোর দিয়ে ভেতরে ঢুকল ওরা, চলে এল আলো ঝলমলে শপিং আর্কেডে। রানার মনে পড়ল কে

যেন ওকে বলেছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হোটেলের এই অংশটা অফিসার্স ক্লাব ছিল। ভাবল, কে জানে মদ্যপ মেজরদের অশান্ত আত্মা এখনও এখানে ঘুর ঘুর করে কিনা।

সিঁড়ি বেয়ে মেইন লবিতে উঠছে ওরা। হনুমান ও রাবণও সিঁড়ির ধাপে পা রাখার জন্যে এগিয়ে আসছে। দ্বিতীয় টিমটা সম্ভবত হোটেলের সামনের দিকে চলে গেছে, ওদেরকে একটা বক্স-এর ভেতর রাখার জন্যে।

'তুমি সামনে এগোও,' ফিসফিস করল রানা, রাবেয়ার হাতে ধরিয়ে দিল হোল্ডঅলটা। 'আমাদের আর্মস ডিপো তোমার হাতে তুলে দিলাম। সোজা টয়লেটে ঢুকে পড়। এদিকের কাজটা সেরেই লবিতে আসছি আমি।'

আর কিছু না হোক, এতে করে অন্তত পরীক্ষা হয়ে যাবে রাবেয়া বিশ্বস্ত কিনা। মেয়েটার উদ্দেশ্যে মাথা ঝাঁকাল রানা, হাসিখুশি নিরুদ্বিগ্ন, পকেটে হাত ভরে সিগারেটের প্যাকেট বের করল। ঠোঁটের মাঝখানে সিগারেট গুঁজে পকেটে হাত চাপড়াল, লাইটার খুঁজছে। হঠাৎ ওকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে হনুমান ও রাবণ সামান্য হলেও চমকাল, কিন্তু শিকারকে ফেলে পিছু হটে কিভাবে, কাজেই বাধ্য হয়ে এগিয়ে আসতে হল তাদের, ভান করল রানার অস্তিত্ব সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সচেতন নয়। কিন্তু দু'পা এগিয়ে তাদের পথ আগলে দাঁড়াল রানা, ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল আগুন আছে কিনা।

কাছ থেকে দেখে মনে হল যমজ। খুলি কামড়ে থাকা ছোট করে ছাঁটা চুল, একই আকৃতির ভুরু ও নাক, গোল মুখ, চঞ্চল ও নিষ্ঠুর চোখ। এক সেকেণ্ডের জন্যে স্থির হয়ে থাকল তারা, বিড়বিড় করে কি যেন বলছে রাবণ, সেই সাথে খোলা জ্যাকেটের ভেতর ঢোকাবার জন্যে ডান হাতটা তুলল। মুখে অমায়িক হাসি, খপ করে তার হাতটা ধরেই প্রচণ্ড মোচড় দিল রানা, হ্যাঁচকা টান দিয়ে নিচে নামাবার সময় ভাঁজ করা হাঁটুটা ওপর দিকে তুলল। লোকটার উরুসন্ধিতে লাগল হাঁটু, তার ব্যথাটুকু যেন রানা নিজেও অনুভব করতে পারল। কাতর ধ্বনিটায় অন্তত কোন ভেজাল নেই। আওয়াজটা মাত্র শুরু হয়েছে, লোকটাকে আধপাক ঘুরিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে ঠেলে দিল সামনের দিকে, হনুমানের ওপর। কায়দা করে এমনভাবে ঠেলল রানা, রাবণের মাথার খুলিটা বাড়ি খেল হনুমানের নাকের সাথে।

রাবণকে ধরেই আছে রানা, ছাড়েনি। সংঘর্ষের আওয়াজ এত কর্কশ যে শরীর রী-রী করে উঠল ওর। বন্দী রাবণ নিস্তেজ হয়ে পড়ল ওর হাতে।

সামনেই সারি সারি দোকান, সেগুলো থেকে কেউ বেরিয়ে আসার আগেই কাজ সেরে ফেলল রানা। হনুমানের ওপর রাবণ, একজোড়া বস্তার মত পড়ে আছে, জ্ঞান প্রায় নেই বললেই চলে। উরুসন্ধি ও মাথায় আঘাত পেয়ে গোঙাচ্ছে রাবণ, আর হনুমানকে দেখে মনে হল তার নাকটা কেউ হাতুড়ি মেরে থেঁতলে দিয়েছে, ভাঙা নাক থেকে দরদর করে রক্ত বেরিয়ে আসছে, সম্ভবত একটা চোয়ালও ভেঙে গেছে। চিৎকার জুড়ে দিল রানা, অনুরোধ করছে কেউ যেন পুলিসকে খবর দেয়।

'এরা আমার সব কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করছিল! পুলিস, পুলিস! ডাকাত, ডাকাত!' চারদিক থেকে ছুটে এল লোকজন। চীনা ও ইংরেজি ভাষায় মন্তব্য করছে সবাই। ঝুঁকল রানা, হনুমান ও রাবণের জ্যাকেটের ভেতর হাত গলিয়ে দুটো রিভলভার বের করে আনল। দুটোই .৩৮ ক্যালিবারের। 'দেখুন!' আবার চিৎকার করল ও। 'দয়া করে কেউ পুলিসকে খবর দিন। এই লোক দু'জন ডাকাত!'

উত্তেজিত জনতা হাত ছুঁড়ে ও গর্জে উঠে জানিয়ে দিল, তারা রানার সঙ্গে আছে। ক্রমশ বাড়ছে ভিড়। চেহারায় আতঙ্কিত একটা ভাব, পিছু হটতে শুরু করল রানা। তারপর যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেছে, হাতের একটা অস্ত্র ছুঁড়ে দিল হনুমান ও রাবণের মাথার দিকে। ওদের দিকে পিছন ফিরে দ্বিতীয় অস্ত্রটা দ্রুত গুঁজে নিল বেল্টে, অস্কার জ্যাকবসন জ্যাকেটে ঢাকা পড়ে গেল সেটা। ঘুরল ও, সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল।

'নিচে যান, তাড়াতাড়ি!' দু'জন সিকিউরিটি অফিসারকে সিঁড়ি বেয়ে নামতে দেখে বলল রানা, একজনের সঙ্গে প্রায় ধাক্কা খেতে যাচ্ছিল। 'একদল ডাকাত এইমাত্র আমার বন্ধুকে আক্রমণ করেছে।'

রেস্তোরাঁর ভেতর, দরজার মুখে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে রাবেয়া। ওর চারপাশে ব্যস্তভাবে ছুটোছুটি করছে ওয়েটাররা, হাতে ট্রে। পক্বকেশ এক বৃদ্ধ, হেড ওয়েটার, তাদের কাজ তদারক করছে। দরজার আরেক পাশে উঁচু মঞ্চে দুটো মেয়ে গান গাইছে। একটা মেয়েকে ভারতীয় বলে মনে হল।

হোল্ডঅলটা নিজের হাতে নিল রানা, বিড়বিড় করে বলল, 'চল কেটে পড়ি।' ঘুরল ও, রেস্তোরাঁর দিকে পিছন ফিরে করিডর ধরে এগোল লবির দিকে। আশপাশে অনেক লোক, তাদের ওপর চোখ বুলিয়ে ব্যাক-আপ টিমটাকে কোথাও দেখল না। লবিতেও তারা নেই। লবি থেকে উঠানে বেরিয়ে এল রানা, রাবেয়া ওর পাশে। এখানেও তাদেরকে দেখা গেল না। যানবাহনের মিছিলে একটু ফাঁক পেতেই এক ছুটে রাস্তা পেরুল ওরা, হারবারের দিকে যাচ্ছে। দু'পাশে গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অফিস ও অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং। রাস্তায় প্রচুর লোক। চারপাশে চোখ বুলিয়ে এখনও ব্যাক-আপ টিমটাকে খুঁজছে রানা।

'ওরা বোধহয় খসে গেছে,' বলল ও, মৃদু চাপ দিল রাবেয়ার হাতে। 'চল, বাম দিকেই যাই আমরা।'

'কোথায়? আমার পা···'

'তোমার পা দুটোকে খানিক বিশ্রাম দেয়ার কথাই ভাবছি আমি। ভাল একটা হোটেলে কয়েক ঘন্টা বিশ্রাম নেব, তুমি একটা সুযোগ পাবে।'

'আমি? কি সুযোগ?' সরাসরি রানার দিকে তাকাল রাবেয়া।

'তুমি তো সব সময় একটা সুযোগই খোঁজ।'

'ও, হ্যাঁ, তোমার সেবা করার সুযোগ। রানা, তোমার হাত কেমন আছে?'

'তুমি জিজ্ঞেস করতেই ব্যথাটা অনুভব করছি, তবে খুবই সামান্য। সামনেই শেরাটন পড়বে, ওখানে ঢুকি চলো।'

সামনে নির্মাণ কাজ চলছে, ক্রেন ও পাঁচিলে ঢাকা পড়ে আছে শেরাটন। ওগুলোকে পাশ কাটাবার পর হোটেলটা দৃষ্টিগোচর হল। উঠনে রোলস রয়েস আর ক্যাডিলাকের ছড়াছড়ি। বাঁক নিয়ে প্রবেশমুখের কাছাকাছি চলে এল ওরা। ইউনিফর্ম পরা গার্ডকে দেখা গেল। সেই সঙ্গে দেখা গেল ব্যাক-আপ টিমটাকেও।

ওদের সামনে, ফুটপাতের ওপর, মেয়েটাকে দু'হাতে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ছেলেটা। ঝট করে বেল্টের ওপর হাত চলে গেল রানার। রিভলভারটা বের করতে যাবে, মেয়েটাকে ছেড়ে ওদেরে দিকে এগিয়ে এল ছেলেটা। তার হাত খালি, তবে মেয়েটাকে রানা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না।

'মি. রানা?' জিজ্ঞেস করল সে।

'ইয়েস,' বলল রানা, পিছিয়ে এল এক পা, পরবর্তী পদক্ষেপের জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি।

'রিল্যাক্স, স্যার। মি. আব্বাস আমাকে বলেছেন, তাঁর যদি কোন বিপদ হয়, আমি যেন আপনাকে এটা দিই—নেভার মাইণ্ড।' ধীরে ধীরে পকেটে হাত ভরল ছেলেটা, অলস ভঙ্গিতে বের করে আনল একটা এনভেলাপ। 'আজ বিকেলে যে মি. আব্বাস সিরিয়াস অ্যাক্সিডেন্ট করেছেন তা বোধহয় আপনি জানেন। আমার নাম লী লিং। আমি মি. আব্বাসের লোক, তাঁর কাজ করতাম। সমস্ত আয়োজন করা হয়েছে। আমার ধারণা, গুণ্ডা দু'জনের ব্যবস্থা এরইমধ্যে করেছেন আপনি, যারা আপনাদের পিছু নিয়েছিল। ওদিকে একটা ভিড় দেখলাম...'

'হ্যাঁ,' বলল রানা, এখনও পুরোমাত্রায় সতর্ক।

'ভেরি গুড, স্যার। আজ সাড়ে দশটায় ওশেন টার্মিন্যালের পাশে একটা ওয়ালা-ওয়ালা থাকবে। আপনারা ওঠার সময় আমি ওখানে থাকব। সাড়ে দশটায়, ওশেন টার্মিন্যালের পাশে। ঠিক আছে, হ্যায়া?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। পিছন থেকে এগিয়ে এসে ছেলেটার গলা জড়িয়ে ধরল মেয়েটা। পরস্পরকে আলিঙ্গন করে হাসল ওরা, ওদের দিকে পিছন ফিরে হাঁটা ধরল।

'ওয়ালা-ওয়ালা কি?' অনেকক্ষণ পর জিজ্ঞেস করল রাবেয়া, রানাকে সেবা দান করার ফাঁকে। প্রায় আকাশের কাছাকাছি, শেরাটনের বারোতলায় শুয়ে আছে ওরা।

'এঞ্জিন ফিট করা শাম্পান,' জবাব দিল রানা। 'এঞ্জিনের শব্দ শুনে কেউ কোন কালে এই নাম রেখেছিল, ওয়ালা-ওয়ালা।'

'তুমি খুব বুদ্ধিমান, রানা।' রানার গলাটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরল রাবেয়া। 'এত সব তুমি শেখ কিভাবে?'

'অফিশিয়াল হংকং গাইডে চোখ বুলিয়ে,' বলল রানা। 'তুমি যখন

বাথরুমে ছিলে তখনই পড়ে নিয়েছি।'

'আমরা তাহলে কোথায় যাচ্ছি? চিয়াং চাও দ্বীপে, যেখানে ওদেরকে বন্দী করে রাখা হয়েছে—কুর্নি করবেট আর শাকিলা মমতাজকে, শামিম হাসান আর এলা ক্যাভিশকে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'তোমার ভয় করছে, রাবেয়া?'

রানার বুকে মুখ ঘষল রাবেয়া। 'তুমি সাথে থাকলে আমার ভয় করে না!'

'কিন্তু শোন, আমার নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কেও আমি নিঃসন্দেহ নই। যেখানে যাচ্ছি সেখান থেকে বেঁচে ফিরে আসব, সে সম্ভাবনা খুবই কম।'

'তুমি কি আমাকে জিজ্ঞেস করছ, আমি তোমার সঙ্গে যেতে রাজি কিনা?'

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর রানা বলল, 'না, তা জিজ্ঞেস করছি না।'

'আমি জানি, তা তুমি জিজ্ঞেস করবে না,' ম্লান গলায় বলল রাবেয়া। 'জানি, এখনও তুমি আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস কর না। আমি যদি যেতে না-ও চাই, তুমি আমাকে জোর করে নিয়ে যাবে...মানে, চেষ্টা করবে।'

'হ্যাঁ।'

'তবে তার দরকার নেই। আমি স্বেচ্ছায় তোমার সঙ্গে যাব। যাব, কারণ, তোমাকে আমি বিপদের মুখে একা ঠেলে দিতে রাজি নই। তোমার যদি কিছু হয়, তা যেন আমার চোখের সামনেই হয়।'

গুডরিচ যা চাইছে, তা কি রাবেয়াও চাইছে? রাবেয়া যদি ওদের দলের হয়, অবশ্যই শেষ দৃশ্যে দর্শক হতে চাইবে সে।

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল রানা। রাবেয়া মেয়েটাকে সত্যি ভাল লাগতে শুরু করেছে ওর। এত ভাল হৃদয় সাধারণত কোন সুন্দরী মেয়ের মধ্যে দেখা যায় না। শেষ পর্যন্ত যদি জানা যায়, দল বদল করেছে সে, কষ্ট হবে ওর।

ব্যাপারটা ভুলে থাকার চেষ্টা করল ও। সময়ে দেখা যাবে কোথাকার পানি কোথায় গড়ায়। তারপর ওর আব্বাসের চিঠিটার কথা মনে পড়ল।

শেরাটনে কামরা পেতে কোন অসুবিধে হয়নি ওদের। মাসুদ কায়সারের নামে ইস্যু করা অ্যামেক্স কার্ড দেখাবার পর সব পানির মত সহজ হয়ে যায়, রিসেপশন থেকে এমনকি লাগেজ না থাকার কারণও জানতে চাওয়া হয়নি। তবে যেচে পড়ে একটা ব্যাখ্যা দিয়েছে রানা, এয়ারপোর্ট থেকে পরে আসবে। হোল্ডঅলটা হাতছাড়া করেনি ও, বলেছে নিজেই বয়ে নিতে পারবে।

নিজেদের কামরায় এসে টেলিফোনে ইউরোপিয়ান ডিনারের অর্ডার দেয় ও। খাওয়াদাওয়া শেষ করল ওরা, রুম সার্ভিস বিদায় নিল, এরপর এনভেলাপটা খুলল রানা। শুধু চিঠি লিখে যায়নি জহির আব্বাস, এনভেলাপের ভেতর একটা ম্যাপও ভরে রেখে গেছে সে।

'কত কিছুই তো ঘটতে পারে, তাই আমি আমার এক তরুণ বন্ধুর কাছে রাখছি এটা। লী লিং যতভাবে সম্ভব সাহায্য করবে

তোমাকে। চিয়াং চাও দ্বীপে তোমাদের যাবার ব্যবস্থা করে রাখলাম। দ্বীপের পশ্চিম দিকে, হারবারে তোমাদের নামিয়ে দেবে বুদ্ধা। নামার পর সাদা একটা ভিলায় পৌঁছতে হবে তোমাকে। দ্বীপের পুব প্রান্তে, ওঅরউইক হোটেলের প্রায় উল্টো দিকে ওটা, পায়ে হেঁটে দশ মিনিটের পথ। ফেরি ল্যান্ডিং-এর ডান দিকে সরু একটা গলি আছে, দু'পাশে বাড়ি-ঘর, ওই গলিটা ধরে যাবে তুমি। ভিলাটা খুব ভাল একটা পজিশনে দাঁড়িয়ে আছে, টাং ওয়ান বে-র উত্তর প্রান্তে, যথেষ্ট ওপরে। ওখান থেকে সৈকত ও সাগর অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। বলাই বাহুল্য, ওঅরউইক রয়েছে দক্ষিণ দিকে। আমার জানা মতে ওখানে কোন ওয়ার্নিং ডিভাইস নেই, তবে কেউ বাস করতে এলে খুব ভাল পাহারার ব্যবস্থা থাকে। অন্তত একটা লোকাল ফোন আছে, নাম্বারটা হল ৫৫৫২০৩। মনে রেখো, হিল ট্র্যাক্টে ন'জন লোক মারা গেছে এবং সুন্দরবনে শুরু হয়েছে দাবাগ্নি। এটা যদি পাও তুমি, তোমাকে শুভেচ্ছা জানাবার জন্যে আমি থাকব না, তাই এখনই শুভেচ্ছা জানিয়ে রাখি। আব্বাস।'

চিঠি, ম্যাপ ও ব্যক্তি লী লিংকে নির্ভেজাল হিসেবে গ্রহণ না করে উপায় নেই রানার। অন্তত চিয়াং চাও দ্বীপে পৌঁছুনর ও বাড়িটা খুঁজে পাবার একটা উপায় তো বটে। ডিনার এসে পৌঁছুবার আগে বাথরুমে ঢুকল ও, হোল্ডঅল খুলে ইকুইপমেন্ট ও অস্ত্রগুলো পরীক্ষা করল। একটা .৩৮ দিয়ে রাবেয়াকে সশস্ত্র করার সিদ্ধান্ত নিল ও। হনুমান ও রাবণের কাছ থেকে যে-ধরনের অস্ত্র পাওয়া গেছে সে-ধরনের একটা অস্ত্র ওর কাছেও থাকবে। বাকি সবও থাকবে, হোল্ডঅলের ভেতর। ভিলাটা চাক্ষুষ করার পর কি করা দরকার বুঝতে পারবে ও। শুভরিচ যেখানে জড়িত, আর কোন ঝুঁকি নেয়া ওর সাজে না। বেডরুমে ফিরে এল ও, ডিনার খেল, রাবেয়া বাথরুম খালি না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করল, তারপর শাওয়ার সারল। পাল্টাবার মত কাপড় নেই ওদের, তবু পরিচ্ছন্ন ও তাজা হবার সুযোগ পেয়ে দু'জনেই খুশি। তোয়ালে দিয়ে ভাল করে গা মোছার পর বিছানায় লম্বা হল রানা। দু'জনেই ওরা ক্লান্ত হলেও, উদ্ভাবনী প্রতিভার পরিচয় দিয়ে রাবেয়া এমন সুকৌশলে ফাঁদ পাতল, ধরা না দিয়ে উপায় থাকল না ওর। পরে, সামান্য একটু ঝিমিয়ে নিয়ে, রাতের জরুরি কাজের কথা বুঝিয়ে দিল রাবেয়াকে।

'সব পরিষ্কার বুঝেছ তো?' ব্রিফিং-এর শেষে জানতে চাইল ও। 'যেখানে বলা হবে সেখানেই অপেক্ষা করবে তুমি, যতক্ষণ না আমি ফিরে আসি। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা হবে।' রাবেয়ার দুই কানে আলতোভাবে চুমো খেল রানা, যেন সারমর্মের নিচে কালির দাগ টানল।

কাপড় পরল ওরা, তারপর বিছানা থেকে তুলে নিল যে যার অস্ত্র।

রিভলভার ও স্পেয়ার অ্যামিউনিশন এমন অভ্যস্ত ভঙ্গিতে নাড়াচাড়া করল রাবেয়া, দেখে খুশি হল রানা। ও তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে ম্লান একটু হাসল সে, বলল, 'একটা কথা, রানা।'

'হ্যাঁ, বলো।'

'আমার এই রিভলভারকে চালিয়ে যে-ই মারা যাক, সে যেন তোমার শত্রু হয়, শত্রু হয় মুসলিম বিশ্বের, ফিলিস্তিনীদের এবং বাংলাদেশের। এটা আমার প্রার্থনা। বল, আমিন।'

বিড় বিড় করল রানা।

'এটা আমাদের পবিত্র যুদ্ধ, রানা,' আবার বলল রাবেয়া। 'এই যুদ্ধে আমি শহীদও হতে পারি। আমি যদি মারা যাই, কথা দাও, তুমি আমার লাশ যেভাবে হোক সংগ্রহ করবে।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল রানা। তারপর বলল, 'কেন বল তো? তার কি আসলে কোন দরকার আছে?'

'আছে। দরকার আছে। কথা দাও।'

'যুদ্ধক্ষেত্র থেকে লাশ সংগ্রহ করা সহজ কাজ নয়, রাবেয়া। তুমি নিহত হওয়া মানে সেনাবাহিনীর অর্ধেক খতম, তারপর বাকি অর্ধেকের পক্ষে অর্থাৎ একা আমার পক্ষে যুদ্ধে জেতা সম্ভব না-ও হতে পারে।'

'আহা, বোঝ না কেন, এখানে মূল ব্যাপারটা হচ্ছে যদি। যদি তুমি জেত, তাহলে। বল, লাশটা ফেলে যাবে না?'

'আচ্ছা, বেশ, সম্ভব হলে ওটা আমি সংগ্রহ করব।' রাজি হল রানা। 'কিন্তু কেন? ওটা কি কাজে আসবে আমার?'

'তোমার নয়, আমার। লাশটা তুমি সোনার বাংলায় নিয়ে যাবে, রানা। তোমার বাংলায়, বুঝতে পারছ? মৃত্যুর পর আমি তোমার মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাই। লোকালয় থেকে দূরে, কোন সবুজ মাঠের পাশে, নদীর কাছাকাছি কবর দিয়ো আমাকে। কথা দিচ্ছ, রানা?'

'আচ্ছা, তাই হবে, যদি পারি। কিন্তু তোমার চোখের সামনে আমি যদি মারা যাই, রাবেয়া? তুমি কি করবে?'

'তুমি কি করতে বল শুনি।'

'আমিও চাই যদি সম্ভব হয় লাশটা কেউ দেশে পৌঁছে দিক। আমার দেশে।'

'দুঃখিত, রানা।'

'মানে?'

'ওদের সাথে একা আমার পারার প্রশ্নই ওঠে না। তুমি যদি না থাক, আমিও থাকব না। কাজেই...'

'তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ, রাবেয়া।'

'তা যদি যাই, আমি মেয়ে বলে। মেয়ে, আর তোমাকে ভালবাসি বলে। আল্লা সাক্ষী, তুমি আমার স্বামী—বিশেষ ও ব্যাপক অর্থে। তোমার মৃত্যু আমি

কল্পনা করতে পারি না, এ-ধরনের পাপ করতে আমি রাজি নই।'

পলকের জন্যে হলেও, নিজের বিচারবুদ্ধির ওপর ক্ষীণ সন্দেহ দেখা দিল রানার। রাবেয়াকে রিভলভার দেয়াটা কি উচিত হয়েছে ওর? পরমুহূর্তে চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলল ও। শুধু বলল, 'তুমি দেখা যাচ্ছে খুবই পরহেজগার।'

'দোয়া কর, আমি যেন তোমার কোলে মাথা রেখে মরতে পারি, রানা,' ব্যাকুল আবেদন জানাল রাবেয়া।

তিক্ত হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। 'আমিই বা কিভাবে তোমার মৃত্যু কল্পনা করি, বল তো? থাক, এ-প্রসঙ্গ এখানেই থাক।'

রাত পৌনে দশটায় হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে এল ওরা। কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে-দশটায় বিশাল শপিং মল ওশেন টার্মিন্যালে ওদের সঙ্গে দেখা হল লী লিং-এর, স্টার ফেরির কাছে। প্রধান জেটিগুলোর কাছ থেকে পথ দেখিয়ে ওদেরকে দূরে সরিয়ে আনল সে। প্রায় অন্ধকার হারবারের এক প্রান্তে এসে রানা দেখল, কালো পা'জামা পরা এক বুড়ি ওদের জন্যে শাম্পান নিয়ে অপেক্ষা করছে।

'উনি জানেন, কোথায় আমাদের নিয়ে যেতে হবে?' জানতে চাইল ও।

মাথা ঝাঁকাল লী লিং। 'বুড়িকে টাকা দেবেন না,' বলল সে। 'যা দেয়ার আমি দিয়েছি। পৌঁছুতে প্রায় তিন ঘন্টা লাগবে আপনাদের। ফেরিতে মাত্র এক ঘন্টা লাগত, তবে শাম্পানে যাওয়াই নিরাপদ।'

কিন্তু লাগল আসলে চার ঘন্টা। এই চার ঘন্টা ওদের সঙ্গে একটাও কথা বলল না বুড়ি, শুধু শাম্পানের হাল ধরে বসে থাকল।

রাত তিনটের দিকে চিয়াং চাউ দ্বীপে নামল ওরা, হংকং থেকে সাড়ে সাত মাইল দূরে। যতক্ষণ সাগরের মাঝখানে ছিল, ওদের সাম্পানটাকে নিয়ে নাচানাচি করেছে ঢেউ। হারবারের কাছাকাছি আসার পর শান্ত হয়ে এল পানি। এঞ্জিন বন্ধ করে হাতে বৈঠা তুলে নিল বুড়ি। হারবারে লঞ্চ ও শাম্পান গিজগিজ করছে, সেগুলোর ভেতর দিয়ে এগোল ওরা। হারবারের পাঁচিল দেখা যেতেই বিড়বিড় করে কি যেন বলল বুড়ি, ওরা ধরে নিল ওদেরকে নেমে যেতে বলছে সে। আঁচড়ে-খামচে পাঁচিলের ওপর উঠে পড়ল দু'জনেই, হাত নেড়ে বুড়িকে বিদায় জানাল।

সাত

ম্যাপে যেমন দেখেছে রানা, দ্বীপটা আসলেও দেখতে ঠিক যেন একটা ডাম-বেল। দক্ষিণ অংশটা উত্তর অংশের চেয়ে আকারে বেশ অনেকটা বড়, দুটোর মাঝখানে মাইলখানেক চওড়া মাটির একটা করিডর।

শাম্পান থেকে নামার আগেই চোখে অন্ধকার সয়ে গেছে, কাজেই

সামনের বাড়িগুলো দেখতে পেল রানা। রাবেয়ার হাত ধরল ও, নিশ্চিতভাবে জেনে নিল তার রিভলভারটা ব্যবহারের জন্যে তৈরি অবস্থায় আছে কিনা, তারপর কাছাকাছি গাঢ় যে ফাঁকটা রয়েছে সেটার দিকে সাবধানে পা বাড়াল। ফাঁকটা সরু একটা গলি, ক্রমশ নিচের দিকে নেমে গেছে। গলির মুখে কি যেন একটা চকচক করছে, [illegible] তারপর বুঝতে পারল, ওটা আসলে টেলিফোন বুদ, কাঁচ দিয়ে মোড়া। ভিলাটা দেখে আসার পর ব্যবহার করবে ওটা, সিদ্ধান্ত নিল রানা।

'এখানে অপেক্ষা করো তুমি। নড়বে না। সাবধান, কেউ যেন তোমাকে দেখতে না পায়,' ফিসফিস করে বলল রানা। 'এক ঘন্টার মধ্যে ফিরে আসব।'

'বল ইনশাল্লাহ।'

বিড়বিড় করল রানা। যতটা ধারণা করেছিল তারচেয়ে অনেক কম নার্ভাস রাবেয়া, উপলব্ধি করল ও। নিজের নয়, বরং ওর নিরাপত্তা সম্পর্কে বেশি উদ্বিগ্ন সে। তার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে গলির ভেতর ঢুকে পড়ল রানা। দু'পাশের বিল্ডিংগুলোর নিচতলায় দোকান-পাট, তবে এত রাতে সবগুলো বন্ধ। রাস্তায় কোন লোকজন নেই। দুশো গজ এগোবার পর গলিটা আরও সরু হয়ে এল। সামনে, ডান দিকে, বড় একটা গাছ দাঁড়িয়ে আছে, গাছের নিচে কি যেন একবার নড়ে উঠল।

দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। বেশ কিছুক্ষণ ধরে ভাল করে তাকাবার পর বুঝতে পারল, বুড়ো এক চীনাম্যান ঘাসের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে। আরও কয়েক পা এগোতে তার নাক ডাকার আওয়াজ ঢুকল কানে।

আরও বারো মিনিট হাঁটার পর সরাসরি সামনে বালি দেখতে পেল রানা, সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। এটা টাং ওয়ান বে। বিল্ডিংয়ের আড়াল থেকে না বেরিয়ে সাবধানে, ধীরে ধীরে এগোল ও। ওর ডান দিকে একটা আলোর মালা দেখা গেল, ওয়ারউইক হোটেল। থামল ও, সৈকতের চারদিকে চোখ বুলাল। বাম দিকের সৈকত ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে গেছে, প্রায় ঢালের মত; ঢালের শেষ মাথায় ধূসর রঙের বাড়িটা। বাড়ির নিচে সাগর।

বাড়িটায় একজোড়া আলো জ্বলতে দেখল রানা। এটাই নিশ্চয় সেই ভিলা, ম্যাপে যেটার ওপর দাগ দিয়ে গেছে আব্বাস। যতটা সম্ভব বিল্ডিংগুলোর গাঢ় আড়ালে থাকল ও, মনে মনে প্রার্থনা করল বাড়িটা থেকে কেউ যেন ইনফ্রা-রেড নাইট গ্লাস ব্যবহার না করে, তারপর খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল। সৈকতের বালি অন্ধকারে সাদাটে লাগল। সতর্ক, ধীর পায়ে বাড়িটার দিকে এগোচ্ছে ও।

বিল্ডিংগুলোর গাঢ় ছায়া আর ঢালের গোড়া, এই দুইয়ের মাঝখানে সৈকত প্রায় সত্তর গজ লম্বা বলে ধারণা করল রানা, তার মধ্যে পঞ্চাশ গজ ভিলা থেকে দেখা যাবে। বড় করে শ্বাস টেনে তীরবেগে ছুটল ও, ঢালের গোড়ায় পৌঁছে গতি কমিয়ে এনে আবার হাঁটতে শুরু করল। পায়ের তলায়

এখন আর বালি নেই, আছে পাথর ও মাটি। প্রায় খাড়াভাবে উঠে গেছে ঢাল, এখানে-সেখানে সামান্য কিছু ঘাস ও নিচু ঝোপ দেখা গেল।

কাঁধে হোল্ডঅলের স্ট্র্যাপটা ভাল করে আটকে নিয়ে দ্রুত উঠে যাচ্ছে রানা। ঘাসের ডগা অত্যন্ত কর্কশ, কোথাও-কোথাও অস্বাভাবিক লম্বা, হাতে [illegible] মাঝে-মধ্যে পায়ের নিচেটা নরম লাগল, অর্থাৎ কোথাও-কোথাও কিছু বালিও আছে। প্রায় দশ মিনিট কঠিন পরিশ্রমের পর সমতল জায়গায় উঠে এল ও। উঠলেও, ভিলাটা এখনও দেখতে পাচ্ছে না। আরও কিছুক্ষণ এগোল ও, তারপর ছোট একটা ঢাল বেয়ে ওঠার সময় আকাশের গায়ে ভিলার মাথাটা দেখতে পেল, ত্রিশ গজ দূরে।

পাথর ও বালির ওপর শুয়ে পড়ল রানা। আকাশ একটু পরিষ্কার হয়েছে আগের চেয়ে। ক্রল করে দশ গজ এগোল ও।

বাড়িটা থেকে আর মাত্র কয়েক-পা দূরে রয়েছে রানা। টার্গেটের দিকে চোখ রেখে পাঁচ মিনিট শুয়ে থাকল। টেরাকোটা ছাদ ওয়ালা বিল্ডিংটাকে খুব নিচু মনে হল ওর। ভিলার চারদিকে খিলান রয়েছে সারি সারি, স্প্যানিশ প্রভাবের কথাই মনে করিয়ে দেয়। একটা বাগান ভিলাটাকে ঘিরে রেখেছে। বাগানের চারধারে পাঁচিল, তবে খুব উঁচু নয়। খিলানগুলো ভিলা থেকে বাগানে বেরুবার পথ বলে মনে হল। নিচে থেকে যে আলো দুটো দেখেছিল, একজোড়া স্লাইডিং দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছে। দরজা দুটো ভিলার একটা পাশে, ওখান থেকে সরাসরি বে দেখা যাবে। কাঁচের ওদিকে কাকে যেন নড়তে দেখল রানা। কয়েক সেকেণ্ড একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার পর চিনতে পারল। স্বয়ং জেনারেল গুডরিচ পায়চারি করছে। কারও সঙ্গে কথা বলছে সে, দ্বিতীয় লোকটাকে অবশ্য দেখা যাচ্ছে না।

আরও কিছুক্ষণ শুয়ে থাকল রানা। এখান থেকে পাঁচিলের দূরত্ব, বাগান থেকে ভিলার দূরত্ব, ভিলা থেকে নিচের সাগর কতটা নিচে, এই সব আন্দাজ করল, পুরো ছবিটা গেঁথে নিল মনের পর্দায়। ওর বাম দিকে জমিন ক্রমশ উঁচু হতে শুরু করেছে। ম্যাপ দেখা আছে ওর, কাজেই জানে ওদিকে গেলে একটা পথ পাওয়া যাবে, পথটা এঁকেবেঁকে চলে গেছে হারবারের দিকে, মাঝখানে পড়বে একটা মন্দির। ওটা খুব নাম করা একটা মন্দির। চিন্তা করে দেখল রানা, এই মুহূর্তে যদি ভিলা থেকে ধাওয়া করা হয় ওকে, ওর বর্তমান পজিশন থেকে মাত্র পনেরো কদম এগোলেই দিগন্তরেখার নিচে পৌঁছে যেতে পারবে ও। এরপর গতি কমাতে হবে ওকে, থামতে হবে, কারণ তা না হলে খাড়া ঢালের মাথা থেকে নিচের সৈকতে গড়িয়ে পড়ে যাবে।
পড়লে বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম, আর তা না হলে চিরকাল পঙ্গু হয়ে বেঁচে থাকতে হবে।

প্রতিযোগিতায় যদি গুডরিচকে হারাতে হয়, এখনই প্রস্তুতি নিতে হবে রানাকে। ধীরে ধীরে, একটু একটু করে ক্রল করে পিছু হটল ও। এক সময়

চোখের আড়াল হয়ে গেল ভিলা। অন্ধকারে হাতড়াতে শুরু করল ও, নরম মাটি খুঁজছে। হাতে একটা পাথর ঠেকল। কর্কশ, প্রায় গোলাকার একটা পাথর, লম্বায় দু'ফুট, প্রায় এক ফুট উঁচু, গায়ে গর্ত আছে দু'একটা, কোথাও কোথাও ভেঙেও আছে এক-আধটু। শরীরটা গড়িয়ে ওই পাথরের পিছনে চলে এল রানা। কাঁধ থেকে হোল্ডঅলের স্ট্র্যাপ নামিয়ে কান পাতল। না, কোন শব্দ নেই। অনেক নিচে সৈকতে আছড়ে পড়ছে সাগর। দ্রুত হাতে হোল্ডঅলটা খুলে ফেলল ও।

ভেতর থেকে অয়েল স্কিনে মোড়া একটা প্যাকেট বের করল রানা, টেপ দিয়ে মুখ বন্ধ করা। এটা ইলোরা ওকে প্যারিসে এসে দিয়ে গেছে। ভেতরের বেশিরভাগ জিনিসই ব্যাক-আপ ইকুইপমেন্ট, ওর বেল্টে লুকানো জিনিসগুলোর ডুপ্লিকেট অথবা ওর কাপড়-চোপড়ের বিভিন্ন জায়গায় পড়ে থাকা দৈনন্দিন কাজে ব্যবহারযোগ্য এটা নয়ত সেটা। আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে রানা; গুডরিচের মত শত্রুর সঙ্গে লাগতে হলে আর কোন ঝুঁকি নেয়া সাজে না ওর। হাত দিয়ে পাথরটার পিছনের বেলে মাটি খুঁড়ে অয়েলস্কিনে মোড়া প্যাকেটটা পুঁতে রাখল ও। গর্তটায় মাটি চাপা দিয়ে আবার ক্রল করে সামনের দিকে এগোল। এগোবার সময় চারপাশটা ভাল করে দেখে রাখল, প্রয়োজনের সময় যাতে চিনতে পারে। তারপর ধীরে ধীরে সৈকতের দিকে নামতে শুরু করল।

প্রায় বিশ মিনিট পর রাবেয়ার কাছে ফিরে এল রানা। হারবারের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকা বিল্ডিংগুলোর ছায়ায় লুকিয়ে রয়েছে সে। 'অল সেট,' কোন ব্যাখ্যা না দিয়ে ফিসফিস করল রানা। যত কম জানবে সে, ততই ভাল।

'ওদেরকে দেখলে?' জিজ্ঞেস করল রাবেয়া, গলাটা এত নিচু যে কোনরকমে শোনা গেল।

'হ্যাঁ,' সংক্ষেপে জবাব দিল রানা।

'সবাইকে?'

'না। শুধু গুডরিচকে দেখলাম। সে যখন আছে, আশা করি বাকি সবাইকেও ওখানে পাব আমরা।'

'ধরে নিচ্ছ।'

রানা কোন মন্তব্য করল না। কি যেন চিন্তা করছে ও।

'এখন কি করব আমরা?' ফিসফিস করে জানতে চাইল রাবেয়া।

জবাব না দিয়ে বেল্টে ঝোলান রিভলভারটায় হাত দিল রানা, ব্যারেলটা একদিকে কাত হয়ে আছে। নিঃশব্দে ইশারা করল ও, রাবেয়াকে ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে বলে হারবারের দিকে এগোল। পাঁচিলের কিনারায় দাঁড়িয়ে হোল্ডঅলটা পানিতে ফেলে দিল ও, নিঃশব্দ পায়ে ফিরে এল রাবেয়ার কাছে।

'আমার কথার জবাব দিচ্ছ না কেন?'

'ওদের চোখে ধরা দেব আমরা,' রাবেয়াকে বলল রানা। 'শুধু চোখে ধরা

দেব, কিন্তু সামনে পড়ব না—আব্বাসের পদ্ধতি, আলেয়ার আলোর মত। উদ্দেশ্য, গুডরিচকে বের করে আনা। বাড়িটা ছোট, তবে হানা দেয়া কঠিন। ওর সঙ্গে যদি অল্প ক'জন দক্ষ লোক থাকে, যে-কোন ধরনের আক্রমণ আমাদের তরফ থেকে স্রেফ পাগলামি হবে। ভিলার চারপাশের জায়গা এত বেশি খোলামেলা...'

'পুলিসকে খবর দিতে অসুবিধে কি? এটা তো ব্রিটিশ এলাকা, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের অফিসাররা এই দ্বীপে না-ও যদি থাকে, হংকঙে দু'একজন নিশ্চয়ই আছে। আমরা তাদের সাহায্য চাইতে পারি না? ওরা তো আমাদের কাছে নানাভাবে ঋণী বলে শুনেছি।'

'কি লাভ তাতে?'

'গুডরিচকে অ্যারেস্ট করবে পুলিস।'

রানার হাসিতে কোন শব্দ নেই। 'আগে থেকে আলোচনা করা হয়নি, এই মুহূর্তে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস আমাদেরকে কোন সাহায্য করবে না।' জেনারেল গুডরিচ ধরা না পড়ার আগে রাবেয়াকে রানা জানতে দিতে চায় না যে ওদের মধ্যে একজনকে মরতে হবে। জহির আব্বাসের মাধ্যমে পরিষ্কার নির্দেশ দিয়েছেন রাহাত খান, ফ্রুট কেক টিমের ডাবল এজেন্টকে বাঁচতে দেয়া চলবে না। রাহাত খানকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে হলে ডাবল এজেন্টকে জনসমক্ষে আসতে দেয়া যাবে না। কি যেন বলেছে ওকে জহির আব্বাস? 'বস এখনও কোণঠাসা হয়ে রয়েছেন।...ঘরের ভেতর যদি এবার একজন ডাবল পাওয়া যায়, তাঁর ক্যারিয়ার বলে কিছু থাকবে না।' কাজেই, ফ্রুট কেক টিমের বেঈমানকে চিনতে হলে রানার সামনে একটাই পথ খোলা আছে—রাবেয়া ও নিজেকে টোপ হিসেবে পরিবেশন করা।

'এক মিনিটের মধ্যে রওনা হব আমরা,' বলে ঠোঁটে একটা আঙুল রাখল রানা, কাচ মোড়া টেলিফোন বুদের দিকে পা বাড়াল। পকেট থেকে খুচরো পয়সা বের করে জহির আব্বাসের দেয়া নাম্বারে সাবধানে ডায়াল করল ও। কয়েকবার রিঙ হবার পর অপরপ্রান্তে রিসিভার তুলল কেউ, কথা বলল না। ছয় পর্যন্ত গুণল রানা, তারপর হিব্রু ভাষায় জেনারেল গুডরিচকে চাইল ও। রিসিভার তুলেছে স্বয়ং এলিগেটর।

নরম সুরে, হিস হিস করে রানা বলল, 'আমি কাছেই আছি। খুবই কাছে।' পরমুহূর্তে নামিয়ে রাখল রিসিভার।

রাবেয়ার কাছে ফিরে এল ও। পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে রানার কপালে একটা চুমো খেল মেয়েটা। রানা ভাবল, আগেভাগে পরিবেশিত বিদায় চুম্বন কিনা। যদিও মুখে কিছু বলল না। তার হাত ধরে গলির দিকে এগোল ও। আবার টাং ওয়ান বে-র দিকে যাচ্ছে।

এবার কোন রকম সাবধানতা অবলম্বন করল না। ছায়ার ভেতর না থেকে খোলা সৈকতের ওপর দিয়ে এগোল ওরা। ঢাল বেয়ে ধীরেসুস্থে উঠল, কোথাও গা-ঢাকা দিল না। প্রথমবার যেখান দিয়ে উঠেছে রানা, তার

অনেকটা ডান দিকে সরে থাকল এবার। ইতিমধ্যে যে দিকটা কাভার করেছে, সেদিকে গুডরিচের লোকজনকে যেতে দিতে চায় না।

ঢালের মাথায়, সমতল জায়গায় উঠে এল ওরা। কুল কাফেই এগোচ্ছে; দু'জন পাশাপাশি। নিচু পাঁচিলের কাছাকাছি এসে স্থির হল। পাঁচিলটা মাত্র কয়েক গজ সামনে ওদের। ভিলার প্রতিটি আলো এখন জ্বলছে। আকাশও পুবদিকে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। আর একটু পর ভোরের আলো ফুটলে দেখা যাবে ওদেরকে। কাত হল রানা, বলল, ওদের বোধহয় উচিত ছিল পিছন দিক থেকে ভিলার দিকে এগোন।

'তা-ই করা উচিত,' বলল রাবেয়া, তার চোখে রাজ্যের উদ্বেগ। 'এদিকটা বড় বেশি খোলামেলা। ওরা যদি বাইরে চোখ রেখে থাকে, নিশ্চয়ই আমাদেরকে দেখে ফেলেছে।'

'তা হয়ত নয়...'

'তা হয়ত নয় মানে?' রানাকে থামিয়ে দিল অন্য একটা কণ্ঠস্বর। 'টাং ওয়ান বে-তে ঘুমাই নাকি আমরা? তোমরা আমাদের সাথে যোগ দেয়ায় ভারি খুশি হয়েছি আমি। পুরো দলটা এখন আমার হাতে।'

চিৎ হল রানা, রিভলভার ধরা হাতটা তুলল, গুলি করার জন্যে তৈরি।

সংখ্যায় ওরা তিনজন। অ্যাভন, তাজমহল বিউটি পারলারে শাকিলা মমতাজকে যে খুন করার চেষ্টা করেছিল। তার সঙ্গীর নাম জানে না রানা, তবে ওকে যখন ওরা ধরে, এলিগেটরের সঙ্গে এই লোকটাও ছিল। তৃতীয় লোকটি সুদর্শন ও সুবেশী—ধূসর রঙের ট্রাউজার পরে আছে, গাঢ় রঙের শার্ট ও জ্যাকেট। জেনারেল সিসিল গুডরিচ। হাসছে জেনারেল, তার হাতের রিভলভারটা সরাসরি রানার মাথার দিকে তাক করা। 'আপনি আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন, মি. রানা। আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আপনাকে ধরার। আপনার আমন্ত্রণ আমি সাদরে গ্রহণ করেছি।'

আট

ইউরোপের আরও অনেক সেফ হাউসের মত, সাগরে বেরিয়ে থাকা উঁচু সৈকতের ওপর তৈরি এই ভিলাটা থেকেও তুলনাহীন প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখার সুযোগ আছে, কিন্তু ভেতরে আরাম-আয়েশের আয়োজন খুবই সীমিত। কিছু সাধারণ লক্ষণ দেখে বোঝা যায় কামরাগুলো সাউণ্ডপ্রুফ। মেইন লিভিং রুমটা অদ্ভুতদর্শন ভারি ওয়ালপেপার দিয়ে সাজানো, স্লাইডিং দরজা দিয়ে যেখানে ঢুকল ওরা। ফার্নিচারগুলো শুধু কাজ সারবে, বাহুল্যবর্জিত। সব ক'টা চেয়ারই বাঁশের তৈরি, কাঠের বলতে শুধু একটা ভারি টেবিল। দেয়ালে কোন ছবি নেই।

পরিস্থিতি ওর বিরুদ্ধে, এ কথা বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে হাতের রিভলভার ফেলে দিয়েছিল রানা, চোখ-ইশারায় রাবেয়াকে সঙ্কেত দিল সে যেন মুখ বুজে থাকে। প্রথমবার মুখ খুলে কথা বলল রাবেয়ার সাথেই, 'মিস সিরাজ, যে ভদ্রলোক আমাদের দিকে অস্ত্র তাক করে আছেন উনি একজন তারকা। আসুন, আপনার সাথে ভদ্রলোকের পরিচয় করিয়ে দিই। জেনারেল সিসিল গুডরিচ, ইসরায়েলের একজন হিরো। ইসরায়েলের একজন হিরো, এটা আসলে রাষ্ট্রীয় খেতাব। এ-ধরনের খেতাব ও পদক তিনি আরও অনেক পেয়েছেন, লম্বা তালিকা দেয়া যায়। বর্তমানে মোসাড-এর চীফ ইনভেস্টিগেটিং অফিসার হিসেবে দেশের সেবা করছেন। এক সময় মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সেও ছিলেন। ভদ্রলোককে ভয় করি আমি, আপনারও ভয় করা উচিত।'

অমায়িক হাসি ফুটল জেনারেলের ঠোঁটে, তারপর রাবেয়ার উদ্দেশে হেট্টি করে মাথা ঝাঁকিয়ে, নিজের লোকদের নির্দেশ দিল ওদেরকে ভিলার ভেতর নিয়ে যেতে। ভেতরে ঢোকার পর রানার দিকে ফিরল সে।

'ধন্যবাদ, মি. রানা। ধন্যবাদ এই জন্যে যে আপনি আমাকে চিনতে ভুল করেননি। আপনাকে আবার দেখতে পেয়ে কি যে খুশি হয়েছি তা ভাষায় প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনার সঙ্গ পাবার জন্যে, বিলিভ মি, রীতিমত লালায়িত হয়ে উঠেছিলাম আমি। বোকার মত সামান্য একটু ভুল করায় আয়ারল্যাণ্ডে আপনাকে আমরা হারাই। মিস রাবেয়া সিরাজ···নাকি আপনাকে আমি লায়লা কানান বলে ডাকব?'

'রাবেয়া সিরাজ,' শান্ত গলায় বলল সে।

কাঁধ ঝাঁকাল জেনারেল গুডরিচ। 'আপনার যা পছন্দ। সে যাই হোক, আপনাকে দেখেও ভারি খুশি হয়েছি আমি। বিদঘুটে ফ্রুট কেক-এর এখানেই সমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে। জবাই হবার জন্যে সবগুলো মুরগি ফিরে এসেছে বাড়িতে। চূড়ান্ত হিসাব মেটাবার সময় হয়েছে, কি বলেন?'

রণকৌশল আগেই ঠিক করে নিয়েছে রানা। গলা পরিষ্কার করার জন্যে কাশল ও, তারপর বলল, 'জেনারেল, আমাকে আপোষ আলোচনায় বসার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।'

'সত্যি?' বুদ্ধিদীপ্ত চোখে রানার দিকে তাকাল জেনারেল, দৃষ্টিতে চিকচিক করছে কৌতুক। 'ঘুঁটি কোথায়, কি নিয়ে খেলবেন আপনি? কি আছে আপনার যে দর কষবেন?'

'কিছু না কিছু তো আছেই, তা না হলে আলোচনায় বসতে চাইব কেন,' বলল রানা, খেই ধরিয়ে দিচ্ছে। 'আমরা বন্দী বিনিময়ে রাজি। আপনার হাতে রয়েছে—মিস শাকিলা মমতাজ, মিস রাবেয়া সিরাজ, কুর্শি করবেট, মি. শামিম হাসান ও এলা কাডিশ। আমি নিশ্চিতভাবে জানি, আপনার কিছু লোককে আপনি ফেরত পেতে চাইবেন। আমাদের স্টকে বেশ ক'জনই আছে।'

চাপাস্বরে হেসে উঠল অ্যাভন, মনের আনন্দে শিস দিল জেনারেল গুডরিচ।

'সবাই ফ্রুট কেক অপারেশনের সাথে জড়িত, অ্যাঁ? সব ক'টাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে।'

'হ্যাঁ।'

আবার হাসল অ্যাভন। 'তাহলে, জেনারেল, প্রথমে আমরা কি করব? বেঈমান আর স্পাইদের ব্যবস্থা আগে করব, নাকি আপনার পোষা পুতুলগুলোকে টেস্ট করবেন?'

'সবুর। হাতে প্রচুর সময় আছে, অ্যাভন। শান্ত হও। এই জায়গাটা ভারি সুন্দর। দিনটা আজ গরম হবে। সূর্য ডোবার পর পুতুলগুলোকে কাজে লাগাব আমরা। ওই পর্ব শেষ হলে তোমার খায়েশ পূরণ করার ব্যবস্থা হবে, অনেক দিন থেকে আশা করে আছ তুমি। সবাইকে যখন হাতের মুঠোয় পাওয়া গেছে, ব্যস্ত না হয়ে পুরো ব্যাপারটা আমরা ধীরে-সুস্থে উপভোগ করতে পারি। ধীরগতি বিদায় ওদের পাওনা হয়েছে। নির্দেশে বলা হয়েছে, যদি সম্ভব হয় করবেট আর কাডিশকে জেরুজালেমে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, কিন্তু তা খুব কঠিন।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল জেনারেল, তারপর চোখ সরু করে রাবেয়ার দিকে তাকাল। 'উনি বলছেন, ওঁকে আমরা রাবেয়া সিরাজ বলে ডাকব। নাম যা-ই হোক, জিনিসটা কিন্তু ভাল, কি বল, অ্যাভন? বিড়ালের জিভ দেখেছ তো? আমার ধারণা ওঁর জিভটাও বিড়ালের মত গোলাপি হবে। আমার আরও ধারণা, ওটা টেনে ছিঁড়ে ফেলার আগে, আরেক কাজ করলে পারি আমরা। মিস রাবেয়া সিরাজের কাছ থেকে যৎসামান্য আনন্দ পাবার চেষ্টা করা যেতে পারে।' রানার দিকে ফিরল জেনারেল। 'আপনি কি বলেন, মি. রানা?'

'কোন বিষয়ে কি বলব? সম্মতি জানাবার আগে আমাকে জানতে হবে কি চাইছেন আপনি।'

'তাই? জানেন না আমি কি চাইছি? ঠিক আছে, কেক আর কফি খেয়ে নিই, তারপর ব্যাখ্যা করছি। অ্যাভন, আজকের জিনিস-পত্র নিয়ে মামমা এসে পৌঁচেছে?'

'তা এসেছে, কিন্তু তাকে আমি আবার ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি। আজ আমাদের সাথে বাইরের কারও থাকা উচিত নয় ভেবে।'

'ভাল করেছ, অ্যাভন। তাহলে কেক দাও আমাদের, আর কফি, কেমন?'

'আপনার উচিত ছিল ব্যক্তিগত চাকরটাকে সাথে করে আনা, জেনারেল। আমাকে যদি সব কাজে ছুটোছুটি করতে হয়, এদিকটা সামলাবে কে? পাশে আমি না থাকলেও তো আপনি আবার রাগ করেন।'

'হুম। ঠিক আছে, ওদের একজন তোমাকে সাহায্য করবে।' ড্রাইভিং ভেন্ন ও ভেতরের দরজায় দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে, তাদের একজনের

উদ্দেশ্যে মাথা ঝাঁকাল জেনারেল। দু'জনের হাতেই মেশিন পিস্তল, বাগিয়ে ধরে আছে। ভেতরের দরজার পাশে দাঁড়ান লোকটার কাঁধে টোকা দিল অ্যাভন, হিব্রু ভাষায় কি যেন বলল তাকে। শোল্ডার হোলস্টারে পিস্তলটা রেখে দিল লোকটা, অ্যাভনের পিছু নেয়ার জন্যে ঘুরল।

এই সময় বাধা দিল জেনারেল গুডরিচ। 'তুমি ওর সাহায্য নিতে পার, কিন্তু তার আগে মিস রাবেয়াকে ওর সঙ্গী-সাথীদের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসা দরকার বলে মনে করি আমি। আমি নিশ্চিত, ওদের সবারই বলার মত অনেক কথা আছে।' রাবেয়ার দিকে তাকাল সে। 'সময়টা কাজে লাগান, মিস রাবেয়া। সুখ-দুঃখের আলাপ করে আসন্ন মৃত্যুর বিভীষিকা ভুলে থাকার চেষ্টা করুন।' হাসছে সে, তবে চোখে এবার কৌতুকের বদলে রোমাঞ্চের ভাব।

রাবেয়াকে ডাকল অ্যাভন, হোলস্টার থেকে পিস্তলটা আবার বের করল গার্ড। কয়েক সেকেণ্ড ইতস্তত করে চেয়ার ছাড়ল রাবেয়া। প্রথমে রানার দিকে তাকাল সে, তারপর গুডরিচের দিকে। দরজার দিকে এগোল, গুডরিচকে পাশ কাটাবার সময় হঠাৎ কি মনে করে থামল একবার, যেন কিছু বলবে বলে মনে হল। গলাটা একটু লম্বা করে শোনার অপেক্ষায় থাকল গুডরিচ। নিশ্চয়ই মুখের ভেতর অনেক আগে থেকে জমিয়ে রেখেছিল রাবেয়া, সরাসরি জেনারেলের মুখে থুথু দিল সে, আক্ষরিক অর্থেই তার গোটা মুখ ভিজে গেল। ঘৃণায় পিছন দিকে কাত হল গুডরিচ, তবে এত দ্রুত প্রতিক্রিয়া হল যে এমনকি রানাও তার হাতটাকে উঠে আসতে দেখতে পেল না। পটকা ফাটার মত শব্দ হল, চড় খেয়ে চরকির মত একপাক ঘুরে গেল রাবেয়া, কিন্তু কোন শব্দ করল না। গোলাপি গালে আঙুলের দাগ ফুটে উঠল, তবু হাত তুলে জায়গাটা স্পর্শ করল না সে, প্রায় টলতে টলতে ঘুরে দাঁড়াল, অ্যাভনের পিছু নিয়ে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে। তার পিছনে থাকল একজন গার্ড। অপর গার্ড এগিয়ে এসে প্রথম লোকটার জায়গায় দাঁড়াল। রুমাল দিয়ে মুখ মুছছে জেনারেল।

'বোকা মেয়ে,' বিড়বিড় করছে সে। 'আমার সাথে এই শয়তানিটা না করলেও পারত, আমি হয়ত তার জান বেরুবার কষ্ট খানিকটা কমিয়ে আনতে পারতাম।'

'যতই বিনয়ী, অমায়িক আর সফিসটিকেটেড হবার ভান করুন, আসলে আপনি একটা কোল্ড-ব্লাডেড বাস্টার্ড, গুডরিচ, তাই না?' বিসিআই হেডকোয়ার্টারে তার যে ফাইলটা আছে তাতে তাকে চরম নিষ্ঠুর বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তবে তার রুচি বিকৃতি সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। নিজের ভেতর যদি কোন ধরনের যৌন বিকৃতি থাকেও, সেটা গোপন রাখতে সমর্থ হয়েছে সে। রাবেয়াকে নিয়ে কিছু একটা করার কথা ভাবছে, কিন্তু কি হতে পারে সেটা?

'আমি?' কপালে উঠে গেল গুডরিচের ভুরু। 'আমি, কোল্ড-ব্লাডেড? বোকা সাজবেন না, মি. রানা। ছোট্ট, কচি এই মেয়েগুলোকে আপনাদের

অপারেশন প্ল্যানাররা ব্যবহার করেছে। তারা যদি শুভানুধ্যায়ী হিসেবে ওদেরকে ব্যবহার করতে পারে, আমি ওদের পরম শত্রু হিসেবে ব্যবহার করতে পারব না কেন? কি ধরনের ঝুঁকি নিতে হবে, নিশ্চয়ই তা মেয়েগুলোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। কাজেই, আমি ধরে নিচ্ছি, ওরা জানে ধরা পড়ার পর কি ধরনের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে মৃত্যুকে বরণ করে নিতে হবে। মৃত্যু মানে ছুটি, মি. রানা—আরাম। সেই আরাম পাবার আগে ওদেরকে আমি একটু কষ্ট দেব না?'

'আপনি একটা ইতর।'

'আমরা, আপনি ও আমি জানি যে ফ্রুট কেক অপারেশনের মূল ব্যাপারটা ছিল অভিজ্ঞ ও উঁচু মানের ট্রেনিং পাওয়া দু'জন অফিসারকে দলে টানা—কুর্শি করবেট ও এলা কাভিশকে। পানি আরও ঘোলা করার জন্যে আপনার কর্তা আরও দুটো অতিরিক্ত টার্গেট যোগ করেন। হ্যাঁ, আপনারা সফল হয়েছেন। কিন্তু মোসাড বা মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স পরাজয় মেনে নিয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না। দুটো মেয়েকে শাস্তি দেয়া হয়েছে বাকিগুলোকে সতর্ক করে দিয়ে রেহাই দিতে পারতাম আমরা, কিন্তু সেটা ফেয়ার হত না। ইন্টেলিজেন্স সমাজকে জানাবার দরকার আছে, আমরা প্রতিশোধ নিতে পারি।' কাঁধ ঝাঁকাল জেনারেল। 'মোট কথা, আমার ওপর বসের নির্দেশ আছে। লাশগুলো ফেলে রাখতে হবে ওয়ার্নিং হিসেবে, বিশেষ চিহ্ন সহ। ওগুলোকে বলতে পারেন মোসাডের সীলমোহর—জিহ্বা কর্তন। কি বলছি বুঝতে পারছেন তো?' রানা গাল দিলেও, উত্তেজিত হয়নি জেনারেল গুডরিচ, তার কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ শান্ত; যেন মমতাজ, রাবেয়া, হাসান, কাভিশ ও করবেটের হত্যাকাণ্ড মামুলি একটা ব্যাপার।

'আমরা তাহলে আপোষ করতে পারি না?'

'লাশ নিয়ে দর কষা যায় না, মি. রানা।'

'আর আমার ব্যাপারটা, জেনারেল?'

'উফ্।' ফিরল গুডরিচ, ডান হাতের আঙুল রানার বুকের দিকে তাক করল, কিন্তু মুখ খোলার আগেই টোকা পড়ল দরজায়।

বড় একটা ট্রে হাতে কামরায় ঢুকল প্রথম গার্ড, ট্রেতে কফি পট, কাপ ও কেক। তার পিছু পিছু এল অ্যাভন, গার্ডের পিস্তলটা হাতে নিয়ে। বোঝা গেল, কারও চাকর হিসেবে কাজ করতে রাজি নয় সে।

আঙুলটা নামাল জেনারেল। 'আহ্। ব্রেকফাস্ট!'

গার্ডের সঙ্গে আবার কামরা ছেড়ে, বেরিয়ে গেল অ্যাভন। রানা লক্ষ করল, দরজায় দাঁড়ান বিশালদেহী দ্বিতীয় গার্ড লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ট্রের দিকে।

'কি যেন বলছিলেন আপনি, জেনারেল?'

'থাক, এখন থাক। খাবার সামনে নিয়ে কথা ঠিক নয়। চলে আসুন, মাই ডিয়ার রানা। যতক্ষণ সুযোগ পাচ্ছেন আমার আতিথেয়তার, পূর্ণ সদ্ব্যবহার

করুন। নাকি আপনার খিদে নেই? দোষ দিই না, আপনার অবস্থায় আমি পড়লে আমারও খিদে থাকত না।'

পরবর্তী আলোচনায় আর কোন আগ্রহই দেখাল না জেনারেল। রানার কপালে কি ঘটতে যাচ্ছে, ওর ভবিষ্যৎ কি, এসব প্রশ্ন নিয়ে তার যেন কোন মাথাব্যথা নেই। আগেই জানিয়ে দিয়েছে সে, রানাকে ইসরায়েলে নিয়ে যাওয়া হবে না। কারণ দেখিয়েছে, রানার কাছ থেকে ওদের নাকি কিছুই জানার নেই। সেক্ষেত্রে, ধরে নিতে হয়, রানাকে নিয়ে কি করা হবে তা ঠিক করে ফেলেছে সে। আর সবার সঙ্গে ওকেও মেরে রেখে যাবে।

দ্বিতীয়বার অনুরোধ করতে হল না, জেনারেলের সঙ্গে নাস্তাটা সেরে নিল রানা। খাওয়া শেষ হতেই কয়েকটা নির্দেশ দিল গুডরিচ। প্রথম গার্ড আবার ফিরে এল, হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে দু'জন মিলে খামচে ধরল রানাকে, ঠেলে বের করে আনল কামরার বাইরে, দু'প্রস্থ পাথুরে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে আনল পাতালে। ভারি একটা দরজা খুলল তারা, পিছন থেকে ধাক্কা খেয়ে ছোট্ট একটা সেলে ঢুকল রানা। ভেতরে কিছুই নেই, শুধু আলো ঢোকার জন্যে গ্রিল লাগান একটা ফাঁক আছে সিলিঙের কাছে। সেলটা এত ছোট, শুধু বসা যাবে, শোয়া যাবে না। দেয়াল ও মেঝে পাথরের।

খানিক পর দরজায় ফিরে এল অ্যাডন। 'মি. রানা,' বলল সে, বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসছে, 'এগুলো পরে নিন।' এক বাণ্ডিল কাপড় দেখা গেল তার হাতে, রানার দিকে ছুঁড়ে দিল সেটা। গাঢ় রঙের ওভারঅল, নাইলন মোজা, আণ্ডারওয়্যার ও একজোড়া সস্তাদরের মোকাসিন। 'আপনার সাইজের সাথে মিলিয়ে কেনা হয়েছে, মি. রানা। জেরুজালেম থেকে জেনে নিয়েছি আমরা। জেনারেল চান, আপনার কাপড় ও জুতো খুলে এগুলো পরবেন আপনি।' আবার এক গাল হাসল সে। 'আপনার সম্পর্কে গুজব আছে, মাঝেমধ্যে নাকি জাদু দেখান—আস্তিনে কি সব যেন লুকানো থাকে। জেনারেল কোন ঝুঁকি নিতে চাইছেন না। এখুনি বদলে ফেলুন, প্লীজ।'

কোন উপায় নেই। যতটা ধীরে সম্ভব বিবস্ত্র হল রানা, লুকিয়ে রাখা অমূল্য ইকুইপমেন্টগুলো হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, নিজেকে বোকা বোকা লাগছে ওর। পরিত্যক্ত কাপড়গুলো নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল অ্যাডন। ভারি তালা লাগানর আওয়াজ পেল রানা।

চুপ করে বসে না থেকে সেলটা পরীক্ষা করল ও। দু'ফুট লম্বা, এক ফুট চওড়া পাথর বসিয়ে তৈরি করা হয়েছে সেলের মেঝে ও দেয়াল। প্রতি জোড়া পাথরের মাঝখানের রেখা পরীক্ষা করল ও। না, কোন ট্রাপ-ডোর নেই। দরজার গায়ে সূক্ষ্ম একটা ফাটল চোখে পড়ল, একটা পেন্সিলের চেয়েও কম লম্বা। সন্দেহ নেই, ফাইবার অপটিক লেন্স-এর সাহায্যে ওর ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভিলার অনেক নিচে, বেসমেন্টে রয়েছে ও। না, এখান থেকে বেরুবার কোন উপায় নেই। অথচ বাড়ির বাইরে লুকিয়ে রাখা ব্যাক-আপ ইকুইপমেন্টগুলো পেতে হবে ওকে, তা না হলে বাঁচার কোন

আশা নেই।

পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে, ওগুলো পাওয়া যাবে না। ঠাণ্ডা মেঝের ওপর পদ্মাসনে বসল রানা। চোখ বুজল ও, মন থেকে সমস্ত চিন্তা ও উদ্বেগ বের করে দিল। ধ্যানের সাহায্যে নিজের অস্তিত্ব ভুলে যেতে চাইছে।

এভাবে কতক্ষণ পেরিয়ে গেছে বলতে পারবে না রানা, ওর ধ্যান ভাঙাল আগের সেই দু'জন গার্ড। আবার খাবার নিয়ে এসেছে তারা। মুখ না খুলে শুধু হাত নেড়ে প্রত্যাখ্যান করল ও। গার্ডদের চেহারা লাল ও হিংস্র হয়ে উঠল, তবে ফিরে গেল তারা।

সময় বয়ে চলেছে, সেই সাথে শরীর ও মনের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাচ্ছে রানা, জানে বিচারের নামে জেনারেল গুডরিচ যে প্রহসনেরই আশ্রয় নিক, পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে শুধু ওর অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট নয়, শারীরিক ও মানসিক শক্তির পরিচয় দিতে হবে ওকে। কারণ এখানে শুধু একা নিজের প্রাণ বাঁচানর প্রশ্ন নয়, অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে হবে ফ্রুট কেক টিমের সব ক'জন বিশ্বস্ত সদস্যকে।

সময় বয়ে চলেছে। রাত কি দিন বোঝার উপায় নেই। তবে দিন যে শেষ হয়ে যাচ্ছে বা গেছে, আন্দাজ করতে পারল রানা। আপাতত রাবেয়ার ব্যাপারেই বেশি চিন্তিত রানা, কারণ জেনারেল গুডরিচ তার কাছ থেকে আনন্দ আদায়ের কথা বলেছে। কে জানে, মেয়েটার ওপর হয়ত এরই মধ্যে অত্যাচার চলছে।

তারপর হঠাৎ খুলে গেল দরজা। সেল থেকে বের করা হল ওকে। সিঁড়ি দিয়ে তোলা হল আগের সেই কামরায়, যেখানে জেনারেল গুডরিচের সঙ্গে বসেছিল ও।

কামরাটা এবার ছোট লাগল রানার চোখে, ভেতরে প্রচুর লোকজন। বাইরে তাকিয়ে দেখল, সূর্য দিগন্তরেখার কাছে নেমে গেছে, লালচে দেখাচ্ছে সৈকতের সাদা বালি।

নিজের চারদিকে তাকাল রানা। কামরার মাঝখানে একটা চেয়ারে বসে রয়েছে জেনারেল গুডরিচ। বাকি সবাইকে লোহার শিকল দিয়ে এক করে বেঁধে রাখা হয়েছে। তাদের মধ্যে দুটো নতুন মুখ দেখল ও। শাগারি রোজাফ ওরফে শামিম হাসানকে চিনতে পারল ও, যাকে ঈল বলেও ডাকা হয়। লণ্ডনে রাহাত খানের সঙ্গে লাঞ্চ খাবার পর অফিশিয়াল ফাইলে তার ফটো দেখছে ও। শামিম হাসান বিশাল এক যুবক, তার আকৃতি বিস্মিত করল ওকে। ছ'ফুটের বেশি হবে লম্বায়, সেই অনুপাতে চওড়াও। বয়স ছাব্বিশ হলেও, দেখে আরও কম মনে হয়। মাথায় কোঁকড়া চুল, সেটাই বোধহয় কারণ। রানাকে দেখে চওড়া হাসি ফুটল তার মুখে, যেন অভিনন্দন জানাল ওকে।

'আমার ধারণা, এলা কাডিশ ও মি. শামিম হাসান ছাড়া বাকি সবাইকে আপনি চেনেন, মি. রানা,' মিটিমিটি হেসে বলল জেনারেল গুডরিচ। 'শামিম হাসান বললাম এই জন্যে যে উনি শাগারি রোজাফ নামটা পছন্দ করছেন

না।'

এলা কাডিশ একহারা মহিলা—মহিলাই, মেয়ে নয়, কারণ শামিম হাসানের চেয়ে বয়স তার বেশি হবে তো কম নয়। বয়স যাই হোক, অত্যন্ত মার্জিত চেহারা তার, এবং অসাধারণ সুন্দরী। কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল এলোমেলো হয়ে আছে। শামিম হাসানের দিকে সকৌতুকে তাকিয়ে আছে সে, কারণ এই পরিবেশে তার হাসিটা খাপছাড়া ও বেমানান লাগছে।

এলা কাডিশের দিকে না তাকিয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠল শামিম হাসান, 'হাই, মাসুদ ভাই! আপনার সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি আমরা!' হাসিটা আরও বিস্তৃত হল তার মুখে।

ইংরেজিতে বলল ও, তার বাচনভঙ্গিতে আরব বেদুইনের টান লক্ষ করার মত। হাসির অর্থটা পরিষ্কার, সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানিয়ে দিতে চাইছে তার ভেতর এক বিন্দু ভয় নেই। ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে মৃদু হাসল রানা, যেন আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল। তার পাশে আর যারা রয়েছে তাদের দিকে একে একে তাকাল ও। কুর্শি করবেট, শাকিলা মমতাজ ও রাবেয়া। সাড়া দিয়ে পাল্টা হাসি উপহার দিল মমতাজ, কুর্শি করবেট চোখ মটকাল, রাবেয়া বাতাসে ছুঁড়ে দিল একটা চুমো। আত্মবিশ্বাস ও মর্যাদা নিয়ে বিপদের মুখোমুখি দাঁড়াবে ওরা, এটুকু জেনে সান্ত্বনা পেল রানা। সবাই ভাল আছে কিনা জিজ্ঞেস করল ও। মুখে কেউ কিছু বলল না, তবে মাথা ঝাঁকাল একযোগে।

'অর্ডার, অর্ডার!' হেসে উঠে বাতাসে হাতুড়ি ঠোকার ভঙ্গি করল জেনারেল গুডরিচ। 'আমি এই মীটিং বসিয়েছি বিশেষ একটি উদ্দেশ্যে। মীটিং, নাকি বলা উচিত কোর্ট?' জিজ্ঞেস করল সে।

কেউ জবাব দিল না।

'বিশেষ উদ্দেশ্যটা সম্পর্কে পাঁচ জন বন্দীকে আগেই সচেতন করা হয়েছে,' আবার শুরু করল গুডরিচ। 'কার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ জানেন ওঁরা, জানেন কিভাবে ওদের মৃত্যু হবে। অভিযোগগুলো যখন শোনালাম, ওঁরা কেউ প্রতিবাদ করেননি। রায় দেয়ার সময়ে বা পরেও। ওদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে কাল ভোরে।' থামল সে, মুচকি মুচকি হাসল, যেন কাল ভোরে কি ঘটবে কল্পনা করে মজা পাচ্ছে। 'এবার বিচার হবে মেজর মাসুদ রানার। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, মোসাডের তরফ থেকে ওঁকে অনেক আগেই একবার মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে আপনি সচেতন, মি. রানা?'

মাথা ঝাঁকাল রানা, ভাবছে মোসাডকে কতবারই তো নাকানি-চোবানি খাইয়েছে সে, এমনকি ইসরায়েলের ভেতর ঢুকে বিপুল ক্ষতিসাধনের পর ওদের চোখ ফাঁকি দিয়ে বহাল তবিয়তে ফিরে এসেছে স্বদেশে—শেষ পর্যন্ত হংকঙে এসে ধরা পড়তে হল!

'না, মি. মাসুদ রানাকে আমরা ছোট করে দেখতে পারি না,' বলল জেনারেল গুডরিচ। হাসি মুছে গিয়ে চেহারায় ফুটে উঠেছে গাম্ভীর্য। 'নিজেকে

তিনি যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে প্রমাণিত করেছেন। তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি তুলনাহীন। তাঁর সাহস, ঈর্ষণীয়। বাড়িয়ে বলছি না, এসপিওনাজ জগতের দুর্লভ একটি বস্তু তিনি। কাজেই শুধু একটা বুলেটের সাহায্যে তাঁর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে আমার ডিপার্টমেন্ট খুশি হতে পারে না। তাঁকে যদি আমি তাঁর যোগ্য মর্যাদা না দিতে পারি, নিজেকেই ছোট করব। না, দুঃখিত, নিজেকে আমি ছোট করতে রাজি নই।

'বুলেট? না। তবে কি ছুরি? তাও না। সিআইএ আজকাল ড্রাগ ব্যবহার করছে, কিন্তু ড্রাগেও আমাদের রুচি নেই। বুলফাইটারদের মত, মি. রানাকে একটা সুযোগ দেয়ার পক্ষপাতি আমি।' ঠোঁটে নিষ্ঠুর হাসি, রানার দিকে ফিরল জেনারেল গুডরিচ। 'মি. রানা, আপনি জানেন, এসপিওনাজ জগতের পরিভাষায় "পাপেট" বলা হয় কাকে? মানে, অপারেশনাল সেন্সে?'

'যাকে সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়?' জিজ্ঞেস করল রানা।

শব্দ করে হেসে উঠল জেনারেল। 'দুঃখিত, মি. রানা, আপনার প্রতি আমি সুবিচার করিনি। এ-ধরনের শব্দ ব্যবহারের আগে আপনাকে কিছু জ্ঞানদান করা উচিত ছিল আমার। "পাপেট" শব্দটা বিশেষ অর্থে ব্যবহার শুরু করে প্রথমে রেড আর্মির একটা স্পেশাল ফোর্স। অখণ্ড সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্ব নেই, রেড আর্মির সেই স্পেশাল ফোর্সও আজ অতীতের গল্প, কিন্তু এসপিওনাজ জগতের কেউ কেউ আজও পাপেট শব্দটা ভোলেনি। রেড আর্মির স্পেশাল ফোর্সের সদস্যদের ট্রেনিং দেয়ার সময় এই পাপেটদের ব্যবহার করা হত। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে এটার চল ছিল। পাপেটের বিকল্প শব্দও আছে—যেমন, গ্ল্যাডিয়েটর, ভলান্টিয়ার ইত্যাদি, যদিও এসবের কোনটাই তারা নয়। আমরা অবশ্য পাপেট শব্দটা গ্রহণ করিনি। আমরা ওদেরকে বলি, রবিনসন। আপনি বোধহয় এই নামে ওদেরকে চিনবেন, মি. রানা। মোসাডের ভেতরের অনেক খবরই তো আপনি রাখেন বলে শুনেছি। কাজেই, আপনাকে আবার আমি জিজ্ঞেস করি, আপনি রবিনসন কাকে বলে জানেন কি?'

শব্দটা শোনামাত্র তলপেটের পেশীতে টান অনুভব করল রানা। 'জানি বললে ভুল হবে। তবে কিছু গুজব কানে এসেছে।'

'গুজবটা বিশ্বাস করেছেন কিনা।'

জবাব না দিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

'মৌনতা সম্মতির লক্ষণ। যদি বিশ্বাস করে থাকেন, ভুল করেননি। প্লীজ, আমাকে ব্যাখ্যা করতে দিন। গর্হিত অপরাধের শাস্তি হিসেবে ইসরায়েলে যাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়, অপরাধের গুরুত্ব ও মাত্রার ওপর নির্ভর করে তাকে দ্রুত মরতে দেয়া হবে, নাকি তার মৃত্যুটাকে রাষ্ট্রের স্বার্থে ব্যবহার করা হবে।' কালো বরফের মত চিকচিক করে উঠল গুডরিচের চোখ দুটো। 'সত্যি বটে, বুড়ো ও মহিলাদের প্রায় সাথে সাথে মরতে দেয়া হয়। কিছু লোককে পাঠানো হয় মেডিকেল সেন্টারে; কিছু লোক যায় আমাদের নিউক্লিয়ার

রিয়্যাক্টরে কাজ করার জন্যে—অর্থাৎ বিপজ্জনক কাজ দেয়া হয় তাদের। শক্ত-সমর্থ, অল্পবয়েসী, হিংস্র ও বাঁচার জন্যে ব্যাকুল, এ-ধরনের লোককে পাপেট অর্থাৎ রবিনসন হবার সুযোগ দেয়া হয়। মোসাড এজেন্টদের সেরা মানের ট্রেনিং দেয়ার জন্যে কাজে লাগান হয় ওদের। একজন এজেন্ট যতক্ষণ না প্রমাণ করতে পারে সে আরেকজন মানুষকে খুন করতে সক্ষম, তার ওপর আমরা কি করে ভরসা রাখি?'

'হ্যাঁ, এরকম একটা কথা আমিও শুনেছি।' রানা অনুভব করল, ওর গাল অসাড় হয়ে গেছে, যেন ডেন্টিস্ট ইঞ্জেকশন দিয়েছে। 'শুনেছি মোসাড-এজেন্টদেরকে জ্যান্ত টার্গেট দেয়া হয়।'

'শুধু জ্যান্ত টার্গেট বললে ভুল হবে, মি. রানা। ওরা পাল্টা আঘাত হানতে পারে, যদিও একটা সীমার মধ্যে থাকতে হয়। তারা জানে, পালাবার চেষ্টা করলে বা হাতের অস্ত্র সংশ্লিষ্ট নয় এমন কারও বিরুদ্ধে ব্যবহার করলে সাথে সাথে কচুকাটা করা হবে তাদের। আমাদের এজেন্টদের ট্রেনিং দেয়ার সময় রবিনসনদের সুযোগ-সুবিধে অনেক কম থাকে, কিন্তু আপনার বেলায় তারা বেশি সুযোগ-সুবিধে ভোগ করবে। আপনি হবেন ওদের সত্যিকার প্রতিপক্ষ। তারা খুন করবে অথবা খুন হবে। সত্যি যদি বুদ্ধি, কৌশল ও বীরত্বের পরিচয় দিতে পারে, আয়ু খানিকটা বাড়বে তাদের।'

'এভাবে তিনটে প্রতিযোগিতায় জিততে পারলে মউকুফ হয়ে যাবে ওদের শাস্তি?'

মুচকি হাসল জেনারেল গুডরিচ। 'ওটা স্রেফ কথার কথা, মি. রানা। শেষ পর্যন্ত রবিনসনরা বাঁচে না। প্রতিযোগিতায় তিনবার জিততে পারলে মৃত্যুদণ্ডের বদলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হবে, এ-কথা বলায় জান-প্রাণ দিয়ে লড়ে ওরা, এই আর কি। আজ পর্যন্ত কেউ জিততে পারেনি। জিতলেও যে···সে প্রসঙ্গ থাক।'

চোখ নামিয়ে হাতের নখ পরীক্ষা করতে শুরু করল জেনারেল। উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে কামরার পরিবেশ। ঘাড় ফেরাল গুডরিচ, তাকাল গার্ড দু'জনের দিকে। কামরা ছেড়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল তারা, যাবার আগে বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল দরজা।

'কিভাবে কি ব্যবস্থা করলাম, তা-ও আপনাকে বলা দরকার। প্রথমে আমরা শুনলাম আপনি, মাসুদ রানা, ফ্রুট কেক টিমের সদস্যদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেয়ার দায়িত্ব পেয়েছেন। শুনে আমরা খুশি হলাম, কারণ মোসাডের ডেথ লিস্টে আপনার নাম আছে। দেরি না করে জেরুজালেমকে একটা অনুরোধ করলাম আমি। হেডকোয়ার্টারের কাছ থেকে কয়েকজন ভাল রবিনসন চাইলাম। বললাম, যারা ইতিমধ্যেই দুটো প্রতিযোগিতায় জিতেছে শুধু যেন তাদেরকেই পাঠানো হয়। বললাম, শক্তিশালী লোক হওয়া চাই, বয়স বেশি হওয়া চলবে না। মি. রানা, আপনার সম্মানিত বোধ করা উচিত। ইসরায়েলের বাইরে এই প্রথম মোসাড রবিনসনদের ব্যবহার করার অনুমতি

দিয়েছে। আজ, মাঝরাত থেকে ভোর পর্যন্ত, ছোট্ট এই দ্বীপে জান হাতে নিয়ে তাড়া খাওয়া ইঁদুরের মত ছুটোছুটি করবেন আপনি, কারণ আমাদের চারজন সেরা রবিনসন খুন করার জন্যে ধাওয়া করবে আপনাকে। ওদের সবার কাছেই অস্ত্র থাকবে। আপনার কাছেও থাকবে একটা। মাঝরাত থেকে ভোর পর্যন্ত ছ'ঘণ্টা অন্ধকার থাকবে। দ্বীপটা আপনার অচেনা, তবে ওরা চেনে। আগেই বলেছি, আপনার চেয়ে অনেক বেশি সুবিধে পাবে ওরা। এতদিন শুনে এসেছি এসপিওনাজ এজেন্ট হিসেবে আপনি নাকি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অজেয়। এবার তার পরীক্ষা হয়ে যাক। দেখা যাক কি হয়। কি, ভয় লাগছে?'

নির্লিপ্ত থাকার ভান করল রানা, বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করছে ওর। ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে থাকল ও, কথা বলল না।

'দোহাই লাগে আপনার, প্রতিযোগিতা শুরু হবার আগেই ভয়ে কাবু হয়ে পড়বেন না। তাহলে সমস্ত আয়োজন ভেস্তে যাবে। আমি চাই ওদের সাথে আপনার জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হোক, নিজেকে বাঁচাবার জন্যে সম্ভাব্য সব চেষ্টা করুন আপনি। তা না হলে খেলাটা জমবে না। একটু আনন্দ পাবার জন্যেই না এত কিছুর আয়োজন! ভাল কথা, আপনার প্রতিপক্ষদের দেখতে চান, মি. রানা?' চিৎকার করে নির্দেশ দিল জেনারেল গুডরিচ, বাইরে থেকে এক লোক খুলে দিল দরজা।

নয়

লাগাম টেনে ধরা চারটে তেজি ঘোড়ার মত লাগল ওদেরকে। কোন বাঁধন নেই শরীরে, শুধু মেশিন পিস্তল হাতে দু'জন গার্ড নজর রাখছে।

'ভেতরে এস,' হিব্রু ভাষায় বলল জেনারেল, হাতছানি দিয়ে ডাকল।

ওদের চারজনকে বিমর্ষ বা ভীরু বন্দী বলে মনে করলে হতাশ হতে হত রানাকে। শান্ত অথচ দৃঢ় পায়ে মার্চ করে ভেতরে ঢুকল ওরা, চেহারায় ও হাবভাবে সামরিক শৃঙ্খলা, চোখ স্থির হয়ে আছে সরাসরি সামনে। চারজনই ওরা কালো শার্ট ও ট্রাউজার পরে আছে। বুটগুলোও কালো। রানা ধারণা করল, প্রতিযোগিতার আগে ওদের মুখও কালো করা হবে। কাল রাতে আকাশে চাঁদ ছিল না, তার মানে আজও থাকবে না। অন্ধকারে রবিনসনদের দেখতে পাবে না ও।

'দেখতেই পাচ্ছেন, মি. রানা, টিমের সদস্য বাছাইয়ে আমি কোন রকম গাফিলতির পরিচয় দিইনি। ওরা চারজনই সম্পূর্ণ সুস্থ, এবং প্রচণ্ড শক্তিধর। ওদের সাহস আর দক্ষতার কথা আর কি বলব। প্রথমবার ওদেরকে আমরা ছ'জন সিরিয়ানের বিরুদ্ধে লড়ার সুযোগ দিই। তিনজন ছিল আপনার মত স্পাই, বাকি তিনজন যোদ্ধা—তারাও আপনার মত মেজর। পাঁচজন মারা

যায়, অপর লোকটা জীবনে কোনদিন হাঁটতে পারবে না। দ্বিতীয় প্রতিযোগিতা হয় মোসাডের ব্যর্থ কয়েকজন এজেন্টের সাথে। চারজন বনাম চারজন। মোসাড এজেন্টরা বেঁচে নেই। আর বেশি কিছু বলার আছে?'

লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে রানা, মেপে নিচ্ছে। শক্ত-সমর্থ গড়ন ওদের, সতর্ক চেহারা, পরিষ্কার চোখ। চারজনের মধ্যে একজনকে একটু আলাদা লাগল, সবার চেয়ে বেশি লম্বা বলে। ছ'ফুট পাঁচ ইঞ্চি হতে পারে। ছয় ইঞ্চি হওয়াও বিচিত্র নয়। বাকি সবাইও লম্বা, কেউ ছ'ফুটের নিচে নয়। 'ওদের অপরাধ?' জানতে চাইল ও, গলার স্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল।

জেনারেল গুডরিচের ঠোঁট যেন রাবারের তৈরি, হাসিটা দেখে মনে হল টেনে লম্বা করা হয়েছে। ঘৃণায় রী-রী করে উঠল রানার শরীর; এ-ধরনের ঘৃণাবোধ ওর ভেতর আছে, আগে কোনদিন টের পায়নি ও। 'দাঁড়ান, আমাকে চিন্তা করতে দিন,' বলে চোখ বুজল গুডরিচ, তারপর রবিনসনদের দিকে তাকাল। তার সামনে লোকগুলো স্থির মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। 'সবচেয়ে লম্বা, জ্যাকব, চারটে কিশোরী মেয়েকে ধর্ষণ করার অপরাধে অপরাধী। ধর্ষণ করার পর মেয়েগুলোকে গলা টিপে মেরে ফেলে সে। তারপর ধরুন, ওর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে, বেগিন—সে-ও খুনী, তবে রেপিস্ট নয়। বিশেষভাবে তরুণদের পছন্দ করত ও। প্রথমে তাদের ঘাড় মটকাত, তারপর লাশ লুকাবার কৌশল হিসেবে ওগুলোকে কাটত, বাড়ির কাছে বনভূমিতে ছড়িয়ে দিত টুকরোগুলো। ও একজন চাষা, তবে গায়ে দৈত্যের মত শক্তি, নীতিবোধ কাকে বলে জানে না।'

'আপনি যেন হুবহু নিজের বর্ণনা দিলেন, জেনারেল গুডরিচ।'

গুডরিচ বলে চলেছে, রানার কথা যেন তার কানে যায়নি, 'সাইমুর আর ইসরায়েল জটিল কোন কেস নয়। সাইমুর, যার নাক থ্যাবড়া, সামরিক অফিসার ছিল, তহবিল তসরুপের অপরাধে অপরাধী। দু'বছরের মধ্যে তার এই অপরাধের কথা পাঁচজন বন্ধু জেনে ফেলে। তাদের মধ্যে চারজনকেই পাওয়া যায়নি। শেষ লোকটা পুলিসকে জানাবার সুযোগ পায়, ভাগ্য-গুণে। আর ইসরায়েল হল স্রেফ সাদামাঠা একজন খুনী, তিনজনের জান কবজ করেছে—বান্ধবীর, বান্ধবীর প্রেমিকের, বান্ধবীর মায়ের। চাইনিজ কুড়াল ওর প্রিয় অস্ত্র।'

'আমি ওদের কথা ভাবছি না, ভাবছি আপনার কথা,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'ওদের সাথে আপনার এত মিল!' গুডরিচের নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ বন্ধ করার জন্যে হাসিখুশি একটা ভাব দেখাল রানা, যেন চারজন দৈত্য সম্পর্কে মোটেও উদ্বিগ্ন নয় ও। ভয় পেয়েছে ঠিক, তবে মাথাটা কাজ করছে স্বাভাবিকভাবে—কয়েক ঘন্টা ধ্যান করার সুফল। আর কয়েক ঘন্টা পর ওকে খুন করার জন্যে ধাওয়া করবে ওরা, আত্মরক্ষার কৌশল নিয়ে এরইমধ্যে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছে। 'আপনি বলছেন, ওদের কাছে অস্ত্র থাকবে?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। দু'জনের কাছে থাকবে হ্যাণ্ড গান—ল্যুগার। একজনের

সাথে থাকবে ছোরা, কমাণ্ডো ড্যাগার—আপনার পরিচিত অস্ত্র। বাকি একজনের হাতে থাকবে প্রাচীন একটা অস্ত্র। ধাতু দিয়ে মুখ-বাঁধানো ভারি একটা গদা বা মুগুর। চাইনিজ ফাইটিং আয়রনের মত দেখতে অনেকটা। ধারাল ব্লেড থেকে ঝুলে থাকে কাঁটা লাগানো ইস্পাতের বল, দু'ফুট লম্বা হাতলের শেষ প্রান্তে জোড়া লাগান। জিনিসটা বিপজ্জনক।'

'আর আমার কাছে কি থাকবে?'

'আপনার কাছে, মি. রানা? ডিয়ার ফ্রেণ্ড, আমরা চাই কমপিটিশনটা ফেয়ার হোক। আপনাকে আমরা একটা ল্যুগার পিস্তল দেব। প্যারাবেলাম, খুব ভাল কণ্ডিশন—আমার ওপর আস্থা রাখতে পারেন।'

'আমার কাছে গুলি থাকবে আটটা,' ভাবল রানা। খুন করার আটটা সুযোগ, ও যদি ঠিক জায়গাটিতে পজিশন নিতে পারে।

এখনও কথা বলে চলছে গুডরিচ, 'আপনাকে পুরো একটা ম্যাগাজিন দিচ্ছি না, দিচ্ছি অর্ধেকটা। তারমানে আপনার কাছে চারটে নাইন এমএম বুলেট থাকবে, প্রত্যেক রবিনসনের জন্যে একটা করে—যদি ওদের কাউকে রেঞ্জের মধ্যে পাবার সৌভাগ্য হয় আপনার। ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই আপনি আন্দাজ করে নিয়েছেন যে ওদের চারজনকেই গোটা দ্বীপটা ভাল করে চষে দেখে নেয়ার সুযোগ দেয়া হয়েছে। আমার জানামতে সে সুযোগ আপনার হয়নি।'

'ওরা যদি পালাবার চেষ্টা করে?' জানতে চাইল রানা। 'একটা শাম্পান দখল করে সাগরে বেরিয়ে যায়?'

এদিক-ওদিক মাথা নেড়ে হাসল জেনারেল। 'ব্যাপারটা এখনও আপনি বোঝেননি, মি. রানা। এই লোকগুলোর জীবন ছাড়া আর কিছু হারাবার নেই—আপনি মারা গেলে ওদের জীবন রক্ষা পাবে। ওদের বাঁচার একমাত্র উপায়, আপনাকে খুন করা।'

'ওটা ওদের ধারণা।'

'না, আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না! ওদের মনে সন্দেহ ঢোকাবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। আপনাকে আমাদের শত্রু হিসেবে চেনে ওরা, আপনার কথা বিশ্বাস করবে না। না, ওরা পালাবারও চেষ্টা করবে না। কারণ, জানে, তা সম্ভব নয়।'

তুমি এটাও জান যে আমি পালাব না, ভাবল রানা। তোমার ধারণা, জেনারেল গুডরিচ, আমাকে তোমার ভাল করে চেনা আছে। আমার সম্পর্কে পাওয়া তথ্যগুলোই তোমাকে বলে দিচ্ছে, তোমার চারজন খুনীকে ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করব আমি, সফল হলে বাকি সবাইকে উদ্ধার করার জন্যে আবার ফিরে আসব। এই ভিলায়। সত্যি, গুডরিচ ওকে চেনে, বেঁচে থাকলে ঠিক তাই করবে ও। আরও একটা চিন্তা উঁকি দিল রানার মাথায়। গুডরিচ কি এ-ও জানে যে, ও ফিরে আসার চেষ্টা করবে বেঈমানটার মুখোশ খোলার জন্যে?

জেনারেলের ইঙ্গিত পেয়ে মার্চ করে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল

রবিনসনরা, দরজার দিকে ফেরার আগে প্রত্যেকে একবার করে তাকাল রানার দিকে। শুধুই কি কল্পনা, নাকি সত্যি সত্যি চারজোড়া চোখ থেকে ঘৃণা উথলে উঠতে দেখল ও?

'প্রতিযোগিতা শুরু হবার আগে দু'ঘন্টা বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ আছে আপনার,' চেয়ার ছেড়ে বলল জেনারেল গুতরিচ। 'আমার পরামর্শ, সুযোগটা কাজে লাগান।

গার্ডদের একজন কামরার ভেতর ফিরে এল, রানাকে নিয়ে যাবে। কিন্তু এক পা সামনে বাড়ল জেনারেল।

মুখ তুলে তাকাল রানা।

'আরেকটা কথা বলে রাখি, তাতে নিয়মকানুন সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা পাবেন আপনি। বেশি চালাক হবার চেষ্টা করবেন না। আপনি হয়ত সহজ একটা উপায়ের কথা ভাবছেন—বাড়িটাকে ঘিরে থাকা নিচু পাঁচিলের আড়ালে লুকিয়ে থাকবেন, রবিনসনদের বেরুতে দেখলে গুলি করে ফেলে দেবেন। আমি জানি, আপনি লক্ষ্যভেদে অব্যর্থ, তবু বলছি, সে-চেষ্টা করবেন না। আপনাকে যখন দৌড় শুরুর নির্দেশ দেয়া হবে, এক সেকেণ্ড দেরি না করে দৌড়াতে শুরু করবেন। যদি কোন কৌশল খাটাতে যান, আমার দু'জন গার্ড কেটে ফালা ফালা করবে আপনাকে। আপনি যদি, দক্ষতার গুণে হোক বা ভাগ্য গুণে, রবিনসনদের এড়িয়ে যেতে পারেন বা ওদেরকে খুন করতে পারেন, তারপরও দৌড়াতে থাকবেন। এটা আপনার প্রতি আমার সৎ পরামর্শ, মি. মাসুদ রানা। যত দূরে সম্ভব পালিয়ে যাবেন আপনি। আজ রাতে আপনি খুন হবেন, এ-ব্যাপারে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। তবু যদি আমার কথা ভুল প্রমাণিত হয়, পরে আরও সময় পাব আমরা, তখন আমি নিজের হাতে খুন করব আপনাকে। আপনি শেষ নিঃশ্বাস না ফেলা পর্যন্ত আমার ডিপার্টমেন্ট বিশ্রাম নেবে না। বুঝতে পারছেন তো?'

তলপেটের ভেতরটা অনবরত মোচড় খাচ্ছে, তবু চেহারায় গম্ভীর ভাব ফুটিয়ে তুলে দ্রুত একবার মাথা ঝাঁকিয়ে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে এল রানা। সেলে ফিরে এসে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করল ও। মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্যে হলেও, ওপরতলায় রবিনসনদের সঙ্গে থাকার সময়, আত্মবিশ্বাসের এত অভাব ঘটে যে ওর মনের মধ্যে প্রায় রাজ্য বিস্তার করে ফেলেছিল হতাশা। এখন, আবার একা হয়ে, প্ল্যান তৈরিতে মন দিল রানা। চার রাউণ্ড গুলি সহ ওকে একটা ল্যুগার প্যারাবেলাম দেয়া হবে। বেশ, ওটা দিয়ে অন্তত শুরু করা যাবে। হাতে আরও অস্ত্র আসবে, ও যদি লুকিয়ে রাখা প্যাকেটটার কাছে পৌঁছুতে পারে।

প্যাকেটটা বিসিআই বিশেষজ্ঞদের কৌশল ও মেধার পরিচয় বহন করছে। মাঠে কাজ করার সময় শুধু একান্ত প্রয়োজন দেখা দিলে ওগুলো ব্যবহার করা হয়। প্যাকেটের বেশিরভাগ জিনিসই মারাত্মক হাতিয়ার। অয়েল স্কিনে মোড়া প্যাকেটটা এক ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা, আট ইঞ্চি উঁচু, বাঁ

দিকে একজোড়া লম্বা টেপ সাঁটা আছে। টেপের বাড়তি অংশ ধরে টান দিলে পুরো প্যাকেটটা খুলে যাবে। ভেতরে রয়েছে ছোট আকারের মোট পাঁচটা প্যাকেট।

পাঁচটায় পাঁচ রকম জিনিস আছে। বাম দিকের প্রথমটায় যে দুটো জিনিস আছে, সেগুলো দেখতে এইচপি ইলেভেন ব্যাটারির মত। দুটোর একটা হলো অত্যন্ত শক্তিশালী ফ্লেয়ার, ব্যাটারির পজিটিভ নিপল্‌-এ বসান বোতামে চাপ দিয়ে অ্যাকটিভেট করা যায়। লম্বা করা হাতে ধরে রেখে বোতামে চাপ দিলে বিশ ফুট ওপরে উঠে যাবে ফ্লেয়ার, সিকি মাইল দিনের আলোর মত উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। ঠিক মত ছুঁড়তে পারলে ধাঁধিয়ে দেয়া যায় প্রতিপক্ষের চোখ।

দ্বিতীয় ব্যাটারিটাও প্রথমটার মত অপারেট করতে হয়, তবে হাতে ধরে রাখা যায় না, কারণ সাত সেকেণ্ডের মধ্যে পুরানো মিলস হ্যাণ্ড গ্রেনেডের প্রায় দ্বিগুণ শক্তিতে বিস্ফোরিত হবে ওটা। দুটো ব্যাটারিতেই জেলি-সদৃশ্য প্লাস্টিক আছে, সনাক্ত করা অসম্ভব প্রমাণিত হওয়ায় সন্ত্রাস-বিরোধী সংগঠনগুলো এই জিনিসটার ব্যাপারে খুবই উদ্বিগ্ন।

তৃতীয় প্যাকেটে আছে ছ'ইঞ্চি লম্বা ছোরার ফলা, মোড়া হয়েছে শক্ত পলিকার্বন দিয়ে, ফলে ওটাও এয়ারপোর্ট সিকিউরিটির চোখকে ফাঁকি দিতে পারে। ফলাটার জন্যে একটা খাপ আছে, ভাঁজ খুললে ওটাই হয়ে যায় হাতল।

চতুর্থ প্যাকেটটা প্রায় চ্যাপ্টা, ভেতর রয়েছে করাতের মত দাঁতাল তার। শেষ প্যাকেটে রয়েছে সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র—একটা কলম, তবে সাধারণ কোন কলম নয়। ইটালিতে তৈরি; এই অস্ত্রটাও ইদানীং সিকিউরিটি অফিসারদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটু মোচড় দেয়ার সাথে সাথে জিনিসটা হয়ে দাঁড়ায় খুদে প্রোজেকটাইল-ফায়ারিং গান। কমপ্রেসড এয়ারের সাহায্যে পরিচালিত হয় ইস্পাতের সুঁই; মাথা, গলা, ফুসফুস বা হৃৎপিণ্ড, যেখানেই ঢুকুক, সঙ্গে সঙ্গে মারা যাবে প্রতিপক্ষ। টার্গেট দশ কদম দূরে থাকলে লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হবার কোন কারণ নেই। কলমটা মাত্র তিন বার ব্যবহার করা যায়।

বড় প্যাকেটটা খোলার পর ছোটগুলো কোনটা কোথায় পাওয়া যাবে জানা আছে রানার, তবু আরেকবার স্মরণ করল। অন্ধকারে রিহার্সেল দেয়া আছে ওর, শুধু হাতের স্পর্শে টের পেয়ে যায় কোন প্যাকেটে কি আছে। একটা কথা ভেবে খানিকটা স্বস্তিবোধ করল ও, প্যাকেটটা হাতে পাবার এক মিনিটের মধ্যে সমস্ত হাতিয়ার নিজের শরীরের বিভিন্ন অংশে লুকিয়ে রাখতে পারবে, ব্যবহার করার জন্যে তৈরি অবস্থায়। প্রাণের ওপর হুমকি এলে মনের কর্মক্ষমতা অসম্ভব বেড়ে যায়, আগেও তার প্রমাণ পেয়েছে রানা।

এরপর পদ্মাসনে বসে লী লিঙের দেয়া ম্যাপটা স্মরণ করল রানা, চোখ বন্ধ করে। ম্যাপটা জহির আব্বাসের কাছ থেকে পেয়েছে লী লিং, কাজেই

নিখুঁত বলে ধরে নেয়া যায়। সৈকতের বাড়তি ও উঁচু অংশের ঠিক কোনখানটায় মোসাডের এই ভিলা তা জানা থাকায় গোটা এলাকার কোন দিকে কি আছে তা বুঝতে বিশেষ অসুবিধে হল না। এক ঘন্টা চিন্তা-ভাবনা ও হিসাব করার পর কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিল। সামান্য হলেও প্রতিযোগিতায় জেতার সম্ভাবনা আছে ওর।

ওকে নিতে এসে জানানো হল, সাড়ে এগারোটা বাজে। গার্ডরা ইংরেজি জানে না; একজন মেশিন পিস্তল তাক করে দাঁড়িয়ে থাকল, অপরজন দাঁত বের করা কাষ্ঠহাসি উপহার দিয়ে এইট-ফাংশন ডিজিটাল হাতঘড়িটা রানার চোখের সামনে তুলে ধরল।

মেইন রূমে ওর জন্যে একা অপেক্ষা করছে জেনারেল গুডরিচ। ইতিমধ্যে জানালাগুলো খোলা হয়েছে, টাং ওয়ান বে-র আশপাশের বাড়িগুলোয় মিটমিটে আলো দেখা গেল। পানির ওপর দিয়ে দেখা গেল ওমরউইক হোটেল, উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে।

'আসুন, মি. রানা। শুনে যান।' হাতছানি দিয়ে রানাকে ডাকল জেনারেল।

ফ্রেঞ্চ উইণ্ডো দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল ওরা, জেনারেলের পাশে দাঁড়াল রানা। ভাবছে, এখুনি শয়তানটাকে মেরে ফেলি না কেন, খালি হাতে? কিন্তু তাতে ওর উদ্দেশ্য পূরণ হবে না। গুডরিচের সঙ্গে একই কবরে মাটি চাপা দেয়া হবে ওকে, দু'পাঁচ সেকেণ্ড আগে বা পরে। সেদিকটা দেখবে ওদের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা।

'শুনুন!' আবার কথা বলল জেনারেল গুডরিচ। 'সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। কোন শব্দই হচ্ছে না। বিশ্বাস হয়, এই দ্বীপে চল্লিশ হাজার লোক বসবাস করে? তবে, বেশিরভাগই ওরা ভাঙা জাহাজ ও সাম্পানে ঘুমায়, হারবারে। মাঝরাতের পর ক'টা লোকই বা জেগে থাকে বলুন। চিয়াং চাও দ্বীপে নাইট-লাইফ বলে কিছু নেই বললেই হয়।'

জেনারেল কথা বলছে, এই ফাঁকে চারদিক চোখ বুলিয়ে নিল রানা। সরাসরি ওর সামনে জমিন ঢালু হতে শুরু করেছে, একটু দূরেই মাটির নিচে রয়েছে ওর প্যাকেটটা। নিচু পাঁচিল ঠিক কোথায় টপকাতে হবে, মনে মনে চিহ্নিত করে রাখল। নিচে, বে-কে ঘিরে আছে সৈকত। ডান দিকের জমিন খাড়াভাবে গেছে ওপরদিকে। ও জানে, ঢালের মাথা থেকে কয়েক শো গজ দূরে একটা রাস্তা আছে, এঁকেবেঁকে চলে গেছে মাটির করিডর ও গ্রামের দিকে। রাস্তাটা ভাল নয়, এবড়োখেবড়ো, এক পাশে পড়বে বিখ্যাত 'পাক তাই মন্দির' ও সাগর, ফিশ প্রসেসিং ফ্যাক্টরি ও কয়েক শো জেলে নৌকো।

ওর কাঁধে চাপড় মারল জেনারেল। 'তবে আজ রাতে ওদেরকে আমরা একটা রোমাঞ্চকর খেলা উপহার দেব, কি বলেন, মি. রানা?' হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল সে। 'সময় প্রায় হয়ে এসেছে।' ঘুরল সে, রানাকে নিয়ে কামরায় ফিরে এল আবার।

'আমার একটা শেষ ইচ্ছা কি পূরণ হতে পারে?' শান্তস্বরে জিজ্ঞেস করল রানা।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল জেনারেল, চোখে ক্ষীণ সন্দেহ। 'নির্ভর করে ইচ্ছাটা কি তার ওপর।'

'আমি আমার বন্ধু-বান্ধবদের কাছে বিদায় নিতে চাই, ওদেরকে শুভেচ্ছা জানাতে চাই।'

'উচিত হবে না। ওদের মন ভেঙে যাবে। এই মুহূর্তে সবাই ওরা নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে বেঁধে রেখেছে, বিশেষ করে মেয়েরা। আপনাকে দেখে, আপনার কথা শুনে, ওদের চিত্ত অস্থির হয়ে উঠতে পারে। বুঝতেই পারছেন, ভারসাম্য হারাবার ঝুঁকি আমি নিতে পারি না। জানেনই তো, কাল যে কাজটা করতে যাচ্ছি আমি সেটা ওদের জন্যে আনন্দ বয়ে আনবে না। অনিবার্য মৃত্যুকে ওরা যদি সাহসের সাথে, সহিষ্ণুতার সাথে গ্রহণ করতে পারে, সংশ্লিষ্ট সবার জন্যে সেটাই তো ভাল। আপনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় আশা করি আপনি রাগ করবেন না।'

হ্যাঁ, ভাবল রানা, ওদের সাথে আমাকে দেখা করতে দেয়া তোমার পক্ষে সম্ভব নয়, জেনারেল সিসিল গুডরিচ। কারণ, এই মুহূর্তে সংখ্যায় একজন কম রয়েছে ওরা। বেঈমানটাকে সরিয়ে আনা হয়েছে। গুডরিচের দিকে তাকাল ও, বলল, 'আপনি একটা কসাই, জেনারেল। নিন, শুরু করুন, ঝামেলা মিটে যাক।'

মাথা ঝাঁকাল জেনারেল, ভাবগম্ভীর চেহারা। 'সাধারণত দশ সেকেণ্ড সময় দেয়া হয়, তারপরই ধাওয়া শুরু করে রবিনসনরা। কিন্তু আপনার বেলায় সময়টা আমরা বাড়িয়ে দিয়েছি। পুরো পাঁচ মিনিট পর আপনার পিছনে লেলিয়ে দেয়া হবে ওদের। আসুন, মি. রানা, অস্ত্রগুলো দেখুন।'

যেন ভোজবাজির মত টেবিলের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে মারাত্মক সব অস্ত্র। তিনটে ল্যুগার পিস্তল ও লম্বা গানমেটাল ড্যাগার—কমাণ্ডো নাইফের চেয়ে ইঞ্চিখানেক বেশি লম্বা হবে ওটা, আর ফাইটিং আয়রন। ফাইটিং আয়রনের কাঠের হাতলটা দু'ফুটের মত লম্বা, হ্যাণ্ড গ্রিপটা ইস্পাত দিয়ে মোড়া, অপর মাথায় ধারাল ইস্পাতের ব্লেড। হাতলের উল্টোদিকের প্রান্তে ছোট্ট এক প্রস্থ চেইন জোড়া লাগান হয়েছে, চেইনের শেষ প্রান্তে ঝুলছে মুঠো করা হাতের দ্বিগুণ আকারের একটা গদা, গদার গা থেকে তীক্ষ্ণমুখ কাঁটা বেরিয়ে আছে। গদার ওপর একটা আঙুল রেখে হেসে উঠল জেনারেল।

'জানেন কি, এক সময় কি নাম ছিল এটার?' রানাকে জিজ্ঞেস করল সে।

'হ্যাঁ, মর্নিং স্টার।'

'হ্যাঁ, ভারি রোমান্টিক নাম, তাই না, মি. রানা? কাকতালীয় ব্যাপার হলেও, কথাটা সত্যি—আপনিও একজন রোমান্টিক হিরো। আপনার রেকর্ডেও সে-কথা লেখা আছে, রোমান্টিসিজমের ভারি ভক্ত। আর আমরা

তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি, হিরোইনদের উদ্ধার করতে এসে ফাঁদে পড়ে গেছেন আপনি। যদি বলি রোমান্টিসিজমই আপনার জন্যে কাল হয়েছে, তাহলে কি ভুল বলা হবে, মি. রানা? না, আপনাকে কোন জবাব দিতে হবে না। জবাব পাওয়া যাবে এই ফাইটিং আয়রনের কাছ থেকে, আশা করি।'

'[illegible]' মনে মনে গাল দিয়ে রাগ চেপে রাখার চেষ্টা করল রানা।

ল্যুগারগুলোর ওপর হাত বুলাল জেনারেল। 'এটা বোধহয় আপনার,' একটা পিস্তল তুলে নিয়ে রানার হাতে দেয়ার আগে ম্যাগাজিনটা বের করে নিল সে। 'প্লীজ, মেকানিজম ঠিক আছে কিনা দেখে নিন। বিশেষ করে পরীক্ষা করুন, ফায়ারিং পিন সরিয়ে রাখা হয়েছে কিনা।'

পিস্তলটা চেক করল রানা। ভাল করে তেল দিয়ে রাখা হয়েছে, মেকানিজমে কোন ত্রুটি নেই।

'চার রাউণ্ড বুলেট গুনে নিন। আপনার প্রতি অবিচার বা বৈষম্য আমি সহ্য করব না। আই ইনসিস্ট অন ফেয়ার প্লে।'

তার কথামত কাজ শুরু করে রানা লক্ষ করল, অকস্মাৎ সতর্ক হয়ে উঠল গার্ড, তার মেশিন পিস্তল সরাসরি ওর বুকের দিকে তাক করা। এই সময় ওর পিছনে কামরার ভেতর ঢোকানো হল চারজন রবিনসনকে। ও বুঝল, গোটা ব্যাপারটাকে নাটকের মত করে সাজানো হয়েছে একটা মাত্র উদ্দেশ্যে, ওর আত্মবিশ্বাস ও নার্ভ যাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। মঞ্চ পরিচালক হিসেবে অত্যন্ত দক্ষ জেনারেল গুডরিচ।

'পিস্তলটা আপনি লোড করতে পারেন, অন করতে পারেন সেফটি।'

তাই করল রানা, ডান হাত আলগোছে ধরে আছে অটোমেটিকটা।

জেনারেল বলে চলেছে, 'আমরা প্রস্তুত হবার পর, আমি আপনাকে ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোর সামনে নিয়ে যাব, মি. রানা। তারপর দশ থেকে শূন্য পর্যন্ত গুনব। আমি শূন্য বলার সাথে সাথে সমস্ত আলো নিভে যাবে, আপনিও শুরু করবেন আপনার দৌড়। কৌশল বা চালাকি সম্পর্কে ইতিমধ্যে যা বলেছি তা যেন ভুলবেন না, মাসুদ রানা। ও-সব আপনার কোন উপকারে আসবে না। আমি অবশ্য প্রতিজ্ঞা করছি, একজন অফিসার হিসেবে, রবিনসনদের লেলিয়ে দেয়ার আগে পুরো পাঁচ মিনিট সময় পাবেন আপনি। সময়টার সদ্ব্যবহার করবেন। আশা করি। এত সব আপনার ভালর জন্যেই বলা। আপনি রেডি, মি. রানা?'

মাথা ঝাঁকাতে শুরু করে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল রানা, ওর দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে জেনারেল গুডরিচ। হাতটার দিকে শুধু তাকাল ও, তারপর জানালার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। এক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকল গুডরিচ, যেন রানা প্রত্যাখ্যান করায় আহত হয়েছে, তারপর গুনতে শুরু করল, 'দশ...নয়...আট...' এভাবে শূন্যে পৌঁছুল সে।

সমস্ত আলো নিভে গেল। অন্ধকারে ঝাঁপ দিল রানা।

দশ

অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না, লাফ দিয়ে একটা পাঁচিল টপকান সহজ কাজ নয়। আবার শুধু পাঁচিলটা টপকালেই হবে না, ওপারে নির্দিষ্ট একটা জায়গায় পড়তে হবে ওকে, কারণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে পাথরের পিছনে লুকিয়ে রাখা হাতিয়ারগুলো খুঁজে বের করতে নষ্ট হবে অমূল্য সময়। গুডরিচের সঙ্গে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকার সময় দূরত্বটা মেপে নিয়েছিল ও, আলো নেভার সঙ্গে সঙ্গে সেটা মনে রেখে ছুটল। ছোটার গতি না কমিয়ে লাফ দিল, মাটিতে পড়ে আবার ছুটল, যতক্ষণ না সামনে পড়ল ঢালটা। তারপর ডাইভ দিল রানা, শরীরটাকে গড়িয়ে দিল দ্রুত, বাড়ির ভেতর থেকে ওকে যাতে দেখা না যায়। ও নিশ্চিত, লক্ষ্যের কয়েক ফুটের মধ্যে চলে এসেছে। হাতের তালু দিয়ে চারপাশটা হাতড়াতেই পেয়ে গেল পাথরটা। আঙুল দিয়ে মাটি সরিয়ে ভেতর থেকে বের করে আনল অয়েলস্কিনে মোড়া প্যাকেট।

সিধে হল রানা, বাম দিকে ঘুরে ছুটল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঢাল বেয়ে উঠে যেতে চায় ভিলা থেকে দূরে ও ওপরদিকে। ছোটার সময় সেকেণ্ডগুলো গুনছে ও। মাপা আড়াই মিনিট বরাদ্দ। এই সময়ের ভেতর যেখানেই পৌঁছুক, দাঁড়াবে ও।

দাঁড়াবার পর আন্দাজ করল ভিলা থেকে ত্রিশ গজ ওপরে উঠে এসেছে ও। মাটিতে শুয়ে পড়ে পিস্তলটা পাশে নামিয়ে রাখল, প্রয়োজনে হাত বাড়ালেই যেন পায়। ইলোরার উপহারটা মাটিতে ফেলে টেপ ধরে টান দিল এবার, খুলে ফেলল অয়েলস্কিন। অন্ধকারে, শুধু স্পর্শের সাহায্যে, প্রতিটি জিনিস চিনতে পারল ও, হোল্ডার থেকে বের করে ও-ভারঅলের বিভিন্ন পকেটে ঢুকিয়ে রাখল, হাতে রাখল শুধু ফ্লেয়ারটা।

ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে রানা, হাতটা লম্বা করে দিল, ব্যাটারিসদৃশ জিনিসটা ভিলার দিকে তাক করে চাপ দিল ফায়ারিং বাটনে। একই সময়ে ল্যুগারটা তোলার জন্যে লম্বা করল অপর হাতটা। ওর হিসেবে, বাড়ি ছাড়ার পাঁচ মিনিট বিশ সেকেণ্ড পর বিস্ফোরিত হবে ফ্লেয়ার। ওর ডান ঊরুর কাছে ওভারঅলের একটা খোলা পকেট রয়েছে, ল্যুগারটা চালান হয়ে গেল সেটার ভেতর। তারপর দ্বিতীয় ব্যাটারিটা—খুদে গ্রেনেড—হাতে নিয়ে অপেক্ষায় থাকল।

লম্বা করা হাতটাকে ঝাঁকি দিতেই ছুটে গেল ফ্লেয়ার, উঠে যাচ্ছে চোখ ধাঁধানো সাদা একটা আলো। মুহূর্তের জন্যে চোখ বন্ধ করে আবার খুলল রানা। দেখে মনে হল ভিলা ও চারপাশের গোটা এলাকায় আলোর বন্যা বয়ে যাচ্ছে, যেন কেউ ফ্লাডলাইট জ্বেলে দিয়েছে। রবিনসনরা কে কোথায়,

পরিষ্কার দেখতে পেল রানা। ঢাল বেয়ে ওর দিকে উঠে আসছে দু'জন, বাকি দু'জন নেমে যাচ্ছে সৈকতের দিকে। যে দু'জন রানার দিকে আসছে, তাদের একজন চোখ ঢাকার জন্যে একটা হাত তুলল মুখের সামনে, তবে দু'জনেই দম দেয়া পুতুলের মত উঠে আসছে ওপরে। রানা দেখল, বাকি দু'জন ফিরে আসছে না, আগের মতই ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে সৈকতের দিকে। মাটিতে বুক দিয়ে স্থির হয়ে থাকল ও, মুঠোর ভেতর শক্ত করে ধরে আছে ছোট বোমাটা। লোকগুলো সরাসরি ওর দিকে হেঁটে আসছে, এরই মধ্যে তাদের নিঃশ্বাসের শব্দ পাচ্ছে ও। ফ্লেয়ারের নিভু নিভু আলোয় তাদের কাঠামো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

সময়ের হিসেবে এবার কোন ভুল থাকা চলবে না। ঠিক সময়টিতে যদি বিস্ফোরণ না ঘটে, একই সাথে দু'জন লোক যদি আহত না হয়, ওকে হয়ত ল্যুগারটা ব্যবহার করতে বাধ্য হতে হবে, ফলে খরচ হয়ে যাবে অমূল্য একটা গুলি। পায়ের ও হাঁপানির আওয়াজ কাছে চলে এসেছে, এখন শুধু হিসাবের ওপর ভরসা, কারণ ইতিমধ্যে নিভে গেছে ফ্লেয়ার। এক সেকেণ্ড প্রার্থনা করল রানা, চাপ দিল নিপল্-এ, লোক দুটো কোথায় আছে আন্দাজ করে তাদের সামনের পথে ছুঁড়ে দিল বোমাটা।

মূর্তি দুটোকে পলকের জন্যে দেখতে পেল রানা, পাশাপাশি প্রায় গা ঘেঁষে রয়েছে, প্লাস্টিক তরা খুদে সিলিন্ডারটা বিস্ফোরিত হয়েছে সরাসরি ওদের সামনে। ঝট করে মাথাটা নামিয়ে নিল ও, বিস্ফোরণের ধাক্কাটা নিজের খুলিতে অনুভব করল, তালা লেগে গেল কানে। বিস্ফোরণের আওয়াজের সাথে, ওর মনে হল, একটা চিৎকারও শুনতে পেল যেন। টলতে টলতে দাঁড়াল ও, হোঁচট খেতে খেতে সামনে বাড়ল, যতক্ষণ না নরম কিছু একটা পায়ে ঠেকল। ঝুঁকল রানা, হাত বাড়াতেই নরম ও ভেজা কি যেন ঠেকল আঙুলে। বুঝতে অসুবিধে হল না, রক্ত ও লাশ।

হামাগুড়ি দিয়ে ঘাসের ওপর সাবধানে কি যেন খুঁজছে রানা। ঝাঁ-ঝাঁ করছে কান, তবু যে-কোন শব্দ শোনার জন্যে খাড়া হয়ে আছে। শুধু কান নয়, বিপদের আভাস পাওয়ার জন্যে প্রতিটি ইন্দ্রিয় পুঙ্খোমাত্রায় সজাগ। ছোরাটা খুঁজে পেতে দু'মিনিট পেরিয়ে গেল, আরও আড়াই মিনিট লাগল পিস্তলটা পেতে। গ্রেনেডটা বিস্ফোরিত হয়েছে, ওর হিসেব মতই, লোক দু'জনের ঠিক সামনে ও মাঝখানে। দুটো শরীরই স্পর্শ করল রানা, তবে পালস দেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল না।

মাথাটা পরিষ্কার হয়ে আসছে। নিজের পিস্তলটা এখনও ওভারঅলের পকেটে, সদ্য পাওয়া ল্যুগার ডান হাতে, পশ্চিম দিকে মুখ করে ছুটল রানা। আঁকাবাঁকা রাস্তাটায় পৌঁছুতে চায় ও, যেটা পানির কিনারা পর্যন্ত চলে গেছে।

চারজন রবিনসনের কার কি অভিজ্ঞতা ও বৈশিষ্ট্য জানে রানা, জেনারেল গুডরিচ নিজের অজান্তেই ওর এই ছোট্ট উপকারটা করেছে। অবশিষ্ট আছে আর মাত্র দু'জন, ওদের ট্রেনিঙের কথা মনে রেখে ধরে নেয়া চলে নিজেদের

পথ থেকে এখুনি সরবে না ওরা, পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে গ্রামে পৌঁছুনর পর– শিকারকে ধরার চেষ্টা করবে ফাঁকা জায়গায় অথবা পানির কিনারায় সার সার দাঁড়িয়ে থাকা বিল্ডিংগুলোর মাঝখানে কোথাও।'

রানারও নিজস্ব একটা প্ল্যান আছে। পাক তাই মন্দির পর্যন্ত যদি পৌঁছুতে পারে, ওখানেই পজিশন নিয়ে অপেক্ষা করবে ও। ওরাই ওর কাছে আসুক।

কান দুটো এখনও শোঁ-শোঁ করছে ওর। জানে কাপড়ে রক্ত লেগে আছে। কোন অঘটন ছাড়াই উঠে এল রাস্তাটায়, এগোবার সময় পাথুরে মেঝে ছেড়ে ঘাস মোড়া কিনারায় সরে এল। এখন আর রানা ছুটছে না, হন হন করে হাঁটছে, নিঃশ্বাস ফেলছে ঘন ঘন। দশ মিনিট পর মনে হল সামনের বিল্ডিংগুলোর আকৃতি আঁচ করতে পারছে। আরও পাঁচ মিনিট পর গ্রামের কিনারায় পৌঁছে গেল ও। এবার ঝোপের ভেতর দিয়ে সাবধানে এগোল। সামনে একটা পাথরের পাঁচিল, ধারণা করল ওটাই বোধহয় মন্দির। পাঁচিলে হাত রেখে ভবনটার সামনের দিকে হেঁটে আসছে।

মন্দিরটা খোলা একটা জায়গার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফ্লেয়ার ও গ্রেনেড বিস্ফোরণের পর এই প্রথম রানার মনে হল চোখ দুটোয় অন্ধকার সয়ে আসছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে মন্দিরের সিঁড়ির আকৃতি চিনতে পারল ও, ধাপগুলোর দু'পাশে প্রহরী হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী ড্রাগন। শুধু স্পর্শের সাহায্যে ধাপ বেয়ে উঠে এল রানা সিঁড়ির মাথায়। ওপরে উঠেই ডান দিকের দরজার পাশে সরে এল, গাঢ় অন্ধকারের ভেতর। পাথরের বিশাল দুটো পিলার রয়েছে ওর সামনে, আড়াল হিসেবে কাজ দেবে।

অপেক্ষা করছে রানা। মিনিটের পর মিনিট পেরিয়ে যাচ্ছে। ও জানে, ওর মতই সময় নিয়ে এগোচ্ছে রবিনসনরা, অন্ধকার রাস্তা দিয়ে আসার সময় সম্ভাব্য সব রকম সতর্কতা অবলম্বন করছে। দেরি হবার সেটাই কারণ।

ইতিমধ্যে অন্তত এক ঘন্টা পেরিয়ে গেছে। তারপর আরও আধ ঘন্টা পেরুল। শৃংখলাবোধ ও সংযম এমনকি হাতঘড়ির আলোকিত ডায়ালেও চোখ বুলাতে নিষেধ করল ওকে। সারাক্ষণ, প্রতিটি সেকেণ্ড, ডান দিক থেকে বাম দিকে, বাম দিক থেকে ডান দিকে চোখ বুলাচ্ছে ও। মাথা ও চোখ, দুটোই খুব সাবধানে ঘোরাল। দীর্ঘক্ষণ অচল থাকায় শরীরটা আড়ষ্ট হয়ে উঠল।

অবশেষে হাতঘড়ির ওপর চোখ রাখল রানা। ভোর পাঁচটা বাজতে আর দশ মিনিট বাকি। খেলাটা শেষ হতে আর মাত্র এক ঘন্টা বাকি। তারপরই কসাইয়ের ভূমিকা নেবে জেনারেল গুডরিচ। একে একে ওদের সবার চেহারা ভেসে উঠল রানার চোখের সামনে। শাকিলা মমতাজ, রাবেয়া সিরাজ, কুর্শি করবেট, এলা কাডিশ ও শামিম হাসান। এলা কাডিশ ও কুর্শি করবেটকে কিভাবে খুন করা হবে জানে না ও, তবে বাকি তিনজনকে খুন করার আগে জিভ কেটে নেয়া হবে। জিভ কাটার আগে মেয়েগুলোর ওপর নির্যাতন

চালাবার কথা বলেছে গুডরিচ। চিন্তাটা মাথায় আসতেই রানার তলপেট মোচড় খেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে চোখের কোণ দিয়ে কি যেন একটা নড়তে দেখল ও। চৌরাস্তার ডান প্রান্তে কিছু একটা নড়েছে, বাড়িটার কাছাকাছি। এক সেকেণ্ডের জন্যে ছুটন্ত একটা মূর্তিকে দেখতে পেল রানা, পানির কিনারায় একটা ছায়া মাত্র।

ধীরে ধীরে নড়ল রানা, ল্যুগারটা তুলল, ছায়াটা যেখানে দেখেছে তার আশপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। মুহূর্তের জন্যে মনে হল, আসলে দেখেনি, স্রেফ কল্পনা করে নিয়েছিল। তারপরই আবার দেখল, দেয়ালের সাথে সেঁটে আছে, এগোচ্ছে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে, অন্ধকারকে ব্যবহার করছে আড়াল হিসেবে। দাঁড়াবার ভঙ্গি আবার বদল করল রানা, ল্যুগারটা ঘোরাল সামান্য, ওদিকে পাঁচিলের গা ছেড়ে মন্দিরের সিঁড়ির দিকে এগিয়ে এল মূর্তিটা। ঠিক এই সময়, এত ট্রেনিং ও অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও, আজ রাতের প্রথম ভুলটা করে বসল রানা। শালাকে এখনই ফেলে দাও, মনের একটা অংশ তাগাদা দিল ওকে। আরেকটা অংশ বলল, না, দাঁড়াও, আরেক শালা কোথায়? ওই এক সেকেণ্ডের সিদ্ধান্তহীনতা কয়েকটা আতঙ্কের মুহূর্তের জন্ম দিল, রানাকে পৌঁছে দিল মৃত্যুর মুখে।

এখুনি ফেলে দাও। সচল ছায়ার ওপর ল্যুগারের সাইট স্থির করল রানা। ট্রিগারে প্রথম চাপ পড়ল। তারপরই ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সাবধান করে দিল, কাছেই বিপদ।

দু'হাত লম্বা করে পিস্তল ধরে আছে রানা, বাম হাতে হঠাৎ তীব্র ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল, যেন কেউ আগুন চেপে ধরেছে ওখানে। ব্যথায় কাতরে উঠল ও, অনুভব করল ডান হাত থেকে খসে পড়ল পিস্তল, আহত হাতটা খামচে ধরল। টলে এক পাশে সরে যাবার সময় রবিনসনকে দেখতে পেল রানা, দ্বিতীয়বার আঘাত হানার জন্যে ফাইটিং আয়রনটা বাগিয়ে ধরে আছে।

স্বতস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া হল, তবে ছিন্নভিন্ন বাম হাত থেকে ছড়িয়ে পড়া অসহ্য ব্যথার কারণে মনে হল সব কিছু যেন অত্যন্ত ধীরগতিতে ঘটে চলেছে। লোকটার নাম মনে করতে পারছে না ও, অথচ কি একটা অস্পষ্ট কারণে সমস্যাটা নিয়ে ব্যস্ত থাকল ওর মাথা। মনে হল লোকটার নাম বেগিন হতে পারে, যুবকদের ঘাড় মটকে মেরেছে, তারপর লাশগুলো টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিয়েছে বনভূমিতে। গুডরিচের কণ্ঠস্বর পরিষ্কার কানে বাজছে, 'ও একজন চাষা, তবে গায়ে দৈত্যের মত শক্তি, নীতিবোধ কাকে বলে জানে না।' লোকটার চোখের দিকে যতক্ষণ তাকিয়ে আছে রানা, দণ্ডটা অত্যন্ত ধীরগতিতে মাথার ওপর তুলছে সে। তারপর ইস্পাতের কাঁটাযুক্ত বলটা সবেগে রানার খুলির দিকে নেমে আসতে শুরু করল। ওর ডান বাহু খুবই মন্থরবেগে নড়ে উঠল, ডান পা পিছন দিকে সরে যাচ্ছে, ওভারঅলের পকেটে ঢুকে ল্যুগারের গ্রিপ আঁকড়ে ধরল হাত। ওর আঙুলগুলো সেফটি ক্যাচ স্পর্শ করল। বাতাসে শিস কেটে নেমে আসছে বলটা, কাছে চলে আসছে।

পকেটের মুখের কাছে আটকে গেল ল্যুগার, তারপর মুক্ত হল, হাতটা মোচড় খেল, বাঁকা হয়ে গেল আঙুল। পরমুহূর্তে দুটো বিস্ফোরণের শব্দ হল–দুটো গুলি করতে হবে, ট্রেনিঙের সময় সবাইকে বলে দেয়া হয়েছে–নাকে ঢুকল করডাইটের গন্ধ। টিং করে আওয়াজ হল, খরচ হওয়া কার্টিজের কেস ছিটকে পড়ল পাথরের ধাপে।

তারপরই সব কিছু চোখের পলকে দ্রুত ঘটতে শুরু করল।

বুলেট দুটো বেগিনকে মেঝে থেকে শূন্যে তুলে ফেলেছে, ডানা ঝাপটানর ভঙ্গিতে বাতাসে নড়ে উঠল হাত দুটো, ছিটকে পড়ল ফাইটিং আয়রন। বেগিনের শরীর, রানার গায়ে রক্ত ঝরিয়ে, আছড়ে পড়ল মন্দিরের দরজার ওপর।

ব্যথাটা আবার যেন নতুন করে দাঁত বসাল বাম হাতে। গুলির দুটো শব্দ ঢুকল কানে, পিলারের গা থেকে খসে পড়ল খানিকটা পাথর। সিঁড়ির নিচ থেকে দ্বিতীয় রবিনসন গুলি করছে।

প্রচণ্ড ব্যথায় চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল রানার। বমি পাচ্ছে ওর, ওঁক-ওঁক করে আওয়াজ বেরুল গলা থেকে, কোমর ভাঁজ হয়ে গেল। হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল, ধাপের ওপর পড়ে থাকতে দেখল দ্বিতীয় ল্যুগারটাকে।

নিজেকে সিঁড়ির দিকে ঘুরতে বাধ্য করল রানা, ডান হাতে এখনও নিজের ল্যুগারটা ধরে আছে, ম্যাগাজিনে গুলি আছে আর মাত্র দুটো। ঘুরল, তারপরই অনুভব করল ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাচ্ছে, প্রচণ্ড ব্যথায় নিঃশব্দে কাঁদছে ও টলছে। মনে হল ওর কানের পাশে ফিসফিস করছে কে যেন, 'ফেলে দাও ওকে। এখুনি ফেলে দাও।' সচেতন কোন চেষ্টা নয়, যেন আঙুলটা নিজে থেকেই ট্রিগার টেনে দিল, শুধু জানে অস্ত্রটা তুলেছে ও, ওর ডান হাতটা সোজা হয়ে আছে। একটা ভূতকে লক্ষ্য করে দুটো গুলি, ডাবল ও। প্রথম অস্ত্র ফেলে দিয়ে দ্বিতীয়টা তুলে নাও। যেন রিফ্লেক্স-এর সাহায্যে অভ্যস্ত কাজ সারছে রানা। দ্বিতীয় ল্যুগারটা ধরার জন্যে নিচু হয়েছে, মাথার ওপর দিয়ে আরেকটা বুলেট বাতাসে শিস কেটে বেরিয়ে গেল। ল্যুগারটা ধরল ঠিকই, কিন্তু সিধে হতে পারছে না।'

মেঝেতে একটা হাঁটু পাড়ল রানা, মাথাটা উঁচু করল। দেখল, লোকটা ওর সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। সাবধানে, সময় নিয়ে, লক্ষ্যস্থির করছে সে। হিব্রু ভাষায় কি যেন বিড়বিড় করে বলছে। রানার চোখে তার ল্যুগারটা প্রকাণ্ড দেখাল।

পরমুহূর্তে ঘটল বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণের আওয়াজটাকে নিজের আর্তনাদ বলে কল্পনা করল রানা। ওর মনে পড়ল, পাক তাই অন্ধকার স্বর্গের একজন সম্রাট। ওর আর্তনাদ পাক তাই মন্দিরের অসংখ্য দেয়াল ও কোণে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলছে, ফিরে আসছে ওর কাছে।

এগারো

'মারা গেলে তুমি কোন ব্যথা অনুভব করবে না,' রানা যুক্তি দাঁড় করাল। শেষ যে দৃশ্যটা মনে আছে ওর, ওর কাছ থেকে ছ'ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে রবিনসন, তার হাতের ল্যুগার ওর মাথার দিকে তাক করা, খেল খতম করে দেয়ার জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি। তারপরই ভোঁতা একটা বিস্ফোরণ। 'আমি শুনেছি, আমি দেখেছি, কাজেই আমার মৃত্যু সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই।' তবু বমির ভাবটা রয়েছে, বাম হাতে তীব্র ব্যথাও অনুভব করছে। জানে চেষ্টা করলে নড়তে পারবে, চোখের পাতা নড়ছে। কার যেন গলা শুনতে পেল, ওকে ডাকছে।

'মি. রানা, স্যার? মি. রানা, স্যার? চোখ মেলুন, মি. রানা।'

চোখ দুটোকে পুরোপুরি খুলে যেতে দিল রানা। গাঢ় অন্ধকার জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে ভোরের প্রথম আলোকে। পাশ ফিরে শুয়ে রয়েছে ও, চোখের সামনে ভাসতে দেখল একজোড়া কালো বুট, বুটের পিছনে কিসের যেন একটা কালো স্তূপ। স্তূপটাকে একটা শরীর বলে মনে হল। ওর পাশে আরও এক জোড়া বুট, বুট থেকে পা বেয়ে ওপরে উঠল দৃষ্টি।

'এখন আপনি সুস্থবোধ করছেন, মি. রানা?'

মাথাটা এমনভাবে কাত হয়ে আছে, সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার মুখ ভাল করে দেখতে পাচ্ছে না রানা। মেঝেতে একটা হাঁটু গেড়ে নিচু হল সে।

'এখান থেকে আমাদের কেটে পড়া উচিত, মি. রানা, নেভার মাইণ্ড,' চীনা তরুণ সহাস্যে বলল। 'আমার কথা মনে আছে, মি. রানা, স্যার? লী লিং। মি. জহির আব্বাসের শিষ্য। ভাগ্যিস আপনাকে আমি ফলো করেছিলাম। মি. আব্বাস বলেছিলেন, তাঁর যদি কিছু ঘটে তাহলে আপনার সাহায্য দরকার হতে পারে,' নেভার মাইণ্ড। তিনি বলেছিলেন, এখানে আপনাকে পাওয়া যাবে, মন্দিরের কাছাকাছি। বলেছিলেন, আমি যেন আপনার পিঠের দিকে নজর রাখি।'

'তুমি রবিনসনকে খুন করেছ?' বাম হাতের ব্যথা ছাড়া শরীরের আর সব কিছু ঠিক আছে, অনুভব করল রানা।

'লোকটার নাম? রবিনসন? ঠিক আছে, হ্যাঁ, ওকে আমিই মেরেছি। আপনি মেরেছেন প্রথম লোকটাকে, যার হাতে ফাইটিং আয়রন ছিল। এটাকে আমি গুলি করে মেরেছি।' রানাকে অস্বাভাবিক বড় একটা কোল্ট, ফরটিফাইভ দেখাল লী লিং। 'লোকটাকে আমি খুন করে ভাল কাজ করেছি তো, স্যার?'

লী লিংকে বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করল রানার। 'এমন একটা ভাল

কাজ করেছ, তোমার প্রতি আমি চিরঋণী হয়ে থাকলাম, লিং। হেল!' শরীরটা মোচড়াল রানা, মাথা নত করে তাকাল হাতঘড়ির দিকে। রোলেক্সে পাঁচটা পনেরো। বাকি সবাইকে নিয়ে আর পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর খেলতে শুরু করবে গুডরিচ। কাঁপতে কাঁপতে শরীরটাকে খাড়া করার চেষ্টা করল ও, আস্তে-ধীরে ভর দিচ্ছে পায়ের ওপর। বাকি সব ঠিক আছে বলে মনে হল, শুধু বাম বাহুটা বাদে। 'পিস্তলটা দাও আমাকে—ওই যে পড়ে রয়েছে।

রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল লী লিং, ল্যুগারটা তোলার জন্যে ঝুঁকল।

'আরেকটা থাকার কথা,' বলল রানা, আবছা আলোয় চোখ কুঁচকে তাকাল। ওর প্রতিপক্ষের অস্ত্রটা লাশের একপাশে পড়ে রয়েছে। সেটা তুলে নিল লী লিং।'

'জলদি!' তাগাদা দিল রানা। 'ম্যাগাজিনগুলো ক্লের কর, সবগুলো কার্টিজ একটার ভেতর ভর। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে, স্যার। মি. আব্বাস এসব আমাকে শিখিয়েছিলেন। বলতেন আমার হাত নাকি খুব ভাল।'

'তার সাথে সম্পূর্ণ একমত আমি, লিং। শোন, টাং ওয়ান বে-র উত্তরে একটা বাড়ি আছে, তুমি চেন? যে বাড়িটায় ওরা আমাকে আটকে রেখেছিল?'

'না, স্যার, চিনি না। মি. আব্বাস শুধু বলেছিলেন, এখানে আপনাকে পাওয়া যাবে। আপনার পিঠের ওপর নজর রাখতে হবে আমাকে। এখানে এসে আপনাকে আমি দেখতে পাইনি। এদিক ওদিক ঘুর ঘুর করছিলাম, হঠাৎ এই লোকগুলোকে দেখলাম, মনে হল অন্ধকারে প্রজাপতি ধরার চেষ্টা করছে। ভারি অদ্ভুত কাণ্ড, নেভার মাইণ্ড। লিং, ওদের পিছু নেয়া উচিত তোমার, ওরা কোন ভাল কাজ করছে বলে মনে হয় না। অন্ধকারে আমার হাসি পাচ্ছিল...'

বলেই যেত, থামাল রানা। 'শোন, লিং, বাড়িটা কোথায় বলি তোমাকে...' বাড়িটার অবস্থান ব্যাখ্যা করল ও, তারপর বলল, 'পুলিসকে খবর দাও। বলবে, সিকিউরিটির প্রশ্ন জড়িত।'

'মি. আব্বাস আমাকে একটা পুলিস নাম্বার দিয়ে গেছেন, হংকঙের। স্পেশাল পুলিস।'

'স্পেশাল ব্রাঞ্চ?'

'হ্যাঁ। আমি বোকা তো, তাই প্রথমে বুঝতে পারিনি, ভেবেছিলাম কোন জাদুকরের নাম্বার। তারপর তিনি সব ব্যাখ্যা করে বলেন আমাকে।'

'ঠিক আছে। কোত্থেকে ফোন করবে জানো?'

'আমার বাপের তিন নম্বর বোন এই দ্বীপে বাস করে। ফুফুর ফোন সহ দোকান আছে। যাই, ঘুম থেকে ডেকে তুলি।'

'তুমি ঐ নাম্বারে ডায়াল করো, ওদেরকে বল লোকাল পুলিসকে যেন তাড়াতাড়ি ওই বাড়িতে যেতে বলে। ঠিক আছে?'

'লেভার মাইণ্ড। আপনি চললেন নাকি, স্যার?'

'হ্যাঁ, চললাম। যতক্ষণ শক্তি আছে ততক্ষণ চলার মধ্যেই থাকতে হবে আমাকে। যাও, পুলিসকে খবর দাও। ওদেরকে বলবে, বাড়ির ভেতর যাকেই পাবে, সবাইকে যেন আটক করে।' আগেই রওনা হয়ে গেছে লী লিং, কাজেই পিছন থেকে চিৎকার করতে হল রানাকে। 'বলবে, বাড়ির ভেতর সশস্ত্র লোক আছে। বিপজ্জনক লোক।'

'ঠিক আছে। বিপজ্জনক লোক, হ্যায়?'

রানার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল লী লিং, একটা হাত তুলে নাড়ল। তারপর, ভোরের প্রথম আলোয়, তার মাথাটা কাঁধের ওপর থেকে লম্বা হতে শুরু করল। ওটা আসলে রানার কল্পনা। বাস্তবে লী লিঙের মাথাটা বিস্ফোরিত হল। আকাশে ছড়িয়ে পড়তে দেখল রানা মিহি কুয়াশার কণার মত রক্ত। শরীরটা ছুটে গেল তিন-চার পা, তারপর সটান পড়ে গেল।

আবার মেশিন পিস্তলের আওয়াজ শোনা গেল, রানার চারদিকে দেয়াল ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে। এক পশলা গুলি, তারপর বিরতি। ঘটনার আকস্মিকতায় জড়পদার্থে পরিণত হবার কথা রানার, ওকে সাহায্য করল ট্রেনিং ও রিফ্লেক্স। মাজল ফ্ল্যাশ ওর ডান দিকে, কাছাকাছি। যে-কোন মুহূর্তে আরও এক পশলা গুলি হবে ধরে নিয়ে, বিদ্যুৎবেগে ঘুরল রানা, যেদিকে আলো দেখেছে সেদিকে দুটো গুলি করল। রোমহর্ষক একটা আর্তনাদ শোনা গেল, পাথরের ওপর খটাস করে পড়ল কি যেন, তারপর ধপাস করে বস্তা পড়ার আওয়াজ হল।

মেঝেতে একটা হাঁটু গেড়ে নিচু হল রানা; অপেক্ষা করছে, স্থির ও নিশ্চুপ। কান খাড়া করে আর কিছু শোনা যায় কিনা খেয়াল করছে, তবে শুধু গোঙানির আওয়াজটাই পাওয়া গেল। ধীরে ধীরে ডান হাতটা তুলল ও, বাম হাতের ব্যথাটা মাথাচাড়া দিল আবার। দাঁতে দাঁত চেপে থাকল রানা। কোন শব্দ নেই। গোঙানির আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। আরও কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করার পর ধীরে ধীরে দাঁড়াল ও, সামনে বাড়ল এক পা। অপর পা-টা তুলতে যাবে, পরিচিত একটা গলা পেয়ে থমকে দাঁড়াল।

'আর এক চুল নড়ো, আমি তোমার খুলি উড়িয়ে দেব, রানা। হাতের ওটা ফেলে দাও।'

রানার খুব কাছাকাছি রয়েছে মেয়েটা, ওর ডান দিকে।

'বললাম না হাতের ওটা ফেলে দাও!' নির্দেশটা তীক্ষ্ণ, সুরটা কর্তৃত্বসুলভ।

আঙুলগুলো সিধে করল রানা, শুনতে পেল সিঁড়ির ধাপে খটাস করে পড়ল ল্যুগারটা। পরমুহূর্তে ছায়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল মেয়েটা, সোপিনা পারকা।

সোপিনা পারকা ওরফে শাকিলা মমতাজ।

'তুমি!' আটকে রাখা দম ছাড়ল রানা, অনুভব করল মেয়েটার প্রতারণা

ওর গোটা শরীরে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিচ্ছে।

'হ্যাঁ। আমি। দুঃখিত, রানা, কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই আশা করনি যে আর কোন ঝুঁকি নেবেন জেনারেল? সত্যি, দেখিয়েছ বটে! এ আমি কল্পনাও করিনি। ধরে নিয়েছিলাম ওদের কারও গায়ে তুমি একটা আঁচড়ও কাটতে পারবে না। তবে জেনারেল খুব উদ্বিগ্ন ছিলেন। সারাটা রাত পায়চারি করেছেন।'

'আমার ওপর আস্থা রাখার জন্যে গুডরিচকে ধন্যবাদ।'

ব্যাপারটা আগে বুঝতে পারেনি বলে নিজেকে তিরস্কার করল রানা। লণ্ডনে, তাজমহল বিউটি পারলার থেকে বেরুবার সময়, সাদা রেনকোট পরেছিল শাকিলা মমতাজ। তখন ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত লেগেছিল ওর—কারণ, যে মেয়ে সামান্য ট্রেনিংও পেয়েছে, পালাবার সময় এ-ধরনের কিছু পরবে না সে। তারপর, ওর সাথে বিছানায় শুতে বলেছিল। এই ব্যাপারটাও ওর মনে খুঁতখুঁতে একটা ভাব এনে দেয়, বিশেষ করে মমতাজকে কুর্শি করবেটের সঙ্গে দেখার পর—পরস্পরকে ভালবাসত ওরা।

'কি হল, রানা? কি ভাবছ?'

'সেজন্যেই আমাদের গতিবিধি সম্পর্কে আগেভাগে খবর পেয়ে যাচ্ছিল গুডরিচ,' বলল রানা, আশা করল ওর আরও কাছে সরে আসবে মমতাজ।

'জেনারেলকে আমি ঠিক একজন ড্যান্সারের মত নাচিয়েছি—ভিন্ন অর্থে, তোমাকেও আমি নাচিয়েছি, রানা; আমার সাথে নাচতে হয়েছে করবেটকেও। ওকে যদি আমি প্রেমের ফাঁদে না ফেলি, ও কি আমাকে ওর বিশ্বাসঘাতকতার কথা বলে! যাই হোক, সমস্ত ঝামেলা এবার মিটিয়ে ফেলা দরকার। আমার ওপর নির্দেশ ছিল এখানে মারতে হবে তোমাকে, আমি অবশ্য ধরে নিয়েছিলাম আমাদের অমূল্য রবিনসনরাই আমার হয়ে কাজটা সারতে পারবে।'

'কবে থেকে...' শুরু করল রানা।

'কবে থেকে...কি?' হাসছে শাকিলা মমতাজ।

'মোসাডে নাম লিখিয়েছ?'

'অনেক দিন থেকে, রানা। আমার তখন কৈশোর চলছে। শুরু থেকেই ফাঁস হয়ে গিয়েছিল ফ্রুট কেক। যখন আমাদের সবার ইসরায়েল ত্যাগ করার প্রয়োজন দেখা দিল, নির্দেশ এল কুর্শি করবেট ও এলা কাডিশকে যার যার জায়গায় থাকতে দেয়া হোক। ওদেরকে যখন খুশি ধরা যাবে। আমার ব্যাপারে মোসাড চীফ ভাবলেন, বিসিআই পরে হয়ত আমাকে কোন দিন ব্যবহার করবে। তা করা হয়নি, তুমি জান। ফ্রুট কেক টিমের কাউকেই তোমরা পরে আর ব্যবহার করনি। সেজন্যেই ওদেরকে খতম করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তুমি ছিলে আমাদের অতিরিক্ত বোনাস, রানা। শুধু তোমার জন্যে নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে প্রকাশ্যে বেরিয়ে এসেছেন জেনারেল গুডরিচ। বোধহয় গর্ব বোধ করছ, তাই না?'

দারুণ।'

'তাহলে হাঁটু গেড়ে নিচু হও, রানা। তার আগে আমার দিকে পেছন ফের। মোসাডের এটা একটা বৈশিষ্ট্য, মাথার পিছনে গুলি করা।'

এক পা সামনে বাড়ল রানা, ভাব দেখাল পিছন ফেরার প্রস্তুতি নিতে যাচ্ছে। তারপর, যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেছে, জানতে চাইল, 'কিন্তু লণ্ডনে তোমার ওপর হামলাটা, মমতাজ?'

'ছোট্ট একটা নাটক, আমার ওপর তোমার বিশ্বাস আনার জন্যে। তবে, অ্যাভন তোমাকে আণ্ডারএষ্টিমেট করেছিল। তোমার আচরণে সাংঘাতিক রাগ হয় তার। আজ সে ভারি খুশি হবে। ঘোরো, রানা।'

'এক সেকেণ্ড। ব্যাপারটা আরেকবার ভেবে দেখবে, মমতাজ? ঠাণ্ডা মাথায়?'

হেসে উঠল মমতাজ, রানার দিকে এক পা এগোল। 'এ-ধরনের সস্তা কৌশল তোমার কাছ থেকে আমি আশা করি না, রানা। এ-কথা যেন আমাকে শুনতে না হয় যে মরতে ভয় পাচ্ছ তুমি। মেনে নাও, ডিয়ার। যে পেশার যে নিয়ম।'

'আমি ছাড়া আর কিন্তু কেউ জানে না,' নিচু গলায় বলল রানা।

'মানে?'

'আমি যদি কাউকে না বলি, কেউ জানবে না,' আবার বিড়বিড় করল রানা।

'কি বলতে চাও?' মমতাজের চেহারায় কৌতুক ছড়িয়ে পড়ছে।

'চিরকাল মোসাডে থাকতে হবে, এমন কোন কথা আছে? ভুল বল, পাপ বল, মানুষই করে; তার সংশোধন বা প্রায়শ্চিত্তও আছে। এসব কথা বলছি দুটো কারণে, মমতাজ। তুমি একজন ফিলিস্তিনী, তোমার মা-বাবা মাতৃভূমির জন্যে বিপুল ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তুমি কেন অত্যাচারী ইহুদিদের সাথে থাকবে? আরেকটা কারণ, আমি ও করবেট, দু'জনেই তোমাকে ভালবাসি। দু'জনের যে-কোন একজনকে বেছে নিতে পার তুমি। তুমি ওদের এজেন্ট, বিসিআইকে অনেকভাবে সাহায্য করতে পারবে।'

'তুমিও দেখছি ব্যতিক্রম নও, রানা,' হেসে উঠল মমতাজ। 'সময় হলে সবাই প্রলাপ বকে, তুমিও বকছ। ঘোরো!' আরও এক পা সামনে বাড়ল সে।

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রানা, হাতের ব্যথাটা তীব্র হয়ে উঠল। 'নিচু হতে চেষ্টা করলে পড়ে যেতে পারি। শালা আমার হাতটা একেবার ভেঙে দিয়েছে।'

'তাহলে শুধু ঘুরে দাঁড়াও।'

যতটা আশা করেছিল রানা, মমতাজকে তারচেয়ে বেশি শান্ত দেখাচ্ছে। আরও কাছে সরে আসছে সে, যেন ওর কণ্ঠস্বর টেনে আনছে তাকে। ঘুরতে শুরু করল ও, পরিস্থিতি বিবেচনা করে ঝড় বয়ে যাচ্ছে মাথার ভেতর, মাত্র এক হাতে কি করে কাবু করবে মেয়েটাকে। তারপর, মমতাজ আরও এক পা

সামনে বাড়ল, পিস্তল ধরা তার ডান হাত উঁচু হয়ে রয়েছে, বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর শরীরে।

উল্টোদিকে ঘোরো, সব সময় শরীরের দিকে ঘোরো, অস্ত্রের দিকে নয়। বিশেষজ্ঞদের অমূল্য বাণী। আর, কেউ যদি পিস্তল নিয়ে কাছাকাছি চলে আসে, তার মত বোকা দুনিয়ায় নেই। বোকাদের কপালে যা ঘটে তাই ঘটল মমতাজের কপালে।

রানা ঘুরতে শুরু করল ডান দিকে, শুরুতেই উপলব্ধি করল ওর পজিশন ঠিক আছে, পিস্তল আর ওর মাঝখানে দূরত্ব বাড়ছে। বলরুম ড্যান্সারের মত জটিল পদক্ষেপ নিচ্ছে ও। একটা হাত আহত হওয়ায় সামান্য দুর্বল হল প্রতিক্রিয়া, তবে পজিশনে কোন ত্রুটি থাকল না। এক সেকেণ্ডের পাঁচ ভাগের এক ভাগ সময় অস্ত্র ধরা মমতাজের হাত আড়ষ্ট হয়ে থাকল, ঠিক যেটুকু সময় দরকার ছিল রানার। ও কাছে চলে এসেছে, মমতাজের হাত ও অস্ত্র ওর ঘাড়ের ডানদিকে। হাঁটু ভাঁজ করে সবেগে ওপরদিকে তুলল রানা। মেয়েদের জন্যে এই আঘাত তত মারাত্মক হবার কথা নয়, তবু ব্যথা খুব একটা কম পেল না। রানা অনুভব করল, ফুসফুস খালি হয়ে গেল মমতাজের; তার গায়ের গন্ধ ঢুকল ওর নাকে, গায়ে গা ঠেকে গেল।

আঘাতটা খেয়ে সামান্য ঝুঁকে পড়েছে মমতাজ, রানার ডান হাত উঠে এল তার কব্জি ধরার জন্যে। এক হাতেও যথেষ্ট জোরের সঙ্গে নিচের দিকে হ্যাঁচকা টান দিতে পারল ও। ওর হাঁটুর ওপর আছাড় দিয়ে তার হাতটা ভাঙার চেষ্টা করল, ব্যথায় ককিয়ে উঠল মমতাজ। মেঝেতে পড়ে গেল পিস্তলটা, ধাপ বেয়ে সশব্দে নেমে যাচ্ছে।

হাঁটু ভাঁজ করে আবার ওপরে তুলল রানা। ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে মমতাজ, তার শিরদাঁড়া আদর্শ টার্গেট বলে মনে হল। মেরুদণ্ডের সবচেয়ে নিচের হাড়ে লাগল। এত জোরে, যে আসলেও হাড় ভাঙার আওয়াজটা পরিষ্কার শুনতে পেল রানা। তারপর পড়ে গেল মেয়েটা, নিঃশ্বাসের সাথে ঝাঁকি খাচ্ছে শরীর। ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই জ্ঞান হারিয়েছে সে, তবু তার গলা থেকে ফোঁপানর একটা আওয়াজ বেরিয়ে আসছে।

ডাবল এজেন্ট শাকিলা মমতাজ, আরও অনেক আগেই বুঝতে পারা উচিত ছিল ওর। যে ডাবল এজেন্ট, তাকেই তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টার্গেট —কুর্শি করবেটকে দেয়া হবে। একেবারে শুরুতেই বোঝা উচিত ছিল ওর। ল্যাগারটার দিকে হাত বাড়াল ও। কোন রকম ইতস্তত করল না। মাত্র একটা বুলেট, সরাসরি সুগঠিত মাথায়। কোন উল্লাস বা সন্তোষ, কিছুই অনুভব করল না রানা। কোন অস্বস্তিও না। বমি পাচ্ছে শুধু বাম হাতের ব্যথা অসহ্য লাগায়।

প্রথম লাশটার দিকে এগোল রানা। মারা গেছে গার্ড দু'জনের একজন। রানার দুটো বুলেটই তার বুকে লেগেছে। গার্ড, অ্যাভন নয়। অ্যাভন হলে আরও বেশি খুশি হত ও।

আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে আলো। হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল রানা। সময় এবার সত্যি ফুরিয়ে যাচ্ছে। শুধু ভাগ্যগুণে যদি ওদের কাছে পৌঁছুতে পারে। বড় একটা শ্বাস নিয়ে দাঁতে দাঁত চাপল রানা। সময় থাকতে ভিলায় পৌঁছুতে হলে ছুটতে হবে ওকে, দূরত্বটাও কম নয়। তারপরও জানে না ভিলায় পৌঁছে কিভাবে কি করবে। তবু, সান্ত্বনা এইটুকু যে অন্তত আংশিক দায়িত্ব ইতিমধ্যে পালন করেছে ও—বেঙ্গমানকে পাওয়া গেছে, তার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। বাকি সবাইকে বাঁচানো হয়ত সম্ভব হবে না, তবু চেষ্টা করে দেখতে হবে ওকে।

বারো

ভয় হল, ফুসফুসটা না ফেটে যায়। ভিলা থেকে পালিয়ে আসার পর এত জোরে এই প্রথম দৌড়াচ্ছে ও। ফুসফুসের ব্যথার সঙ্গে যোগ হল পা ও উরুর বেদনা, ভাঙা ও ছিন্নভিন্ন বাম হাতের অসহ্য কষ্ট ভুলে থাকতে সাহায্য করল ওকে। কিভাবে যেন আহত হাতটা ধরে ওভারঅলের ভেতর ঢুকিয়ে নিয়েছে ও। অক্ষত ডান হাতে ধরে আছে ল্যুগার।

নিজেকে ছুটতে বাধ্য করছে রানা, পায়ের ধাক্কা খেয়ে রাস্তার পাথর ও ধুলো ছড়িয়ে পড়ছে। শুধু একটা কথাকেই ঠাঁই দিয়েছে মনে, এই রাস্তা ধরে গেলে সৈকতের বাড়তি অংশে অর্থাৎ ভিলাটায় পৌঁছুতে পারবে ও। এমনকি সময়ের হিসাব নেয়ারও চেষ্টা করল না, তবে জানে ভালই পাল্লা দিচ্ছে সে। তারপর, যেন অনন্তকাল পরে, ভিলার ওপর ঢালের মাথায় পৌঁছুল। ভাঁজ হয়ে গেল হাঁটু, নিচু হল শরীরটা, আকাশের গা থেকে নেমে এল। ডান কাঁধের ওপর ভর দিয়ে মাথা উঁচু করল ভিলাটাকে দেখার জন্যে।

মাত্র কয়েক ফুট নিচে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে গাঢ় একটা দাগ দেখল রানা। লাশের অবশিষ্টাংশ এমনভাবে পড়ে আছে, যেন কোন শিশুর হাতে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এক জোড়া পুতুল। পুতুল নয়, একজোড়া রবিনসন, রাতে যাদেরকে বোমা মেরে খতম করেছে ও।

ভিলার সামনে কি যেন নড়ল। দু'নাম্বার গার্ড, মমতাজ যাকে পিছনে রেখে গেছে। সামনের পাঁচিলের আড়ালে গুড়ি মেরে রয়েছে, হাতে মেশিন-পিস্তল। অত্যন্ত সতর্ক সে, অপেক্ষা করছে, লক্ষ রাখছে।

গুডরিচ নিশ্চয়ই অস্থির হয়ে উঠেছে, ভাবল রানা। ভিলার কাছাকাছি দু'জন রবিনসন পড়ে আছে, কাজেই তাদের পরিণতি সম্পর্কে জানে সে। বাকি দু'জনের কথা ভেবেও অস্থির না হয়ে উপায় কি, এখনও তারা ফেরেনি। ভিলার ভেতর হাতগুলো নিশপিশ করছে, জানে রানা। তবে গুডরিচ সম্ভবত অপেক্ষা করছে মমতাজের জন্যে। যে প্রতিকূল পরিস্থিতির

মধ্যে ফেলা হয়েছে ওকে, ও যে বেঁচে ফিরে আসবে তা কেউ আশা করতে পারে না।

গুডরিচের সঙ্গে ভেতরে আছে অ্যাভন, পাইকারী হত্যাকাণ্ডে সাহায্য করার জন্যে। অনুষ্ঠানটা শুরু হতেও বোধহয় আর বেশি দেরি নেই। ধীরে ধীরে দাঁতে দাঁত চেপে ভিলার পিছন দিকে যাবার চেষ্টা করছে রানা, প্রতি মুহূর্তে সচেতন, ভেতরে একটা টাইম বোমা টিক টিক করছে। ক্রল করে নিচে নামল ও, তারপর আবার সিধে হল। বাড়ির পিছনটা পঞ্চাশ গজ দূরে, বেশ তাড়াতাড়িই পেরিয়ে এল।

কারও চোখে ধরা না পড়ে নিচু পাঁচিলটার কাছে চলে এল রানা। এবার নিঃশব্দে বাড়িটার দিকে এগোল।

অকস্মাৎ বাড়ির সামনের দিক থেকে একটা আওয়াজ ভেসে এল। একটা চিৎকার। ভিলায় ফেরার পথে এই ভয়টাই করছিল রানা, চিৎকারটা না শুনতে হয়! গগনবিদারী, তীক্ষ্ণ চিৎকার—নারীকণ্ঠ, তবে যেন চরম ব্যথায় কাতর একটা পশুর মত। কল্পনার চোখে দেখতে পেল রানা, গায়ের জোরে রাবেয়ার মুখ খোলা হচ্ছে, হাতে ছোরা নিয়ে সামনেই দাঁড়িয়ে আছে গুডরিচ, তার জিভ বেরিয়ে আসা মাত্র কেটে নেবে।

ঠিক এই মুহূর্তে ভিলার কোণ থেকে বেরিয়ে এল গার্ড, পিছনদিকটায় নজর বুলাতে চায়। থমকে দাঁড়াল সে, ঝুঁপে পড়ল চোয়াল। হাতের মেশিন পিস্তল ওপরে উঠল, তবে রানার ল্যুগারই গর্জে উঠল প্রথম, পরপর দু'বার। দুটো বুলেটই লাগল, দড়াম করে পড়ে গেল গার্ড। আবার সামনে বাড়ল রানা, মনে হল ওর ডান দিকে কি যেন নড়ে উঠল, দৃষ্টিপথের কোণে। কিন্তু সেদিকে ফিরে, হাতের ল্যুগার তৈরি, কাউকে দেখতে পেল না। আলো-ছায়ার খেলা, ধরে নিল ও।

ভিলার সামনে, বাগান থেকে চেঁচামেচির আওয়াজ ভেসে এল। পায়ের আওয়াজও পেল রানা। তবে পাঁচিলের কোণে কেউ পৌঁছুবার আগেই গার্ডের কাছে চলে এল ও। মেশিন-পিস্তলটা ধরে টান দিল, শুধু স্পর্শের সাহায্যেই বুঝতে পারল অস্ত্রটা উজি, স্টক পিছন দিকে ভাঁজ করা যায়। মোসাড যে ইসরায়েলে তৈরি অস্ত্র ব্যবহার করবে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

এক হাতে ধরে উজিটা তুলছে রানা, পাঁচিলের কোণ ঘুরতে দেখা গেল অ্যাভনকে। এক পশলা গুলি খেয়ে প্রায় দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল লোকটা। গুলি করতে করতে ছুটছে রানা, নিজেও জানে না কখন ভিলার সামনে পৌঁছে গেছে। ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোর বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে জেনারেল গুডরিচ, চেহারায় অনিশ্চিত ভাব, তার উদ্দেশ্যে গর্জে উঠল রানা। গুডরিচের হাতে কোন অস্ত্র নেই, শুধু একটা লম্বা ছোরা।

'ছোরা ফেলে দিয়ে পাথর হয়ে যান!'

এক সেকেণ্ড হাঁ করে তাকিয়ে থাকল জেনারেল গুডরিচ। তারপর শ্রাগ করল সে। ছোরাটা ছুঁড়ে দিল বাগানে। হাত দুটো মাথার ওপর তুলল। নিচের

দিকে ডেবে গেল কাঁধ দুটো।

কামরার এক ধারে এখনও লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে ওদেরকে। ওদেরকে মানে কুর্শি করবেট, এলা কাভিশ ও শামিম হাসানকে। ওদের মধ্যে রাবেয়া নেই।

রাবেয়া রয়েছে কামরার এক প্রান্তে। একটা চওড়া তক্তার ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে সে, তক্তার সঙ্গে হাত-পা শক্ত করে বাঁধা, পাশে পড়ে রয়েছে একটা করাত।

'মাই গড, আপনি মিথ্যে ভয় দেখাননি! ইউ বাস্টার্ড, গুডরিচ, আপনি নিশ্চয়ই একটা উন্মাদ!'

এমন উন্মত্তের মত চিৎকার করল রানা, এক পা পিছিয়ে গেল জেনারেল গুডরিচ। 'প্রতিশোধ নেয়ার অধিকার একা শুধু ঈশ্বরের আছে, এ আমি বিশ্বাস করি না!' বলল সে, তার গলা না কাঁপলেও শরীরটা কাঁপছে। চোখে একাধারে ক্রোধ ও হতাশা। 'একদিন, মাসুদ রানা, মোসাড় ঠিকই প্রতিশোধ নেবে। আমি পারলাম না, তাতে কোন দুঃখ নেই, কিন্তু আমাদের কেউ না কেউ পারবে, এ আমি জানি। আর শুধু সেদিনই শান্তি পাবে আমার আত্মা।'

কাউকে, সে শত্রু হলেও, সহজে ব্যথা দিতে চায় না রানা। কিন্তু এই মুহূর্তে কল্পনায় ও দেখতে পেল, কলম থেকে তিনটে ইস্পাতের বর্শা ছুটে গেল গুডরিচের দিকে—একটা করে বিঁধল দুই চোখে, অপরটা তার গলায়। তবে, বসের নির্দেশ, জেনারেল গুডরিচকে জীবিত ধরে নিয়ে যেতে হবে।

'প্রতিশোধ কাকে বলে, আপনাকে শিখিয়ে দেয়া হবে, জেনারেল।' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'চাবি।' হাত পাতল ও। 'শিকলের তালা খুলতে হবে।'

এক সেকেণ্ড ইতস্তত করল গুডরিচ, তারপর টেবিলের দিকে হাত তুলল। সেদিকে তাকিয়ে চাবির গোছাটা পড়ে থাকতে দেখল রানা।

'এগোন, চাবিটা আনুন। ওদেরকে মুক্ত করুন।' ইতিমধ্যে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়েছে রানা।

আবার ইতস্তত করল গুডরিচ, রানার কাঁধের পিছনে কোথাও একবার চট করে তাকাল সে। উঁহুঁ, ভাবল রানা, এ-ধরনের পুরানো কৌশলে লাভ হবে না।

'কথা শুনুন, জেনারেল...,' শুরু করল রানা, পরমুহূর্তে ওর ঘাড়ের পিছনে দাঁড়িয়ে গেল চুল। ঘুরল ও।

'তোমার জায়গায় আমি হলে, জেবি, টেবিলের ওপর সাবধানে নামিয়ে রাখতাম পিস্তলটা।'

রানার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ম্যাকগ্রাম শেডি। দরজা দিয়ে নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকেছে সে, ডান হাতে পুলিস ইস্যু ওয়ালথার পিপিকে। 'হোয়াট...' শুরু করল রানা, গলায় অবিশ্বাস।

'জেনারেল,' শান্তস্বরে বলল শেডি, 'চাবির গোছাটা টেবিলের ওপরই থাক। যে-ধরনের প্রতিশোধই আপনি নিতে চান না কেন, আপনাকে অপেক্ষা

করতে হবে। যে-কোন মুহূর্তে লোকজন ভিড় করবে এখানে। দেরি হল পৌঁছুতে, সেজন্যে সত্যি দুঃখিত। কি করব, বিসিআই এজেন্টদের ফাঁকি দেয়া কি সহজ কাজ? তার ওপর নিজের ডিপার্টমেন্টের লোকগুলোকেও ফাঁকি দিতে হয়েছে।'

জিভ ও টাকরা সহযোগে বিচিত্র একটা শব্দ করল জেনারেল।

'প্রথম কাজ, নিরাপদে এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া,' বলল শেডি। 'রানাকে আমরা জিম্মি হিসেবে ব্যবহার করতে পারি, তাই না?'

এক পা পিছাল রানা। 'শেডি? ফর গডস সেক, এসব কি...'

'আহ্, জেবি, নষ্ট দুনিয়ার বাস্তবতা সম্পর্কে তোমার কোন ধারণা নেই। যা বললাম, তুমি কি হাতের ওটা টেবিলের ওপর রাখবে?'

শেডির দিকে পিছন ফিরল রানা, চাবির পাশে সাবধানে নামিয়ে রাখল হাতের ল্যুগার।

'এবার হাত দুটো মাথার ওপর তোল, জেবি।'

'আমার একটা হাত ভাঙা।'

'তাহলে একটা হাত তোল। তোমাকে আমি চিনি, জেবি—তুমি মহা ধড়িবাজ।'

তারপর যখন ঘুরতে শুরু করল রানা, ধীরে ধীরে ডান হাতটা ওপরে তুলে ওভারঅলের বুক পকেট থেকে কলমটা তালুর ভেতর লুকিয়ে নিল। দু'জন বেঈমান, ভাবল ও, দু'নাম্বারটা আইরিশ ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের একজন অফিসার। তার সঙ্গে বিসিআই গোপন সম্পর্ক রাখত, এমনকি স্বয়ং রাহাত খানের সঙ্গে উপকার বিনিময় হত।

'গুড,' বলে চলেছে শেডি। 'যা বলছিলাম, জেবি। বাস্তব দুনিয়া সম্পর্কে তোমার কোন ধারণা নেই। তুমি যদি অমিতাচারী হও, তুমি যদি পরকীয়া প্রেমে জড়িয়ে পড়ো, তোমার যদি জুয়া খেলার নেশা থাকে, ডিগবাজি খাওয়া ছাড়া উপায় কি বল? আমি চাই তুমি জান, এটা পলিটিক্যাল কোন ব্যাপার নয়। ব্যাপারটা নগদ নারায়ণের।'

'টাকা?' ঘৃণা ও অবিশ্বাসে চোখ ছোট হয়ে এল রানার। 'টাকা? তাহলে গুডরিচের হাত থেকে তুমি আমাকে উদ্ধার করেছিলে কেন?'

'ওটা ছিল কাভার, জেবি। আমরা যারা এই পেশায় আছি, কেউ কখনও চাই কাভার নষ্ট হোক? ভেবে দেখো, তিন পক্ষের হয়ে কাজ করছিলাম আমি—নিজেদের, তোমাদের, ওদের। তোমাকে ডাবলিন এয়ারপোর্টে নিয়ে যাবার পর প্রথম জানতে পারলাম, আমার কাভার নষ্ট হয়ে গেছে।'

'কিছু আসে যায় না, শেড। না, তোমাকে শেড বলতে নিষেধ কোরো না। কারণ এখন আর তুমি আমার বন্ধু নও। ঠিক কিনা?'

'তা ঠিক। যা খুশি বলো আমাকে। তোমার গালমন্দ খাবার অনুপযুক্ত লোক আমি নই। কিন্তু, জেবি, ভেবে দেখ—ওরা সবাই আমার পিছু নিয়েছে। তোমার বস্ রাহাত খান আমাকে খুঁজছেন, কোন সন্দেহ নেই। কাজেই

আমাকে জেনারেল গুডরিচের সাথে কেটে পড়তে হবে।' জেনারেলের দিকে ফিরল সে। 'জেনারেল, এবার আমাদের রওনা হলে ভাল হত না? শিকারিরা খুব বেশি পিছনে নেই। আমি যখন ভাবলিন ছাড়ি, ওরা আমার পিছু নেয়।'

'হাতের কাজ শেষ হলেই রওনা হব আমরা,' গম্ভীর সুরে বলল জেনারেল।

ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে ব্যস্ত, এই সুযোগে মোচড় দিয়ে কলমের মাথাটা খুলে ফেলেছে রানা। বোতামে আঙুল, ও ডাকল, 'শেডি!' ওর গলার আওয়াজে এমন কিছু একটা আছে, ঝট করে ওর দিকে ফিরল শেডি। বোতামটায় দু'বার চাপ দিল রানা। 'দুঃখিত, শেডি।' দেখল, ইস্পাতের বর্শা দুটো শেডির চোখের ওপর একজোড়া লাল বিন্দু তৈরি করেছে।

'জেবি!' চিৎকারটা বেরুল রিফ্লেক্স হিসেবে, কারণ নির্ঘাৎ কথা বলার সময়ই মারা গেছে শেডি। টলে উঠল শরীরটা, হাত থেকে খসে পড়ল পিস্তল। ঝট করে হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে ল্যাগারটা তুলে নিল রানা। দড়াম করে পড়ে গেল শেডি।

সব কাজ শেষ হয়েছে রানার। যারা স্ক্যানডাল সৃষ্টি করতে পারত তাদের কেউ বেঁচে নেই। উপহার হিসেবে জেনারেল গুডরিচ মহার্ঘ্যবস্তু বিবেচিত হবে। রানা নিশ্চিত, ওর পিঠ চাপড়ে দেবেন রাহাত খান। বাকি থাকল শুধু কিছু আবর্জনা পরিষ্কারের কাজ। প্রেসকে গ্রহণযোগ্য একটা ব্যাখ্যাও দিতে হবে। 'যা বলছিলাম, জেনারেল গুডরিচ,' ক্ষীণ হেসে বলল রানা, 'চাবি তুলে নিয়ে ওদেরকে মুক্ত করুন।' রাবেয়ার দিকে ফিরল ও। 'মুক্ত হবার পর তোমার প্রথম কাজ ফোন করা—নাম্বারটা তোমাকে আগেই দিয়ে রেখেছি, ডার্লিং। ওটা আমাদের ডিপার্টমেন্টের হংকং রেসিডেন্টের নাম্বার। ফোনে আমি যখন তার সাথে কথা বলব, তুমি নজর রাখবে জেনারেলের ওপর। ব্যাপারটাকে এবার অফিশিয়াল চেহারা না দিয়ে উপায় নেই আমাদের।'

প্রথমে রাবেয়ার বাঁধন খুলে দিল গুডরিচ, তারপর বাকি সবার দিকে এগোল। ডায়াল করার পর রিসিভারটা রানার হাতে ধরিয়ে দিল রাবেয়া। তিন মিনিটের মধ্যে আলাপ শেষ করল রানা। ইতিমধ্যে বাকি সবাই মুক্ত হয়েছে। সোৎসাহে শিকলটা জেনারেলের হাত-পায়ে জড়িয়ে তালা লাগিয়ে দিয়েছে কুর্শি করবেট ও শামিম হাসান।

রিসিভার নামিয়ে রেখে ডান হাত দিয়ে টেবিলের কিনারা ধরল রানা। হালকা একটা স্পর্শ বোধ করল কাঁধে, ওর হাতের ওপর হাত পড়ল কারও।

'ধন্যবাদ, রানা,' বলল রাবেয়া। গলাটা বুজে এল। 'রানা, আমি তোমার সেবা করার সুযোগ চাই, তা না হলে এত ঋণ কিভাবে শোধ করব বলো!'

'তোমার সেবার লোভেই তো,' জবাবটা সম্পূর্ণ করতে পারল না, ঝাপসা হয়ে গেল রানার দৃষ্টি, শরীরের নিচে হাঁটু দুটো ভাঁজ হয়ে গেল। জ্ঞান হারাল ও।

*

মাসুদ রানার জ্ঞান ফিরল একটা ক্লিনিকে। ওর বিছানার পাশে বসে আছে বিসিআই রেসিডেন্ট, হংকং। আগে থেকেই রানাকে ভাল করে চেনে সে। এক সঙ্গে কাজ করেছে ওরা, একবার সুইটজারল্যান্ডে, আরেকবার বার্লিনে।

রানা দেখল, ওর বাম হাত প্লাস্টার করা হয়েছে।

'তোমার হাড় দু'জায়গায় ভেঙেছে, কিছু পেশীও ছিঁড়েছে, তবে ও কিছু নয়—সময়মত সেরে যাবে।

'ধন্যবাদ,' হাসল রানা।

'বস্ তোমাকে কংগ্রাচুলেশন জানিয়েছেন, সেই সাথে তিরস্কারও করেছেন—কোন বুদ্ধিতে মেয়েটাকে নিয়ে এলে তুমি এখানে।'

চোখ বুজল রানা, ভয়ানক ক্লান্তি লাগছে। 'রাবেয়ার মত মেয়েদের সহজে খসানো যায় না। চিন্তা কোরো না, ওটাই আমার একমাত্র ভুল ছিল না।'

'উনি তোমাকে লণ্ডনে দেখতে চেয়েছেন। ডাক্তাররা তোমাকে কালই ছেড়ে দেবেন, তবে আরও দু'হপ্তা এখানে তোমাকে থাকতে হবে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হয়েছেন বস্। ডাক্তাররা স্রেফ তোমার হাতটার ওপর নজর রাখতে চান।'

'বাকি সবার খবর কি?' জানতে চাইল রানা।

'সব ঠিকঠাক আছে। কোথাও কোন গোলমাল হয়নি। কেউ কোন প্রশ্ন তোলেনি। আজ বিকেলের ফ্লাইটে ঢাকায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে গুডরিচকে। ভাল কথা, দিনের বেশিরভাগ সময় তোমার জ্ঞান ছিল না।'

'গুডরিচের মুখ খোলাতে হবে,' নিষ্ঠুর এক চিলতে হাসির রেখা ফুটল রানার ঠোঁটে।

'প্রথমে আমরা ওর পেটের সব কথা বের করব, তারপর ঘোষণা দেব—যদি দিই আর কি। মিস এলা কাডিশ, শামিম হাসান ও কুর্শি করবেটও ওই একই ফ্লাইটে গেছে। মাঠে আর মি. করবেট কোন কাজে আসবেন না। বস্ সম্ভবত তাঁকে মধ্যপ্রাচ্যের কোন শাখা অফিসের ডেস্কে বসিয়ে দেবেন। তুমি এখন বিশ্রাম নাও, রানা।'

'রাবেয়া কোথায়?'

'তোমার জন্যে একটা সারপ্রাইজ আছে,' বলে চোখ মটকাল রেসিডেন্ট, কেবিন ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

এক মিনিট পর ভেতরে ঢুকল রাবেয়া। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকল সে, তারপর বিছানার দিকে এগোল। 'কেবিনের বাইরে করিডরে দাঁড়িয়ে আমি এত জোরে জোরে পা ঠুকেছি যে শেষ পর্যন্ত ওরা বাধ্য হয়ে রাজি হয়েছে।'

'কিসে রাজি হয়েছে?'

'রাগ দেখালে কাজ হয়, রানা। তবে এত সহজে রাজি হবে ওরা, ভাবিনি। আমার হাতে আরও কয়েকটা কৌশল ছিল। যেমন, দাঁত দিয়ে

পরনের কাপড় ছিঁড়তাম, হাত কামড়ে রক্ত বের করতাম...'

'কিন্তু কেন?'

'কেন আবার, তোমাকে কাছে পাবার জন্যে। তোমার সেবা-যত্ন করার সুযোগ পাবার জন্যে। জান, কত দাম আমাদের? বাইরে সশস্ত্র গার্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে?' এগিয়ে এসে রানার কপালে হাত রাখল রাবেয়া।

'তোমার হাত ভারি নরম,' বলল রানা। ওর হাত আহত হতে পারে, তবে জানে শরীরের অন্যান্য অংশ সুস্থ ও সবল আছে। 'আর ঠাণ্ডা।'

'পুরানো একটা চীনা প্রবাদ শুনবে?' বলল রাবেয়া। 'যে মেয়ের হাত ঠাণ্ডা তার ভেতরে আগুন আছে।'

'আগে কখনও শুনিনি।' চোখ দুটো ঝিক করে উঠল রানার।

'সত্যি?'

'সত্যি।'

'প্রবাদটা মিথ্যে নয়, রানা– আমি জানি।'

'তুমি কি করে জানলে?' রানার চোখে কৌতুক।

'জানি। তুমিও জানবে। যখন আমার ভেতর ঢুকবে–এই খানে!' বলে রানার ডান হাতটা তুলে নিজের বুকের মাঝখানে চেপে ধরল রাবেয়া। আবেশে চোখ বুজল মাসুদ রানা।

* * * *

A lonely man in the crowded planet